শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রজধাম ও আচার্য্যগণ

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মঙ্গলাচরণ

নমো বেদান্তবেদ্যায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
সর্ব্ব চৈতন্যরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়িনে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥
নমো ব্রহ্মাণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ট-দোহং,
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং,
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥
পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥
নামশ্রেষ্ঠমনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপম্,
রূপম্ তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং,
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥
হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীশ্রীরাধাব্রজমোহনো জয়তি

শ্রীব্রজধাম ও আচার্য্যগণ

ভারতাজির ও ধর্ম্ম *

"ভারতমেব অজিরং প্রাঙ্গণং বৈকুণ্ঠস্য।"

"অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং, প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ। যৈ র্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে, মুকুন্দ-সেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ ॥ ১ ॥ কৃষ্ণানুগ্রহতো লব্ধ্বা মানবং জন্ম ভারতে। ন ভজেৎ কৃষ্ণপাদাব্জং তদত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥ ২ ॥ অন্যস্থানে বৃথা জন্ম নিষ্ফলং চ গতাগতম্। ভারতে চ ক্ষণং জন্ম সার্থকং শুভকর্ম্মদম্ ॥ ৩ ॥ সংপ্রাপ্য ভারতে জন্ম সৎকর্ম্মসু পরাঙ্মুখঃ। পীযূষকলশং হিত্বা বিষভাণ্ডং স ইচ্ছতি ॥ ৪ ॥"—শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধের শিক্ষাসার।

---

* ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥—শ্রীভাঃ ১।১।২

অনুবাদ,—দেবতাগণ স্বর্গে বলাবলি করেন, ভারতবর্ষই বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ। সেখানে আমাদের ভাগ্যে মনুষ্য জন্মলাভ হয় না। যাহারা তথায় মনুষ্যজন্ম পাইয়া মুক্তিলাভের অধিকারী, আহা তাহাদের কি পুণ্য! না! না! ইহা ভগবানের অহৈতুকী কৃপা ভিন্ন অন্য কোন পুণ্যদ্বারা সম্ভব নহে ॥ ১ ॥ ভগবানের কৃপায় ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও যাহারা ভগবানের পাদপদ্ম ভজনা করে না, ইহার তুল্য বিড়ম্বনা আর নাই ॥ ২ ॥ ভারতে ক্ষণমাত্র জন্মও সার্থক ও কল্যাণপ্রদ। অন্যত্র জন্ম বৃথা। কেননা সেখানে যাতায়াতই সার ॥ ৩ ॥ যে ব্যক্তি ভারতে জন্মলাভ করিয়াও নিজের কল্যাণ চাহে না, সে অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষভাণ্ড পান করে ॥ ৪ ॥

"সত্যং পরং ব্রহ্ম বিজ্ঞানরূপম্। সত্যং হি সৃষ্টিস্থিতিলীনকর্ত্তৃ ॥
সত্যং হি সাম্যং কিল বস্তুধর্ম্মঃ। সত্যং শরণ্যং শরণং প্রপদ্যে ॥"

অনুবাদ,—"সত্যই পর ব্রহ্ম, * সত্যই জ্ঞানময়। সত্যেই জগতের হয় সৃষ্টিস্থিতিলয় ॥ সাম্য ও বস্তুধর্ম্ম সকলই তিনি। জীবের শরণ্য তিনি তাঁহাকে প্রণমি ॥"

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং **'সত্যং পরং ধীমহি'**।

—শ্রীভাঃ ১।১।১

---

* পরং ব্রহ্ম—পরং ব্রহ্ম গোপালবেশং।

ভারতবর্ষ

(ভারত—ভরতসম্বন্ধীয়—বর্ষ অংশ, য়ং—স) সং, ক্লীং, জম্বুদ্বীপের নববর্ষান্তর্গত বর্ষবিশেষ, সমুদ্রের উত্তর হিমালয়ের দক্ষিণস্থ দেশ। শিং—"হিমাহ্বং দক্ষিণং বর্ষং ভরতায় দদৌ পিতা। তস্মাচ্চ ভারতং বর্ষং তস্য নাম্না মহাত্মনঃ।"

এশিয়ার অন্তর্গত একটি দেশ—ভারতবর্ষ। আর্য্য মতে সমগ্র-পৃথিবী সপ্তদ্বীপে বিভক্ত যথা,—জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর, ও শাল্মলী; এক একটি দ্বীপ আবার কতিপয় অংশে বিভক্ত; ঐ সকল অংশকে "বর্ষ" বলে। জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত যে বর্ষে চন্দ্রবংশীয় **ভরত** নামক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাহা ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই ভরতের পিতার নাম—ঋষভ দেব। ঋষভের এক-শত পুত্র মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ পরমহংস-কুলশ্রেষ্ঠ এই ভরতই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। একশতপুত্র মধ্যে নয়জন পরমহংস নবযোগেন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ যথা,—কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস, করভাজন; বিদেহরাজ শ্রীনিমি মহারাজের সঙ্গে ইঁহাদের প্রসঙ্গ হইয়াছে

*—ভাঃ ৫।৪।১১, ১১।২।২১ দ্রষ্টব্য।

---

* নবযোগেন্দ্রের প্রতি বিদেহরাজ শ্রীনিমির এই নয়টি প্রশ্ন,—(১) আত্যন্তিক ক্ষেম কি? (২য়অঃ ৩০সং); (২) ভাগবত (বৈষ্ণব)-ধর্ম্ম, স্বভাব, আচার, বাক্য ও লক্ষণ কি? (২য় অঃ ৪৪ সং); (৩) ভগবান বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়া কাহাকে বলে? (৩য় অঃ ১ম সং); (৪) ঐ মায়া হইতে কিরূপে নিবৃত্তিলাভ ঘটে? (৩য় অঃ ১৭ সংখ্যা); (৫) ব্রহ্মের স্বরূপ কি? (৩য় অঃ ৩৪ সং); (৬) ফল-

অপর নয়জন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাচরণ করিয়া পৃথিবী পালন করেন। এবং অন্য একাশী জন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যাজনদ্বারে বেদের কর্ম্মকাণ্ড প্রচার করেন : পুরাণমতে এই ভারতবর্ষ অশ্বক্রান্ত, রথক্রান্ত, বিষ্ণুক্রান্ত, এই তিনভাগে বিভক্ত। "অশ্বক্রান্ত-রথক্রান্ত-বিষ্ণুক্রান্তৈর্দ্বিজর্ষভ। বিভক্তং ভারতং বর্ষম্ বর্ষণামুত্তমং স্মৃতম্।" ভারত নামক যে বর্ষ (ম পী কর্ম্মধা। সং ; পু বা ক্লী) = **ভারতবর্ষ**।

হিন্দুজাতি

হিন্দু ভারতীয় আর্য্যজাতি। কেহ কেহ বলেন, হিমালয় ও বিন্দু (সরোবর বিশেষ) এই দুই শব্দের যথাক্রমে আদ্য ও অন্ত্য অংশ গ্রহণ করিয়া 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে ; কারণ উত্তরে হিমলয় হইতে দক্ষিণে বিন্দু সরোবর পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগই হিন্দুদিগের বাসস্থান। অপর কেহ বলেন, আর্য্যেরা প্রথমতঃ মধ্যএশিয়ায় বাস করিতেন। কালক্রমে তাঁহাদের বংশবৃদ্ধিহেতু স্থান ও খাদ্যের অভাব ঘটিতে থাকে। তাঁহাদের মধ্যে দুই সম্প্রদায় নূতন বাসস্থানের অন্বেষণে বহির্গত হন। এক সম্প্রদায় পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া ইউরোপে বসতি-

---

ভোগমূলক কর্ম, ভগবদর্পিত কর্ম্ম ও নৈষ্কর্ম্ম্য কাহাকে বলে ? (৩য় অঃ ৪১ সং) ; (৭) ভগবত অবতারাবলীর চেষ্টা সমূহ কি কি ? (৪র্থ অঃ ১ম সং) ; (৮) ভগবদ্বিষ্ণুবিমুখ ভক্তিহীন অর্থাৎ অভক্তগণের নিষ্ঠা বা গতি কি ? (৫ম-অঃ ১ম সং) ; (৯) চারিযুগের যুগাবতারচতুষ্টয়ের কিরূপ বর্ণ, কিরূপ আকার, কি কি নাম এবং কিরূপ পূজাবিধি ? (৫ম অঃ ১৯ সংখ্যা)।

স্থাপন করেন, এবং অপর সম্প্রদায় দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পাঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হন। এই স্থানে দ্বিতীয় সম্প্রদায় আবার দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল পারস্যে গমন করেন এবং অপর দল হিমালয়ের উত্তর পশ্চিমস্থ গিরিসঙ্কট দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এই শেযোক্ত দল প্রথমতঃ পাঞ্জাব প্রদেশে সিন্ধুনদের তীরে বসতি-স্থাপন করিয়াছিলেন। পারসীকেরা "সিন্ধু" কথাটিকে "হিন্দু" এই-রূপ উচ্চারণ করিত ; এইজন্য সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যগণও তাহাদের দ্বারা "হিন্দু" নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে "আর্য্য" নামের পরিবর্ত্তে ঐ "হিন্দু" নামই সাধারণের মধ্যে অধিক প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ হিন্দুস্থান বলিলে সমস্ত ভারতবর্ষকে বুঝায়। কিন্তু মুসলমানেরা এই শব্দটিকে ভারতের উত্তরপশ্চিম অঞ্চল প্রদেশজ্ঞাপক করিয়া ব্যবহার করেন।

হিন্দু = হীন—দূষ্ দোষ, নিপাতন। হিন্দু + ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী। হিন্দু শব্দ সংস্কৃত নহে ; বেদ, স্মৃতি, দর্শন ও রামায়ণাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে উহা দৃষ্ট হয় না। যে পুরাতন পারসীক ভাষা ইতিপূর্ব্বে আবস্তিক বলিয়া লিখিত হইয়াছে, ঐ শব্দটি সেই ভাষার অন্তর্গত। শব্দকোষে সংস্কৃত সপ্তসিন্ধু ও আবস্তিক হপ্তহেন্দু শব্দের প্রসঙ্গ পাঠ করিলে বোধ হইবে, আবস্তিক হেন্দুশব্দ সংস্কৃত সিন্ধু শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। পারস্য দেশের কীলরূপা শিলালিপিতে উহা হিদুস্ বলিয়া লিখিত আছে। গ্রীকেরা ইন্দুইস শব্দ উল্লেখ করিয়া থাকে। তন্ত্র-বিশেযে হিন্দু শব্দ উল্লিখিত ও তাহার ব্যুৎপত্তি লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ঐ তন্ত্রের আধুনিকত্ব প্রমাণ করিয়া দিতেছে। কেবল

হিন্দু শব্দ নয়, এই অযুক্ত তন্ত্রবচনে ইংরেজ, ফিরিঙ্গি ও লণ্ডন নগরের নাম সন্নিবেশিত থাকিয়া উহার অতিমাত্র আধুনিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। (শিং—"হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে। পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ফিরিঙ্গিভাষয়া মন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাৎ কলৌ। অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ॥ ইংরেজা নবষট্পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ।") সং পুং, পৃথিবীর মানব-জাতি মধ্যে এক **জাতিবিশেষ,—হিন্দুজাতি।**

———

বৈদিক সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম

ভারতবর্ষের হিন্দুধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাকে যদি বিশুদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করিতে হয়, তবে উহাকে বৈদিক সনাতন ধর্ম্মই বলিতে হইবে। যেমন খৃষ্টান ধর্ম্ম বলিতে বাইবেলে উপদিষ্ট ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম বলিতে কোরাণে উপদিষ্ট ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম বলিতে বুদ্ধের উপদিষ্ট ধর্ম্ম এবং জৈনধর্ম্ম বলিতে তীর্থঙ্কর মহাবীরের উপদিষ্ট ধর্ম্মকে বুঝায়, তেমনই হিন্দুধর্ম্ম বা বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম বলিতেও ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ এবং বেদানুকূল মন্বাদি বিংশতি সংহিতা, অষ্টাদশ পুরাণ, উপপুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি আর্যশাস্ত্র প্রতিপাদ্য যে ধর্ম্ম, তাহাকেই বুঝায়। সুতরাং কেহ যদি বলেন আমি হিন্দুধর্ম্ম

মানি, অথচ যদি দেখা যায় যে তিনি বেদ বা বেদানুকূল উক্ত শাস্ত্র-গুলিকে প্রমাণ মানেন না, অথবা উহাদের উপদেশকে নিজের জীবনে শ্রদ্ধার সহিত রূপায়িত করিতে চেষ্টা করেন না, তবে বুঝিতে হইবে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার কোন জ্ঞানই নাই। সুতরাং তাঁহার আচরিত মত বা পথ বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম্ম নহে, তাহা হিন্দুধর্ম্মের আভাস বা ছায়া-মাত্র। এই জন্যই আমাদের ভারতবর্ষেরই হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজা গৌতম-বুদ্ধ ও মহাবীরের প্রচারিত বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় নাই। এবং পরবর্ত্তিকালে আচার্য্য শঙ্করের দ্বারা উহা ভারতবর্ষ হইতে উৎসন্ন প্রায় হইয়াছে এবং ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত ও মীমাংসা প্রভৃতি ছয়টী আস্তিক দর্শনের প্রণেতৃ ও প্রচারয়িতৃগণ কর্তৃক উহা বেদবিরোধী নাস্তিক মত বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। বাইবেল না মানিয়া নিজেকে খৃষ্টান, কোরাণ না মানিয়া নিজেকে মুসলমান বলা যেমন হাস্যকর, সেইরূপ বেদ বা বেদানুকূল শাস্ত্র না মানিয়া নিজেকে হিন্দু বা সনাতনধর্ম্মী বলাও তেমনই পরিহাসযোগ্য। এজন্য রাজা রামমোহন রায় প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং স্বামী দয়ানন্দের প্রচারিত আর্য্য-সমাজও সনাতন হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, বহুকাল হইতেই সনাতনী হিন্দুগণকে ইংরাজী-শিক্ষিত হিন্দুগণ পর্য্যন্ত গোঁড়া হিন্দু আখ্যা দিয়া কৃপা বা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা তাঁহাদের এই সহজ কথাটী মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না যে, যাঁহাদিগকে তাঁহারা গোঁড়া হিন্দু বলিয়া ঘৃণা বা তিরস্কার করিতে চেষ্টা করিতেছেন, বস্তুতঃ তাঁহারাই প্রকৃত হিন্দু পদবাচ্য। আর যাঁহারা তিরস্কার করিতেছেন, তাঁহারা

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুপদ বাচ্যই নহেন। কারণ, তাঁহাদের কাহারই বেদ বা বেদানুকূল শাস্ত্রের উপর প্রামাণ্যবুদ্ধিই নাই। বেদ ও বেদানুকূল শাস্ত্রের উপর যাঁহাদের নিষ্ঠা নাই, সুতরাং বেদোদ্দিষ্ট পথকে যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে গ্রহণ করেন না, তাঁহারা যে হিন্দুপদবাচ্য নহেন ইহা আমরা পূর্ব্বেই যুক্তিসহকারে বলিয়াছি। সুতরাং নিজেকে যিনি হিন্দু মনে করিবেন, তাঁহাকে সর্ব্বদাই আত্মানুসন্ধান রাখিতে হইবে তিনি বেদাদি শাস্ত্র অনুসারে নিজের জীবনকে কতটা পরিচালিত করিতে পারিতেছেন। বৈদিক-ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্‌জনের ক্রমান্বয়ে মঙ্গল হয়।

এই হিন্দুধর্ম্মকে বৈদিক বলা হয় এইজন্য যে ইহা বেদপ্রতিপাদ্য এবং ইহাকে সনাতন অর্থাৎ নিত্য বলা হয়; এই কারণে ইহা অনাদিকাল হইতেই পিতাপুত্র ও গুরুশিষ্যপরম্পরায় অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এই ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক যুগ হইতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে শক, হুন, বৌদ্ধ, জৈনদের প্রবল প্রতাপ রাজন্যবৃন্দকে পর্য্যন্ত প্রভাবিত করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে সাময়িকভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে বটে; কিন্তু দীর্ঘকাল ইহাদের প্রভাব হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের উপর স্থায়ী হইতে পারে নাই, কারণ মহাভক্ত, মহাযোগী, মহাজ্ঞানী মহাপুরুষগণ যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া হ্রসমান হিন্দুধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। এমন কি বিধর্ম্মী মুসলমান ও খৃষ্টানগণের দ্বারা ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয়া শত শত বৎসর তাঁহাদের দ্বারা শাসিত ও অত্যাচারিত হইয়াও হিন্দুধর্ম্ম লোপ পায় নাই, প্রত্যুত স্বকীয় শাস্ত্র সম্পদ লইয়া এখনও দেদীপ্যমান আছে। পৃথিবীতে এমন কোন জাতিই নাই,—যাহা স্বীয় সুপ্রাচীন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি অবিকল রাখিয়া সহস্র সহস্র বৎসর হিন্দুজাতির মত

অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছে। এই বৈদিক সনাতন ধর্ম্মেরই অলৌকিক শক্তি হিন্দুজাতিকে স্বকীয় সংস্কৃতি সহ আজও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সনাতন হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী ত্যাগী তপস্বী মহাপুরুষগণের অলৌকিক শক্তি বিধর্ম্মীকেও মুগ্ধ করিয়াছে। ফ্রান্সের কোন মনীষী ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে এক সময় ৺পণ্ডিত নেহেরুজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আচ্ছা! বলিতে পার, যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সমস্ত ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়াছিল, কোন শক্তিবলে বিনা রক্তপাতে সেই ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছিল? পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এইরূপ শক্তির কথা কখনও শুনিতে পাওয়া যায় কি? সেই শক্তির পুনরাবির্ভাব হইলে স্বাধীনতা লাভের জন্য তোমাদের এত কষ্ট স্বীকার করতে হইত না। ইত্যাদি।" ঐতিহাসিকগণও এ বিষয়ে একমত যে পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম্মই সকলের চেয়ে প্রাচীন ধর্ম্ম। সুতরাং ইহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিলে ইহার প্রশংসা করা হয় না। কিন্তু প্রকৃত স্বরূপেরই পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র।

এই সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ প্রকাশ করিতে মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন—'চোদনালক্ষণোর্থো ধর্ম্মঃ' অর্থাৎ—'চোদনা বা বেদই যাহাতে একমাত্র লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণ, তাহাই ধর্ম্ম। মহর্ষির বক্তব্য হইল, ধর্ম্মে বেদই একমাত্র প্রমাণ, অন্য কোন প্রমাণ নাই। কারণ বেদ অপৌরুষেয়, ঈশ্বর ভিন্ন আর কোন পুরুষ বেদ রচনা করেন নাই। যাঁহাকে জগতের ঈশ্বর মানা হয়, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্‌ ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং ঈশ্বররচিত বেদে কোন ভ্রম বা প্রমাদ থাকা সম্ভব নহে। অতএব বেদ যাহা

বিধান করিতেছেন, আমরা নিঃসংশয়ে তাহা আমাদের কল্যাণকর মনে করিয়া অনুষ্ঠান করিতে পারি এবং বেদ যাহা করিতে নিষেধ করিতেছেন, আমরা নিঃসন্দেহে তাহা আমাদের অকল্যাণকর মনে করিয়া বর্জ্জন করিতে পারি। যেহেতু বেদ অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত সেই হেতু আমরা বেদ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থকেই ধর্ম্মের প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। তবে যে আমরা মন্বাদি ঋষিপ্রণীত মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ এবং শ্রীবেদব্যাসরচিত পুরাণ ও ভাগবতাদিকে প্রমাণ মানি, উহার কারণ ইহা নহে যে ঋষিগণ সম্পূর্ণ অভ্রান্ত অথবা উঁহাদের রচিত গ্রন্থসমূহ বেদ। কিন্তু তাঁহারা সকলেই বেদবিদ্ এবং অকপটে সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, এজন্যই তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থ সমূহকে আমরা বেদ-স্বরূপ প্রমাণ মানি। মনুও এই কথাই বলিতেছেন—'বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্' অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারি বেদই ধর্ম্মে প্রমাণ এবং বেদবিদ্ মহর্ষিগণের রচিত স্মৃতিগ্রন্থসমূহ এবং তাঁহাদের আচরণও ধর্ম্মে প্রমাণ।' মনুর এই কথার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, ঋষিগণ বেদবিদ্ না হইলে তাঁহাদের কথা ধর্ম্মে কখনই প্রমাণরূপে গৃহীত হইত না। মহর্ষি জৈমিনি তো স্পষ্টই বলিতেছেন, যেস্থলে স্মৃতিবচন বেদের বিরুদ্ধ হইবে, সেইস্থলে ঐ স্মৃতিবচনকে অপ্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। 'বিরোধে ত্বনপেক্ষ্যং স্যাৎ, অসতি হ্যনুমানম্।' এই মীমাংসাসূত্রে তিনি এই কথাই বলিয়াছেন। স্মৃতিবচন যদি বেদের সহিত অবিরুদ্ধ হয়, তবেই উহা ধর্ম্মে প্রমাণ হইবে ইহাই মীমাংসাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এইরূপ শিষ্টগণের আচরিত যে সদাচার বেদ ও বেদানুকূল স্মৃতিপুরাণাদিশাস্ত্রের সহিত

অবিরুদ্ধ হইবে, উহা শাস্ত্রে প্রমাণ হইবে, বেদাদিশাস্ত্র বিরুদ্ধ শিষ্টগণের আচারও প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না। মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক শাস্ত্রের প্রথমেই ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়াছেন—'যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ' অর্থাৎ—যে সকল কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান হইতে মানুষের অভ্যুদয় বা অনিত্য ঐহিক ও পারত্রিক সুখ এবং নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি হয়, সেই সকল কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানই ধর্ম্ম। ইহা দ্বারা তিনি বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন যতপ্রকার সুখ বা আনন্দ জগতে আছে, উহা নিত্যই হউক বা অনিত্যই হউক, ধর্ম্ম ব্যতিরেকে উহার লাভ সম্ভব নহে। ধর্ম্ম যেহেতু বেদপ্রতিপাদ্য, সেইহেতু উহা মানুষের সুখ বা কল্যাণের কারণ হইবেই ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ যতপ্রকার দুঃখ জগতে প্রসিদ্ধ আছে, অধর্ম্মব্যতিরেকে উহাদের উৎপত্তি সম্ভব নহে। সুতরাং মনুষ্যমাত্রই সতত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও অধর্ম্মের বর্জ্জন করিবে। এজন্য ইহা নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, ধর্ম্মকে বাদ দিয়া মানুষের দৈনন্দিন, সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন জীবনই কল্যাণকর নহে। সুতরাং এ-যুগে যাঁহারা ধর্ম্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা কল্পনা করিতেছেন, তাঁহারা আকাশে কুসুম চয়ন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা প্রজাবর্গের কল্যাণ হওয়া কখনই সম্ভব নহে।

বেদাদিশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য এই সনাতন ধর্ম্মকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা চলে—প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও নিবৃত্তিধর্ম্ম। সকামধর্ম্মকেই প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও নিষ্কামধর্ম্মকেই নিবৃত্তিধর্ম্ম বলে। যে ধর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান মানুষ ঐহিক ও পারত্রিক সুখের জন্য করে, ঐগুলি প্রবৃত্তিধর্ম্ম, আর যে

ধর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান ভগবৎপ্রেম বা মুক্তিলাভের জন্য করে, ঐগুলি নিবৃত্তিধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। বেদাদিশাস্ত্রে যে সকল প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্মের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদিগকে আবার মোটামুটি কর্ম্ম, জ্ঞান ও উপাসনা—এই তিন ভাগ করিতে পারা যায়। এইজন্য বেদও কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহের বিধান থাকায় উহা কর্ম্মকাণ্ডের; আরণ্যকভাগে ঈশ্বরোপাসনার বিধান থাকায় উহা উপাসনাকাণ্ডের এবং উপনিষদ্ ভাগে তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ থাকায় উপনিষদ্ সমূহ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসমূহও তিন ভাগে বিভক্ত; যথা নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাহা না করিলে পাপ হয়, তাহাই নিত্য কর্ম্ম, যেমন বৈদিক সন্ধ্যা-বন্দনাদি। যাহা শাস্ত্রোক্ত নিমিত্তবিশেষকে অবলম্বন করিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাই নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যেমন শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি। যে সকল কর্ম্ম কামনার সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠান করা হয়, উহাই কাম্যকর্ম্ম; যেমন দশপৌর্ণমাসযাগ, সোমযাগ প্রভৃতি এবং তন্ত্র পুরাণাদিপ্রসিদ্ধ পূজা, ব্রত, উপাসনা প্রভৃতি। বেদে ও অন্যান্য শাস্ত্রে ঈশ্বরের যে নানাপ্রকার উপাসনার কথা আছে, উহাকেই উপাসনারূপ ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। ভক্তি, যোগ ও সাধনরূপ জ্ঞান—এ সকলই উপাসনার মধ্যে অন্তর্গত। এই উপাসনাও প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত; যেমন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—'আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ' 'আত্মাকে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ উপাসনার দ্বারা প্রত্যক্ষ দর্শন করা কর্ত্তব্য।' এই

আত্মসাক্ষাৎকারকেই জ্ঞান বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হয় এবং জীব মুক্তি লাভ করে। বেদাদিশাস্ত্র পরমকারুণিক, এজন্য প্রত্যেক মনুষ্যই যাহাতে কল্যাণ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্যই সকলেরই সামর্থ্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মেরও যেমন উপদেশ করিয়াছে, তেমনই সমস্ত মনুষ্যের জন্য কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্মেরও উপদেশ করিয়াছে। অহিংসা, সত্য, আস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, ইষ্টমন্ত্রজপ, ঈশ্বরভক্তি প্রভৃতি ঐ সাধারণ ধর্ম্মের অন্তর্গত। অবশ্য ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে অহিংসা, সত্য, ও ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ধর্ম্ম সকলের পক্ষে একরূপ নহে। ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর পক্ষে যেরূপ অহিংসা, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনীয়, গৃহস্থের পক্ষে সেরূপ নহে। বৈধহিংসাতিরিক্ত হিংসা না করাই গৃহস্থের অহিংসা, স্ত্রী, পরিহাস, কন্যার বিবাহ, ব্রাহ্মণের প্রাণসংশয়, জীবিকানাশ প্রভৃতি স্থল পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা না বলাই গৃহস্থের পক্ষে সত্য এবং সন্তানোৎপত্তির ইচ্ছায় ঋতুকালে শাস্ত্রনিষিদ্ধ দিনগুলি পরিত্যাগ করতঃ বিবাহিত পত্নীতে উপগত হওয়া ও ঋতুভিন্ন কালে উপগত না হওয়াই গৃহস্থের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য। পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দর্শন করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণ বা জাতি এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমভেদে ভিন্ন ধর্ম্মের উপদেশও বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলে। এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মই বৈদিক হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। এইরূপ স্ত্রী, পুরুষ, পিতাপুত্র, স্বামী-স্ত্রী, গুরুশিষ্য, রাজা প্রজা প্রভৃতি ভেদেও নানাপ্রকার ধর্ম্মের উপদেশ শাস্ত্রে আছে।

এইরূপ অধিকার ও সামর্থ্যভেদে অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের বিধান করাতেই উহা সকলের পক্ষে অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর হইয়াছে। নতুবা সকলের পক্ষে একরকম ধর্ম্মের উপদেশ করিলে উহা সকলের পক্ষে অনুষ্ঠান করা সম্ভবও হইত না, সুতরাং সকলের কল্যাণও হইত না। বস্তুতপক্ষে সুখই যখন ধর্ম্মের ফল এবং যেহেতু সুখ জগতে একপ্রকার নহে, সেইহেতু উহার কারণীভূত ধর্ম্ম ও সকলের পক্ষে একপ্রকার হইতে পারে না। পিতামাতা পুত্রকন্যাদিকে লালন-পালন করিয়াই সুখ অনুভব করেন, কিন্তু পুত্রকন্যাদি লালিত-পালিত হইয়াই সুখ পায়, যুবক পুরুষ স্ত্রীকে উপভোগ করিয়াই সুখ পায়, কিন্তু স্ত্রী উপভুক্তা হইয়াই সুখ পায়। এইরূপ গুরু শিষ্যকে বিদ্যাদানেই আনন্দ পান; কিন্তু শিষ্য বিদ্যালাভ করিয়াই আনন্দ পায়। এইরূপ দেখা যাইবে যে শরীর, মন ও উহার সামর্থ্যভেদে সকলে সমান সুখের ভাগী নহে, সুতরাং সুখের কারণীভূত ধর্ম্মেরও অধিকারিভেদে ভেদ অবশ্যম্ভাবী। যেমন রোগী মাত্রেরই কল্যাণেচ্ছু চিকিৎসক সকল রোগীর জন্য একপ্রকার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করেন না, করিলে সকলের রোগনাশ তো হইবেই না, প্রত্যুত অনেকের রোগ বৃদ্ধি পাইবে, তেমনই সকলের জন্য একপ্রকার ধর্ম্মের উপদেশ করিলে তাহাতে সকলের কল্যাণ তো হইতই না, পক্ষান্তরে অনেকেরই অকল্যাণ হইত। আমাদের শাস্ত্রে অন্ধ, আতুর, পতিত, অনাথ, যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। ইহাতে বুঝা যায়, সকলেরই কল্যাণের জন্য শাস্ত্র উন্মুখ, এজন্য হিন্দুধর্ম্মকে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বলা চলে এবং এইজন্যই শাস্ত্রকে ও শাস্ত্রের উপদেষ্টাকে পরমকারুণিক বলা হইয়াছে। যাঁহারা মনে

করেন ধর্ম্মে সকলেরই সমান অধিকার এবং সকলেরই ধর্ম্ম একপ্রকার হওয়া উচিত, তাঁহারা আর যাহাই হউন, চিন্তাশীল নহেন। যাঁহারা মনে করেন, ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের জন্য ভিন্ন ধর্ম্মের ব্যবস্থায় সমদর্শিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাঁহাদের পিতামাতার পুত্রাদির প্রতি সমদর্শিতা সিদ্ধ হইবে না। কারণ তাঁহারা পুত্রকন্যাদির প্রতি স্নেহশীল হইলেও সকলের সুখের নিমিত্ত একপ্রকার বা সমপরিমাণ আহারাদির ব্যবস্থা করেন না। বস্তুতঃ পক্ষে প্রত্যেকের অধিকার ও সামর্থ্যভেদে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা কর র নামই সমদর্শিততা বা কারুণিকতা। যাহাতে সকলের কল্যাণ না হইয়া অনেকের অকল্যাণই হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা-কর্ত্তাকে কারুণিক বা সমদর্শী বলা চলে না। সুতরাং বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাই সকলের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণজনক। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। ইহার উপর হিন্দুজাতির অস্তিত্ব যেমন নির্ভর করিতেছে; তেমনই ইহাই ভক্তি, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি সকল নিবৃত্তিধর্ম্মেরও ভিত্তিস্বরূপ। শত-সহস্র বৎসর বিধর্ম্মীর শাসন ও অত্যাচারেও হিন্দুজাতি যেমন লোপ তো পায়ই নাই, প্রত্যুত স্বকীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সহিত বাঁচিয়া আছে; তেমনই ইহারই প্রভাবে এখনও শত শত ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগী মহা-পুরুষগণের পুনঃপুনঃ আবির্ভাব হইতেছে এবং ইহা থাকিলে ভবিষ্যতেও বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, নতুবা নহে। যাঁহারা মনে করেন, বর্ণাশ্রমের বাঁধন ও সদাচারের কঠোরতাই অনেক হিন্দুকে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে, তাঁহারা ইতিহাসের বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করেন। কারণ ইতিহাস বলে যাহারা বর্ণাশ্রমহীন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই অধিক সংখ্যায় মুসলমান হইয়াছে, বর্ণাশ্রমী

হিন্দু খুব কমই মুসলমান হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব প্রভৃতি যে যে দেশে বৌদ্ধের সংখ্যা অধিক ছিল, সেই সকল দেশেই মুসলমানের সংখ্যা সর্ব্বাধিক। জাভা, সুমাত্রা, শ্যাম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতিতে মুসলমানের সংখ্যা অধিক হওয়ার প্রতিও একই কারণ বর্ত্তমান। বৌদ্ধদের মধ্যে বর্ণাশ্রমব্যবস্থা বা খাদ্যাখাদ্যের বিচার না থাকায় তাহাদের পক্ষে মুসলমান হওয়া যত সহজ, বর্ণাশ্রমী হিন্দুর পক্ষে তত নহে।

এই বর্ণাশ্রম যে শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে জন্মগত, ইহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। গুণ ও কর্ম্ম দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল হওয়ায়, উহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিহিত কোন ধর্ম্মই চিরস্থায়ী বা সুশৃঙ্খল হইতে পারে না। পক্ষান্তরে জন্মগত জাতি অনুসারে বিহিত ধর্ম্ম চিরস্থায়ী হওয়াই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে, কারণ স্থান ও সময়ের অল্পতা। আমি এখানেই এ-বিষয়ে পরিহার করিতেছি, এই ঘোষণা করিয়া যে,—'বেদবিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্ম, সুতরাং কখনই পরিত্যাজ্য নহে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম না মানিলে নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেওয়ার কোন সার্থকতা থাকে না।

পৃথিবীর অন্য কোন দেশের মানবসমাজের ইতিহাসে বেদবিহিত এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের শাস্ত্র সিদ্ধান্তানুযায়ী সুশৃঙ্খলতা রক্ষার আদর্শ পাওয়া যায় না। বেদশাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মবিহীন দেশসমূহের অনুকরণপ্রিয় হইয়া ভারতবাসী হিন্দুসমাজও নিজেদের প্রাচীন বা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আচরণ সম্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন করিতেছেন। ইহা বড়ই অমঙ্গলের কথা। কারণ, যে শ্রীভগবানের সৃষ্ট জীব আমরা, সেই শ্রীভগবানের মঙ্গলময় আদেশ লঙ্ঘন করা কত বড় দুর্ভাগ্যের পরিচয়।

কেহ কেহ কলিযুগ পাবনাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার পরিকর (শ্রীবিশাখা সখীর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ) শ্রীরায় রামানন্দ প্রভুর প্রসঙ্গে (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ দ্রষ্টব্য)—"এহো বাহ্য" এই শব্দটীর প্রকৃত অর্থকে আবরণ করিয়া কেবল বলিতে চাহেন যে, 'বাহ্য = বাহিরের কথা অতএব উহা অকরণীয় অর্থাৎ বর্জ্জনীয়। অতএবই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করার কোন প্রয়োজন নাই। বর্ণসঙ্কর দোষে দুষিত হইলেও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিমল-প্রেমধর্ম্মের অধিকারী হওয়া যাইবে।' তাঁহাদের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা এই যে,—"বহ্"—ধাতু প্রাপণে অর্থাৎ করণে বা পালনে বাহ্যশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকারগণ জানাইয়াছেন। এইজন্য শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথিত 'বাহ্য' শব্দের অর্থ যদি অধিকারানুযায়ী উত্তরোত্তর শাস্ত্রের সমস্ত আদেশই মঙ্গলময় বলিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মও করণীয়, পালনীয় রূপে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে উহা একটি স্থির সিদ্ধান্ত হইতে পারে। যতদিন, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা*(শ্রীব্যাসদেব কথিত উত্তর মীমাংসা—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা") জীব হৃদয়ে না জাগে ততদিনই (শ্রীব্যাসশিষ্য জৈমিনী কথিত পূর্ব্ব-মীমাংসা—'চোদনালক্ষণোর্থো ধর্ম্মঃ') বেদবিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবশ্যই পালনীয়। শ্রীব্যাসদেবও শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মঃ হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।" শ্রীমন্ মহাপ্রভুও নিজ আচরণের সহিত এই আদর্শই প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে,—

* শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—
"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি, কেমনে 'হিত' হয়॥"—চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০২

"এতো সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। একান্ত হইয়া লহে কৃষ্ণৈক শরণ॥
শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ। তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥"*
—চঃ চঃ মধ্য ২২।৯০

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দ ময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"†
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৯২—৯৩।

এই উপদেশে প্রকৃত শরণাগতের দেহাত্মবোধ রহিত একটি অলৌকিক স্বতন্ত্র আদর্শের কথাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। একান্ত ভক্তগণেরও আবার বিভিন্ন অধিকার আছে। যাহা একান্ত ভক্তের চরিত্রে পাওয়া যায়। প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম এখান হইতেই আরম্ভ হয়। কিন্তু "চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥" (—চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬) এই উপদেশে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনকারিগণ শ্রীকৃষ্ণভজন করিলে তাঁহাদিগকেও অধিকারানুযায়ী বৈষ্ণব-ধর্ম্মযাজক বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর সম্বন্ধহীন হইলেই তাহা—নরকের তুল্য।

বর্ণাশ্রমাচরবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥
—বিষ্ণুপুঃ ৩।৮।৮ পরাশরোক্তি

---

* সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥—গীঃ ১৮।৬৬

† নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥—পদ্যাবলী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্তি।

শ্রীবুদ্ধদেব *

বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্থাপক গৌতমবুদ্ধ। ৪৪৮ ইং পূঃ (৫০৫ বিক্রম-পূর্ব্ব) বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শাক্যগণাধিপ শুদ্ধোদন পিতা আর মায়াদেবী মাতাকে আশ্রয় করিয়া গৌতমবুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হয়েন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি উরুবেল নামক স্থানে চার আর্য্য-সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি করিয়া বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতেই 'বুদ্ধত্ব' প্রাপ্ত হন। মিগদাব (সারনাথে) কৌডিন্য আদি পঞ্চবর্গীয় পঞ্চ ভিক্ষুকের সম্মুখে নিজ প্রথম উপদেশ দান করিয়া ইনি 'ধর্ম্মচক্র' প্রবর্ত্তন করেন। গণরাজ্যের আদর্শ স্থাপন জন্য বুদ্ধদেব 'সঙ্ঘ' প্রকট করেন। মানবগণকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য 'বিনয়' তথা 'ধর্ম্মের' শিক্ষা জনসাধারণকে 'মাগধী-ভাষায়' উপদেশ করেন। ৮০ বৎসর বয়সে মল্লগণতন্ত্রের রাজধানী কুশীনগরে (কসয়া জিলা গোরখপুরে) বৈশাখ পূর্ণিমা তিথিতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। জন্ম, বোধিপ্রাপ্তি তথা নির্ব্বাণপ্রাপ্তি একই তিথি বৈশাখী পূর্ণিমায় ঘটিত হয় সেইজন্য এই তিথি বৌদ্ধগণের বিশেষ আদরণীয়।

সম্ভবতঃ উপরোক্ত ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান গণতন্ত্রীয় ভারত সরকার 'অশোক-চিহ্ন' দ্বারা রাষ্ট্রিয় পরিচয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

---

* কাশী হিন্দু বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক শ্রীবলদেব উপাধ্যায় এম, এ কৃত হিন্দী ভাষায় 'ভারতীয়-দর্শন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৮।১৯ শ্লোকে **বুদ্ধকে শ্রীবিষ্ণুর অবতার বলিয়াছেন।** কলিযুগের দুই হাজার বৎসর অতীত হইলে ইনি অবতীর্ণ হন। অসুর মোহনার্থ গয়া প্রদেশে ধর্মারণ্য-গ্রামে অজিন-পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। দৈতাচার্য্য শ্রীহৃষীকেশতীর্থের বিচারানুসারে ও পঞ্জিকা অনুযায়ী বর্ত্তমান বৎসরে কলির বয়স ৫০৬৪ (কল্যব্দ)। অর্থাৎ এখন হইতে ৩০৬৪ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীভগবান্-বুদ্ধের আবির্ভাব কাল— (অসুর-বিজয়ে ইন্দ্রের একমাত্র সহায় ও শক্তিস্বরূপ বৃত্রাসুর ভ্রাতা ব্রাহ্মণ **বিশ্বরূপ**-কথিত নারায়ণ কবচ বর্ণনে।*)

"দ্বৈপায়নো ভগবানপ্রবোধাদ্
বুদ্ধস্তু পাষণ্ডগণাৎ প্রমাদাৎ।
কল্কিঃ কলেঃ কালমলাৎ প্রপাতু
ধর্ম্মাবনায়োরুকৃতাবতারঃ ॥" —ভাঃ ৬।৮।১৯

—ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব আমাকে অজ্ঞান হইতে রক্ষা করুন, **'বুদ্ধদেব' আমাকে বেদবিরুদ্ধ আচরণ এবং আলস্যবশতঃ বেদবিহিত অনুষ্ঠান-বিষয়ে বিমুখতারূপ প্রমাদ হইতে রক্ষা করুন,** এবং **ধর্ম্ম** রক্ষার্থে যিনি শ্রেষ্ঠ অবতাররূপে পরিগণিত, সেই ভগবান্ শ্রীকল্কিদেব আমাকে নিকৃষ্ট কলিকাল হইতে রক্ষা করুন।—ভাঃ ৬।৮।১৯

মহাকবিকুলতিলক শ্রীজয়দেব গোস্বামিপাদ দশাবতার স্তোত্রেও **শ্রীবুদ্ধদেবকে** শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া স্তব করিয়াছেন। এই স্তব সকল শ্রেণীর হিন্দুর আদরণীয়।

* এই বৃত্রাসুর বধের জন্য দধীচি মুনি ধ্যানযোগে দেহত্যাগ করতঃ তাঁহার অস্থিদ্বারা বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ জন্য শ্রীইন্দ্রদেবকে অস্থি দান করিয়াছিলেন। ভাঃ ৬।৮-১৯ অঃ।

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশবধৃত-বুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥"

ভগবান্ শ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে—আচার্য্য শ্রীল শঙ্কর পাদ **'বিষ্ণোর্দশাবতার স্তবঃ'** এ বলিয়াছেন,—

'সাম্রাজ্যসৌখ্যং তৃণবদ্ বিহায়, সন্ধারয়ংশ্চীবরচিহ্নবেশম্।
নিনিন্দ বেদং পশুঘাতনং যো, দয়াময়ং তং প্রণমামি বুদ্ধম্ ॥'

পুনঃ আচার্য্য শঙ্করপাদ **'বিষ্ণোর্দশাবতার স্তোত্রে'** শ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

'ধরাবদ্ধ পদ্মাসনস্থাঙ্ঘ্রি, যষ্টি-
র্নিয়ম্যানিলন্যস্তনাসাগ্রদৃষ্টিঃ।
য আস্তে কলৌ যোগিনাং চক্রবর্ত্তী
স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধোঽস্তু নিশ্চিন্তবর্ত্তী ॥'

* শাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধের উপদেশের সার—"সব্বং অনিচ্চং, সব্বং দুক্খং, সব্বং অনাত্মং"—সকলই অনিত্য, সকলই দুঃখ, সকলই অনাত্ম। নির্ব্বাণলাভ হইলে সুখদুঃখাদি থাকে না, একেবারে অভাব শূন্য হইয়া যায়। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর কোনটীই সত্য নহে। মহাযানিকেরা বোধি-সত্ত্ব স্বীকার করিয়া বুদ্ধকে ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

বৌদ্ধশাস্ত্র মতে ক্ষুধা যেরূপ ব্যাধি হইতেও অধিক কষ্টদায়ক, সেইরূপ জীবন দুঃখ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক, একমাত্র নির্বাণই পরমসুখ,

* কাশীর নিকটে "সারনাথে" শাক্যসিংহ গৌতম বুদ্ধের সাধনা-সমাধি স্থান বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়।

—'জিঘচ্ছা পরমা রোগা সঙ্খার পরম-দুঃখম্। এতং ঞত্বা যথাভূতং নিব্বাণং পরমং সুখং।' ইহাদের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ। *

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, আত্মা বলিয়া যাহা আমাদের নিকট মনে হয় তাহা (১) রূপ-স্কন্ধ (স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর), (২) বেদনা-স্কন্ধ (Feelings, Sensations, সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা, অদুঃখ-অসুখ বেদনা), (৩) সংজ্ঞাস্কন্ধ (Perception—গো, অশ্ব, মানুষ—এইরূপ নামরঞ্জিত জ্ঞানবিশেষ—সংজ্ঞান), (৪) সংস্কার-স্কন্ধ (Mental and pyhsical tendencies—রাগ, দ্বেষ, মোহ, ধর্ম্মাধর্ম্ম), ও (৫) বিজ্ঞান-স্কন্ধ (চিত্তের প্রতিস্পন্দ বা reaction ব্যতীত আর কিছুই নহে)। মৃত্যুর পর দেবশরীর, মনুষ্য শরীর, নারকীয়শরীর, প্রেত শরীর ও পাশবশরীর এই পঞ্চবিধ জন্মান্তর হয়। বুদ্ধদেবের বিজ্ঞান ধাতু—'বিঞ্ঞানং অনিদস্সনং অনন্তং সব্বতোপহম্'—(দীঘনিকায়, ১১) অর্থাৎ অদৃশ্য, অসীম, সর্ব্বতোপহ। বৌদ্ধমতে দশটি শীল,—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ (এই পাঁচটি জৈনমতে—পঞ্চ-মহাব্রত), সুরাপানত্যাগ, অপরাহ্ন ভোজনত্যাগ, নৃত্যগীতত্যাগ, স্বর্ণ-রৌপ্য-ধারণ ত্যাগ, উচ্চ আসন ত্যাগ—এই দশটি শীল অনুশীলনীয়। পাতঞ্জল দর্শনেও অহিংসাদি নীতির উল্লেখ আছে—'অহিংসা সত্যমস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্য-পরিগ্রহঃ।'

* সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন—১৫—৫২ পৃঃ, মহেশচন্দ্র পাল সং, কলিকাতা ১২৫০ সম্বত ; ষড়দর্শন সমুচ্চয় ৪-১১ শ্লোক ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৩।১৮।১৪-৩০।

বৈদিক ধর্ম্মেও এই সমস্তের উপদেশ ব্যাপকভাবে দৃষ্ট হয়। যথা ছান্দোগ্য শ্রুতি ৮।১৫—'অহিংসন্ সর্ব্বভূতানি'—কোন প্রাণীকেই হিংসা না করিয়া।

সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বলেন,—

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি র্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥"

—গীঃ ১৬।১—৩॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—১১।১৭।২১

"অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্মোহয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ॥"

—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, কাম-ক্রোধ-লোভরাহিত্য, প্রাণিহিতকর প্রয়াস—এই সমস্ত হইতেছে সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্ম।

আস্তিক্যবাদিগণের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সহিত শাক্যসিংহ গৌতম-বুদ্ধের মতের সামঞ্জস্য থাকার জন্য বুদ্ধদেবকে একেবারে নাস্তিক বলা যায় না। তাঁহার অনুযায়ী বৌদ্ধগণ নাস্তিক্য মতবাদ প্রচার করেন যথা,—'**বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।**'—চৈঃ চঃ ম ৬।১৬৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধদেবের মতে রূপকায় (স্থূলদেহ)+নামকায় (সূক্ষ্মদেহ)+বিজ্ঞান=পুরুষ। আর পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিই—ভূতাত্মা (Personality)।

নির্ব্বাণ (১) সোপাধিশেষ ও (২) অনুপাধিশেষ এই দুই প্রকার। নির্ব্বাণ অবস্থায় ব্যক্তিত্বের বিনাশ হয়। এই নির্ব্বাণ—অকথ্য ও অবর্ণ্য (দীঘনিকায় ১৫)।

বৌদ্ধগণ বহুশাখায় বিভক্ত। পরস্পরের আচারের পার্থক্যই ঐরূপ বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু দার্শনিক মতের পার্থক্যের উপরই বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক—এই চারিটি শাখার উদ্ভব হইয়াছে। গৌতমবুদ্ধের নিজের রচিত কোনও গ্রন্থ নাই। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ বুদ্ধের উপদেশ সকল পালি ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। তাহা তিন ভাগে বিভক্ত—(১) সূত্তপিটক, (২) বিনয়পিটক, (৩) অভিধম্মপিটক নামে প্রসিদ্ধ। ঐ সকল গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া **'হীনযান'** বৌদ্ধমত উৎপন্ন হয়। পরবর্ত্তীকালে সংস্কৃত ভাষায় যে সকল বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত হয় তাহাতে **'মহাযান'** মত প্রপঞ্চিত হয়।

'অহিংসা পরমধর্ম্ম, বুদ্ধদেবের সারমর্ম্ম'—এই উপদেশ আস্তিক্য-বাদিগণও গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করবাদ ও ভক্তিবাদ প্রচারের প্রভাবে বৌদ্ধগণ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে কংগ্রেসী ভারত-সরকার ধর্ম্ম নিরপেক্ষতার নাম করিয়া এই মতকেই আদর করিতেছেন। যে ভাবেই হউক বৌদ্ধমতকে শ্রীশঙ্করপাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মতবাদ বলা যায়। শ্রীশঙ্করপাদও ভগবান্ শ্রীবুদ্ধের স্তব করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে এই গ্রন্থে বুদ্ধের সম্বন্ধে কিছু দিগ্দর্শন দেওয়া হইল মাত্র।

শ্রীবুদ্ধদেবকে ভগবান্ বলিয়া স্তব করা হইয়াছে বলিয়া যেন আমরা মনে না করি যে, সনাতন ধর্ম্মের পূর্ব্বে বৌদ্ধ, বা বৌদ্ধধর্ম্মের পরে 'সনাতন-ধর্ম্ম'। ঈশ্বর নিত্য এইজন্য তিনি সনাতন। শ্রীভগবানের

উপাসনা জীবের নিত্যধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্ম। প্রাপঞ্চিক জগতে যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন তখনই শ্রীভগবান্ স্বধর্ম্ম স্থাপন জন্য নানারূপ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হয়েন। যথা,—"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ! অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং **সৃজাম্যহম্**।" —গী: ৪।৭-৮। এই 'অহম্' শব্দের দ্বারা সনাতন পুরুষোত্তম ভগবান্ নিজেরই পরিচয় দিয়াছেন। কাজেই এই পৃথিবী মধ্যে ভারত-বর্ষেই **'সনাতনধর্ম্ম'** নিত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছেন এবং দশবতার মধ্যে শ্রীবুদ্ধ একজন অবতার।

* পঞ্চম শতাব্দীতে 'ফাহিয়ান্'-নামক প্রসিদ্ধ চৈনিক এবং সপ্তম-শতাব্দীতে 'হুয়েনসাং'-নামক দ্বিতীয় চৈনিক পরিব্রাজকদ্বয় শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব দর্শন করিয়া অনুমান করিয়াছেন যে,—ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ ও বৈষ্ণবগণ বৌদ্ধগণের অনুকরণে এই মহোৎসব করিতেছেন এবং শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা-দেবীকে বৌদ্ধের—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের মূর্ত্তি অনুমান করিয়াছেন। বাস্তবপক্ষে এই কল্পনা মিথ্যা; কারণ সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বহুপূর্ব্বে এই রথের ব্যবহার করিয়াছেন। রথের ব্যবহার বৈদিক যুগ হইতেই আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে যদি রথযাত্রার উল্লেখ থাকে, তাহা হিন্দুধর্ম্মের অনু-করণেই হইয়াছে। হিন্দুদের মতে—শ্রীজগন্নাথ—স্বয়ং তত্ত্ব ভগবান্;

---

* 'Puri' Gazetteers' (1929), Edited by L. S. S. O' Malley, I. C. S. Chapter IV Pages, 102—3. (নালন্দাবিশ্ববিদ্যালয়ে, চৈনিক পরিব্রাজকদ্বয় অবস্থান করেন। খৃঃ ৬২৯-৬৪৫ দ্বিতীয় শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের সময়ে অনুমান)।

শ্রীবলদেব—স্বয়ং প্রকাশ তত্ত্ব শ্রীগুরুদেবস্বরূপ ও শ্রীসুভদ্রাদেবী—স্বরূপ শক্তি স্বরূপিনী বৈষ্ণব-মূর্ত্তি। বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্বত্রই শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—এই ত্রিবিধ মূর্ত্তি স্বীকৃত হইয়াছেন। তেমনই বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের মূর্ত্তিও হিন্দুদের অনুকরণেই বৌদ্ধগণ করিয়া থাকিবেন। বৌদ্ধমতে জাতিভেদ না থাকায় সমস্ত জাতিতে ভেদ-পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্পভাবে একসঙ্গে অন্নাদি ভক্ষণ করেন। এইজন্য শ্রীপুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ-আনন্দবাজারের প্রথা অবলোকন করিয়া কেহ কেহ হয়ত' মনে করেন যে, ইহাও সেই বৌদ্ধমতানুযায়ী প্রথা চলিতেছে ; কিন্তু এই কল্পনা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ শাস্ত্র প্রমাণ-অনুসারে বুদ্ধদেবের জন্ম হইবার বহুপূর্ব্বে এই স্থান স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। আনন্দবাজারের মহাপ্রসাদান্ন গ্রহণ সম্বন্ধে জাতিভেদরহিত বিচার—পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, বরাহপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বিষ্ণুযামলতন্ত্র, তত্ত্বযামল, বহ্বৃচ-পরিশিষ্ট, রুদ্রযামল, চতুর্বর্গযোগীশ্বর, ব্রহ্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণান্তর্গত পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। জাতি-স্পর্শদোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যক্তি একত্র অন্ন-প্রসাদ গ্রহণ করিবে, দূরদেশে লইয়া গেলেও এই অন্নমহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য লঘু হইবে না। বৌদ্ধমতের মূলভিত্তিস্বরূপ—'ললিতবিস্তর' 'মহাশম্ভুপুরাণ' ও 'অষ্টসাহস্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ হিন্দুদের পুরাণের আদর্শে রচিত হইয়াছে বলিয়া বলা যায়। *

* প্রসিদ্ধ উৎকল পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র, কাব্যকণ্ঠের, ১৩১৮ বঙ্গাব্দে 'শ্রীজগন্নাথমন্দির' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রঃ : ও শ্রীসুঃ বিদ্যাবিঃ প্রণীত শ্রীক্ষেত্র—৪৪৭ পৃঃ দ্রঃ।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় "বিশ্বকোষ অভিধানে" ৫৭৪ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ ; (১৩০১ বঙ্গাব্দ) জগন্নাথ—শব্দ আলোচনায় লিখিয়াছেন,—ষ্টার্লিং, কানিংহাম, ফার্‌গুসন্, হাণ্টার্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিক এবং রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও সাহিত্যিকগণের মতবাদের প্রতিবাদস্বরূপ পদ্মপুরাণের উৎকলখণ্ডের ৫৫।১৩-১৪ শ্লোকদ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, দশাবতারান্তর্গত বুদ্ধদেব বা দশাবতার হইতে শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথদেব সম্পূর্ণ পৃথক্। যথা,—

"অতো দশাবতারাণাং দর্শনাদ্যৈস্তু যৎফলম্।
তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্॥"

ঋগ্বেদ ১০।১৫৫।৩ সূত্রে—

"অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্।
তদা রভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্॥"

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় Tajpore নামক সংবাদপত্রের ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় "The Temple of Jagannath at Puri" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীসুদর্শনের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেও তিনি শ্রীগুরু-- শ্রীবলদেব, শ্রীবৈষ্ণব—শ্রীসুভদ্রা, শ্রীভগবান্——শ্রীজগন্নাথদেব ; এইরূপভাবে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের স্বরূপ বলিয়া জানাইয়াছেন ; এবং চক্র-সুদর্শনকে শ্রীভগবানের 'ইচ্ছাশক্তি' বলিয়াছেন।

গৌতমবুদ্ধ অবতারবুদ্ধ নহে

বুদ্ধকে অবতার স্বীকার করিলেও শাস্ত্র প্রসিদ্ধ বুদ্ধই অবতার হইতে পারেন, ইতিহাস প্রসিদ্ধ গৌতম বুদ্ধ নহেন। গৌতম বুদ্ধ যে শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বুদ্ধ নহেন—ইহাতে সংশয় নাই। স্কন্দ পুরাণে মাহেশ্বর খণ্ডের অন্তর্গত কুমারিকা খণ্ডের ৪০শ অধ্যায় আছে,—

ততস্ত্রিষু সহস্রেষু ষট্‌শতৈরধিকেষু চ।
মগধে হেমসদনাদঞ্জন্যাং প্রভবিষ্যতি॥
বিষ্ণোরংশো ধর্ম্মপাতা বুধঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং প্রভুঃ।
তস্য কর্ম্মাণি ভূরীণি ভবিষ্যন্তি মহাত্মনঃ॥
জ্যোতিবিন্দুমুখানুগ্রান্ স হনিষ্যতি কোটিশঃ।
চতুঃষষ্টিং চ বর্ষাণি ভুক্ত্বা দ্বীপানি সপ্ত চ।
ভক্তেভ্যঃ স্বযশো মুক্ত্বা দিবং পশ্চাদ্ গমিষ্যতি॥

অর্থ—অনন্তর কলির তিন হাজার ৬ শত বৎসর অতীত হইলে মগধদেশে হেমসদনের ঔরসে ও অঞ্জনীর গর্ভে বিষ্ণুর অংশে স্বয়ং জগৎপ্রভু সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইবেন এবং অনেক যশস্কর কর্ম্ম করিবেন। জ্যোতিবিন্দু প্রমুখ আসুর ভাবাপন্ন মনুষ্যগণকে তিনি বধ করিবেন এবং চৌষট্টিবৎসর সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে শাসন করতঃ ভক্তদের নিকট নিজ-যশঃ রক্ষাপূর্ব্বক স্বধামে প্রস্থান করিবেন।

স্কন্দপুরাণের উক্ত শ্লোকগুলির আশ্রয়ে 'গৌতমবুদ্ধ যে অবতার নহেন'—এ বিষয়ে যে কয়েকটী অকাট্য যুক্তি উপলব্ধ হয়, তাহা ক্রমান্বয়ে নিম্নে উল্লেখ করিতেছি—

১। শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ অবতার বুদ্ধ আজ থেকে অন্ততঃ ১৪৬১ চৌদ্দ-শত একষট্টী বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; কিন্তু গৌতম বুদ্ধ অন্ততঃ ২৫০৫ দুই সহস্র পাঁচ শত পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। শাস্ত্রীয় অবতার বুদ্ধের পিতার নাম হেমসদন ও মাতার নাম অঞ্জনী। ভাগবতের 'অথ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্। বুদ্ধো নামাঞ্জনিসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥ ভাঃ ১।৩ এই শ্লোক হইতেও বুদ্ধের মাতার নাম যে অঞ্জনী ইহা জানিতে পারা যায়। কিন্তু গৌতমবুদ্ধের পিতার নাম শুদ্ধোদন ও মাতার নাম মায়া।*

৩। শাস্ত্রীয় বুদ্ধের জন্ম কোন কল্পে বা চতুর্যুগে পৌষ মাসের শুক্লা সপ্তমী, কোন কল্পে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া। অথচ গৌতমবুদ্ধের জন্ম বৈশাখী পূর্ণিমা। অবতার বুদ্ধের জন্ম সম্বন্ধে বরাহ পুরাণে আছে—'পৌষশুক্লে তু সপ্তম্যাং কুর্য্যাদ্ বৌদ্ধস্য পূজনম্' অর্থাৎ পৌষ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে বুদ্ধের আবির্ভাব তিথির পূজা করিবে'। 'জয়সিংহ কল্পদ্রুম' ও 'পুরাণ সমুচ্চয়ে' আছে—'জ্যৈষ্ঠ-শুক্লদ্বিতীয়ায়াং বৌদ্ধঃ কল্কি ভবিষ্যতি।' অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে বুদ্ধ ও কল্কি উভয়েই জন্মগ্রহণ করিবেন। এই দুইটী বচনের কল্পভেদে সমন্বয় করিলে কোন কল্পে পৌষ শুক্লা সপ্তমী, আর কোন কল্পে জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দ্বিতীয়াতে বুদ্ধ আবির্ভূত হন—ইহাই বুঝা যায়, কিন্তু কোন মতেই তাঁহার জন্ম বৈশাখী পূর্ণিমাতে বলা চলে না।

* বুদ্ধ=(বুধ্ জানা+ত (ক্ত)—ক) সং, পুং।
'শান্তং সদা প্রাণীবধাতিভীতং, বৃহজ্জটাজুটধরোত্তমাঙ্গং।
তনুল্লসদ্‌গৈরিকগৌরবস্ত্রং যোগীশ্বরং বুদ্ধমহং ভজেয়ম্॥'

৪। অমরকোষকার অমরসিংহ স্বয়ং বৌদ্ধ হইয়াও গৌতমবুদ্ধকে অবতার বলেন নাই, অবতার বুদ্ধ হইতে পৃথক্‌রূপে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি যে মায়াদেবীর পুত্র ইহাও স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। অমরকোষের 'সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ··· মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ' এই শ্লোকদ্বয়ে অবতার বুদ্ধের কথা বলিয়া অমরসিংহ উহার পরেই 'শাক্যমুনিস্তু যঃ···মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ' এই শ্লোকে গৌতমবুদ্ধের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন।

৫। যে বেদবিরুদ্ধ নাস্তিক মত 'বৌদ্ধ মত' বলিয়া এখন প্রসিদ্ধ, উহা গৌতম বুদ্ধেরই মত, শাস্ত্র প্রসিদ্ধ অবতার বুদ্ধের নহে। কারণ পূর্ব্বোক্ত স্কন্দপুরাণের বচনে বুদ্ধকে ধর্ম্মপাতা অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক বলা হইয়াছে। আমাদের সমস্ত শাস্ত্রেই ধর্ম্মসংস্থাপনই শ্রীভগবানের মুখ্য অবতার কর্ম্ম বলা হইয়াছে। গীতার 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'—এই বচন হইতেই উহা বুঝা যায়। বেদবিরুদ্ধ নাস্তিক মত প্রচারের দ্বারা যে বৈদিক ধর্ম্মের রক্ষা না হইয়া ধ্বংসই হইয়া থাকে ইহা পণ্ডিত মাত্রেই বুঝিতে পারেন। সুতরাং নাস্তিক বৌদ্ধ মত অবতার বুদ্ধের প্রচারিত নহে।

৬। গৌতম বুদ্ধ অহিংস-সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন এবং অহিংসার অত্যাগ্রহবশতঃ তিনি বেদকেও অমান্য করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু অবতার বুদ্ধ রাজধর্ম্ম হিংসাকে পরিত্যাগ করেন নাই, প্রত্যুত তিনি অধার্মিক জ্যোতির্বিন্দু প্রমুখ অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত স্কন্দ পুরাণের শ্লোকগুলিই প্রমাণ। সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় হিংসার বর্জ্জন রূপ গৌতমবুদ্ধ সম্মত অহিংসা অবতার বুদ্ধের অভিপ্রেত ও আচরিত ছিল না।

৭। শাস্ত্রীয় বুদ্ধের কোন ব্যাধিতে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ নাই। কিন্তু গৌতমবুদ্ধের শূকর মাংসভক্ষণে ওলাউঠায় প্রাণান্ত হইয়াছে ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইহার দ্বারা গৌতমবুদ্ধের অহিংসার হাস্যস্কর স্বরূপটাও বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। যে পুরুষ সর্ব্বথা অহিংসার পক্ষপাতী, তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার ভক্তশিষ্যগণ মাংসভক্ষণ করেন কেমন করিয়া—ইহা বুঝা যায় না। স্বয়ং হিংসা না করিলেও অন্যকৃত হিংসার অনুমোদন না করিলে যে স্বয়ং মাংসভক্ষণ সম্ভব নয় ইহা বালকেও বুঝে, যদি অন্যকৃত হিংসারই অনুমোদন বুদ্ধ বা বৌদ্ধগণ করেন, তবে যাগাদিতে গৃহস্থের পক্ষে পশু হিংসায় তাঁহাদের আপত্তির কারণ কি? এই সব পরস্পর বিরুদ্ধ উপদেশ ও স্বমত বিরুদ্ধ আচরণ কখনও ভগবদবতার বুদ্ধের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং গৌতমবুদ্ধ অবতার বুদ্ধ নহেন। অতএব অবতার বুদ্ধের উপদিষ্ট ও আচরিত ধর্ম্ম যে বৈদিক সনাতন ধর্ম্মই ছিল—ইহা আমরা নিঃসংশয়ে অনুমান করিতে পারি।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরমাস্তিক মহাবৈষ্ণব শ্রীজয়দেব তাঁহার দশাবতারস্তোত্রে 'নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্' অর্থাৎ 'তুমি বুদ্ধরূপে পশুহিংসার বিধায়ক শ্রুতি-সমূহকে নিন্দা করিয়া থাক' এই কথা কি করিয়া লিখিলেন। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি গৌতম বুদ্ধকেই অবতার বুদ্ধ বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। মনে হয়, তাঁহার ভ্রান্তির কারণ 'অথ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায়

সুবুদ্ধিষাম্'—শ্রীমদ্ভাগবতের এই বচন। এবং ইহাও মনে হয় যে, তিনি স্কন্দপুরাণের উক্ত শ্লোকগুলি দেখেন নাই, দেখিলে হয়ত' তাঁহার ঐরূপ ভ্রান্তি হইত না। উভয় পুরাণের বচনগুলির একবাক্যতা করিলে ভাগবতের 'সম্মোহ' শব্দের অর্থ মৃত্যু বা বধ এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। 'মুহ বৈচিত্ত্যে' এই ব্যাকরণের অনুশাসন অনুসারে মূর্চ্ছাই মোহ শব্দের অর্থ বুঝা যায়। সুতরাং সম্যক্ মূর্চ্ছা বলিতে মৃত্যু বা বধ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। শ্রীধরস্বামীর টীকায় 'কীকটেষু'র অর্থ যে 'গয়াপ্রদেশে' এই অর্থ করা হইয়াছে, ঐ গয়া প্রদেশে মগধও অন্তর্ভুক্ত বুঝিতে হইবে।* এইরূপ ভাবে অর্থ গ্রহণ করিলে আর বিভ্রান্তির অবকাশ থাকে না। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে,—গৌতমবুদ্ধ অবতার বুদ্ধ নহেন।

---

* চরণাদ্রি হইতে গৃধ্রকূট পর্ব্বতের দক্ষিণে যে ভূভাগ তাহাই কীকটদেশ নামে খ্যাত। "চরণাদ্রিং সমারভ্য গৃধ্রকূটস্য দক্ষিণে। তাবৎ কীকটদেশোঽয়ং তদন্তর্গয়া ভবেৎ।" কপিলাবাস্তু নগরী ইহারই মধ্যে বলিয়া জানা যায়।

আচার্য্য শ্রীশঙ্কর পাদ

আচার্য্য শ্রীশঙ্করপাদ দক্ষিণ ভারতে ত্রিবাঙ্কুর কোচিন ষ্টেটের ত্রিচুর জেলার অন্তর্গত কালটী বা কালাডি * নামক ক্ষুদ্র গ্রামে খৃষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে, মতান্তরে নবম শতাব্দীর বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে নম্বুরী ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পিতার নাম 'শিবগুরু' ও মাতার নাম 'বিশিষ্টা' †। ইনি অষ্টম বর্ষ বয়সে নিজে নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং নর্ম্মদাতীরস্থ গোবিন্দ যোগীকে গুরুপদে বরণ করতঃ বদরিকাশ্রমে গিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। তিনি দ্বাদশোপনিষদ, শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম ও শ্রীসনৎসুজাতীয় প্রভৃতি ষোল খানি গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইহা ছাড়া আচার্য্যপাদের ১৫১ খানি গ্রন্থ আছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মাতৃভাষা—মালয়ালম্।

---

* দাক্ষিণাত্যে 'কেরল' নামক প্রাচীন দেশে 'বৃষ' নামক পর্ব্বতের নিতম্বদেশে 'পূর্ণা' নামক নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত শিব মূর্ত্তির অনতিদূরে 'কালটী' গ্রামে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জন্ম হয়। সাউদার্ণ রেলওয়ের শোরাণুর-কেচিনহারবার-টারমিনাস্-বিভাগের অঙ্গমেলি (Angamali)-নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া তথা হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে কালাডি গ্রামে যাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতভেদ আছে। রাজেন্দ্র নাথ ঘোষের মতে—৬০৮ শকাব্দ অর্থাৎ ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ ; ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের মতে—৭৮৮ খৃষ্টাব্দ।

† মতান্তরে—সুভদ্রাদেবী। পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত 'মোহমুদ্গর' দ্রষ্টব্য।

তিনি (পূর্ব্বনাম বিশ্বরূপ বা মণ্ডনমিশ্র) **সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, তোটক (পৃথ্বিধর) ও হস্তামলক**—এই চারিজন প্রধান শিষ্যের দ্বারা যথাক্রমে দ্বারকায় **সারদামঠ**, পুরীতে **গোবর্দ্ধনমঠ**, বদরিকাশ্রমে **জ্যোতির্ম্মঠ** এবং দক্ষিণভারতে মহীশূর রাজ্যের কড়ুর জেলায় তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে **শৃঙ্গেরীমঠ** স্থাপন করেন। কাশীতে প্রচলিত শ্রীগুরু-পরম্পরা এইরূপ—(১) নারায়ণ, (২) ব্রহ্মা, (৩) বশিষ্ট, (৪) শক্তি, (৫) পরাশর, (৬) ব্যাস, (৭) শুক, (৮) গৌড়পাদ, (৯) গোবিন্দযোগী, (১০) শ্রীশঙ্করাচার্য্য। 'চতুর্ভিঃ সহ শিষ্যৈশ্চ শঙ্করোঽবতরিষ্যতি'—সৌরপুঃ।

আচার্য্য শঙ্করপাদের পিতার নাম "শিবগুরু," তাঁহার পিতার নাম 'বিদ্যাধিরাজ'। বিদ্যাধিরাজ শিবের আরাধনা করিয়া বৃদ্ধ বয়সে যে এক পুত্র পাইয়াছিলেন, তাঁহার নামই শিবগুরু। মঘ পণ্ডিতের কন্যা 'সুভদ্রাদেবীর' সহিত শিবগুরুর বিবাহ হয়। এই দম্পতি পুত্র কামনায় একান্ত শরণাগত হইয়া নিষ্ঠা সহকারে শ্রীশঙ্করের আরাধনা করিলে, শ্রীশঙ্করজী তাঁহাদের প্রত্যক্ষীভূত-রূপে বর দিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণদম্পতি! তোমরা যে পুত্র কামনা করিয়া আমার আরাধনা করিয়াছ তাহাতে আমি সন্তুষ্ট, কিন্তু তোমরা নির্গুণ ও দীর্ঘায়ু বহুপুত্র প্রার্থনা কর কিম্বা সর্ব্বগুণ সম্পন্ন অল্পায়ু এক পুত্র প্রার্থনা কর। তাহাতে দম্পতি বলিলেন,—আমরা নির্গুণ দীর্ঘায়ু বহু পুত্র প্রার্থনা করি না। শ্রীমহাদেব তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। শুভ সময়ানুযায়ী এই দম্পতির যে পুত্ররত্ন জন্ম গ্রহণ করিলেন, শ্রীশঙ্করদেবের কৃপায় প্রাপ্ত বলিয়া পুত্রের নাম রাখিলেন,—"**শঙ্কর**"। শঙ্করের তিন বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা স্বধামে গমন করিলেন। পঞ্চমবর্ষে উপনয়ন হইল এবং

অতি অল্প দিনেই দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া সকল বিদ্যাপারঙ্গত শ্রীশঙ্কর নিজমাতাকে সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মাতা সুভদ্রা বা বিশিষ্টা অত্যন্ত কাতরভাবে সন্ন্যাসগ্রহণে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প শ্রীশঙ্কর একদিন নদীতে স্নান করিতে গেলেন, সেই সময় এক কুম্ভীর তাঁহাকে কবলিত করিলে উচ্চৈঃস্বরে মাতাকে ডাকিতে লাগিলেন। মাতা আসিয়া পুত্রের এই শঙ্কটাবস্থা দেখিয়া কিভাবে উদ্ধার করিবেন তাহার জন্য ব্যাকুলিতা হইলেন। মাতার এই অবস্থা দর্শনে শ্রীশঙ্কর বলিলেন—মা! আপনি যদি আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দেন তবে কুম্ভীর আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারে। নিরুপায় হইয়া মাতা আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ কুম্ভীর তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। ইহার কিছুদিন পর ৮ম বর্ষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণের সময় শঙ্কর মাতাকে বলিলেন, মা! আপনার অন্তিমকালে এবং যখনই চিন্তা করিবেন তখনই আপনার সেবার জন্য উপস্থিত হইব। তাহার পর নর্ম্মদা তীরে গুরু গোবিন্দের নিকট ব্রহ্মমন্ত্র লাভ করেন ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বদরিকাশ্রমে পাশুপত মত খণ্ডন করেন। প্রয়াগক্ষেত্রে **কুমারিল ভট্ট**কে উদ্ধার করেন (১) মহিষ্মতী নগরীতে কুমারিলশিষ্য মণ্ডনমিশ্রকে শাস্ত্রে ও মণ্ডনের স্ত্রী 'সরস্বতী' বা 'উভয়ভারতী' কে কামশাস্ত্রে পরাজয় করেন।

---

(১) মতান্তরে—কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি বৌদ্ধমত খণ্ডন করতঃ বৈদিক উপাসনার কথা স্থাপন করেন। এই জন্য শ্রীকুমারিল ভট্টকে বৈদিক মতবাদের প্রথম আচার্য্য বলা যাইতে পারে। ইঁহার প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসার ভাষ্য ও বৈদিক দেবতত্ত্ব ব্যাখ্যা।

শঙ্করের ইচ্ছানুযায়ী এই 'উভয়ভারতী' **সারদাদেবী** নামে তাঁহার মঠে পূজিতা আর মাতা সুভদ্রার নামানুযায়ী নদীর নাম **তুঙ্গ-(শ্রেষ্ঠ) ভদ্রা** হয়। অনন্তর আচার্য্য শ্রীশঙ্করপাদ পুনরায় বদরিকাশ্রমে কিছুদিন অবস্থান করিয়া তথা হইতে কেদারনাথে উপস্থিত হইলেন। বর্ত্তমানে শ্রীবদরিনাথ ও শ্রীকেদারনাথকে শঙ্করপাদই (Replace) পুনঃ স্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। কিছুদিন পরে কতিপয় শিষ্য-পুরুষ শঙ্করকে কেদার-তীর্থ হইতে কৈলাসপর্ব্বতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। এই কৈলাস পর্ব্বতেই মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে আচার্য্যপাদ নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। "আচার্য্য-শঙ্করঃ সাক্ষাৎ শঙ্করঃ"।

"অষ্টবর্ষে চতুর্ব্বেদী দ্বাদশে সর্বশাস্ত্রবিৎ।
ষোড়শে কৃতবান্ ভাষ্যং দ্বাত্রিংশে মুনিরভ্যগাৎ॥"

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদান্ত সূত্রের (শারীরক) ভাষ্যে যে মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার নাম **কেবলাদ্বৈতবাদ**। ইহার নামান্তর বিবর্ত্তবাদ, মায়াবাদ, অনির্বাচ্যবাদ, নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মবাদ ইত্যাদি। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বা অদ্বিতীয় তত্ত্ব। তিনি নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়; জীব ও জগৎ—ব্রহ্মের বিবর্ত্ত মাত্র (কারণে মিথ্যাকার্য্য প্রতীতি)। ভ্রমসংঘটনকারিণী অনির্বাচ্যা মায়ার দ্বারা ব্রহ্মে 'জগৎ' ভ্রান্তি হইতেছে; জগৎ—মিথ্যা, মরীচিকা, মায়ামাত্র।*

'শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥'

* ব্রহ্মসূত্রে শঙ্করভাষ্য—১।১।১, ২।১।১৫, ৩।২।২৫—৩০। ডঃ রমা চৌধুরী প্রণীত—"বেদান্ত-দর্শন" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। দ্বৈতপক্ষে—'নিরাকার' শব্দকে বহুব্রীহি

আচার্য্য শ্রীশঙ্করপাদের সময় উপস্থিত হইলে তিনি মায়াবাদ **সহ সবিশেষ তত্ত্বের** অনুসন্ধান দিলেন, বুদ্ধদেবের অনুযায়ী বৌদ্ধগণের দ্বারা প্রচারিত নাস্তিক্য বাদাচ্ছন্ন আর্য্য হিন্দু ভারতবাসীকে। 'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত! অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্'—গীঃ ৪।৭ এবং ভাঃ ১১, "আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥" এই শ্লোকে যে 'মাং' "অহম্" শব্দ শ্রীভগবানের শ্রীবদন কমল হইতে নিঃসৃত হইয়াছে; তাহাতে আচার্য্য শ্রীশঙ্করপাদ যে শ্রীভগবানের ইচ্ছানুযায়ী ও সময় অনুযায়ী ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন এ সম্বন্ধে আর কোন তর্ক-বিতর্ক বা সন্দেহের অবকাশ নাই। জীবের অধিকারানুসারেই শ্রীভগবানের কৃপা হইয়া থাকে।

আচার্য্য শঙ্কর পাদ "সনাতন ধর্ম্ম" প্রচারক ছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। 'ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে' এবং শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্রাদিতে সবিশেষ শ্রীভগবান্‌কে স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার মঠ সমূহে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ এবং শ্রীতুলসীদেবীর সেবা বর্ত্তমান আছেন। পরবর্ত্তী কালে শ্রীধর স্বামিপাদ শ্রীশঙ্করপাদের অন্তরের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কেবলা-দ্বৈতসম্প্রদায়-শুদ্ধির জন্য শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করেন।

সমাস করিলে, নির্গচ্ছন্তি আকারাঃ যস্মাৎ স-এব নিরাকারঃ। যাহা হইতে সমস্ত আকার নির্গত হইতেছে তিনিই নিরাকার। অর্থাৎ বৃহদাকার, বিশ্বরূপাকার।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীধরস্বামিকৃত "ভাবার্থ-দীপিকা" টীকার মঙ্গলাচরণের চতুর্থ শ্লোকে,—

"সম্প্রদায়ানুরোধেন পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারতঃ।
শ্রীভাগবত-ভাবার্থ-দীপিকেয়ং প্রতন্যতে ॥"

'ভাবার্থ দীপিকা',—১০।১৪।১৫; ১০।৮৭।১৭,২১,৪০ এবং ১০।৮৭অঃ মঙ্গলাচরণের তৃতীয় শ্লোক,—

"সম্প্রদায়বিশুদ্ধ্যর্থং স্বীয়নির্ব্বন্ধ-যন্ত্রিতঃ।
শ্রুতিস্তুতিমতব্যাখ্যাং করিষ্যামি যথামতি ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং পূর্ব্বৈঃ সারতঃ সন্নিষেবিতম্,
ময়া তু তদুপস্পৃষ্টমুচ্ছিষ্টমুপচীয়তে ॥"

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার 'সুবোধিনী' টীকার মঙ্গলাচরণ,—

"শ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশ্বেশমাদরাৎ।
তদ্ভক্তি-যন্ত্রিতঃ কুর্ব্বে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীম্ ॥
ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতুর্গিরস্তথা।
যথামতি সমালোক্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥"

শ্রীধরস্বামি-পাদ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভু শ্রীবল্লভ ভট্টকে বলিয়াছিলেন,—শ্রী চৈঃ চঃ অঃ ৭।১১১, ১২৭—১৩৭ দ্রষ্টব্য—

প্রভু হাসি কহে,—"স্বামী না মানে যেইজন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥"
"প্রভু কহে,—"তুমি 'পণ্ডিত' 'মহাভাগবত'।
দুই গুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব্ব-পর্ব্বত ॥

শ্রীধর স্বামী নিন্দি' নিজ টীকা কর।
শ্রীধর স্বামী নাহি মান,-এত গর্ব্ব ধর ॥
শ্রীধর স্বামী প্রসাদে 'ভাগবত' জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি' মানি ॥
শ্রীধর উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে।
'অর্থব্যস্ত' লিখন সেই, লোকে না মানিবে ॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সবলোক মান্য করি' করিবে গ্রহণ ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।
অভিমান্ ছাড়ি' ভজ কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
অপরাধ ছাড়ি' কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥"
ভট্ট কহে,—"যদি মোরে হইলা প্রসন্ন।
একদিন পুনঃ মোর মান' নিমন্ত্রণ ॥"
প্রভু অবতীর্ণ হইলা জগৎ তারিতে।
মানিলেন নিমন্ত্রণ, তারে সুখ দিতে ॥
জগতের হিত হউক,—এই প্রভুর মন।
দণ্ড করি' করে তার হৃদয় শোধন ॥
স্বগণ সহিত প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু তারে তবে প্রসন্ন হইলা ॥"

শ্রীরামানুজাদি বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বিশুদ্ধ ভক্তিপথ প্রদর্শন কালে শ্রীশঙ্করপাদের মতের খণ্ডন করিলেও তাঁহার মতের বিশেষ প্রশংসাও

অনেক স্থলেই করিয়াছেন। আরও কলিযুগ-পাবন প্রেমাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই সম্প্রদায়কে মর্য্যাদাবান্ করিবার জন্যই হয়ত' লৌকিক লীলায় শ্রীকেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের অভিনয় করিয়াছিলেন। (—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮ অঃ দ্রঃ)। তাঁহার অন্তরঙ্গ অনুগত গৌড়ীয় শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীব আদি গোস্বামিপাদগণ তাঁহাদের গ্রন্থে শ্রীশঙ্কর মতের বিশেষ খণ্ডন-মূলক আলোচনা করিয়াছেন এবং গ্রহণীয় বিষয় সম্বন্ধে সম্মান দানও করিয়াছেন। কারণ,—'মর্য্যাদা রক্ষণ হয়, সাধুর ভূষণ।'

'নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥'—শ্রীভাঃ ১২।১৩।১৬

'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ' অর্থাৎ আচার্য্য শঙ্করপাদ সাক্ষাৎ শঙ্করের (শ্রীমহাদেবের) অবতার। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"—ভাঃ ১২।১৩।১৬ এই সূত্রে শাস্ত্র শম্ভু অর্থাৎ শ্রীশঙ্করকে তুলনা মূলে সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণবের অধিকার দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলাতে সর্ব্বোত্তম **শ্রীরাসলীলায়** অন্য কোন দেবতার দর্শনের অধিকার দেখা যায় না, যেমন দেবাদিদেব—"শ্রীমহাদেবের"। এখনও শ্রীবৃন্দাবনে "শ্রীগোপীশ্বর" মহাদেব ঈশ্বর-তত্ত্বরূপে অবস্থান করিয়া জগৎবাসীকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি দর্শনের জন্য কৃপা করিতেছেন। কিন্তু শ্রীশঙ্কর পাদকে আচার্য্যাবতার রূপেই জানা যায়।

শ্রীগোপীশ্বর শিব-প্রণাম

"বৃন্দাবনাবনিপতে! জয় সোম! সোম-
মৌলে! সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপীশ্বর! ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে
প্রেম প্রযচ্ছ নিরুপাধি নমো নমস্তে॥"

শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদের সারদামঠে সামবেদের, গোবর্দ্ধন মঠে ঋগ্বেদের, জ্যোতির্মঠে অথর্ববেদের, শৃঙ্গেরী মঠে যজুর্ব্বেদের প্রাধান্য এবং 'তত্ত্বমসি,' 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ও 'অহং ব্রহ্মাস্মি' তাঁহার এই চারিটী মহাবাক্য যথাক্রমে ঐ চারিটী মঠের অবলম্বনীয় হয়।

শ্রীশঙ্কর পাদ তাঁহার বেদান্তভাষ্যে **জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদ** এবং ব্রহ্মের **অচিন্ত্যশক্তি** সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন,—'চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োঃ—যথা অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। অতো **ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ**।'—(বেদান্তদর্শন-শঙ্করভাষ্য ২।৩।৪৩)। **ভামতী**—"স্মৃতেশ্চ 'মমৈবাংশঃ' ইত্যাদের্জ্জীবানামীশ্বরাংশত্ব-সিদ্ধিঃ।"—(শ্রীবাচস্পতি মিশ্র); অদ্বৈতবাদে দ্বৈতবাদীর ব্যাখ্যা।

"শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকং, * * * লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধি-প্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্তবৈচিত্র্যবশাচ্ছক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে, তা অপি তাবন্নোপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তে- অস্য বস্তুন এতাবত্য এতৎ সহায়া এতদ্বিষয়া এতৎ প্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি, **কিমুতাচিন্ত্যপ্রভাবস্য ব্রহ্মণো** রূপং বিনা (১) শব্দেন নিরূপ্যেত। তথাহ পৌরাণিকাঃ—'অচিন্ত্যাঃ খলু যে

(১) 'দেহলী-প্রদীপ-ন্যায়' অনুযায়ী 'রূপংবিনা' শব্দটী একবার 'রূপংবিনা শব্দেন' এইভাবে ব্যবহার করিলে 'অচিন্ত্য প্রভাবযুক্ত ব্রহ্মের রূপ না থাকিলে শব্দের দ্বারা কিরূপে নিরূপণ হইতে পারে?' এইরূপ অর্থ হইবে। আর একবার 'ব্রহ্মণোরূপং বিনাশব্দেন' এইভাবে ব্যবহার করিলে 'অচিন্ত্য প্রভাবযুক্ত ব্রহ্মের রূপ, শব্দ ছাড়া কিরূপে নিরূপণ হইতে পারে?' এই দুই প্রকার অর্থে একবার 'ব্রহ্মের রূপ' আর একবার 'শব্দের প্রমাণ' স্বীকৃত হইয়াছে। 'দেহলী-ন্যায়' হইল—ঘরের দরজায় আলো রাখিলে যেমন ঘরের ভিতরে এবং বাহিরে উভয় দিকেই আলো দান করে। উভয় দিকেই অর্থদায়ক 'রূপংবিনা শব্দেন' শব্দটীও রূপ এবং শব্দকে স্বীকার করাইয়া সেই প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের কার্য্যই করিয়াছেন।

ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥' ইতি তস্মাচ্ছব্দমূল এবাতীন্দ্রিয়ার্থযাথাত্ম্যাধিগমঃ ॥"—(শঙ্করভাষ্য ২।১।২৭)।—'পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' ৫১০-৫১১ পৃঃ।

"প্রমাণাদি-সাক্ষিত্বেন সর্বপ্রমাণাগোচরত্বাদচিন্ত্যঃ। অয়মীদৃশঃ ইতি বিশ্বপ্রপঞ্চবিলক্ষণত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্বা অচিন্ত্যঃ।—(বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রম্, শঙ্কর ভাষ্যোপেতম্—সংস্কৃত প্রেস্‌ডিপোজিটরী, কলিকাতা ১৯৮৫ সংবৎ, ১০২ তম শ্লোক)।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ যে ষোলখানি গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করেন, তাহাই বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের শঙ্করভাষ্য বলিয়া খ্যাত *। **প্রস্থানত্রয়—** (১) ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ—'ন্যায় প্রস্থান'; (২) উপনিষৎ সমূহ—'শ্রুতিপ্রস্থান'; (৩) শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম ও সনৎসুজাতীয়গ্রন্থ—'স্মৃতিপ্রস্থান' নামে খ্যাত।

---

* (১) ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, (২) ঈশোপনিষদ্ ভাষ্য, (৩) কেনোপনিষদ্-ভাষ্য (৪) কঠোপনিষদ্-ভাষ্য, (৫) প্রশ্নোপনিষদ্ ভাষ্য, (৬) মুণ্ডকোপনিষদ্-ভাষ্য, (৭) মাণ্ডুক্যোপনিষদ্-ভাষ্য, (৮) ঐতরেয়োপনিষদ্-ভাষ্য, (৯) তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ভাষ্য, (১০) ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ভাষ্য (১১) বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ভাষ্য, (১২) শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-ভাষ্য, (১৩) নৃসিংহপূর্বতাপনীয়োপনিষদ্-ভাষ্য, (১৪) শ্রীগীতাভাষ্য, (১৫) শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য, (১৬) সনৎসুজাতীয় ভাষ্য, (১৭) আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্রভাষ্য, (১৮) গায়ত্রী ভষ্য, (১৯) সাংখ্যকারিকা ভাষ্য, (২০) হস্তামলক-ভাষ্য।

শ্রীজীব-পাদ (তত্ত্বসন্দর্ভঃ১৫অনু) শ্রীগোবিন্দাষ্টক, শ্রীযমুনাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থকে শ্রীশঙ্করাচার্য্য-পাদেরই রচিত বলিয়াছেন।

ব্রহ্মসূত্রের আনন্দময়াধিকরণের সূত্রগুলির দুইরকম ভাষ্য শ্রীপাদ-শঙ্কর প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমে তিনি যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহার সহিত বেদবাক্যের বিরোধ নাই। তাহা হইতেছে তাঁহার মহাদেব স্বরূপের উক্তি। কিন্তু পরে যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহার সহিত প্রথম ভাষ্যের এবং শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ বিদ্যমান; ইহা হইতেছে ঈশ্বরাদেশের অনুবর্তী শঙ্করাচার্য্যের উক্তি। বেদান্তসূত্রের বহুসূত্রের শঙ্করভাষ্যই সূত্রের অনুযায়ী; এইভাষ্য তাঁহার মহাদেবস্বরূপের উক্তি।

শ্রীমদ্‌ভগবগীতাদির ভাষ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে মায়াময় বলিয়াছেন, সগুণ-ব্রহ্ম বলিয়াছেন; শ্রুতি আদির ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন,—সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় মোক্ষ পাওয়া যায় না; কিন্তু তাঁহার রচিত স্তোত্র অষ্টকাদিতে অন্যরূপ কথা বলিয়াছেন। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণাষ্টকমে'র উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

—"যদা ধর্ম্মগ্লানি র্ভবতি জগতাং ক্ষোভকরণী
তদা লোকস্বামী প্রকটিতবপুঃ সেতুধৃগজঃ।
সতাং ধাতা স্বচ্ছো নিগমগুণগীতো ব্রজপতিঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥
ইতি হরিরখিলাত্মারাধিতঃ শঙ্করেণ
শ্রুতিবিশদগুণোঽহসৌ মাতৃমোক্ষার্থমাত্তঃ।
যতিবরনিকটে শ্রীযুক্ত আবির্বভূব
স্বগুণবৃত উদারঃ শঙ্খচক্রাব্জহস্তঃ ॥"

এইরূপ তাঁহার রচিত 'ভগবন্মানস পূজন-স্তোত্রম্', 'শ্রীমদচ্যুতাষ্টক স্তোত্রম্', 'গঙ্গা-স্তোত্রম্', 'গঙ্গাষ্টকম্', 'যমুনাষ্টক-স্তোত্রম্', 'নর্ম্মদাষ্টক-

স্তোত্রম্', 'পুষ্করাষ্টকম্', 'কাশী পঞ্চক স্তোত্রম্', 'কাশীস্তোত্রম্', 'মণিকর্ণিকাষ্টক্-স্তোত্রম্', 'আনন্দলহরী', 'আনন্দলহরী স্তোত্রম্', 'গুর্ব্বষ্টক-স্তোত্রম্', 'দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্রম্', 'প্রশ্নোত্তররত্ন-মালিকা', 'আত্মপঞ্চক-স্তোত্রম্', 'নির্ব্বাণদশক-স্তোত্রম্', 'হস্তামলক-স্তোত্রম্', 'ধন্যাষ্টক-স্তোত্রম্', 'সাধনপঞ্চক-স্তোত্রম্', 'বিজ্ঞান-নৌকা', 'নির্ব্বাণষট্ক স্তোত্রম্', 'বাক্যবৃত্তিঃ', 'আত্মবোধঃ', 'দ্বাদশ-পঞ্জরিকা-স্তোত্রম্', 'চপটপঞ্জরিকা-স্তোত্রম্', 'মনীষা-পঞ্চক- স্তোত্রম্' ইত্যাদি স্তোত্র পাওয়া যায়।—'স্তবকবচমালা' দ্রঃ।

তাঁহার 'কৃষ্ণাষ্টক' নামক গ্রন্থে—"জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা', 'ব্রজশিশু-বয়স্য', 'অর্জ্জুনসখ', 'ব্রজপতি', 'অসুরহন্তা', 'স্থিররুচি', 'বিমল-বনমালী', 'লোকেশ' শ্রীকৃষ্ণকে 'বেদবিষয়—বেদের প্রতিপাদ্য' 'শুদ্ধ, অমল—মায়াস্পর্শহীন,' 'স্বচ্ছ--সর্ব্বাধিকারশূন্য' 'মুনি-সুরনর-সমূহের মোক্ষদ' বলিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন,—"সেই কৃষ্ণের ধ্যান না করিলে লোকসকল শুকরাদি পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, তাঁহার জ্ঞান ব্যতীত লোকসকল জন্ম মৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকে, তাঁহার স্মরণ না করিলে প্রাণিগণ শতশত জন্ম কৃমিযোনি প্রাপ্ত হয়, তিনিই সকলের শরণ্য, বিভু ; সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়ন-গোচর হউন।

"বিনা যস্য ধ্যানং ব্রজতি পশুতাং শূকরমুখাম্।
বিনা যস্য জ্ঞানং জনিমৃতিভয়ং যাতি জনতা ॥
বিনা যস্য স্মৃত্যা কৃমিশতজনিং যাতি স বিভুঃ।
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥" ৬

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার গোবিন্দাষ্টকে—"যশোদাতাড়ন, 'শৈশব-সন্ত্রাস,' 'ব্যাদিত-বক্ত্রালোকিত-লোকালোকচতুর্দ্দশ-লোকালি', 'লোকত্রয় পুর-

মূলস্তম্ভ', 'নবনীতাহার', 'গোপীখেলন', 'গোবর্দ্ধন-ধৃতি', 'লীলালালিত-গোপাল', 'চিন্তামণি মহিম', 'শ্রদ্ধাভক্তিগৃহীতানন্দ', 'স্নানব্যাকুল-যোষিদ-বস্ত্র-হরণকারী', 'কালিন্দীগত-কালিয়শিরঃ-নর্ত্তনকারী', 'কালাতীত', 'কলিদোষঘ্ন', 'বৃন্দাবনবিহারী', গোবিন্দকে সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্ বলিয়াছেন এবং তাঁহাকে 'ভবরোগঘ্ন মুক্তিদাতাও' বলিয়াছেন।

তাঁহার 'কৃষ্ণস্তোত্রেও' 'ব্রজৈকমণ্ডন', 'সমস্তপাপখণ্ডন', 'স্বভক্তচিত্ত-রঞ্জন', 'সুপিচ্ছগুচ্ছমস্তক', 'সুনাদ-বেণুহস্তক', 'অনঙ্গরঙ্গসাগর', 'করার-বিন্দভূধর', 'মহেন্দ্রমান-দারুণ', 'ব্রজাঙ্গনৈক-বল্লভ', 'সমস্তগোপ-নন্দন', 'যশোমতী-কিশোরক', 'দুগ্ধচোরক', 'দৃগন্ত-কান্তি-ভঙ্গিম', 'নবীন-গোপনাগর', 'নবীন-কেলিলম্পট', 'মেঘসুন্দর', 'তড়িৎ প্রভালসৎপট', 'রসাল বেণু-গায়ক', 'কুঞ্জমধ্যগ', 'বিদগ্ধগোপিকা-মনোমনোজ্ঞ-তল্পশায়ী', 'ভবাব্ধি-কর্ণধারক', 'নন্দনন্দনের' চরণে প্রণিপাত জানাইয়া যাহাতে তিনি যে কোনও সময়ে যে কোন প্রকারে সর্ব্বদা কৃষ্ণ সংকথা কীর্ত্তন করিতে পারেন, তদনুকূল প্রার্থনা করিয়াছেন।

"যদা তদা যথা তথৈব কৃষ্ণ-সৎকথা।
ময়া সদৈব গীয়তাং তথা কৃপা বিধীয়তাম্ ॥"১৬

তাঁহার 'চর্পটপঞ্জরিকা' তে তিনি পুনঃপুনঃ গোবিন্দ ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। "ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে ॥" শ্রীপাদশঙ্কর তাঁহার 'আর্ত্তত্রাণ-নারায়ণাষ্টাদশক স্তোত্রে' অজামিলের নামোল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীভগবন্নামের মহিমা খ্যাপন করিয়াছেন এবং ভগবান নারায়ণই যে তাঁহার একমাত্র গতি, তাহাও বলিয়াছেন। তাঁহার 'নারায়ণনীতি-

স্তোত্রে' তিনি 'অঘ-বক-বৃষ-কংসারি', **'রাধাধরমধু-রসিক'**, 'গোবর্দ্ধন-গিরিরমণ', 'যমুনাতীর-বিহারী', 'নারায়ণ গোবিন্দ-গোপালের' জয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার বহু গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীব্রজগোপীগণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন পদ্যে শ্রীবার্ষভানবীর মহিমা পর্য্যন্ত দেখা যায়। 'ষট্‌পদীস্তোত্রেও' সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার লাভের জন্য এবং অবিনয় দূর করার জন্য সচ্চিদানন্দ শ্রীবিষ্ণুর কৃপা প্রার্থনা করিয়া বন্দনা করিয়াছেন। গোবর্দ্ধনধারী এবং মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার রূপে জগতের পালন কর্ত্তা গুণমন্দির দামোদরের এবং সুন্দর-বদনারবিন্দ গোবিন্দের চরণে পরম-ভয় দূর করার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কারণ, তিনি মহাদেবাবতার এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তি তাঁহার হৃদয় সম্পুটের পরম গোপ্য মহানিধি। 'ষট্‌পদীস্তোত্রে'—

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্ !
সমুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥ ৩ ॥

—হে নাথ ! জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকিলেও, (আমি জানি) আমি তোমারই (অর্থাৎ আমি তোমা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি তোমারই অধীন), কিন্তু তুমি আমার নহ, (তুমি আমার নিকট হইতে উৎপন্ন হও নাই, তুমি আমার অধীন নহ)। (তরঙ্গ ও তরঙ্গময় সমুদ্রে পরস্পর পার্থক্য না থাকিলেও) তরঙ্গই সমুদ্রের, কিন্তু সমুদ্র কখনও তরঙ্গের নহে।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার আদিব্যাস বলিয়া পরিচিত শ্রীল বৃন্দাবন দাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্য ভাগবতে (অন্ত্য, দ্বিতীয় অধ্যায়ে) এই শ্লোকের নিম্নলিখিত-রূপ তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।

"যদ্যপিহ জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাঞি।
সর্ব্বময়—পরিপূর্ণ আছে সর্ব্ব ঠাঞি ॥
তভো তোমা' হইতে সে হইয়াছি আমি।
আমা' হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি ॥
যেন 'সমুদ্রের সে তরঙ্গ' লোকে বোলে।
'তরঙ্গের সমুদ্র' না হয় কোন কালে ॥
অতএব জগত তোমার, তুমি পিতা।
ইহলোকে পরলোকে তুমি যে রক্ষিতা ॥
যাহা হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন।
তারে যে না ভজে বর্জ্জ্য হয় সেই জন ॥
এই শঙ্করের শ্লোক—এই অভিপ্রায়।
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায় ॥"

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১৫। ৭ বাক্যে "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ॥" শ্রীকৃষ্ণ নিজ শ্রীমুখেও তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা-সভাপতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যমুকুটমণি শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে—শ্রীমদ্ভাগবতের সকলের আদরনীয়ত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক লিখিয়াছেন,—শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত উক্তি।

"অথ যদেব কৈবল্যমপ্যতিক্রম্য ভক্তিসুখব্যবহারাদিলিঙ্গেন নিজমতস্যাপ্যুপরি বিরাজমানার্থং মত্বা যদপৌরুষেয়ং বেদান্তব্যাখ্যানং ভয়াদচালয়ত্বৈব **শঙ্করাবতারতয়া প্রসিদ্ধেন বক্ষ্যমানস্বগোপনাদ্রিহেতুক ভগবদাজ্ঞা**-প্রবর্ত্তিতাদ্বয়বাদেনাপি তন্মাত্রবর্ণিত-বিশ্বরূপদর্শনকৃত ব্রজেশ্বরীবিস্ময়-শ্রীব্রজকুমারী-বসনচৌর্য্যাদিকং গোবিন্দাষ্টকাদৌ বর্ণয়তা তটস্থীভূয় নিজবচঃ সাফল্যায় স্পৃষ্টমিতি ॥ ২৩ ॥"

তাৎপর্য্যানুবাদ—শ্রীমদ্‌ভাগবত সকলকর্ত্তৃক আদরনীয় হইলেও যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, এবম্প্রকার শ্রীভাগবতকে শ্রীশঙ্করাচার্য্য গ্রহণ করিলেন না কেন? তদুত্তরে যুক্তি দেখা যায় যে, শ্রীশঙ্করের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীশঙ্করাচার্য্য কৈবল্য অতিক্রম করতঃ ভক্তি সুখ প্রকাশাদি চিহ্নদ্বারা শ্রীমদ্‌ভাগবতকে নিজ মতেরও উপর বিরাজমান জানিয়া, বেদান্তের অপৌরুষেয় ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতকে **বিধিভঙ্গভয়েই** গ্রহণ করেন নাই। * কারণ, তিনি ভগবানের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন এবং ভগবদাজ্ঞা-ক্রমেই ভগবত্তত্ত্ব গোপন করতঃ মায়াবাদ অবলম্বনে উপনিষদ্ আদির ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় শ্রীমদ্‌ভাগবতকে চালিত করিলে পাছে শ্রীভগবান্ কুপিত হয়েন, এজন্য উহা চালিত না করিয়া, বরং উহার গ্রহণ ব্যতিরেকে নিজের জ্ঞান ও সুখ সম্পদলাভ হয় না দেখিয়া, কেবল শ্রীভাগবত মাত্রে বর্ণিত বিশ্বরূপ দর্শন, ব্রজেশ্বরী বিস্ময়, ব্রজকুমারীদিগের বসন চৌর্য্যাদিলীলা স্বরচিত শ্রীগোবিন্দাষ্টকাদি গ্রন্থে বর্ণন দ্বারা তিনি যে তটস্থ হইয়া নিজবাক্যের সাফল্য বিধানমানসে ঐ শ্রীমদ্‌ভাগবতকে নীরবে স্পর্শ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।—শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামীর অনুবাদ।

* শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার 'সর্ব্বসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বেদান্ত পক্ষ প্রকরণে' শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। "কাম-ক্রোধৌ লোভভয়ে মোহো ব্যোমগুণাস্তথা। উক্তোহবধূতমার্গশ্চ কৃষ্ণেনৈ-বোদ্ধবং প্রতি॥ শ্রীভাগবতসংজ্ঞে তু পুরাণে দৃশ্যতে হি সঃ॥ ৯৮-৯৯॥"

এইরূপে দেখা যাইতেছে, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ মহাদেবের অবতাররূপেই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিকটে সম্মাননীয়। † শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদও শ্রীবৃহদ্ ভাগবতামৃতের ২।২।১৮৬ অনুচ্ছেদে **"শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভগবৎপাদানাম্ বচনম্।"** বলিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বৈষ্ণবধর্ম্মীয় উপাসনার পূর্ণ প্রভাব নিজে স্বীকার করিয়াছেন। যথা, 'বিষ্ণু সহস্রনামভাষ্য' ১৪।১ বর্ণনে স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন,—ইত্যাদি বচনৈ বৈষ্ণবলক্ষণস্যৈবং প্রকারস্যাচ্চ হিংসাদি-রহিতেন বিষ্ণোঃ স্তুতি-নমস্কারাদি কর্ত্তব্যম্' (গীতা, বিষ্ণুপুরাণাদির বচনের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, বৈষ্ণবী সংস্কারের সহিত যুক্ত হিংসাদি হইতে রহিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর স্তুতি নমস্কার আদি দ্বারা উপাসনা করা প্রয়োজন)। পুনঃ বি' স' ভা' ১৬।২৩ বলিয়াছেন,—'কশ্চ অশ্চ ঈশশ্চ ত্রিমূর্ত্তয়ঃ কেশাস্তে যদ্‌বশেন বর্ত্তন্তে স কেশবঃ' (ক = ব্রহ্মা, অ = বিষ্ণু, ঈশ = মহাদেব। এই তিনজনই যাঁহার বশে তিনি কেশব)। এই প্রকার বি' স' না' ভা' ২৪।৯৬ বলিয়াছেন,—"সর্বেষামীশ্বরানামীশ্বরঃ সর্বেশ্বরঃ"। এই প্রকার বি' স' না' ভা' ২৫।১১১ শঙ্করাচার্য্য নিজহৃদয়স্থিত ব্রহ্মকে পুণ্ডরীকাক্ষ বলিয়াছেন, "হৃদয়স্থং পুণ্ডরীকমশ্নুতে ব্যাপ্নোতি তত্রোপলক্ষিত ইতি পুণ্ডরীকাক্ষঃ"।

আচার্য্য শঙ্করপাদ গীতা ভাষ্য ৮।৫ বলিয়াছেন,—"অন্তকালে চ মরণকালে মাম্ এবং পরমেশ্বরং বিষ্ণুং স্মরন্ মুক্ত্বা পরিত্যজ্য কলেবরং শরীরং যঃ প্রযাতি গচ্ছতি স মদ্‌ভাবং বৈষ্ণবং তত্ত্বং যাতি ন বিদ্যতে অত্র অস্মিন্ অর্থে সংশয়ো যাতি বা ন বা ইতি।"

† শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত ২।২।১৯৬ অনুচ্ছেদে "ইতি **শ্রীভগবচ্ছঙ্কর-পাদানাং ভেদাভেদন্যায়োপবৃংহিতবচনং** সম্যগুপপদ্যতে।"

দাস্ত-ভাবের উপাসনা, শ্রীশঙ্করপাদ স্বীকার করিয়াছেন,—"ব্রহ্মণি ঈশ্বরে আধায় নিক্ষিপ্য তদর্থং করোমি ইতি ভৃত্য ইব স্বামার্থং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মোক্ষে অপি ফলে সংগং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি লিপ্যতে ন স পাপেন ন সংবধ্যতে পদ্মপত্রম্ ইব অম্ভসা উদকেন।"—(আচার্য ললিত কৃষ্ণ গোস্বামী কৃত—'শ্রীনিম্বার্কবেদান্ত' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় ৭৯-৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। 'বৃহদারণ্যক'-ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে নাম-রূপাত্মক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন' যথা—'যদি হি নামরূপে ন ব্যাক্রিয়েতে, ব্রহ্মণো প্রজ্ঞানঘনাখ্যাং রূপং ন প্রতিজ্ঞায়েৎ'।

"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্তু ত্বং"-ইত্যাদি এবং "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে"—ইত্যাদি পদ্মপুরাণ প্রমাণ অনুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, ভগবানের আদেশে স্বয়ং মহাদেবই কলিযুগে শঙ্করাচার্য্য রূপে মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদভাষ্যের প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধত্ব—সুতরাং অবৈদিকত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছিলেন,—

'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ বৌদ্ধেতে অধিক॥
আচার্য্যের * দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥'

—শ্রীচৈঃ চঃ ২।৬।১৫২, ১৬৪

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে নানা প্রকার মতানৈক্য আছে। কোন মতে, শঙ্কর কেদার-বদ্রীতে শিষ্যগণের সম্মুখে উপদেশ প্রদানানন্তর

* আচার্য্য—শ্রীশঙ্করাচার্য্য।

দেহত্যাগ করেন। কোন মতে, শৃঙ্গেরীতে সারদাদেবীর সম্মুখে দেহত্যাগ করেন এবং তথায়ই তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হয়। কোন মতে, তিনি মালাবারের অন্তর্গত 'ত্রিচুর' নগরে পরশুরামের মন্দিরে শিবলিঙ্গে লীন হন। মতান্তরে, তিনি কাঞ্চীতে কামাখ্যাদেবীর সম্মুখে দেহত্যাগ করেন এবং তাঁহার দেহ মন্দিরের দ্বারদেশে সমাহিত করা হয়। অন্য মতে, বোম্বাই-এর নিকট 'নির্মলা'-নামক একটী দ্বীপে তিনি দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের কাল—কোন মতে ৬৪০ শকাব্দ, মতান্তরে ৬৪২ শকাব্দ, অন্যমতে ৬৪৪ শকাব্দ।

অদ্বৈত-বেদান্তের প্রমুখ আচার্য্য,—শ্রীশঙ্করের পূর্ব্বে 'ভর্তৃপ্রপঞ্চ' কঠ তথা বৃহদারণ্যকের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। সেই সিদ্ধান্তকে জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয়বাদ বলা হয়। শ্রীশঙ্করপাদ এই বৃহদারণ্যক ভাষ্যকে 'ঔপনিষদম্মন্য' বলিয়া পরিহাস করিয়াছেন। যাহা হউক, ইঁহার পর (১) শ্রীশঙ্করাচার্য্য ; (২) মণ্ডনমিশ্র ; (৩) সুরেশ্বরাচার্য্য ; (৪) পদ্মপাদাচার্য্য ; (৫) সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি ; (৬) বাচস্পতিমিশ্র ; (৭) বিমুক্তাত্মা ; (৮) শ্রীহর্ষ ; (৯) অদ্বৈতানন্দ ; (১০) আনন্দবোধ ; (১১) চিৎসুখাচার্য্য ; (১২) অমলানন্দ ; (১৩) বিদ্যারণ্য ; (১৪) শঙ্করানন্দ ; (১৫) আনন্দগিরি ; (১৬) প্রকাশানন্দ যতি ; (১৭) অখণ্ডানন্দ ; (১৮) মধুসূদন সরস্বতী ; (১৯) ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী ; (২০) নৃসিংহাশ্রম সরস্বতী ; (২১) অপ্যয় দীক্ষিত (২২) ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র ; (২৩) রামকৃষ্ণ ; (২৪) সদানন্দ ; (২৫) গোবিন্দ ; (২৬) নারায়ণতীর্থ ; (২৭) সদানন্দ যতি ; (২৮) গৌড়পাদ।

———

আচার্য্য শ্রীশঙ্করপাদের শ্রীকৃষ্ণানুরাগ

(১) "কন্দর্পকোটিসুভগং বাঞ্ছিতফলদং দয়ার্ণবম্।
শ্রীকৃষ্ণং ত্যক্ত্বা কমন্যবিষয়ং নেত্রযুগ দ্রষ্টুমুৎসহতে ॥"
—প্রবোধসুধাকর

(২) "ব্রহ্মাণ্ডানি বহূনি পঙ্কজভবান্ প্রত্যণ্ডমদ্ভুতম্।
গোপান্ বৎসযুতানদর্শয়দজং বিষ্ণূনশেষাংশ্চ যঃ ॥
শম্ভু র্যচ্চরণোদকং স্বশিরসা ধত্তে চ মূর্ত্তিত্রয়াৎ।
কৃষ্ণো বৈ পৃথগস্তি কোঽপ্যবিকৃতঃ সচ্চিন্ময়ো নীলিমা ॥"

(৩) "যমুনাতটনিকটস্থিতবৃন্দাবনকাননে মহারম্যে।
কল্পদ্রুমতলভূমৌ চরণং চরণোপরি স্থাপ্য ॥
তিষ্ঠন্তং ঘননীলং স্বতেজসা ভাসয়ন্তমিহ বিশ্বম্।
পীতাম্বর-পরিধানং চন্দন-কর্পূর্লিপ্ত-সর্বাঙ্গম্ ॥
আকর্ণপূর্ণনেত্রং কুণ্ডলযুগমণ্ডিতশ্রবণম্ ॥
মন্দস্মিতমুখকমলং সুকৌস্তভোদারমণিহারম্ ॥
বলয়াঙ্গুলীয়কাদ্যানুজ্জ্বলয়ন্তং স্বলঙ্কারান্।
গলবিলুলিতবনমালং স্বতেজসাপাস্ত-কলিকালম্ ॥
গুঞ্জারবালিকলিতং গুঞ্জাপুঞ্জান্বিতে শিরসি।
মুঞ্জানং স গোপৈঃ কুঞ্জান্তরবর্ত্তিনং হরিং স্মরত ॥"

(৪) "কৃপাপাত্রং যস্য ত্রিপুররিপুরম্ভোজবসতিঃ,
সুতা জহ্নোঃ পূতা চরণনখনির্ণেজনজলম্।

প্রদানং বা তস্য ত্রিভুবনপতিত্বং বিভুরপি,
নিদানং সোঽস্মাকং জয়তি কুলদেবো যদুপতিঃ ॥"
কেনাঽপি গীয়মানে, হরিগীতে বেণুনাদে বা।
আনন্দাবির্ভাবো, যুগপৎ স্যাদষ্ট-সাত্ত্বিকোদ্রেকঃ ॥
তস্মিন্ননুভবতি মনঃ, প্রগৃহ্যমানং পরাত্মসুখম্।
স্থিরতাং যাতে তস্মিন্, যাতি মদোন্মত্তদন্তিদশাম্ ॥
জন্তুষু ভগবদ্ভাবং, ভগবতি ভূতানি পশ্যতি ক্রমশঃ।
এতাদৃশী দশা চেৎ, তদৈব হরিদাসবর্যঃ স্যাৎ ॥
পুণ্যতমামতিসুরসাং, মনোঽভিরামাং হরেঃ কথাং ত্যক্ত্বা।
শ্রোতুং শ্রবণদ্বন্দ্বং, গ্রাম্যং কথমাদরং বহতি ॥
বৎসাহরণাবসরে পৃথগ্-বয়ো-রূপ-বাসনা-ভূষান্।
হরিরজমোহং কর্তুং, সবৎসগোপন্ বিনির্মমে স্বস্মাৎ ॥
অগ্নের্যথা স্ফুলিঙ্গাঃ, ক্ষুদ্রাস্তু ব্যুচ্চরন্তীতি।
শ্রুত্যর্থং দর্শয়িতুং, স্বতনোরতনোৎ স জীব-সন্দোহম্ ॥
দুঃসহবিরহভ্রান্ত্যা, স্বপতীন্ দদৃশুস্তরূন্ নরাংশ্চ পশূন্।
হরিরয়মিতি সুপ্রীতাঃ, সরভসমালিঙ্গয়াঞ্চক্রুঃ।
কাপি চ কৃষ্ণায়ন্তী, কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ।
অপিবৎ স্তনমিতি সাক্ষাদ্, ব্যাসো নারায়ণঃ প্রাহ ॥
কাম্যোপাসনয়ার্থয়ন্ত্যনুদিনং কেচিৎ ফলং স্বেপ্সিতং,
কেচিৎ স্বর্গমথাপবর্গমপরে যোগাদি-যজ্ঞাদিভিঃ।
অস্মাকং যদু-নন্দনাঙ্ঘ্রি-যুগলধ্যানাবধানার্থিনাং
কিং লোকেন দমেন কিং নৃপতিনা স্বর্গাপবর্গৈশ্চ কিম্ ॥ *

* প্রঃ সুধা :—১৮১-৮৩, ১৯২, ২০৭-৮, ২২১-২২, ২৪২-৪৩, ২৫০ শ্লোক।

(৫) "মায়াহস্তেঽর্পয়িত্বা ভরণ-কৃতিকৃতে মোহমূলোদ্ভবং মাং,
মাতঃ কৃষ্ণাভিধানে চিরসময়মুদাসীনভাবং গতাঽসি।
কারুণ্যৈকাব্ধিবাসে সকৃদপি বদনং নেক্ষসে ত্বং মদীয়ং,
তৎসর্ব্বজ্ঞে ন কর্ত্তুং প্রভবতি ভবতী কিংনু মূলস্য শান্তিম্॥"

শ্রীশঙ্করপাদ অন্তিমকালের সময় এই শ্লোক নিরন্তর বলিতেন,—

(৬) "কদা বৃন্দারণ্যে তরণি-তনয়া-পুণ্যপুলিনে,
স্মরন্ শ্রীগোপালং নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্॥"

অনুবাদ—

(১) সর্ব্ব প্রথম শ্রীশঙ্করপাদ নিজ নেত্রের প্রতি বলিতেছেন,—হে নেত্র! তুমি তুচ্ছ রূপের প্রতি কেন আকৃষ্ট হইতেছ? যদি সুন্দর রূপ দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ একবার দর্শন কর। সেইরূপ মাধুর্য্য দেখিতে কোটি কামদেব হইতেও সুন্দর। কেবল দেখিতেই সুন্দর নহে, এতই উদার যে, তোমার সমস্ত অভিলাষ পূরণ করিতে সমর্থ এবং দয়ার সমুদ্র। এই প্রকার শ্রীশ্যামসুন্দরকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি আর কাহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর?

কেবল মাধুর্য্য নহে, ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

(২) ব্রহ্মাজী ইঁহার গোবৎস চুরি করিলে প্রভু তাঁহাকে অনেক ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহাতে ঐ প্রকার অনন্ত গোবৎস (বাছুর) ও সেই সঙ্গে অনেক শঙ্কর তথা বিষ্ণু দেখাইলেন। শ্রীশঙ্করজী এতই মুগ্ধ হইলেন যে, প্রভুর শ্রীচরণোদক সর্ব্বদার জন্য মস্তকে ধারণ করিলেন। ইহাতেই মনে হয় শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ হইতে অধিক ঐশ্বর্য্যবান এবং অবিকৃত সচ্চিন্ময়।

(৩) শ্রীযমুনা তটস্থিত মহারম্য শ্রীবৃন্দাবনের কল্পদ্রুমের ছায়ায় শ্রীচরণোপরি চরণ রাখিয়া বিরাজিত, নবঘন মেঘের সমান শ্যামবর্ণ নিজ তেজের দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশকারী, সুন্দর পীতবস্ত্র ধারণকারী, সমস্ত অঙ্গ কর্পূর সহিত চন্দন চর্চ্চিত, আকর্ণ বিশাল নেত্র, মকর-কুণ্ডল দ্বারা সজ্জিত কর্ণ, শ্রীবদন কমলে মৃদুমন্দহাস, বক্ষস্থলে কৌস্তুভ-মণিযুক্ত সুন্দর হার, নিজ অঙ্গকান্তিদ্বারা কঙ্কণ, অঙ্গুরী আদি সমস্ত আভরণের শোভা বর্দ্ধিত। গলদেশে বনমালা দোদুল্যমান; যিনি নিজ তেজদ্বারা কলিকালকে পরাস্ত করিয়াছেন। যাঁহার মস্তকে গুঞ্জাবলী সুশোভিত, গুঞ্জনরত অলিকুল ও সুন্দর লতাপাতাদ্বারা সুসজ্জিত সুরম্য কুঞ্জে গোপবালকগণ সহ ভোজন করিতেছেন, ঐ শ্রীহরির স্মরণ কর।

(৪) ত্রিপুরারি শিব এবং ব্রহ্মা যাঁহার কৃপাপাত্র, পরমপাবনী শ্রীগঙ্গাজী যাঁহার শ্রীচরণকমল ধৌত জল ও ত্রিভুবনের রাজ্য যাঁহার দান, তিনি সর্ব্বব্যাপক ও সকলের আদি কারণ, সেই যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা আমার কুলদেবতা।

(৫) হে কৃষ্ণানাম্নী মাতেশ্বরী! মোহরূপী মূল নক্ষত্র হইতে জাত পুত্র আমাকে পোষণ ভরণের জন্য মায়ার হস্তে সমর্পণ করিয়া বহুদিন হইল আমার প্রতি উদাসীন প্রায় হইয়াছ। ওগো একমাত্র করুণা-ময়ী! তুমি একবারও কি আমার প্রতি দৃষ্টি করিবে না? হে সর্ব্বজ্ঞে! তুমি কি ঐ মোহরূপী মূলের শান্তি করিতে সমর্থা নহ?

(৬) অহো! এমন দিন আমার ক'বে হইবে যে, শ্রীযমুনাতটস্থিত শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীশ্যামসুন্দর গোপাললালের স্মরণ করিতে করিতে আমার শেষ দিন সমূহ নিমিষের মত কাটিবে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অবতারত্ব ও উহার প্রয়োজন সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে শঙ্কর মত বিরোধিগণের অভিমতই ব্যক্ত হইয়াছে। এখন আমরা দেখিব নিরপক্ষভাবে এ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা চলে কিনা। এ বিষয়ে প্রথমতঃই আমাদের কর্ত্তব্য হইবে, অন্য কোন শাস্ত্রে আচার্য্য শঙ্করের অবতারকর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বর্ণনা আছে কিনা, অন্বেষণ করিয়া দেখা। আমরা দেখিতে পাই কূর্ম্মপুরাণের ৩০শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—

করিষ্যত্যবতারাণি শঙ্করো নীললোহিতঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তপ্রতিষ্ঠার্থং ভক্তানাং হিতকাম্যয়া ॥
উপদেক্ষ্যতি তজ্‌জ্ঞানং শিষ্যাণাং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।
সর্ব্ববেদান্তসারং হি ধর্ম্মান্ বেদনিদর্শনাৎ ॥

অর্থাৎ নীললোহিত ভগবান্ শঙ্কর ভক্তগণের হিতসাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইবেন এবং সেই সময়ে সর্ব্ববেদান্তসার ব্রহ্মতত্ত্ব এবং বেদপ্রতিপাদ্য যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্ম তিনি শিষ্যগণকে উপদেশ করিবেন।

এইরূপ শিবরহস্য গ্রন্থের নবমাংশে ষোশড়াধ্যায়ে আছে,—

কল্যাদিমে মহাদেবি সহস্রদ্বিতয়াৎ পরম্।
সারস্বতাস্তথা গৌড়া মিশ্রাঃ কর্ণাজিনা দ্বিজাঃ ॥
আম মীনাশনা দেবি আর্য্যাবর্ত্তানুবাসিনঃ।
উত্তরা বিন্ধ্যনিলয়া ভবিষ্যন্তি মহীতলে ॥
শব্দার্থজ্ঞানকুশলাস্তর্ককর্কশবুদ্ধয়ঃ।
জৈনা বৌদ্ধা বুদ্ধিযুতা মীমাংসানিরতাঃ কলৌ ॥

তেষামুদ্‌ঘাটনার্থায় সৃজামীশে মদংশতঃ।
কেরলে শললগ্রামে বিপ্রপত্ন্যাং মদংশতঃ ॥
ভবিষ্যতি মহেশানি শঙ্করাখ্যো দ্বিজোত্তমঃ।
উপনীতস্তদা মাত্রা বেদান্ সাঙ্গান্ গ্রহীষ্যতি।
বাদিমত্তদ্বিপবরান্ শঙ্করোত্তমকেশরী।
ভিনত্ত্যেব মহাবৌদ্ধান্ সিদ্ধবিদ্যানপি দ্রুতম্ ॥
জৈনান্ নির্ভিদ্য তরসা তথান্যান্ কুমতানুগান্।
তদা মাতরমামন্ত্র্য পরিব্রাট্ স ভবিষ্যতি ॥
তথাপি প্রত্যয়স্তেষাং নৈবাসীৎ শ্রুতিদর্শনে।
তেষামুদ্‌বোধনার্থায় তিষ্যে ভাষ্যং করিষ্যতি ॥
ভাষ্যঘুষ্টমহাবাক্যৈস্তিষ্যজাতান্ হনিষ্যতি।
শ্রীব্যাসোদ্দিষ্টসূত্রাণাং দ্বৈতবাক্যাত্মনাং শিবে ॥
অদ্বৈতমেব সূত্রার্থং প্রামাণ্যেন করিষ্যতি।

অর্থ—কলির প্রথমে দ্বিসহস্র বৎসরের পর সারস্বত, গৌড়, মিশ্র প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর আর্য্যাবর্ত্ত নিবাসী ও বিন্ধ্য পর্ব্বতবাসী ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত অপক্কমৎস্যাহারী হইবে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে জৈন ও বৌদ্ধ মতাবলম্বী হইয়া অতিশয় কুতর্কাশ্রিত বুদ্ধির বলে শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্যকে নাস্তিক মতানুকূল ব্যাখ্যায় নিয়োগ করিবে। তাহাদের বুদ্ধির শাস্ত্রানুকূল পরিবর্তন সাধন করিবার জন্য আমি নিজ অংশে কেরলপ্রদেশে শালল নামক গ্রামে বিপ্রপত্নীর গর্ভে শঙ্করাচার্য্য নামে

আবির্ভূত হইব এবং সাঙ্গ সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করতঃ তন্ত্রাদিবিদ্যায় সিদ্ধ বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নাস্তিকগণকে বিচারে পরাজিত করিব। মদংশে আবির্ভূত সেই শঙ্করাচার্য্য জননীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন এবং বেদাদিশাস্ত্রে ও তদুদ্দিষ্টমার্গে তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য ব্যাসসূত্রের অদ্বৈতমতানুকূল প্রামাণিক ব্যাখ্যা করিবেন।

এইরূপ বায়ুপুরাণেও আছে,—

চতুর্ভিঃ সহশিষ্যৈস্তু শঙ্করোঽবতরিষ্যতি।
ব্যাকুর্ব্বন্ ব্যাসসূত্রার্থং শ্রুতেরর্থং যথোচিবান্।
শ্রুতে ন্যার্য্যঃ স এবার্থঃ শাঙ্করঃ সবিতানন॥

অর্থ—চারিটী শিষ্যসহ শঙ্কর অবতীর্ণ হইয়া ব্যাসসূত্রের যে ব্যাখ্যা করিবেন, সেই ব্যাখ্যাই শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্যের প্রকাশক হইবে।

১। পূর্ব্বোক্ত শিবরহস্য, মৎস্য ও বায়ুপুরাণের বচন সমূহ হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়—শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভগবান শঙ্করের অবতার ছিলেন এবং তিনি কেরলের শলগ্রামে ব্রাহ্মণীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়া শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ব্যাসরচিত ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, উহাতেই প্রকৃত বেদার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অদ্বৈতমত বিরোধী বিজ্ঞান ভিক্ষু হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-বৈদান্তিকগণ পদ্মপুরাণের "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ। ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥"—ইত্যাদি শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রচারিত অদ্বৈতমতকে নাস্তিক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের কথা তাঁহারা কেহই মৎস্য পুরাণাদির বচন সমূহ উদ্ধারও করেন নাই এবং উহাদের সহিত পদ্মপুরাণের বচন সমূহের বিরোধের পরিহার করিতেও চেষ্টা করেন নাই। তবে কি বুঝিতে হইবে তাঁহারা মৎস্যপুরাণাদির ঐ বচনগুলি দেখেন নাই? অথবা দেখিয়াও স্বমতের বিরোধী মনে করিয়াই কি উহাদের উল্লেখ করেন নাই? ঐ বচনগুলি দেখিয়া থাকিলে শাঙ্কর-মতকে নাস্তিক মত বলা সম্ভব হইত কি? এবং ঐ বচনগুলির সহিত পদ্মপুরাণের বচনসমূহের বিরোধ পরিহার করাও খুব সহজ হইত কি? যে ব্যাসদেব মৎস্য ও বায়ুপুরাণ রচনা করিয়াছেন, তিনিই পদ্মপুরাণও রচনা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে পরস্পর বিরোধী কথা লেখা কি সম্ভবপর?

২। যদি বলা যায়, পদ্মপুরাণের বচনগুলি ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। ভক্তের পক্ষে অদ্বৈতভাব ভক্তির বিঘাতক। সুতরাং ভক্তের যাহাতে অদ্বৈতবাদে প্রবৃত্তি না হয়, তজ্জন্যই উহা বলা হইয়াছে, এজন্য উহা নিন্দার্থবাদ। বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদের নাস্তিকত্ব বা বৌদ্ধত্ব প্রতিপাদন উহাদের উদ্দেশ্য নহে। আর মৎস্যপুরাণাদির বচন-গুলি জ্ঞানীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, কারণ, জ্ঞানীর পক্ষে অদ্বৈতভাব অনুকূল। তাহা হইলেও নিন্দাচ্ছলেও বেদপ্রতিপাদ্য আস্তিক অদ্বৈতবাদকে নাস্তিক বৌদ্ধ মত বলিয়া নিন্দা করা কোনমতেই সমীচীন হয় না। সাংখ্য যোগাদি ছয়টী আস্তিক দর্শনের মধ্যেও পরস্পর বিশেষ মতভেদ প্রচলিত আছে, কিন্তু শাস্ত্রে কোথাও একদর্শনের অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া আর দর্শনকে নাস্তিক বৌদ্ধমত বলিয়া নিন্দা করা হয় নাই।

৩। বস্তুতঃ, যে আচার্য্য শঙ্কর বেদকে অপৌরুষেয় স্বীকার করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ মানিয়াছেন, তাঁহাকে বা তাঁহার মতকে কখনও নাস্তিক বলা আস্তিকের পক্ষে সম্ভব নয় এবং বেদের অপ্রামাণ্যবাদী ও বেদনিন্দক নাস্তিক বৌদ্ধের সহিত তুলনা করাও উচিত নয়। কারণ দার্শনিক পণ্ডিতগণ, বেদকে যিনি প্রমাণ মানেন, তাঁহাকেই আস্তিক এবং যিনি প্রমাণ মানেন না, তাঁহাকেই নাস্তিক বলিয়া থাকেন। ঈশ্বরকে মানা বা না মানার উপর আস্তিক্য বা নাস্তিক্য নির্ভর করে না; কারণ নিরীশ্বর সাংখ্য ও মীমাংসকগণ ঈশ্বরকে না মানিয়াও আস্তিক বলিয়া পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত হইয়াছেন।

৪। অধিকন্তু আচার্য্য শঙ্কর নিজের অদ্বৈত মত প্রতিপাদন করিতে অধিকতর শ্রুতির উপরই নির্ভর করিয়াছেন, স্মৃতির বচন তিনি খুব কমই উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণবদার্শনিকগণ স্বমত প্রতিপাদনে অধিকতর স্মৃতি বা পুরাণের বচনের উপরই নির্ভর করিয়াছেন। সে স্থলে তাঁহাদের মতকে যদি বেদ প্রতিপাদ্য আস্তিকমত বলা হয়, তবে শাঙ্কর অদ্বৈতবাদকে আস্তিক মত কেন বলা হইবে না? আর যদি উহাকে নাস্তিক মত বলা হয়, তবে বৈষ্ণবদার্শনিকগণ বা বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতকে নাস্তিক মত কেন বলা হইবে না। বস্তুতঃ বেদ প্রতিপাদ্য হওয়ায় উভয় মতকেই আস্তিক মত বলিতে হইবে।

৫। আরও একটী কথা চিন্তনীয় এই যে, আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের যে সকল ব্রাহ্মণ গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে বেদ এখনও অধ্যয়ন করিতেছেন এবং যাঁহারা বেদার্থনির্ণায়ক মীমাংসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত

ও ভেদ বুদ্ধি সাপেক্ষ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে নিরত, সেই বেদাধ্যায়ী ও বৈদিককর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ আজ পর্য্যন্তও সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রত্যুত যাঁহারা তাঁহার মত বিরোধী, তাঁহাদের মধ্যে স-স্বর বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক কর্ম্মমার্গে সেরূপ নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা দেখিয়া কি ইহাই নিশ্চয় করা চলে না যে, শাঙ্কর অদ্বৈতবাদই মীমাংসা শাস্ত্রানুসারে বেদপ্রতিপাদ্য বলিয়া বেদ মার্গনিরত ব্রাহ্মণগণ বুঝিয়াছেন এবং সেইজন্যই তাঁহারা ঐ মত গ্রহণ করিয়াছেন। নতুবা তাঁহাদের পক্ষে অদ্বৈতবাদকে স্বীকার করিয়া লওয়া সম্ভব হইত না।

৬। কারণ, কর্ম্মানুষ্ঠান ভেদবুদ্ধি না থাকিলে সম্ভব নয়, যেমন দ্বৈতভাব না থাকিলে ঈশ্বরে ভক্তি সম্ভব নয়, সেইরূপ। যদি যজ্ঞ, উহার উপকরণ দ্রব্য সমূহ, যজ্ঞেশ্বর ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ সকলেই ব্রহ্ম এইরূপ বোধ থাকে, তাহা হইলে কি আর যজ্ঞানুষ্ঠান সম্ভব? সুতরাং নিশ্চিত ভাবেই বুঝা যায়, তাঁহারা যদি ইহা না বুঝিতেন যে শাঙ্কর অদ্বৈত মত মীমাংসাশাস্ত্রানুসারে নিঃসন্দেহে বেদপ্রতিপাদ্য, তাহা হইলে তাঁহারা দ্বৈতবাদী অন্যান্য দার্শনিকগণের মত অদ্বৈতমতকে কখনই গ্রহণ করিতেন না প্রত্যুত উহার নিন্দাই করিতেন। তাঁহাদের ভরসা আছে যে, দ্বৈতবুদ্ধিপূর্ব্বক নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ভবিষ্যতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে অদ্বৈতনিষ্ঠাবশতঃ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইবে। সুতরাং ভেদবুদ্ধিসাপেক্ষ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডনিরত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অদ্বৈতবাদের স্বীকৃতি উহার বেদ প্রতিপাদ্যত্ব সম্বন্ধে একটি অকাট্য যুক্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

৭। বস্তুতঃ পক্ষে শাঙ্কর মত সম্পূর্ণরূপে বেদপ্রতিপাদ্য—এইরূপ নিশ্চয় না থাকিলে আস্তিক কোন মানুষের পক্ষেই উহাকে মানিয়া লওয়া সম্ভব নহে। কারণ, মনুষ্যমাত্রই জন্মজন্মান্তর হইতেই দ্বৈতবুদ্ধি ও তৎসংস্কারের দ্বারা আক্রান্ত। কোন মানুষই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা ইহা কখনই বুঝিতে পারে না যে, এক অদ্বয় ব্রহ্ম হইতে এই বিচিত্র নানারূপাক্রান্ত জগতের সমস্ত বস্তুই অভিন্ন। বেদের বাক্য সমূহের তাৎপর্য্য আবিষ্কারের দ্বারা যদি ইহা না বুঝা যাইত, তবে কোন আস্তিকের পক্ষেই প্রত্যক্ষাদিসর্ব্বপ্রমাণবিরুদ্ধ এই অদ্বৈত মত মানা সম্ভবই হইত না। বেদকে অপৌরুষেয় বা পরমেশ্বরের উক্তি বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা যদি বোঝেন যে অদ্বৈত মত বেদপ্রতিপাদ্য, তবেই তাঁহাদের পক্ষে উহা মানা সম্ভবপর, নতুবা নহে। সুতরাং শাঙ্কর অদ্বৈতবাদ যে বেদপ্রতিপাদ্য ইহাতে কোন বুদ্ধিমানের সংশয় থাকা উচিত নয় ; সুতরাং ইহাকে নাস্তিক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা কিছুতেই সম্ভবপর নহে।

৮। সুতরাং কেহ যদি সন্দেহ করেন, শাঙ্কর অদ্বৈতবাদকে ঐরূপ বলার মূলে তীব্র বিদ্বেষ আছে এবং ঐরূপ বিদ্বেষ প্রণোদিত হইয়াই উন্মত্ত বিরোধিগণ ঐরূপ বচন সৃষ্টি করিয়া পদ্মপুরাণে সন্নিবেশ করিয়াছেন, সুতরাং উহা প্রক্ষিপ্ত—তাহা হইলে এইরূপ সংশয়কে অমূলক বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মীমাংসা শাস্ত্রে 'বিরোধে ত্বনপেক্ষ্যং স্যাৎ, অসতি হ্যনুমানম্' এই সূত্রের ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, যে সকল স্মৃতি-পুরাণাদির বচনের মূলে রাগ বা দ্বেষ আছে বলিয়া সম্ভাবনা করা যায়, সেই বচনগুলি অপ্রমাণ, সুতরাং প্রক্ষিপ্ত বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্তরূপে

ভাষ্যকার সবরমুনি 'বৈসর্জ্জনহোমীয়বাসোঽধ্বর্য্যু র্গৃহ্ণাতি' এই স্মৃতি বচনের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য হইল—বস্ত্রপ্রাপ্তির লোভে কোন অধ্বর্য্যু (ঋত্বিক্‌বিশেষ) ঐরূপ বচন রচনা করিয়া স্মৃতিগ্রন্থে প্রক্ষেপ করিতে পারেন। এইরূপ দ্বেষবশতঃও কেহ ঐরূপ অদ্বৈতমত নিন্দক বচনগুলির পদ্মপুরাণে প্রক্ষেপ করিতে পারে ; সুতরাং ঐ বচনগুলি প্রক্ষিপ্ত, ব্যাসদেবের রচিত নহে।—ইহা বলাই উচিত।

৯। পক্ষান্তরে, শঙ্করাচার্য্যের অবতারত্ব ও তাঁহার অদ্বৈত মতের প্রশংসাপর মৎস্যপুরাণাদির বচনগুলির মূলে কোন রাগ বা দ্বেষ থাকা সম্ভব নয়। অতএব অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মনুষ্যেরই রুচিবিরোধী, সুতরাং উহাতে কোন মানুষেরই স্বাভাবিক রাগ হওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং উহার বিরোধী দ্বৈত মতগুলির উপর দ্বেষও সম্ভাবিত নয়, এইজন্য অদ্বৈতমতে রাগ সম্ভাবিত হইলেই দ্বৈত মতে দ্বেষ হওয়া সম্ভবপর, নতুবা নহে। সুতরাং মৎস্যপুরাণাদির বচনগুলির মূলে রাগ বা দ্বেষ সম্ভাবিত না হওয়ায়, উহারা প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না।

১০। বস্তুতঃ, পদ্মপুরাণের উক্ত বচনগুলি যে নিঃসংশয়ে অদ্বৈত-মতকেই নিন্দা করিয়াছে—ইহা নিশ্চয় করাও খুব শক্ত। কারণ, উহার ব্যাখ্যান্তরের দ্বারা ঐগুলি মতান্তরের নিন্দাপর বলিয়াও অবধারিত হইতে পারে। যেমন—'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।'—এই শ্লোকার্দ্ধে উল্লিখিত 'মায়াবাদ' শব্দের দ্বারা কোন মতেই অদ্বৈতবাদকে বুঝায় না। 'বাদ' শব্দের অর্থ তর্কশাস্ত্রানুসারে 'তত্ত্বনির্ণয়ের অনুকূল বিচার'। সুতরাং যাহা যাহার মতে পারমার্থিক তত্ত্ব নয়, তাহার মতে তাহাকে বাদ বলা চলে না। অদ্বৈতবাদীর মতে মায়া যে পারমার্থিক বস্তু

নহে; প্রত্যুত মিথ্যা, পরমার্থ সৎব্রহ্মই যে তাঁদের মতে তত্ত্ব,—ইহা অদ্বৈত-বাদ সম্বন্ধে যাহার কিছু কাণ্ডজ্ঞান আছে, তিনিই বলিবেন। সুতরাং 'মায়াবাদ' শব্দের দ্বারা যে অদ্বৈত বাদকে বুঝান সম্ভব নহে,—ইহা পণ্ডিত মাত্রেরই বুদ্ধিগম্য। পক্ষান্তরে যে সকল দ্বৈতবাদীগণের মতে পরমেশ্বরের মত মায়াও পারমার্থিক বস্তু, তাঁহাদের মতকেই লক্ষ্য করিয়া 'মায়াবাদ' শব্দটীর প্রয়োগ হওয়া সম্ভব। এইরূপ 'প্রচ্ছন্ন' শব্দের অর্থ যদি 'আবৃততত্ত্ব,' 'বৌদ্ধ' শব্দের যদি 'বুদ্ধিমাত্রকৃত, কিন্তু প্রমাণোপেত নহে'—এইরূপ অর্থ, এবং অসৎ শব্দের যদি 'বেদার্থবিরোধিত্বনিবন্ধন অসৎ' এইরূপ অর্থ করা যায়, তাহা হইলে উহার অর্থ এইরূপ হইবে—'মায়াকে যাঁহারা মিথ্যা না মানিয়া পারমার্থিক তত্ত্ব মানেন, তাঁহাদের রচিত শাস্ত্র-সমূহ বুদ্ধিমাত্রকৃত, প্রমাণোপেত নহে, সুতরাং অতাত্ত্বিক ও বেদার্থ-বিরোধী হওয়ায় অসৎশাস্ত্র। এইরূপ অর্থ করিলে যে পদ্মপুরাণের ঐ বচন দ্বৈতবাদীর মতেরই নিন্দাপর হইবে—ইহা বুদ্ধিমানের পক্ষে বুঝিতে কষ্টকর হইবে না। সুতরাং পদ্মপুরাণের ঐ বচন গুলির সাহায্যে অদ্বৈতবাদের নিন্দা করিতে যাওয়া দ্বৈতবাদিগণের পক্ষে বিপজ্জনক। কারণ, উহা স্বপাদমূলেই কুঠারাঘাতের তুল্য হইবে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, শব্দটীর দার্শনিক অর্থ সম্বন্ধে এইরূপ অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও দ্বৈতবাদিগণ অদ্বৈতবাদকে তিরস্কৃত করিবার জন্য ঐ 'মায়াবাদ' শব্দটীর বহুশঃ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। এইরূপ প্রবৃত্তি দ্বৈতবাদিগণের গৌরব বর্দ্ধিত না করিয়া অগৌরবেরই ঘোষণা করিতেছে—ইহা সুধীগণের বুঝিতে কষ্ট হইবে না, আশা করি।

১১। অদ্বৈতবাদী কোন আচার্য্য যদি অদ্বৈতবাদ বুঝাইতে কোথাও 'মায়াবাদ' শব্দটির প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে দ্বৈতবাদিগণের তিরস্কারব্যঞ্জক ঐ শব্দটি অভ্যুপগমবাদাবলম্বনে আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইয়াই তাহার উত্তর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, বস্তুতঃ মায়াবাদ শব্দটি অদ্বৈতবাদ অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণা অনির্ব্বচনীয়া মিথ্যা মায়াবলম্বনেই অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা-পিত হইলেও উহা তত্ত্ব নহে, অদ্বৈতবাদীর পক্ষে মায়ার স্বীকারকে বাদ হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।

উপসংহারে আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি—দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ উভয়ই শাস্ত্র প্রতিপাদ্য। দ্বৈতবুদ্ধি না থাকিলে ঈশ্বরের উপাসনা সম্ভব নহে, এজন্য ভক্তগণের পক্ষে দ্বৈতবাদই অবলম্বনীয়। জ্ঞানীর জ্ঞাননিষ্ঠার প্রতি অদ্বৈতভাব অনুকূল, এইজন্য জ্ঞানমার্গের অধিকারিগণের পক্ষে অদ্বৈতবাদই শ্রেয়ঃ। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণও সসম্ভ্রমে আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন।

হিন্দু জাতির গোত্র প্রবরমালা

প্রবরঃ গোত্রপ্রবর্ত্তকমুনিব্যাবর্ত্তকো মুনিগণঃ। **অত্রিগোত্রস্য**—প্রবরাঃ—অত্র্যাত্রেয়শাতাতপাঃ। **অগস্ত্য** গোত্রস্য—অগস্তিদধীচি জৈমিনয়ঃ। **অনাব্রকাক্ষ** গোত্রস্য—গার্গ্যগৌতমবশিষ্ঠাঃ। **অব্য** গোত্রস্য—অব্যবলিসারস্বতাঃ। **আত্রেয়** গোত্রস্য—আত্রেয়শাতাতপসাংখ্যাঃ। **আঙ্গিরস** গোত্রস্য—আঙ্গিরসবশিষ্টবার্হস্পত্যাঃ। **আলম্ব্যায়ণ** গোত্রস্য—আলম্ব্যায়নশালঙ্কায়নশাকটায়নাঃ। **কাঞ্চণ** গোত্রস্য—অশ্বত্থদেবলদেবরাজাঃ। **কাত্যায়ণ** গোত্রস্য—অত্রিভৃগুবশিষ্টাঃ। **কান্ব** গোত্রস্য—কান্বাশ্বত্থদেবলাঃ। **কান্বায়ণ** গোত্রস্য—কান্বায়নাঙ্গিরসবার্হস্পত্যভরদ্বাজাজমীঢ়াঃ। কেষাঞ্চিৎ **কুশিক** গোত্রাণাং—কুশিক কৌশিকবন্ধুলাঃ। **কৌশিক** গোত্রস্য—কৌশিকাত্রিজমদগ্নয়ঃ। **কৃষ্ণাত্রেয়** গোত্রস্য—কৃষ্ণাত্রেয়াত্রেয়াবাসাঃ। **কাশ্যপ** গোত্রস্য—কাশ্যপাপশারনৈধ্রুবাঃ। **গোতম** গোত্রস্য—গোতমবশিষ্টবার্হস্পত্যাঃ। **গৌতম** গোত্রস্য—গৌতমাপ্সারাঙ্গিরসবার্হস্পত্যনৈধ্রুবাঃ কেষাঞ্চিত গৌতমাঙ্গিরসাবসাঃ। গৌতম-ঐতথ্য-আবাসাঃ। **গার্গ** গোত্রস্য—গার্গ কৌস্তুভ—মাণ্ডব্যাঃ। **জৈমিনি** গোত্রস্য—জৈমিন্যুতথ্যসাঙ্কৃতয়ঃ। **বশিষ্ট** গোত্রস্য—বশিষ্ট পরাশরাপশারনৈধ্রুবাঃ, কেষাঞ্চিৎ বশিষ্টাত্রিসাঙ্কৃতয়ঃ। প্রকারান্তরং বশিষ্টপরাশরনৈধ্রুবাঃ অথবা বশিষ্টঃ। **বৈয়াঘ্রপদ্য** গোত্রস্য—সাঙ্কৃতিঃ। **বিশ্বামিত্র** গোত্রস্য—বিশ্বামিত্র মরীচি কৌশিকাঃ। **বিষ্ণু** গোত্রস্য—বিষ্ণুবৃদ্ধি কৌরবাঃ। **বাৎস্য** গোত্র—সাবর্ণগোত্রয়োঃ—ঔর্ব্বচ্যবনভার্গব

জামদগ্ন্যাপ্নুবতঃ। **বৃদ্ধি** গোত্রস্য—কুরু বৃদ্ধাঙ্গিরোবার্হস্পত্যাঃ। **ঘৃতকৌশিক** গোত্রস্য—কুশি কৌশিকঘৃতকৌশিকাঃ। কেষাঞ্চিৎ কুশিককৌশিকবন্ধুলাঃ। কুশিকাবিশ্বামিত্রদেবরাজঃ। **পরাশর** গোত্রস্য—পরাশরশক্তিবশিষ্ঠাঃ। **ভরদ্বাজ** গোত্রস্য—ভরদ্বাজাঙ্গিরসবার্হস্পত্যাঃ। **মৌদগল্য** গোত্রস্য—ঔর্ব্বচ্যবনভার্গবজামদগ্ন্যাপ্নুবতঃ। **জমাদগ্নি** গোত্রস্য—জমদগ্ন্যৌর্ব্ববশিষ্টাঃ। **রথিতর** গোত্রস্য—রথিতরাঙ্গিরসবার্হস্পত্যাঃ। **শাণ্ডিল্য** গোত্রস্য—শাণ্ডিল্যাসিত দেবলাঃ। **শক্তি** গোত্রস্য—শক্তিপরাশরবশিষ্টাঃ। **শুনক** (শৌনক) গোত্রস্য—শুনক (শৌনক) শৌনিহোত্রগৃৎসমদাঃ। শুনক শৌনক গৃৎস্যমদাঃ কেষাঞ্চিৎ শৌনকাঃ। **সাঙ্কৃতি** গোত্রস্য—অব্যাহারাত্রিসাঙ্কৃতয়ঃ। **সৌপায়ন** গোত্রস্য—ঔর্ব্বচ্যবনভার্গবজামদগ্ন্যাপ্নুবতঃ। **সৌকালিন** গোত্রস্য—সৌকালিনাঙ্গিরসবার্হস্পত্যাপ্সারনৈধ্রুবাঃ। **জাতুকর্ণ** গোত্রস্য—জাতুকর্ণ আঙ্গিরস ভরদ্বাজাঃ। **ক্ষেত্রি** গোত্রস্য—ক্ষেত্র্যাত্রেয় শাতাতপাঃ। **মৈত্রায়ণি** গোত্রস্য—মৈত্র্যায়ণ্যাঙ্গিরসবার্হস্পত্যনৈধ্রুবাঃ। **ধন্বন্তরি** গোত্রস্য—ধন্বন্তরি অপ্সার আঙ্গিরসবার্হস্পত্যনৈধ্রুবাঃ। অনাদিরাদি শ্রীবিষ্ণুচরণে আশ্রিত ও বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণবের গোত্র—অচ্যুত।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে কেহ কেহ উপরোক্ত গোত্রের ঋষিগণের বংশধর এবং কেহ কেহ শিষ্য পরম্পরায় বলিয়া জানা যায়। ঋষিগণের প্রণীত সংহিতাদি গ্রন্থই হিন্দুজাতির পথ প্রদর্শক। সেই পথ অবলম্বন করিয়াই বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডীয় পারলৌকিক কার্য্যাদি হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ও প্রবন্ধ *

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচলিত টীকা ও প্রবন্ধ সর্ব্বসমেত ১৪১ খানি।

১ অমৃততরঙ্গিনী, ২ আত্মপ্রিয়া, ৩ কৃষ্ণপদী, ৪ চৈতন্য-চন্দ্রিকা, ৫ জয়-মঙ্গলা, ৬ তত্ত্বপ্রদীপিকা, ৭ তাৎপর্য্য-চন্দ্রিকা, ৮ তাৎপর্য্য প্রদীপিকা, ৯ ভগবল্লীলাচিন্তামণি, ১০ রসমঞ্জরী, ১১ শুকপরীক্ষা, ১২ আনন্দতীর্থ-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য্যনির্ণয়, ১৩ তাৎপর্য্যপ্রদীপিকা, ১৪ প্রবোধিনী, ১৫ জনার্দ্দন ভট্ট কৃত টীকা, ১৬ বরদাচার্য্যপুত্র নরহরি কৃত টীকা, ১৭ শ্রীনিবাসাচার্য্য কৃত তত্ত্বপ্রকাশ, ১৮ কল্যাণ রায়কৃত তত্ত্বদীপিকা, ১৯ কৃষ্ণভট্টকৃতটীকা, ২০ কৌরসাধুকৃত টীকা, ২১ গোপাল চক্রবর্ত্তী কৃত টীকা, ২২ চূড়ামণি চক্রবর্ত্তী কৃত অন্বয়বোধিনী, ২৩ নরসিংহাচার্য্য কৃত ভাবপ্রকাশিকা, ২৪ নৃহরিকৃত-তাৎপর্য্যদীপিকা, ২৫ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী-কৃত টীকা, ২৬ ভেদবাদিকৃত টীকা, ২৭ যদুপতিকৃত টীকা, ২৮ বল্লভাচার্য্য-কৃতসুবোধিনী, ২৯ বিজয়ধ্বজ তীর্থ কৃত পদরত্নাবলী, ৩০ বিঠ্ঠল কৃত টীকা, ৩১ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, ৩২ বিষ্ণুস্বামিকৃত

---

* পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে ও উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ সাপ্তাহিক পাঠ-পারায়ণের নিয়ম প্রথম হইতে সপ্তম দিবস পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে,—১ম দিবস—মাহাত্ম্য, তৃতীয় স্কন্ধের ১৯ অধ্যায় হিরণ্যাক্ষবধ পর্য্যন্ত। ২য় দিন—৫ম স্কন্ধ ১৪শ অধ্যায় ভরতচরিত পর্য্যন্ত। ৩য় দিন—৮ম স্কন্ধের ৭ম অধ্যায় পর্য্যন্ত। ৪র্থ দিন—১০ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব পর্য্যন্ত। ৫ম দিন—১০ম স্কন্ধ রুক্মিণী বিবাহপর্য্যন্ত। ৬ষ্ঠ দিন—১১শ স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায় উদ্ধব-সম্বাদ। ৭ম দিন—১২শ স্কন্ধ সম্পূর্ণ।

টীকা, ৩৩ বীররাঘবকৃত ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা, ৩৪ ব্রজভূষণ কৃত টীকা, ৩৫ শিবরাম কৃত টীকা, ভাবার্থ দীপিকা, ৩৬ শ্রীধর স্বামিকৃত ভাবার্থ দীপিকা, ৩৭ কেশবদাস কৃত ভাবার্থ দীপিকা স্নেহপূরণী, ৩৮ শ্রীনিবাস আচার্য্য কৃত টীকা, ৩৯ সত্যাভিনবতীর্থ কৃত টীকা, ৪০ সুদর্শন সূরিকৃত টীকা, ৪১ হরিভানু শুক্ল কৃত ভাগবতপুরাণার্ক প্রভা, ৪২ মহেশ্বর কৃত ভাগবতচূর্ণিকা., ৪৩ শ্রীজীবগোস্বামি কৃত ক্রমসন্দর্ভ, ৪৪ গিরিধরকৃত বাল প্রবোধিনী, ৪৫ হনুমদ্ভাষ্য, ৪৬ বাসনাভাষ্য, ৪৭ সম্বন্ধোক্তি, ৪৮ বিদ্বৎকামধেনু, ৪৯ শুকহৃদয়, ৫০ পরমহংস প্রিয়, ৫১ রামকৃষ্ণকৃত-ভাগবতকৌমুদী, ৫২ সদানন্দকৃত ভাগবতপদ্যত্রয়ী ব্যাখ্যান, ৫৩ জয়রাম-কৃত ভাগবতপুরাণ প্রথমশ্লোকটীকা, ৫৪ মধুসূদন সরস্বতীকৃত ভাগবত-পুরাণাদ্য শ্লোকত্রয়ীটীকা, ৫৫ বংশীধরশর্ম্মাকৃত শ্রীমদ্ভাগবতাদ্যপদ্যব্যাখ্যা-শতক, ৫৬ ভগবল্লীলাকল্পদ্রুম, ৫৭ বালকৃষ্ণ দীক্ষিত-কৃত সুবোধিনী, ৫৮ সনাতন গোস্বামিকৃত (বৃহৎ) বৈষ্ণবতোষনী, ৫৯ বাসুদেবকৃত বুধরঞ্জিনী, ৬০ বল্লভাচার্যকৃত ভাগবততত্ত্বদীপ, ৬১ বল্লভাচার্যকৃত ভাগবততত্ত্বনিবন্ধ, ৬২ পীতাম্বরকৃত ভাগবততত্ত্বদীপ প্রকাশাবরণভঙ্গ, ৬৩ পুরুষোত্তমকৃত ভাগবতনিবন্ধ যোজনী, ৬৪ বিঠ্ঠলদীক্ষিতকৃত নিবন্ধবিবৃতি প্রকাশ, ৬৫ শ্রীজীব গোস্বামিকৃত লঘুবৈষ্ণবতোষনী, ৬৬ বল্লভাচার্য্যকৃত অনু-ক্রমণিকা, ৬৭ বেদস্তুতিব্যাখ্যা, ৬৮ একাদশস্কন্ধতাৎপর্য চন্দ্রিকা, ৬৯ রাধারমণ গোস্বামিকৃত দীপিকাদীপন, ৭০ সর্ব্বোপকারিণী, ৭১ ব্রহ্মানন্দ ভারতীকৃত একাদশস্কন্ধসার, ৭২ শিবসহায়কৃত ভাগবতাশঙ্কানিবারণ-মঞ্জরী, ৭৩ বোপদেব কৃত অনুক্রম, ৭৪ বোপদেবকৃত মুক্তাফল, ৭৫ বোপদেবকৃত হরিলীলা, ৭৬ সুদর্শিনি, ৭৭ মনিপ্রকাশিকা, ৭৮ প্রহর্ষিণী,

৭৯ বোধিনীসার, ৮০ মাধবীয় ব্যাখ্যান, ৮১ বামনী, ৮২ একনাথী, ৮৩ শ্রীজীব গোস্বামিকৃত ষট্‌সন্দর্ভ, ৮৪ শ্রীজীব গোস্বামিকৃত সর্ব্বার্থসংবাদিনী, ৮৫ শিবপ্রকাশসিংহ কৃত ভাগবততত্ত্বভাস্কর, ৮৬ রাধামোহনবিদ্যা-বাচস্পতিশর্ম্ম গোস্বামিকৃত ভাগবততত্ত্বসার, ৮৭ কেশবশর্ম্মকৃত ভাগবত-দশমস্কন্ধকথা সংগ্রহ, ৮৮ অভিনব কালিদাস কৃত ভাগবতচম্পু, ৮৯ অক্ষয়শাস্ত্রিকৃত ভাগবতচম্পু, ৯০ চিদম্বরকৃত ভাগবতচম্পু, ৯১ রঘুনাথ কৃত ভাগবত চম্পু, ৯২ শ্রীরূপগোস্বামিকৃত লঘুভাগবতামৃত, ৯৩ শ্রীসনাতন গোস্বামি কৃত বৃহদ্ভাগবতামৃত, ৯৪ মন্ত্রভাগবত, ৯৫ তন্ত্রভাগবত, ৯৬ বিষ্ণুপুরী কৃত ভক্তিরত্নাবলী, ৯৭ বিষ্ণুপুরীকৃত ভাগবতামৃত, ৯৮ শ্রীরূপ-গোস্বামি কৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ৯৯ কবিকর্ণপুরকৃত আনন্দবৃন্দাবন চম্পু, ১০০ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত গোপালচম্পু, ১০১ ভাগবতপুরাণক্রোড় পত্র, ১০২ রামানন্দতীর্থকৃত ভাগবতপুরাণতত্ত্ব সংগ্রহ, ১০৩ প্রিয়াদাস কৃত ভাগবতপুরাণ প্রকাশ, ১০৪ ভাগবতপুরাণ প্রসঙ্গদৃষ্টান্তবলী, ১০৫ বিশ্বেশ্বরনাথকৃত ভাগবতপুরাণ প্রামাণ্য, ১০৬ ভাগবতপুরাণবন্দন, ১০৭ ভাগবতপুরাণ বৃহৎ সংগ্রহ, ১০৮ রামানন্দ তীর্থ কৃত ভাগবতপুরাণ ভাবার্থ-দীপিকাপ্রকরণক্রম-সংগ্রহ, ১০৯ রামানন্দতীর্থকৃত ভাগবতপুরাণ ভাবার্থদীপিকাসংগ্রহ, ১১০ ভাগবতপুরাণভূষণ, ১১১ রামানন্দতীর্থকৃত ভাগবতপুরাণ মঞ্জরী, ১১২ ভাগবতপুরাণমহাবিবরণ, ১১৩ অনূপনারায়ণ-কৃত ভাগবতপুরাণ-সূচিকা, ১১৪ পুরুষোত্তমকৃত ভাগবতপুরাণস্বরূপবিষয়ক-শঙ্কানিরাস, ১১৫ ভাগবতপুরাণানুক্রমণিকা, ১১৬ রামানন্দ তীর্থকৃত ভাগবতপুরাণাশয়, ১১৭ বৃহদ্ভাগবতমাহাত্ম্য, ১১৮ লঘুভাগবতমাহাত্ম্য, ১১৯ বৃন্দাবন গোস্বামিকৃত ভাগবতরহস্য, ১২০ গণেশকৃত ভাগবতাদি-

তোষিনী, ১২১ ভাগবতশ্রুতিগীতা, ১২২ ভাগবত সংক্ষেপ ব্যাখ্যা ১২৩ ভাগবতসংগ্রহ, ১২৪ ভাগবতসপ্তাহানুক্রমণিকা, ১২৫ গোবিন্দ বিদ্যা-বিনোদ কৃত ভাগবতসার, ১২৬ ভাগবতসারসংগ্রহ, ১২৭ ভাগবতসার-সমুচ্চয়, ১২৮ ভাগবতসিদ্ধান্তসংগ্রহ, ১২৯ ভাগবতস্তোত্র, ১৩০ ভাগবতা-মৃতকনিকা, ১৩১ ভাগবতাষ্টক, ১৩২ ভাগবতোৎপল, ১৩৩ ভাগবতাদিতত্ত্ব, ১৩৪ রামাশ্রয়কৃত দুর্জ্জনমুখপেটিকা, ১৩৫ পীযুষবর্ষিণী, ১৩৬ ভাগবত-পীযুষপ্রসারিণী, ১৩৭ মাধুর্য্যামৃতবর্ষিনী ভাগবতকাদম্বিনী, ১৩৮ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী—ভাগবতাচার্য্যপাদকৃত, ১৩৯ শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামিকৃত শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী (দশমস্কন্ধ) ভাষা-টীকা-কথা। ১৪০ শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতীপাদকৃত—শ্রীমদ্গৌড়ীয় ভাষ্য। ১৪১ রামানুজ মতের সুদর্শনসূরিকৃত 'শুকপক্ষীয়'। *

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবিভাবুকাঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১।১।৩

---

* শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যারত্নকৃত 'বৈষ্ণব ব্রতদিন নির্ণয়' গ্রন্থে ১৩১—১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থপারায়ণ-সপ্তাহের নিয়ম

আদাবন্তে চ মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা কৃষ্ণপ্রাপ্তিকরং হি তৎ॥

প্রথম দিবসে—আদৌ পাদ্ম-উত্তরখণ্ডস্থিতমাহাত্ম্যং পঠিত্বা শ্রীমদ্ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধস্য প্রথমাধ্যায়মারভ্য দ্বিতীয়স্কন্ধান্তং মধ্যাহ্নপর্য্যন্তং পঠেৎ, ততো বিশ্রামোত্তরং তৃতীয়স্কন্ধস্যৈকোনবিংশাধ্যায়পর্য্যন্তং পঠেৎ (হিরণ্যাক্ষবধবর্ণনং যাবৎ)। **দ্বিতীয় দিবসে**—তৃতীয়স্কন্ধস্য বিংশাধ্যায়মারভ্য চতুর্থস্কন্ধস্যৈকোনবিংশাধ্যায়ান্তং মধ্যাহ্নপর্য্যন্তং পঠেৎ, ততো বিশ্রামোত্তরং চতুর্থস্কন্ধস্য বিংশাধ্যায়মারভ্য পঞ্চমস্কন্ধস্য চতুর্দ্দশাধ্যায়পর্য্যন্তং পঠেৎ (ভরতোপাখ্যানং যাবৎ)। **তৃতীয় দিবসে**—পঞ্চমস্কন্ধস্য পঞ্চদশাধ্যায়মারভ্য ষষ্ঠস্কন্ধস্যৈকোনবিংশাধ্যায়ান্তং মধ্যাহ্নপর্য্যন্তং পঠেৎ, ততো বিশ্রামোত্তরং সপ্তমস্কন্ধস্য প্রথমাধ্যায়াদষ্টমস্কন্ধস্য সপ্তমাধ্যায়পর্য্যন্তং পঠেৎ, (সমুদ্রমন্থনং যাবৎ)। **চতুর্থ দিবসে**—অষ্টমস্কন্ধস্যাষ্টমাধ্যায়ান্নবম-স্কন্ধস্যৈকোনবিংশাধ্যায়ান্তং মধ্যাহ্নপর্য্যন্তং পঠেৎ, ততো বিশ্রামোত্তরং নবমস্কন্ধস্য বিংশাধ্যায়মারভ্য দশমস্কন্ধস্য তৃতীয়াধ্যায়পর্য্যন্তং পঠেৎ, (শ্রীকৃষ্ণজন্মবর্ণনং যাবৎ)। **পঞ্চম দিবসে**—দশমস্কন্ধস্য চতুর্থাধ্যায়াদষ্টাবিংশাধ্যায়ান্তং মধ্যাহ্নপর্য্যন্তং পঠেৎ, ততো বিশ্রামোত্তরং দশমস্কন্ধস্যৈকোনত্রিংশাধ্যায়মারভ্য ত্রিপঞ্চাশদধ্যায়ান্তং পঠেৎ, (রুক্মিণীহরণং যাবৎ)। **ষষ্ঠ দিবসে**—দশমস্কন্ধস্য চতুঃপঞ্চাশদধ্যায়মারভ্য দ্বাশীতিতমাধ্যায়ান্তং মধ্যাহ্নপর্য্যন্তং পঠেৎ, ততো বিশ্রামোত্তরং

ত্র্যশীতিতমাধ্যায়াদেকাদশস্কন্ধস্য ষষ্ঠাধ্যায়পর্য্যন্তং পঠেৎ (ভগবদুদ্ধব-সংবাদে উদ্ধবপ্রার্থনাং যাবৎ)। **সপ্তম দিবসে**—একাদশস্কন্ধস্য সপ্তমাধ্যায়মারভ্য একত্রিংশাধ্যায়ান্তং মধ্যাহ্নপর্য্যন্তং পঠেৎ, ততো বিশ্রামোত্তরং দ্বাদশস্কন্ধং সম্পূর্ণং পঠিত্বা পাদ্মোত্তরখণ্ডান্তর্গত শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যমপি সর্ব্বং পুনঃ পঠেৎ। পাঠের নিয়মাবলী,—

পাঠকালস্তু সূর্য্যোদয়মারভ্য সার্দ্ধত্রিপ্রহরান্তং যাবদ্ ইতি জ্ঞেয়ম্। মধ্যাহ্নে ঘটিকাদ্বয়ং বিরামং কুর্য্যাৎ। তৎসময়েঽপি অন্যালাপং পরিত্যজ্য বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং হরিগুণকীর্ত্তনাদিকমেব কর্ত্তব্যম্। সর্ব্বত্র পাঠসময়ে ঐকান্তিকমনসা গ্রন্থস্যার্থবোধং কৃত্বা শান্তভাবঃ সন্ বিস্পষ্টং শনৈঃ শনৈঃ পঠেৎ। তথা যথাযোগ্যসময়ে বীরকরুণাদি-রসভাবসমন্বিত-সুমধুরনিনাদেন সপ্তস্বরসমাযুক্তঃ সন্ পঠেত। বিরামস্তু অধ্যায়ান্তে এব কর্ত্তব্যো ন তু অধ্যায়মধ্যে। অধ্যায়মধ্যে বিরামে কৃতে আচমনং হরিস্মরণঞ্চ কৃত্বা ক্লীং মন্ত্রেণ প্রাণায়ামং কৃত্বা অধ্যায়াদিমারভ্য পঠেৎ। মধ্যাহ্নবিরামাৎ পরং পাঠারম্ভেঽপি এবম্। পাঠান্তে চ ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টমিত্যনেন প্রার্থয়েৎ। ওঁ ভ্রমেণ পঠিতং যচ্চ শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা। তৎসর্ব্বং পূর্ণতাং যাতু প্রসাদাৎ তব কেশব॥ ইতি পঠেচ্চ।

শ্রীমদ্ভাগবতপাঠানুক্রমস্য সমর্থকশ্লোকাঃ পাদ্মপাতালখণ্ডে পারায়ণ-মাহাত্ম্যে একসপ্ততিতমাধ্যায়ে দ্রষ্টব্যাঃ—

"শুকস্যোক্তিক্রমেণৈব পঠেদ্ভাগবতন্তু যঃ। শ্রাবয়েচ্ছৃণুয়াদ্বাপি তস্যানন্তং ফলং ভবেৎ॥ কৃতনিত্যক্রিয়ঃ প্রাতঃ কুশহস্তঃ কৃতাসনঃ। দেবদ্বিজগুরূন্ নত্বা ধ্যাত্বা বিষ্ণুং সনাতনম্॥ দ্বৈপায়নং নমস্কৃত্য শুকদেবঞ্চ ভক্তিতঃ।"

হিরণ্যাক্ষবধং যাবৎ প্রথমেঽহনি কীর্ত্তয়েৎ।
চরিতং ভরতস্যাদি দ্বিতীয়েঽথ তৃতীয়কে ॥
মথনং চামৃতস্যাপি যত্র কূর্ম্মঃ স্বয়ং হরিঃ।
চতুর্থদিবসে চৈব দশমে হরিজন্ম চ ॥
পঞ্চমে তু পঠেদ্বিদ্বান্ রুক্মিণ্যাহরণাবধি।
ষষ্ঠে চোদ্ধব-সংবাদং সপ্তমে তু সমাপয়েৎ ॥

অধ্যায়ং প্রাপ্য বিরমেন্নতু মধ্যে কদাচন ॥ কৃতে বিরামে মধ্যে তু অধ্যায়াদিং পঠেৎ পুনঃ। পঠেদর্থং বুধ্যমানঃ শ্রাবয়েদ্বৈষ্ণবোত্তমে ॥ শ্রোতা তু প্রাঙ্মুখো ভূত্বা শৃণুয়াদ্ভক্তিতৎপরঃ। অধ্যায়ে স্বর্ণমাসৈকং তথা দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্ ॥ সমাপ্তৌ চ ততো ধেনুং স্বর্ণশৃঙ্গীং নিবেদয়েৎ। কুর্য্যাচ্চ বৈষ্ণবং হোমং সাত্বতান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটি অধিবেশন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে হয়। প্রথম অধিবেশন—বদরিকাশ্রমে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বক্তা, শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রোতা। দ্বিতীয় অধিবেশন—উত্তর প্রদেশে মজফ্ফর নগরের নিকট শুকরতল নামক স্থানে গঙ্গাতীরে। বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামী, শ্রোতা শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ (ও অন্যান্য শ্রোতাগণ)। তৃতীয় অধিবেশন—নৈমিষারণ্য নামক স্থানে, উত্তর প্রদেশে গোমতী নদীর তটে। সৌনকাদি ঋষি ১০০০ বৎসরের জন্য যজ্ঞ করেন। ৬০,০০০ উত্তম ঋষিগণের উপস্থিতিতে শ্রীসৌনক ঋষির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূত গোস্বামী শ্রৌত-পরম্পরায় পূর্ব্বানুরূপ শ্রীভাগবতধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন।

বৈষ্ণবের দ্বাদশ অঙ্গে তিলকধারণের মাহাত্ম্য *

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের তিলক-মুদ্রা ধারণ সম্বন্ধে যে চিদ্-বৈজ্ঞানিক ও ভক্তিমূলক তত্ত্ব আছে, তাহা আমরা অনেকেই অনভিজ্ঞ। এমন কি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত 'নিম্বার্ক'-সম্প্রদায়ের আচার্য বলিয়া পরিচিত হইবার অভিলাষী শ্রীযুক্ত আচার্য ললিতকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় শ্রীনিম্বার্ক-পীঠ ১২ মহাজনী টোলা, এলাহাবাদ ৩, হইতে সম্বৎ ২০২০ সনে 'শ্রীনিম্বার্ক-বেদান্ত' নামক যে হিন্দি ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বার্দ্ধ সাধনাতত্ত্ব ১৩৭-৩৮ পৃষ্টায় তিলক সম্বন্ধে যে তথ্য নিজ মন কল্পিত ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন ; তাহা ভীষণ অপরাধের কথা জানিয়া 'অঘোরপন্থী' মত পরিত্যাগ করিয়া তিনি যেন বৈষ্ণবমতের অন্ততঃ তিলকমুদ্রা ধারণ সম্বন্ধে চিদ্বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সহিত প্রকৃত শাস্ত্রীয় বিচার গ্রহণ করতঃ জগতকে বৈষ্ণব অপরাধ হইতে রক্ষা করেন ; এজন্য অনুরোধ করা হইতেছে। ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক গ্রন্থ মাত্র প্রকাশের দ্বারা বৈষ্ণবাচার্য হওয়া যায় না। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও মহাজন পরম্পরা আচরণ সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছু জ্ঞান থাকা ভক্তি-মার্গীয়গণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। নিম্নে শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ তিলক ধারণের সার্থকতা সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দেওয়া হইল। তুলসী মালা ধারণ সম্বন্ধেও কিছু বিবরণ দেওয়া হইল।

---

* ললাটে—কেশব, উদরে—নারায়ণ, বক্ষস্থলে—মাধব, কণ্ঠে—গোবিন্দ, দক্ষিণকুক্ষি—বিষ্ণু, দক্ষিণবাহু—মধুসূদন, দক্ষিণস্কন্ধে—ত্রিবিক্রম, বামকুক্ষি—বামন, বামবাহু—শ্রীধর, বামস্কন্ধ—হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে—পদ্মনাভ, কটিতটে—দামোদর। মস্তকে—বাসুদেব।

'শ্রীনিম্বার্ক-বেদান্ত' গ্রন্থে ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ (শূন্য), মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টপ্রকৃতিকে কৃষ্ণের নিত্য প্রিয় সখী বলিয়া আনন্দিত হইয়াছেন; কিন্তু এই সকল জড়া-প্রকৃতি কখনই সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যে চিন্ময়ী সখী গণের শ্রীচরণ স্পর্শেরও যোগ্যা নহে—ইহাই মহাজন সিদ্ধান্ত।

বৈষ্ণবের ইষ্টার্চ্চনের সর্ব্বপ্রাথমিক কার্য্যই এই তিলকধারণ। তাঁহারা প্রথমতঃ ব্রহ্মতেজঃ অঙ্গে ধারণ করিয়াই শ্রীব্রহ্মণ্যদেব শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ অর্চ্চনে অগ্রসর হয়েন। এই তিলক ধারণে অর্চ্চনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। বৈদিক উপাসনার মূল গায়ত্রীর উপাসনা। এই গায়ত্রী উপাসনা সম্বন্ধে "অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ" এই শ্রুতির স্বারস্য লব্ধ অর্থকে গ্রহণ করিয়া পুরাণে "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনঃ" ইত্যাদি সূর্য্য-মণ্ডলে অধিষ্ঠিত তেজোময়বপুঃ নারায়ণের ধ্যান এবং তদধিষ্ঠান সূর্য্যের উপস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। আবার গায়ত্রীদেবীর ত্রিসন্ধ্যা আবাহন মন্ত্রেও সূর্য্য-মণ্ডলেই তাঁহার অধিষ্ঠান তাহা জানা যায়। সেই সূর্য্য যেমন দ্বাদশ আদিত্যরূপ ধারণ করেন এবং তাহার পৃথক্ পৃথক অধিষ্ঠান আছে; তেমনই—'ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশুর্ভগস্তথা। বিবস্বানিন্দ্রঃ পুষা চ পর্জ্জন্যত্বষ্ট্ বিষ্ণবঃ॥' গুণ ক্রিয়া ভেদে দ্বাদশ অবস্থা হয়। অবস্থা ভেদে বেদান্তশাস্ত্রে একই অন্তঃকরণকে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া ভেদে মনঃ, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই চতুর্ব্বিধ নামে কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তদ্বৎ। পৃথক্ পৃথক্ দ্বাদশ প্রকার গুণক্রিয়াবিশিষ্ট দ্বাদশ আদিত্যের এক এক আদিত্যাধিষ্ঠানে

শ্রীভগবান্ নারায়ণের দ্বাদশরূপের এক একটি রূপ অধিষ্ঠিত আছেন। ভগবানের এই দ্বাদশরূপ,—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর। এই দ্বাদশ নারায়ণ আবার দ্বাদশ নারায়ণী শক্তি সমন্বিত, যথা—কেশব—কীর্ত্তি, নারায়ণ—কান্তি, মাধব—তুষ্টি, গোবিন্দ—পুষ্টি, বিষ্ণু—ধৃতি, মধুসূদন—শান্তি, ত্রিবিক্রম—ক্রিয়া, বামন—দয়া, শ্রীধর—মেধা, হৃষীকেশ—হর্ষা, পদ্মনাভ—শ্রদ্ধা, দামোদর—লজ্জা। এই দ্বাদশ শক্তি ভাগবতী সম্পত্তি, ভগবদ্ভক্তি সহচরী। বৈষ্ণবগণ দ্বাদশ অঙ্গে শক্তি সহিত এই দ্বাদশ ভগবৎস্বরূপের আসন স্থাপন করিয়া আবাহন করিলে তখন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই ভগবৎ তেজোময় হইয়া অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তিলক ধারণের অধিকার শ্রীগুরুকৃপাপ্রাপ্ত সকল মানবেরই আছে। বৈষ্ণবগণ তিলক ধারণ ব্যাপারে মস্তকে একটি কিরীট-মন্ত্র ন্যাস করেন, যথা—ওঁং শ্রীকিরীটকেয়ুরহারমকরকুণ্ডলচক্রশঙ্খগদাপদ্মহস্ত-পীতাম্বরধরশ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষঃস্থলশ্রীভূমিসহিতায় স্বাত্মজ্যোতিদীপ্তিকরায় **সহস্রাদিত্যতেজসে** নমো নমঃ। ইহাছাড়া মস্তকে 'বাসুদেবায় নমঃ' বলিয়া অবশেষ তিলক ধারণ করেন।

বৈষ্ণবদিগের তিলকের সাধারণ ভাবে উৰ্দ্ধপুণ্ড্র চিহ্নটী বস্তুতঃ "হরিপদাকৃতি।" পদ শব্দের অর্থ—স্থান, অর্থাৎ নিবাসস্থল, আর আকৃতি শব্দের অর্থ চিহ্ন, তাহা হইলে 'হরিপদাকৃতি' শব্দের অর্থ হইল—'হরিবাসস্থলের চিহ্ন'। শাস্ত্রে এই প্রকার হরিপদাকৃতির লক্ষণ করিয়াছেন, উৰ্দ্ধভাবে দুইপার্শ্বে দুইটি রেখা, মধ্যে ছিদ্র (ফাঁক

রাখা), এবং দুই রেখার নিম্নে সম্মিলিত স্থানের নিম্নে লেপন, ইহাই পূর্ব্বোক্ত সূর্য্যাধিষ্ঠানযুক্ত সশক্তিক শ্রীহরির অধিষ্ঠান স্থল। নিম্ন স্থানটি সূর্য্যাধিষ্ঠানের স্থান, মধ্যের ফাঁক স্থানটী পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তি, কান্তি আদি শক্তিসমন্বিত নারায়ণের নিবাস স্থল। ইহার শাস্ত্রবিহিত অঙ্কনই বৈষ্ণবের তিলক চিহ্ন। শ্রীগোপীচন্দন, শ্রীরাধাকুণ্ডের রজ, শ্রীতুলসীকাননের মৃত্তিকা, এবং শ্রীগঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী-সিন্ধু-নর্ম্মদা-কাবেরী ইত্যাদি পুন্যতীর্থের জল শ্রীবিষ্ণুর অতি প্রিয়, এই জন্য বৈষ্ণবগণ এই মহামহা-পবিত্র মৃত্তিকা ও জল সংযোগে তিলক ধারণ করিয়া থাকেন। **তুলসীকাষ্ঠ ও চন্দনের** * ঘর্ষিত ক্বাতের দ্বারাও কেহ কেহ এই তিলক মুদ্রা করেন। বৈষ্ণবগণ তিলক ধারণে ললাটাদিস্থলে ব্রহ্মারুদ্রেরও ধ্যান ধারণা এবং ন্যাস করেন। পূর্ব্ব-কথিত উর্দ্ধপুণ্ড্রের দুইপার্শ্বেই ব্রহ্মারুদ্রের স্থান শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা—দক্ষিণে তু সদাশিবঃ। মধ্যে বিষ্ণুঃ সদা স্থিত-স্তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ।' ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি বিষ্ণুদীক্ষা লাভ করিয়াছেন, তিনি উত্তম ভজন করিলে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হয়েন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ সন্দর্ভে এই সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছেন †, সম্প্রদায় ভেদে ও রসভেদে তিলকের নানা প্রকার আকার দেখা যায়।

---

* "মলয়জ-বিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং। তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥"
মলয়জ=চন্দন।

† "তিলক না দেখি যদি বিপ্রের কপালে। সে কপাল শ্মশান সদৃশ, বেদে বলে॥"—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীতুলসী মালা ধারণের মাহাত্ম্য

শ্রীগঙ্গা-যমুনাদি তীর্থের জল যেমন জগতের সকলকে পবিত্র করেন, চন্দ্র-সূর্য্যের আলো যেমন সকলের জন্য, শ্রীবিষ্ণু যেমন সর্ব্বত্র বিরাজ করেন সকলকে রক্ষা করেন, ভক্তকে পালন করেন,—তেমনই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীতুলসীদেবীও সকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন। 'যাঁকো দরশে-পরশে অঘ নাশই, মহিমা বেদ পুরাণে বাখানি। নমো নমঃ তুলসী মহারাণী, বৃন্দেজী মহারাণী॥' ইত্যাদি মহাজন পদদ্বারে শ্রীবিষ্ণুর সম মহিমা ঘোষণা করিতেছে। পুরাণে লিখিত হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুর নারায়ণ শালগ্রাম রূপে জগতে আবির্ভূত হইবার সময় হইতে শ্রীবিষ্ণুশক্তি তুলসীদেবীও তাঁহার সেবার জন্য বৃক্ষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপ প্রিয়ত্বধর্ম্ম দর্শনে শ্রীবিষ্ণুর অন্যান্য প্রিয়-পরিকর-গণ নাম রাখিলেন—'শ্রীতুলসী দেবী, অর্থাৎ তোমার তুলনা তুমিই, আর কাহারও সহিত তোমার তুলনা চলে না। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত-গ্রন্থে শ্রীতুলসীদেবীকে শ্রীলীলাশক্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তুলসী-মিশ্রিত জলকে গঙ্গার তুল্য শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—'**তুলসীদলমিশ্রিতং তোয়ং গঙ্গাসমং** বিদুঃ।' শ্রীতুলসীদেবীর সর্ব্বাঙ্গই বিষ্ণুসেবায় লাগিয়া থাকে। বিল্ব, রুদ্রাক্ষ, আমলকী, অশ্বত্থ, তুলসী প্রভৃতি বৃক্ষরূপে দেবতার স্বরূপ জানিতে হইবে। শ্রীতুলসীর মালায় শ্রীবিষ্ণুর নাম জপ করিলে শ্রীবিষ্ণুর পরম সুখ হয়। এই জন্য বৈষ্ণবগণ তুলসীর মালায় নাম জপ করেন। যে সকল দেশে তীর্থাদি নাই বা যাহার সমস্ত কিছু পুণ্য কর্ম্মের অভাব আছে; সেই সকল দেশের সেই সকল লোকের কণ্ঠে যদি শ্রীতুলসী মালা থাকে, তাহা

হইলে তাঁহার অন্তিমকালে কোন প্রকার শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান না হইলেও তিনি শ্রীবিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এত অধিক মাহাত্ম্য জন্যই বৈষ্ণবগণ শ্রীতুলসী মালা কণ্ঠে ধারণ করেন। শ্রীতুলসী মহিমা এইরূপ—

'যা দৃষ্টা নিখিলাঘসঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী। রোগানামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তকত্রাসিনী। প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা। ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ॥'

'দৃষ্টা, স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা, কীর্ত্তিতা, শ্রুতা। রোপিতা, সেবিতা, নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥' 'তুলসী দেখি জুড়ায় প্রাণ মাধবতোষণী জানি।'

'মালা' শব্দের অর্থ

'দানে লা ধাতু রুদ্দিষ্টো মাং লাসি হরিবল্লভে।
ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্যস্তেন মালা নিগদ্যতে॥'

'মালা'—ইহাতে দুইটি শব্দ আছে, 'লা' ধাতুর অর্থ দানে, 'মা' শব্দের অর্থ সম্পত্তি; এই সম্পত্তি বলিতে জাগতিকী সম্পত্তি, মুক্তি সম্পত্তি, ভগবৎ প্রীতি সম্পত্তি। তাহা হইলে অর্থ হইল এই,—হে হরিবল্লভে তুলসি, তুমি সমস্ত ভক্তিকে 'মা' দান কর অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ সম্পত্তি দান কর বলিয়া তুমি মালা নামে কথিত হইতেছ। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন,—'যজ্ঞোপবীতবদ্ ধার্য্যা কণ্ঠে তুলসী-মালিকা। ক্ষণমাত্র-পরিত্যাগাৎ বিষ্ণুদ্রোহী ভবেন্নরঃ॥' তুলসী মালিকার মহিমা,—'অশৌচে চাপ্যনাচারে কালেঽকালে চ সর্ব্বদা। তুলসী-মালিকাং ধত্তে স যাতি পরমং পদম্॥' অর্থাৎ—জনন-মরণাদি অশৌচে এবং সময়ে অসময়ে ও অনাচারে সর্ব্বদা তুলসী মালিকা যিনি ধারণ করেন, তিনি পরমপদকে লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিশ্বে বৈষ্ণব-ধর্ম্মই অনাদি

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

—ঈশোপনিষৎ—১।১

পরিদৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুর আকর শ্রীবিষ্ণু। সেই বিষ্ণুর মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত লুপ্ত-বিষ্ণুপরিচয়কেই বিষ্ণু ব্যতীত অন্য বস্তু বলিয়া প্রতীতি হয়। যাঁহাদের সকল বস্তুর অভ্যন্তরে ও আকররূপে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান উপলব্ধির বিষয় হয় এবং সেই বিষ্ণুর সেবকসূত্রে সেবা-প্রবৃত্তির উদ্যোগ দেখা যায়, তাঁহারাই আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানিতে পারেন। যাঁহাদের দিব্যজ্ঞান নাই, তাঁহারা পাপে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানিতে পারেন না। তজ্জন্য আবৃত বিষ্ণু-বস্তুকে স্বীয় ভোগের উপাদান জানিয়া এবং আপনাদিগকে 'অবৈষ্ণব' পর্য্যায়ে লিপ্ত করিয়া সংসার ক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন। বিষ্ণুসেবারত জনগণই 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিহিত হন।

'গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥'

—পদ্মপুরাণ।

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে 'অবৈষ্ণব'।

বৈদিক সাহিত্যে **'বৈষ্ণব'** শব্দ পাওয়া যায়,—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, প্রথমপঞ্চিকা তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থখণ্ডে—'বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ স্বয়েবেনং তদ্দেবতায়া স্বেন চ্ছন্দসা সমর্দ্ধয়তি।' বিষ্ণুই সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি, যাজ্ঞিকেরাই **'বৈষ্ণব'**, বিষ্ণু নিজেই স্বেচ্ছাক্রমে দীক্ষিত বৈষ্ণবকে সম্বর্দ্ধিত করেন।

পাণিনি ব্যাকরণে ৪।২।২৪ সূত্রে বৈষ্ণবশব্দ সাধনের সম্বন্ধে আমরা **'সাস্য দেবতা'** শব্দটী পাই। ইহার ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—'বিষ্ণুর্দেবতা যস্য স এব বৈষ্ণবঃ।' বিষ্ণুশব্দের অর্থ—বিশ্বাত্মক, শ্রীকৃষ্ণ, সর্ব্বব্যাপক; বেবেষ্টি স্বরূপ-নাম-গুণ-লাবণ্যেন ধ্যাতু র্হৃদয়মিতি বিষ্ণুঃ (স্বরূপ, গুণ, নাম ও লাবণ্যাদি দ্বারা ধ্যাতার হৃদয় বেষ্টনকারী)। যিনি সকল দেশ, কাল, নিয়মাদির অতীত, অপ্রমেয় এবং সকলেরই আরাধ্য। 'চতুর্ব্বেদ-শিখায়' বলিয়াছেন,—"বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মঃ বরাহো নৃসিংহো বামনো রামঃ রামো বুদ্ধ কল্কিরহমিতি।" —অবতারী শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; আমিই বলদেব, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম ও রাম; আমিই কল্কি ও আমিই বুদ্ধ।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥"—ব্রঃ সং ১

লোক-পিতামহ শ্রীব্রহ্মাজী শ্রীব্রহ্মসংহিতায় সর্ব্বপ্রথম, উপরোক্ত শ্লোকটী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বকারণেরও কারণ ও অনাদিতত্ত্ব বলিয়া জগতকে জানাইয়াছেন। তাহা হইলে যখন হইতে, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণু তখন হইতেই তাঁহাদের উপাসনাও স্বীকার্য্য। শ্রীকৃষ্ণের

উপাসককে কার্ষ্ণ আর বিষ্ণুর উপাসককে বৈষ্ণব বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবিষ্ণু যেমন একই পর্য্যায়ভুক্ত, তেমনই কার্ষ্ণ ও বৈষ্ণব একই পর্য্যায়ভুক্ত *। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ যেমন অনাদি শ্রীবিষ্ণুও তেমনই অনাদি হইতেছেন; এই কারণে তাঁহাদের সেবক বা উপাসক কার্ষ্ণ বা বৈষ্ণবও অনাদি বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। এই সেব্য-সেবক-ধর্ম্ম—নিত্য, সনাতন বলিয়া ইহার অপর নাম—**শ্রীসনাতন ধর্ম্ম** বা **বৈষ্ণব-ধর্ম্ম**। এই উপাস্য তত্ত্বের আবার অনেক **প্রকার** অবতার ভেদে বহু **প্রকাশ**তত্ত্ব শাস্ত্রে পাওয়া যায়। যথা,—

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ রূপ—(১) স্বয়ং রূপ; (২) তদেকাত্ম-রূপ; (৩) আবেশ রূপ।

স্বয়ং রূপ (দুই প্রকার)—(১) **ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণ**, তাহা হইতে (২) **স্বয়ং প্রকাশ**।

স্বয়ং প্রকাশ দুই প্রকার—(১) **প্রাভব** (একই বপুর বহুরূপ. যেমন—রাসে ও মহিষী বিবাহে)। (২) **বৈভব**—(ক) বলদেব—তাঁহার ভাবাবেশ, আকার বর্ণ ও নাম ভিন্ন হইলেও সবই শ্রীকৃষ্ণের সমান; (খ) দ্বিভুজ দেবকী নন্দন; (গ) চতুর্ভুজ দেবকী নন্দন। শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

* শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম রাসলীলার ফলশ্রুতিতে "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ **বিষ্ণোঃ**"—এই "বিষ্ণু" শব্দ "শ্রীকৃষ্ণের" সম্বন্ধেই প্রয়োগ করিয়াছেন। কারণ, শ্রীরাসলীলা শ্রীকৃষ্ণ-নামক ভগবানই করিয়াছেন। কাজেই,—লীলার বৈশিষ্ট্য থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবিষ্ণু একই পর্য্যায়বাচী প্রমাণিত হইতেছেন।

তদেকাত্মরূপ—(অ) বিলাস (আ) স্বাংশ এই দুই প্রকার। বিলাসরূপ দুই প্রকার—(১) প্রাভব, (২) বৈভব।

প্রাভব—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চারিজন। বৈভব—২৪টি মূর্ত্তি যথা—(ক) প্রাভব-বিলাস প্রকটিত দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ (বৈকুণ্ঠে নিত্যাধিষ্ঠান) বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চারিজন। ইহাদের প্রত্যেকের তিন তিন মূর্ত্তি (বিলাসপূর্ত্তি হেতু) প্রকাশ বিগ্রহ—১২ জন যথা—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর—ইঁহারা বৈষ্ণবমতে ১২ মাসের বা দ্বাদশ তিলকের নাম। মূল চারিজনের আবার দুই দুই বিলাসমূর্ত্তি—১ পুরুষোত্তম, ২ অচ্যুত, ৩ নৃসিংহ, ৪ জনার্দ্দন, ৫ হরি, ৬ কৃষ্ণ, ৭ অধোক্ষজ, ৮ উপেন্দ্র। মোট—৪+১২+৮=২৪ মূর্ত্তি।

স্বাংশ—পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার।

পুরুষাবতার—কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী।

গুণাবতার—বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব। শিবভক্তকে 'শৈব' বলে।

লীলাবতার—মৎস, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, নৃসিংহ, রাম, পৃথু, পরশুরাম, ব্যাস, নারদ, চতুঃসন, যজ্ঞ, নরনারায়ণ, কপিল, দত্তাত্রেয়, হয়গ্রীব, হংস, পৃশ্নিগর্ভ, ঋষভ, ধন্বন্তরী, মোহিনী, বলভদ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি। এই পঁচিশ জন।

যুগাবতার—১ শুক্ল (শ্রীহরি); ২ রক্ত (হয়গ্রীব); ৩ কৃষ্ণ (শ্যাম); ৪ পীতবর্ন (শ্রীগৌর-কৃষ্ণ)। মূল অবতারী 'কৃষ্ণ' শ্রীরাধা-ভাবদ্যুতি দ্বারা আবৃত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ হইয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হন।

শক্ত্যাবেশাবতার—চতুঃসন (সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, সনাতন); নারদ, ব্রহ্মা, পৃথু, শেষ, অনন্ত, পরশুরাম, ব্যাস।

মন্বন্তরাবতার—যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর, বৃহদ্‌ভানু।

আবেশরূপ—১। ভগবদাবেশ (কপিল ও ঋষভদেব)। ২। শক্ত্যাবেশ (নারদ, ব্যাস, পৃথু, ব্রহ্মা ও সনকাদি)। উপরোক্ত সকল তত্ত্বের সেবকগণই 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত।

বেদে লীলা পুরুষোত্তম শ্রীগোপেন্দ্র-নন্দনের কথা—

"অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচির্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষন্তঃ॥"

—(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ২২ অনুবাক ১৬৪ সূক্ত ৩১ ঋক্)

অনুবাদ—দেখিলাম, এক গোপাল তাঁহার কখন পতন নাই, কখন নিকটে, কখন দূরে—নানা পথে ভ্রমণ করিতেছেন; তিনি কখনও বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্ব-সংসারে পুনঃ পুনঃ প্রকট-অপ্রকট-লীলা বিস্তার করিতেছেন।

বৈদিক যুগে বৈষ্ণব ধর্ম্ম *

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল ২২ সূক্তের ১৬ হইতে ২১ ঋক্ পর্য্যন্ত বিষ্ণু আরাধনার প্রমাণ পাওয়া যায়। (১) অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ। (২) ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূলমস্য পাংসুরে। (৩) ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ অতো ধর্মাণি ধারয়ন্। (৪) বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যতঃ যতো

* বিশ্বকোষের ছায়াবলম্বনে লিখিত হইল।

ব্রতানি পস্পশে ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা। (৫) তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। (৬) তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্। নিরুক্তের টীকায় দুর্গাচার্য্য সূর্য্যকেই বিষ্ণু বলিলেও এই মত সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। বেদবিভাগকর্ত্তা ও ব্রহ্মসূত্ররচয়িতা ব্যাসদেবও বিষ্ণুকে সূর্য্য হইতে পৃথক্ বলিয়াছেন (গীঃ ১৫।১২) 'যদাদিত্যগতং তেজস্তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।' আবার শ্রীনারায়ণের ধ্যানেও স্পষ্টই জানা যায়,—'ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ' ইত্যাদি। পৌরাণিকগণও বলিয়াছেন,—'জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরম্।'

শাকপুণি ও ঔর্ণনাভ প্রভৃতি ব্যাখ্যাতৃগণও 'বিষ্ণু' শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সায়ণের ভাষ্য বাদরায়ণের ভাবসম্মত। মহীধর শাকপুণির অনুসরণে বলেন যে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য রূপে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম অবতারে ত্রিপাদ সঙ্করণ করেন। বাদরায়ণ, মহীধর ও সায়ণ প্রভৃতির অভিমতেই হিন্দু সমাজ বিষ্ণুকে স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া পৃথক্ অর্চনা করিয়াছেন। সূর্য্য বিষ্ণুরই তেজে জ্যোতিষ্মান্।

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৫৪ সূক্তের ৫-৬ ঋকে বিষ্ণুর বলবিক্রমের কথা বর্ণিত। বিষ্ণু 'উরুক্রম ও উরুগায়.' বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই ত্রিপাদ সঙ্করণ স্থানের অন্তর্গত। তাঁহার ত্রিধাম মধু (মাধুর্য্য) পূর্ণ ও আনন্দময়। সে স্থানে গোধন আছে। যথা—"তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি। উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ॥ তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি॥"

অর্থ—বাং = তোমরা উভয়ের (শ্রীমতী রাধা এবং সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ); বাস্তূনি = নিবাস স্থান (কুঞ্জে); গমধ্যৈ = প্রাপ্ত করিবার জন্য; উশ্মসি = চাহিতেছ; যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ = এই সেই স্থান, যে স্থানে লম্বা লম্বা শিং-ধারী কামধেনু এদিক-ওদিক বিচরণ করে; অত্র তৎ = তথাই সেই গোলোকাখ্য ধাম; উরুগায়স্য বৃষ্ণঃ = মহনীয় কান্তিধারী শ্রীকৃষ্ণের ধাম—প্রপঞ্চাতীত অপ্রাকৃত ধাম নিজ মহিমাদ্বারাই প্রকাশিত থাকেন।

এই দুই মন্ত্রে 'বর্হাপীড়বিতরুচি গোপবেশ' বিষ্ণুর মাধুর্য্যময় ধাম গোলোক-বৃন্দাবনের মাধুর্য্য প্রদর্শক। পরবর্ত্তীকালে শ্রীব্যাসদেব সমাধিতে বিষ্ণুর যে মাধুর্য্যময়ী লীলা সন্দর্শন করত বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ ভাগবতে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন,—বৈদিক ঋষিরাও প্রিয়তম ধামে মাধুর্য্যের উৎস গোলোকের সেই দ্রুতগতিশীল বহু শৃঙ্গ গাভীর সন্দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছেন। এই মন্ত্রে গোলোকধাম প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা ও ব্যগ্রতা প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঋষিগণই তখন 'বৈষ্ণব-সংজ্ঞায়' অভিহিত হইয়াছেন। চারিবেদেই বিষ্ণুর উপাসনা দৃষ্ট হয় *। কাশী হইতে প্রকাশিত 'মন্ত্রভাগবত' নামক গ্রন্থে ২৫০ মন্ত্রে শ্রীরামকৃষ্ণলীলা বেদমন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের কৃষ্ণলীলার সূত্র ঋগ্বেদ হইতে প্রদর্শন করিয়া নীলকণ্ঠভট্ট এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

---

* বিষ্ণু-সূক্ত, পুরুষ-সূক্ত (১০।০১) প্রভৃতি ঋক্, অথ (১২।১।৩) ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ॥ (ঋগ্বেদ) আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানঃ, কৃষ্ণেন রজসা দামৃণোতি-সবিতা, কৃষ্ণা রজাংসি দধান (ঋগ্বেদ)। মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে (কঠ)।

বেদে ব্রজ, রাধা, নন্দ, কৃষ্ণ আদির নাম পাওয়া যায়,—"ত্বং নৃচক্ষা বৃষভানুপূর্ব্বীঃ কৃষ্ণস্বগ্নে অরুষো বিভাহি"—(ঋগ্বেদ ৩।১৫।৩ সূক্ত)। ইহাতে—বৃষভানুপূর্ব্বী (শ্রীরাধা)-র নাম এবং তাঁহার মহিমা স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

নিম্নলিখিত ঋগ্বেদ মন্ত্রে—রাসলীলা, বংশীবাদন, যমুনা, গোপ এবং গোপীদের উল্লেখ আছে।—'গায়ন্তি ত্বা' মন্ত্রে—রাস তথা বংশীর উল্লেখ ঋক্ ২ অঃ বিষ্ণুসূক্ত; 'স্ত্রিয়ঃ সতীস্তাং' মন্ত্রে—রাসের উল্লেখ ঋক্ ৪।৬।২৫; 'ব্রজ গাবো' মন্ত্রে—ব্রজ এবং গোপীর উল্লেখ ঋক্ ১।৫।১১; 'কৃষ্ণং নিয়ানং' মন্ত্রে—কৃষ্ণের উল্লেখ ঋক্ ৩।৩।৩; 'সপ্তার্ধগর্ভা' মন্ত্রে—দেবকীর ছয় পুত্রের পরে ভগবানের অবতারের বর্ণন ঋক্ ৪।৩।১০; 'যদ্‌গোপাবদিতি' মন্ত্রে—বৃন্দাবনস্থ গোপগণের উল্লেখ ঋক্ ৩।২।১৪; 'কৃষ্ণাদুদস্থাৎ' মন্ত্রে—পূতনা বধের উল্লেখ ঋক্ ২।১।১০; 'যত্র মন্থা বিবধ্নাতে' মন্ত্রে—যমলার্জ্জুন মোক্ষের কথা ঋক্ ১।২।১২; 'ব্রজং বিষ্ণু' মন্ত্রে ও 'দাধারদক্ষং' মন্ত্রে—গোবর্দ্ধনলীলার বর্ণন—ঋক্ ৬।১।১৫ ও ১।৩। এই প্রকার বেদে (১) ইন্দ্রমানভঙ্গ, (২) অভিষেক, (৩) কেশীবধ, (৪) কালিয়-দমন, (৫) অক্রুর দর্শন, (৬) নিত্যবিহার, শ্রীরাধা-নাম ইত্যাদির বর্ণন পাওয়া যায়। বেদের তাৎপর্ব ইতিহাস-পুরাণে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—(১।৫) "অগ্নিশ্চ হ বৈ বিষ্ণুশ্চ দেবানাং দীক্ষাপালৌ; সায়ণাচার্য্য ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—'যোঽয়মগ্নিঃ সর্বেষাং দেবানাং প্রথমঃ, যশ্চ বিষ্ণুঃ সর্বেষামুত্তমঃ, তাবুভৌ দেবানাং মধ্যে দীক্ষাখ্যস্য চ ব্রতস্য পালয়িতারৌ।" অগ্নিই সকল দেবতার প্রথম মুখ-

স্বরূপ, বিষ্ণুই সকল দেবতা হইতে উত্তম। ইঁহারাই দীক্ষাদানের অধিকারী। অতএব যজ্ঞাদি বৈদিক ব্যাপারে বিষ্ণুরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া বিষ্ণুই '**যজ্ঞেশ্বর**' বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রাদ্ধতত্ত্বে আছে, 'যজ্ঞেশ্বরো হব্য সমস্ত-কব্যভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র' ইত্যাদি।

শতপথ ব্রাহ্মণ,—'তং বিষ্ণুং প্রথমং প্রাপ, স দেবতানাং শ্রেষ্ঠোঽভবৎ। তস্মাদাহুঃ 'বিষ্ণু র্দেবতানাং শ্রেষ্ঠঃ ইতি' (১৪।১।১।৫)।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—১ম পঞ্চিকা তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থখণ্ডে—বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ স্বয়ৈবেনং তদ্দেবতয়া স্বেনচ্ছন্দসা সমর্দ্ধয়তি। বিষ্ণুই সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি, যাজ্ঞিকেরাই বৈষ্ণব। বিষ্ণু নিজেই স্বেচ্ছাক্রমে দীক্ষিত বৈষ্ণবকে সম্বর্দ্ধিত করেন। 'বিষ্ণুর্দেবতা যস্য স বৈষ্ণবঃ' এই-রূপেই বৈদিক সাহিত্যে 'বৈষ্ণব' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনির (৪।২।২৪) 'সাস্য দেবতা' এই অর্থে 'বৈষ্ণব' শব্দের ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায়। *

---

* মধ্যভারতে গোয়ালিয়র রাজ্যের দক্ষিণ সামান্তে অবস্থিত বেসনগরে ১৯·৯ খ্রীঃ ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ স্তার জন্ মার্শাল এক শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন—তাহার কিয়দংশ (J. R. AS.)।

"দেবদেবস বাসুদেবস গরুড়ধ্বজে অয়ং কারিতে ইয়···হেলিও ডোরেণ ভাগবতেন দিয়ন পুত্রেণ তক্ষশিলাকেন যোনদাতেন আগতেন মহারাজস অন্তলিকিতস··· উপন্তা অর্থাৎ দেবাদিদেব বাসুদেবের উদ্দেশ্যে এই শ্রীগরুড়ধ্বজ অন্তলিকিতের নিকট হইতে মহাশরাজ কাশীপুত্র 'ত্রাতার' ভাগভদ্রের অধীনস্থ চণ্ডসেন রাজের সহিত সমাগত দীয়নপুত্র 'যোনাদাত' তক্ষশিলানিবাসী ভাগবত-হেলিও ডোর কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট হইল। উক্ত প্রত্নতাত্ত্বিকের হিসাবে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১১৫ হইতে ২৩৫ পর্য্যন্ত গ্রীকনরপতি অন্তলিকিতের রাজত্বকাল—এই শিলা-লিপির অক্ষরগুলিও ঐ কালেরই পরিচয় দেয়। বার্ণেট সাহেবও ঐ শিলা-লিপির বিষয়ে বলিয়াছেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব বহুকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের ভগবদ্‌বুদ্ধিতে ভক্তিমার্গে যে মুখ্য উপাসনা হইত—এবিষয়ে এই শিলালিপিই জ্বলন্ত অক্ষরে সাক্ষ্য দিতেছে।

'উপনিষদ্ যুগে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম'

১। বৃহদারণ্যক (৬।৪।২১) বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ; ২। তৈত্তি (১।১।১) শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ; ৩। কঠ (৩।৯।২), মৈত্রী (৬।২৬) তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ; ৪। মহানারা (৩।৬) তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ; ৫। কৈবল্য—স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ ; ৬। নৃসিংহ পূর্ব্ব—যশ্চ বিষ্ণুস্তস্মৈ নমো নমঃ ; ৭। নৃসিংহোত্তর—এষ এব বিষ্ণুরেষ হে বযোৎকৃষ্টঃ ; ৮। ব্রহ্মবিন্দু—বিষ্ণুশ্চ ভগবান্ দেবঃ ; ৯। নারায়ণ— য এব বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি ; ১০। গীতা (১০।২১) আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ। এই সকল উপনিষদ্ ব্যতীত গোপালতাপনীয়, রামতাপনী, কৃষ্ণোপনিষৎ, মহোপনিষৎ, বাসুদেবোপনিষৎ, হয়গ্রীবোপনিষৎ, গারুড়োপনিষৎ গ্রন্থাদি বৈষ্ণবসাম্প্রদায়িক বলিয়াই প্রসিদ্ধি।

শতপথ ব্রাহ্মণে 'নারায়ণ' নাম, অথর্ব-বেদান্তর্গত বৃহন্নারায়ণোপনিষদে 'হরি, বিষ্ণু, বাসুদেব' নাম পাওয়া যায়। মহোপনিষদে 'নারায়ণই' পরমব্রহ্ম, অথর্বশিরঃ উপনিষদে—দেবকীপুত্র মধুসূদন, ছান্দোগ্যে (৩।১৭।৬) 'দেবকীপুত্র কৃষ্ণ অঙ্গিরস' নাম পাওয়া যায়। সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্ সমূহ পাণিনির পূর্ব্বে রচিত বলিয়া মনে হয়। পাণিনি (১।৪।৭৯) 'জীবিকোপনিষদাবৌপম্যে' সূত্রের ভট্টোজি দীক্ষিত-কৃত ব্যাখ্যানে জানা যায় যে, এক শ্রেণীর পণ্ডিত উপনিষদ্ রচনা করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। 'উপনিষৎকৃত্য' অর্থ—উপনিষদ্ গ্রন্থতুল্য গ্রন্থ-করণান্তর—এই অর্থ সর্ব্ববৈয়াকরণসম্মত। 'উপনিষত্তুল্য' কথা

দ্বারাই তৎপূর্ব্বকালীন প্রাচীনতম উপনিষদেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝা যাইতেছে। 'পরাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ'—(পাণিনি ৪।৩।১১০) এই সূত্রের দ্বারাই জানা যায় যে, বেদান্ত-দর্শনের বীজভূত উপনিষদ্ অবলম্বনে গ্রথিত ভিক্ষুসূত্র সম্বন্ধে পাণিনি সুবিদিত ছিলেন। পাণিনি (৪।৩।৯৮-৯৯) সূত্রেও 'বাসুদেব' শব্দের ভগবদর্থেই ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া ভাষ্যকার পতঞ্জলি জানাইয়াছেন।

পাণিনির পূর্ব্বতন শ্রীযুত যাস্কমহর্ষি প্রকাশিত (নিরুক্ত ৩।২।৬) 'ইত্যুপনিষদ্বর্ণো ভবতি' এইরূপ উক্তিদ্বারা 'উপনিষৎ' শব্দের প্রাচীনতার সাক্ষ্য দিতেছেন। শ্রীদুর্গাচার্য্যপাদ এই নিরুক্তের টীকা করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বকথিত উপনিষৎ সমূহের প্রাচীনতায় সন্দেহ করা কর্ত্তব্য নহে। যে সকল উপনিষদ্ এখন পাওয়া যাইতেছে, ইহারা সকলে বেদোপনিষৎ না হইলেও তত্তুল্য উপনিষৎ নামে গ্রহণীয়। কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতার অন্তর্গত নারায়ণোপনিষৎখানি যে অতি প্রাচীন এবিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

"ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ত্যজিয়া কৈতব।
জীবনে-মরণে ভজ নির্ম্মল-বৈষ্ণব॥
শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব হন, দয়ার সাগর।
যে জন জানিতে পারে সেই নির্ম্মৎসর॥
প্রেমভক্তি চাহ যদি সরল হইয়া।
ভাস সদা চিদানন্দে আত্ম-সমর্পিয়া॥"

—গ্রন্থকার

পৌরাণিকযুগে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম

মহাভারতে মোক্ষধর্ম্ম অধ্যায়ে 'নারায়ণীয়'নামক অন্তরাধ্যায় আছে। এই সকল অধ্যায়ে প্রাচীনকালের নারায়ণোপাসক বৈষ্ণবগণের বিবৃতি দেওয়া আছে। শান্তিপর্ব্বের ৩৩৫ অধ্যায়ে ১৭-১৯ শ্লোকে উপরিচর রাজার ইতিবৃত্তে দেখা যায়, তিনি নারায়ণের পরমভক্ত ছিলেন। ইনি সূর্য্য-মুখনিঃসৃত সাত্বত বিধির অনুষ্ঠানে প্রথমত দেবেশ শ্রীনারায়ণকে ও তদুচ্ছিষ্টদ্বারা পিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতিকেও পূজা করিতেন। 'সাত্বত' শব্দ টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন 'সাত্বতানাং পাঞ্চরাত্রাণাং হিতং'। শান্তিপর্ব্ব (৩৩৫।২৫) পাঞ্চরাত্র-মুখ্য ব্রাহ্মণগণ ভগবৎপ্রোক্ত ভোজ্যাদি গ্রহণ করিতেন। মহাভারতের এই আখ্যান পাঠে জানা যায় যে, 'সাত্বত' বিধানই প্রাচীন বৈষ্ণবমত। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সপ্তর্ষিই 'চিত্রশিখণ্ডী'-নামে বিখ্যাত ও সাত্বতবিধির প্রবর্ত্তক। রাজা উপরিচর বৃহস্পতির নিকট এই চিত্র-শিখণ্ডিজ-শাস্ত্র পাঠ করেন এবং তদনুসারে যাগ-যজ্ঞাদিও করিতেন। শান্তিপর্ব্বে (৩৩৭।৪-৫) জানা যায় যে * 'অজৈর্যষ্টব্যমিতি' এই বাক্যে অজ, শব্দ ছাগ না বুঝাইয়া বীজকেই বুঝায়। অত্রত্যা নীল-কণ্ঠকৃতা টীকা—'যদা ভাগবতোঽত্যর্থমিত্যাদিরধ্যায়ো বৈষ্ণবানাং হিংস্র-যজ্ঞ-বর্জ্জনার্থঃ' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। ৩৪৬ অধ্যায়ে (৪৭) 'ভক্ত্যা পরময়া

---

* বীজৈর্যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতি বৈ বৈদিকী শ্রুতিঃ। অজ-সংজ্ঞানি বীজানি-ছাগং ন হন্তুমর্হথ। নৈব ধর্ম্মঃ সতাং দেবা যত্র বধ্যেত বৈ পশুঃ।

যুক্তো মনোবাক্‌কর্মভিস্তদা' এবং (৬৪) 'নারায়ণ-পরো ভূত্বা নারায়ণ-জপং জপন্।' এই দুই বচনে যে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, এই ভক্তিই বৈষ্ণবধর্ম্মের উপাসনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহাই সাত্বতবিধি—স্বয়ং শ্রীভগবানই এই ধর্ম্মের আদি উপদেষ্টা, (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৩৫।৩৪—৩৮ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও সাত্বত তন্ত্রের প্রকাশ সম্বন্ধে পৌরাণিক ইতিহাস আছে। (১।৩।৮) তৃতীয় ঋষিসর্গে নারদরূপে নিষ্কর্ম্ম লক্ষণ 'সাত্বত-তন্ত্র' প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলেন,—'সাত্বতং বৈষ্ণবতন্ত্রং পঞ্চরাত্রাগমমাচষ্ট।' সাত্বতধর্ম্মকে শ্রীমদ্‌ভাগবতে 'ভাগবত-ধর্ম্ম' বলা হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট প্রথমতঃ এই ভাগবত-ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন, ব্রহ্মা নারদকে, নারদ ব্যাসকে এইভাবে পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। ভাঃ (২।৯।৪২-৪৫) তৃতীয় স্কন্ধের টীকা প্রারম্ভে শ্রীধর স্বামিপাদ ভাগবত সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"দ্বেধা হি **শ্রীমদ্‌ভাগবত-সম্প্রদায়-প্রবৃত্তিঃ। একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাদ্ ব্রহ্মা-নারদাদিদ্বারেণ, অন্যতস্তু বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমার-সাংখ্যায়নাদিদ্বারেণ।**" ষষ্ঠস্কন্ধে (৩।১৯-২১) "ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎ-প্রণীতং, ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ। ন সিদ্ধ-মুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ, কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ ॥ ১৯ ॥ স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ। প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥২০॥ দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ। **গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে** ॥২১॥ ভাঃ ২।৭।৫১ "ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্... "ত্বমেত-দ্বিপুলীকুরু"—নারদের প্রতি ব্রহ্মা। এতদ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে,

প্রাচীনতম কাল হইতেই এই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম 'সাত্বত-ধর্ম্ম' *, 'ভাগবত-ধর্ম্ম', 'পঞ্চরাত্রধর্ম্ম', 'সনাতনধর্ম্ম' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। সাত্বিক-পুরাণ † আলোচনা করিলে এই ধর্ম্মের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়। সুতরাং পুরাণাদি সম্মত সাত্বত-ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম অবৈদিক নহে ‡ আধুনিকও নহে। পুরাণসমূহও শ্রুতিসম্মতই।

———

সাত্বত ও পাঞ্চরাত্র-সংহিতা মতে বৈষ্ণবধর্ম্ম

'সাত্বত' সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে ৯৯ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—সত্বং সত্বাশ্রয়ং সত্বগুণং সেবেত কেশবং। যোঽনন্যত্বেন মনসা সাত্বতঃ সমুদাহৃতঃ॥ বিহায় কাম্যকর্ম্মাদীন্ ভজেদেকাকিনং হরিং। সত্যং সত্বগুণোপেতো ভক্ত্যা তং সাত্বতং বিদুঃ॥ মুকুন্দপাদ-সেবায়াং তন্নাম-শ্রবণেঽপি চ। কীর্ত্তনে চ রতো ভক্তো নাম্নঃ স্যাৎ স্মরণে হরেঃ॥ বন্দনার্চনয়ে ভক্তিরনিশং দাস্যসখ্যয়োঃ। রতিরাত্মার্পণে যস্য দৃঢ়ানন্তস্য সাত্বতঃ॥

* সৎ+ বতুপ্ সত্বং (সত্বাযুক্ত, সত্যগুণবিশিষ্ট), এই ধর্ম্মাবলম্বিগণই—সাত্বত (সত্বং+অ)—যং সত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্বম্' ভাঃ ১২।৮।৪৬।

† বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং। গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনম্। ইতি পাদ্মে উত্তরখণ্ডে।

‡ 'ইতিহাস-পুরাণানাং পঞ্চম বেদঃ।' ইতিহাস—মহাভারত ; পুরাণ—শ্রীমদ্ভাগবতাদি। ইতিহাস ও পুরাণ বেদের প্রকৃত অর্থদায়ক এবং অভিন্ন বেদ। পূরণার্থে—পুরাণ। 'সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণমিতি॥'—শ্রীজীবগোস্বামি কৃত সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

এই সাত্বত সম্প্রদায় বৈদিক বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিয়া গণিত ছিলেন। তাঁহাদের আচার, ব্যবহার, রীতি-নীতি, ও উপাসনাপদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে উত্তম, নিষ্কাম ও ভগবদ্ভাবপূর্ণ ছিল।

কূর্ম্মপুরাণ চতুর্থ অধ্যায়ে আদিদেব, মহাদেব, প্রজাপতি ইত্যাদি নামের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক জগৎ বিষ্ণুময় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঐ কূর্ম্মপুরাণ পাঠে জানা যায় যে, যদুবংশের সত্বত রাজা এই সাত্বত ধর্ম্মের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সত্বত অংশুর পুত্র, সত্বতের পুত্র—সাত্বত—ইনি নারদের নিকট সাত্বত ধর্ম্মের উপদেশ পাইয়া নিরন্তর বাসুদেবার্চনায় রত থাকিতেন।

"অথাংশোঃ সত্বতো নাম বিষ্ণুভক্তঃ প্রতাপবান্। স নারদস্য বচনাদ্ বাসুদেবার্চনান্বিতঃ॥ তস্য নাম্না তু বিখ্যাতং সাত্বতং নাম শোভনং। প্রবর্ত্ততে মহাশাস্ত্রং কুণ্ডাদীনাং হিতাবহম্। সাত্বত স্তস্য পুত্রোঽভূৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।" ইত্যাদি (কৌর্ম্মে পূর্ব্বভাগে যদুবংশানুকীর্ত্তনে)। এতদ্বারা জানা যায় যে, নারদ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই সাত্বতধর্ম্ম অতি প্রাচীন।

পঞ্চরাত্র-মতও অতি প্রাচীন, নারদ পঞ্চরাত্রে এই 'পঞ্চরাত্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি আছে—'রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতং। তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ (১।১)।

বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ, প্রেম ও ভক্তি—এই মতের প্রধান লক্ষ্য। মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে সাংখ্য, যোগ ও পশুপতাদির সহিত এই পঞ্চরাত্র মতের উল্লেখ পাওয়া যায় (মোক্ষধর্ম্ম ৩৪৯ অধ্যায়)। ইঁহাদের মতে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের পঞ্চবিধ উপায়—(১) কায়মনো-

বাক্য সংযমপূর্ব্বক দেবমন্দিরাভিগমন, প্রাতঃস্তব ও প্রণিপাত-পূর্ব্বক ভগবদারাধনা, (২) পুষ্পচয়ন, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, (৩) ভগবৎসেবা, (৪) ভাগবতশাস্ত্র পাঠ, শ্রবণ ও মনন, (৫) সন্ধ্যা, পূজা, ধ্যান, ধারণা ও ভগবানে চিত্ত সমর্পণ। হয়শীর্ষাদি ২৫ খানি পঞ্চরাত্রের নাম উল্লেখ আছে *। এই মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ গীতা, ভাগবত ও শাণ্ডিল্য-সূত্রাদিকে নিজেদের ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। †

প্রথমতঃ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলই বৈষ্ণবগণের ধর্ম্ম-প্রচার-ভূমি ছিল ‡। তৎপরে প্রসার ক্রমে এই ধর্ম্ম দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল। আচার্য্য শ্রীশঙ্করপাদের বহুপূর্ব্বে পঞ্চরাত্রাগম ও সাত্বতবিধানের প্রচলন দেখা যায়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বকাল হইতেই এদেশে সাত্বতধর্ম্মের প্রচার ছিল। আচার ব্যবহারে ও উপাসনা প্রণালীতে পরিবর্ত্তন সংঘটনে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতে দেশকালপাত্র ও প্রণালীভেদে এবং বিভিন্ন আচার্য্যগণের অভ্যুত্থানে বিভিন্নসিদ্ধান্তে সংস্থাপিত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম বহুশাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবাদের তর্কনিরসনের জন্য তৎসঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীরামানুজের পূর্ব্বেও

---

* Schardar প্রণীত 'Introduction to Pancharatra গ্রন্থে অন্যূন ২১৭ খানি পঞ্চরাত্রের উল্লেখ আছে। ইহাতে যথেষ্ট গবেষণাও আছে।

† পরমাত্মসন্দর্ভে (২১) এবং ভক্তি সন্দর্ভে (২২৯) শ্রীজীবপ্রভু পঞ্চরাত্রের প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন।

‡ ভাঃ ১১।৫।৩৯-৪০ এবং ১০।৭৯।১৩-১৪ দ্রষ্টব্য।

বোধায়ন, দ্রমিড়, টঙ্ক, গুহদেব, শঠকোপ, নাথমুনি, ভারুচি এবং যামুনাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সকল আচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বহু পূর্ব্বে বলিয়া জানা যায়। কাজেই, শ্রীবিষ্ণুর অনাদিত্বহেতু ভারতবর্ষে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' অনাদি বলা যায়।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"।

—গী ১৮।৬১

শ্রীভগবানের এই উপদেশানুযায়ী পৃথিবীর সমস্ত জীবই যে ভগবানের দাস তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। ভূমণ্ডলের অন্যান্য দার্শনিক-গণ মধ্যে English Philosopher—Herbert Spencere তাঁহার দর্শন সম্বন্ধে বলিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন,—'আমরা জানি, না জানি; স্বীকার করি, না করি ইত্যাদি মানযন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তিনি এইরূপ, তিনি ঐরূপ,—একথা বলা আর না বলার সঙ্গে তিনি আছেন আর নাই, ইহা অনুমান করা অসম্ভব। তিনি যাঁহাকে যেরূপ, যেভাবে দেখান তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি সকল বুদ্ধির অগোচর—অপ্রমেয়। তিনি অনন্ত আকারে প্রকাশিত হইয়া অনন্ত জগৎকে আশ্রয় দেন।' হার্বার্টের এই কথার সহিত ভারতীয় দর্শনের "অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।"—শ্বেঃ উঃ ৩।১৯। 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ ন আনন্দো স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।'—শ্রুতি। 'অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।

[illegible] একমেবাদ্বিতীয়ং [illegible]।'—ভাঃ ১০।১৪।২৩ ও 'সং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।" ভাঃ ৩।২৯ [illegible]।—এই কথার সহিত অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। পাশ্চাত্য দার্শনিক Mansel (Metaphysics P. 384), English Poet—Shelly, Hamilton, Bain, Hobbes, Locke, Barkelley, Hume, Dugald Stewart, Thomas Brown, Mill, Giordano Bruno, পাশ্চাত্য Poet Byron, Hon'ble F. Maxmuller—প্রমুখ দার্শনিক মনীষী, Imitation of Christ ইত্যাদি দার্শনিক, ভারতীয় বৈদিকবিজ্ঞানকে প্রচুর শ্রদ্ধা করিয়াছেন। মুসলমানগণও বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে সম্মান দান করিয়াছেন এবং কেহ কেহ ঐ ধর্ম্ম গ্রহণও করিয়াছেন।

'যাদৃশী ভাবনা যেষাং' যিনি যে উপাসনা করেন, তিনি সেই উপাস্যকে মুখ্য করিয়া অন্য উপাস্য-উপাসনা গৌণরূপে স্বীকার করেন। ইহাতে পরস্পর ধর্ম্ম ও উপাসনা ক্ষেত্রে বিরোধের কোন সম্ভাবনা নাই। —ভারতবর্ষীয় হিন্দু সমাজ সাধারণতঃ পঞ্চোপাসক। *

(১) যাঁহারা সূর্য্যের উপাসনা করেন, তাঁহারা সৌর।
(২) যাঁহারা গণেশের উপাসনা করেন, তাঁহারা গাণপত্য।
(৩) যাঁহারা শক্তির উপাসনা করেন, তাঁহারা শাক্ত।

* ধনের জন্য সূর্য্যের উপাসনা, অর্থের জন্য গণেশের উপাসনা, কামনা পূরণের জন্য শক্তির উপাসনা, মোক্ষের জন্য শিবের উপাসনা আর ভক্তির জন্য বিষ্ণুর উপাসনার কথা কেহ কেহ বলেন।

(৪) যাঁহারা শিবের উপাসনা করেন, তাঁহারা শৈব।
(৫) যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেন, তাহারা বৈষ্ণব।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের ১ম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়-শ্লোকে (মঙ্গলাচরণ) বেদবিভাগকর্ত্তা শ্রীবেদব্যাস বলিতেছেন,—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতবশূন্য নির্ম্মৎসর পরমধর্ম্ম, জীবের ত্রিতাপ নাশক, শিবদ (মঙ্গলদানকারী) বাস্তব বস্তুতত্ত্বজ্ঞানপ্রদ এই ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রীনারায়ণ-মহামুনি-কর্ত্তৃক বর্ণিত। ইহা শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ঈশ্বর স্বয়ং অবরুদ্ধ হন। **অতএব, এই ভাগবত ব্যতীত অন্যশাস্ত্রের প্রয়োজন কি ?**

"অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে **কৈতব**।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তা'র মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥"—চৈঃ চঃ আঃ ১।৯০,৯২

উপরোক্ত শ্লোকের 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীল শ্রীধর-স্বামিপাদ বলিয়াছেন,—'পরমত্বে হেতুঃ—প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং ত্যক্তং কৈতব-ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ প্র-শব্দেন **মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ :** * কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ইতি।'

* 'মোক্ষাভিসন্ধিরপি'—এই অপি শব্দের অর্থ পর্য্যন্ত বুঝায়। অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ত' কৈতব বটেই ; তদুপরি প্রধান কৈতব মোক্ষ-বাঞ্ছা—এই চতুর্ব্বর্গাতিরিক্ত পঞ্চম পুরুষার্থই হইল—শ্রীভাগবতধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম।

সাত্বত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় *

আনন্দগিরি লিখিত 'শঙ্করদিগ্‌বিজয়' গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রকরণে দেখা যায় যে, তৎকালে ছয় সম্প্রদায় বৈষ্ণব ছিলেন।

'ভক্তা ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিণঃ।
বৈখানসাঃ কর্মহীনাঃ ষড়্‌ বিধা বৈষ্ণবা মতাঃ ॥'

শঙ্করের কতকাল পূর্ব্বে এই সব বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিদ্যমান্ ছিলেন এবং তাঁহার তিরোধানের পরে কোন্ সম্প্রদায়ে কিরূপ পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন হইয়াছে, তাহার সেরকম ইতিহাস পাওয়া যায় না। মহাভারতের রচনাকালের পূর্ব্বেও যে ভারতে শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেবের অর্চ্চনা ছিল, তাহা মহাভারত পাঠে অনায়াসে জানা যায়।

পদ্মপুরাণে (এবং গৌতমীয় তন্ত্রে) চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যায় যথা,—

"সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ ॥"

কলিকালে শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক নামে চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ক্ষিতিপাবন হইবেন। এই সম্প্রদায়-চতুষ্টয় অধুনা আচার্যদের নামেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রদায় বিহীন মন্ত্রসমূহে ফল লাভ হয় না।

'রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ ॥'

* Tusam Rock Inscription (conpus Inscription. Indic Vol. III, P. 270).

অর্থাৎ 'শ্রী' রামানুজকে, 'ব্রহ্মা' মধ্বাচার্য্যকে, 'রুদ্র' বিষ্ণুস্বামিকে এবং 'চতুঃসন' নিম্বার্ককে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রী-সম্প্রদায়ের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্ত-প ১৩৫৬ বিক্রম সংবতে (১৩০০ খৃঃ) আবির্ভূত শ্রীশ্রীরামানন্দাচার্য্যপাদ গ্রহণ করায় ত্রেতাযুগের আবির্ভূত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক সম্প্রদায় 'শ্রীরামানন্দ' সম্প্রদায় নামে ভারতে পরিচিত আছেন। এইজন্য এই পাঁচ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবই এক্ষণে ভারতবর্ষে দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। ‡

† "এবমখিলশ্রুতিস্মৃতীতিহাস-পুরাণ-সামঞ্জস্যাদুপপত্তিবলাচ্চ 'বিশিষ্টাদ্বৈতমেবাস্য' ব্রহ্ম-মীমাংসা-শাস্ত্রস্য বিষয়ো ন তু কেবলাদ্বৈতম্।" —এই বাক্যদ্বারা আচার্য্য শ্রীরামানন্দপাদ নিজমতকে বিশিষ্টাদ্বৈত বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন,—(ক) ব্রহ্মসূত্র ১।১।১—আনন্দ-ভাষ্য। (খ) রামদাস গৌড় সম্পাদিত 'হিন্দুত্ব' (১ম সং কাশী ১৯৯৫ বিক্রমসম্বৎ) নামক গ্রন্থে 'স্বামি রামানন্দজী'-প্রবন্ধ (৬৮৪—৬৮৭ পৃঃ) এবং পণ্ডিত শ্রীবৈষ্ণব দাস ত্রিবেদী ন্যায়রত্ন বেদান্ততীর্থলিখিত 'কল্যাণ' পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত ও অবলম্বনে। সুপ্রসিদ্ধ 'ভক্তমাল' গ্রন্থের লেখক শ্রীনাভাদাসজী এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য ছিলেন। 'ভক্তমাল'গ্রন্থ ভারতীয় হিন্দু সমাজে সুপরিচিত। 'শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়' প্রবন্ধে এই সম্প্রদায়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে।

‡ 'গর্গসংহিতা' বঙ্গবাসী সংস্করণ ৮০২ পৃষ্ঠা ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ—অশ্বমেধ খণ্ডের ৬১ অধ্যায়ে (২৩-২৫ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে,—"বামনশ্চ বিধিঃ শেষঃ সনকো বিষ্ণুবাক্যতঃ। ধর্ম্মার্থহেতবে চৈতে ভবিষ্যন্তি দ্বিজাঃ কলৌ ॥ বিষ্ণুস্বামী বামনাংশস্তথা মাধ্বস্তু ব্রহ্মণঃ। রামানুজস্তু শেষাংশো নিম্বার্কঃ সনকস্য চ ॥ এতে কলৌযুগে ভাব্যাঃ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকাঃ। সংবৎসরে বিক্রমস্য চত্বারঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥"

পুরাণ অপেক্ষা মহাভারতের প্রতি ঐতিহাসিকগণের অধিক বিশ্বাস। মহাভারতের গীতা প্রসঙ্গে ৭।১৬ শ্লোকে, 'আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ' এই চারি প্রকার ভক্তের কথা জানা যায়। যদিও রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক ইত্যাদি নাম স্পষ্টভাবে নাই তথাপি আর্ত্তশব্দে—১। রুদ্র; জিজ্ঞাসু শব্দে—২। ব্রহ্মা; অর্থার্থীশব্দে—৩। লক্ষ্মী; জ্ঞানীশব্দে—৪। সনকাদির প্রতি শ্রীভগবানের অভিপ্রায় দেখা যায়। ১—অসুরের দ্বারা পীড়িতাবস্থায় শ্রীশঙ্কর আর্ত্ত হইয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত হইলে, উঁহার আন্তরিক ডাক শ্রবণ করিয়া প্রভুজী প্রকট হইয়া শ্রীশঙ্করজীর কষ্ট নিবারণ করেন। ২—শ্রীব্রহ্মাজী নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য প্রভুর নাভিকমলের নালের উপর-নীচে কয়েকবার যাতায়াত করেন, তখন শ্রীভগবান্ তাঁহার জিজ্ঞাসার সমাধান করেন। ৩—শ্রীলক্ষ্মীজী স্বয়ং অর্থরূপে আছেন। ৪—সনকাদিকে জ্ঞানী বলিয়া খ্যাতি আছে। বাস্তবিক পক্ষে গীতার এই সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের (শ্রীভগবদাশক্তি—ভক্তি) বিবরণেই পূর্ণ দেখা যায়। 'ময্যাসক্তমনাঃ' শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি' 'শ্রদ্ধয়া যুক্তা' 'মদ্ভক্তা' 'মমাশ্রিত্য' 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে' 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' বাক্যে শ্রদ্ধা, ভজন, পূজা, সেবা, ভক্তি, প্রপত্তি, ইত্যাদি বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল-সূত্র বলিয়া জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।৩২।৩৭ শ্লোকে 'প্রাবোচম্ভক্তিযোগস্য স্বরূপন্তে চতুর্বিধম্॥' এই উপদেশে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে এই চরিপ্রকার ভক্তির স্পষ্ট সংকেত করিয়াছেন।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের দিগ্বিজয়ী শ্রীকেশব কাশ্মিরীর শিষ্য ও 'যুগল শতকের' লেখক শ্রীভট্ট, শ্রীভট্টজীর শিষ্য ও 'মহাবাণী' গ্রন্থের লেখক শ্রীহরিব্যাসদেবও উপরোক্ত সিদ্ধান্ত 'সিদ্ধান্তরত্নাবলি' গ্রন্থের ১ম পরিচ্ছেদ দশশ্লোকীর ২য় শ্লোকের ব্যাখ্যায় এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৪র্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় (১৮১ পৃঃ) নিম্নলিখিত রূপ লিখিয়াছেন,—

'চতুর্বিধাঃ আর্ত্তমুক্তাঃ জিজ্ঞাসুমুক্তাঃ অর্থার্থিমুক্তাঃ জ্ঞানি-মুক্তাশ্চেতি; তত্রার্ত্ত-মুক্তাঃ শিবানুযায়িনঃ, জিজ্ঞাসু-মুক্তা ব্রহ্মাভৃগ্বাদয়োঽনুযায়িনঃ, অর্থার্থিনো শ্রীলক্ষ্মীবিষ্বক্সেনানুযায়িনঃ, জ্ঞানিমুক্তাস্তু সনকাদিনারদ-নিম্বাদিত্যানুযায়িনঃ, অথ শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্রমূর্ত্তিনাং ভক্তিপ্রবর্ত্তকত্বাদাচার্য্যত্বমপি বোধ্যম্; কিঞ্চ, সনক-শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্রাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ' ইত্যাদিপাদ্মে 'যাঃ প্রোক্তা বেদতন্ত্রাভ্যামাচার্য্যৈঃ পদ্মজাদিভি'শ্চেতি; শ্রীভাগবতে (১২।১১।৪) চত্বারঃ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকাচার্য্যাঃ উক্তা। —'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বীররাঘব কৃতটীকায় "পদ্মজাদিভিঃ ব্রহ্মনারদাদিভিরাচার্য্যৈঃ" এইরূপ পাওয়া যায়। কোন কোন গবেষকের বিচারে শ্রীহরিব্যাসদেব কোনও প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া ঐরূপ লিখিয়া থাকিবেন *।

———

* Doctrines of Nimbarka and his followers by Roma Bose. Vol III. P. 133, Cal 1943.

বৈষ্ণব-সাধকের ইষ্টচিন্তা

সাধক, একবার স্মরণ করুন—অমন্দানন্দ বৃন্দাকাননেপরমানন্দকন্দ শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ। বৃন্দাবনে কালিন্দীর জলে রসাল কমল-মৃণালের সুরসাস্বাদনের লালসভরে চঞ্চল কলহংসকুল কলকণ্ঠস্বনঃ সহ কেলিসন্তরণ করিতেছে। মন্দপবনে আন্দোলিত কমলকুবলয় কোকনদ-কুমুদ-প্রমুখ জলজ কুসুমগণ হইতে পরিমলে পূরিত পরাগসমূহ ক্ষরিত হইয়া পরীত ব্যাপ্ত যামুন স্রোতে ভাসমান হইতেছে, যেন বিবিধবর্ণে চিত্রিত বিস্তৃত সূক্ষ্ম বসন পরিহিতা মিহিরদুহিতা তরলতরঙ্গ-মালায় ভূষিতা হইয়া সলীলগতিখেলাঙ্কিতারূপে প্রবাহিতা হইতেছেন। সুখময় শীতলশ্যামলসলিলা, শ্যামরতিচপলা ব্রজকুলবালাদিগের শ্রুতি-সুখদায়িনী মুরলীকাকলীসম কলকলনাদিনী কলিন্দনন্দিনী যমুনার কূলে কেলিকদম্বমূলে কৌতুকিনী কলাপিনী সঙ্গিনী সঙ্গে স্মরমদান্ধ কলাপিবৃন্দ আনন্দভরে পিঞ্ছ প্রসারিত করিয়া নৃত্য করিতেছে, আর কেকা কেকারবে দিক্ মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। তরুণতমালতরুর নবনীলপল্লবে অবলম্বিত রোলম্বকুলের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া চকিত শারী-শুক কপোতী-কপোতবৃন্দ ক্ষণ মৌনব্রত থাকিয়া পরে স্বীয় স্বীয় রবে যেন ধন্যবাদ দিতেছে। প্রফুল্লিত বকুলে আলিঙ্গিত চূতলতিকাবধূ শীতল মলয়ানিলের মৃদুল চুম্বনে মুকুলচ্ছলে যেন বিপুল পুলক ধারণ করিয়াছে। মধুর রসাল মুকুল ভক্ষণে অধিকতর সুস্বর লাভ করিয়া

কোকিলকুল আনন্দভরে বধূকুলের হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলিবার জন্যই যেন দ্বিগুণতর উজ্জ্বল কলস্বর বিস্তার করিতেছে।

সাধক, স্মরণ করুন,—সেই বৃন্দাবনে চম্পক-বক-কুরুবক-নাগ-পুন্নাগাদি পুষ্পিত বৃক্ষগণে পরিবেষ্টিত, কুসুমিত মঞ্জুল বঞ্জুল কুঞ্জসমূহে সমাবৃত, বিকসিত স্থলশতদল কাননমধ্যে অমন্দমরন্দ সুগন্ধে উন্মাদ মধুপবৃন্দের গুঞ্জনে গুঞ্জিত, উচ্চপরিসর কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার দীপ্তিকর মণিময় অষ্টকোণান্বিত যোগপীঠভূমির মধ্যস্থলে অতি মনোহর মহা সুরতরুবরের পরিসর মূলে মণিময় মণ্ডপে সিতচ্ছত্রশোভিত বিবিধ রত্নখচিত মহাসিংহাসনোপরি নবকিশোরী শ্রীরাধিকাসুন্দরী সহ মদন-মনো-মোহকর নবকিশোরবর শ্যামসুন্দর বিরাজ করিতেছেন। ললিত ত্রিভঙ্গভঙ্গিম অঙ্গ যেন অনঙ্গরসমাধুরী তরঙ্গে বিভঙ্গ হইয়া পড়িতেছেন। আহা মরি! অরুণিম চরণতলের শোণিতরাগে রঞ্জিত এবং নীলিমতম তমালদলোপম চরণোপরি লেপিত মৃগমদের সঙ্গলাভে শ্যামলিত এবং শুভ্রনখাঞ্চলের চন্দ্রিকায় ধবলিত হইয়া মণিময় নূপুর যেন সূক্ষ্ম ত্রিবেণীধারা বক্ষে ধারণ করিতেছে। লম্বিত বনমালাগ্রচুম্বিত চারুচরণ-সরোজযুগলের চতুর্দ্দিকে লুণ্ঠিত চঞ্চরিকা শত শত নত হইয়া যেন বন্দনা করিতেছে। ইন্দ্রনীলমণিপীঠতুল্য পরিসর নিতম্বোপরি মণিময় রসনা পরিবীত পীতবসন যেন নব মেঘে স্থির সৌদামিনী জড়িত হইয়াছে। কটিপুরোভাগে বদ্ধপুরটপটাম্বরের কুঞ্চিত অগ্রভাগ জঙ্ঘাযুগলের মধ্যে লম্বিত হইয়া শোভিত হইতেছে। নাভি সরোবর হইতে বাল-ব্যালতুল্য সূক্ষ্মরোমজাল ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া যেন হৃদয় গিরিগুহাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। ত্রিবলিরেখাঙ্কিত কম্বুকণ্ঠে

বিলম্বিত গ্রথিত তারকাবলীর মত হীরকহারাবলী শোভিত নিবিড়নীল-প্রসর উরঃস্থলপর মণিবর কৌস্তুভ যেন নীলাম্বরে উদিত দিনকরের মত কিরণ বিকিরণ করিতেছে। তাহার চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনুঃসদৃশী মালা বৈজয়ন্তী শোভা বিস্তার করিতেছে, করিশুণ্ডবিজয়িভূজদণ্ডযুগলে মণিবন্ধ বলয়কঙ্কণ শোভিত হইতেছে। কোমল কর কিশলয়ে মণিময় মুরলী বিরাজ করিতেছে। শোনিমাধরবান্ধুলীর কোলে দন্তাবলী কুন্দকুসুম-কলি আস্য চন্দ্রের মৃদুহাস্যচন্দ্রিকায় যেন বিকসিত হইতেছে। শুক-চঞ্চুবিজয়ি মঞ্জুনাসিকাতে মণিবর মৌক্তিক তিলপুষ্পসদৃশ শোভা পাইতেছে। শ্রুতিমূলে চঞ্চল মীনাকৃতি মণিকুণ্ডল কপোলযুগলনীল-মণি দর্পণে ঝলমল করিতেছে, যেন নীল যমুনার স্বচ্ছ সলিলে স্বুবর্ণমীন খেলা করিতেছে। বদন-কমলে খঞ্জন-গঞ্জন চঞ্চল নয়নযুগল মঞ্জুল নর্ত্তন করিয়া কর্ণতটান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতেছে। আহা! সজ্জিত নীল অলিমণ্ডলী অর্দ্ধকুণ্ডলী হইয়া যেন ভ্রূবল্লী রচনা করিয়াছে। কুটিলচূর্ণ কুন্তলবেষ্টিত চারুললাটফলকে চন্দনতিলকবিন্দু যেন নীলাম্বুনিধিতে ইন্দুর ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। নিবিড়নীল-জলদনিভ কুন্তলজালে মালতীমালাবেষ্টিত শিখিশিখণ্ডমণ্ডিত মোহন-চূড়াটি মৃদুল অনিলভরে আন্দোলিত হইতেছে। বামাংশে মিলিত কষিতকনকাঙ্গবরা নবেন্দীবরনিন্দি শ্যামাম্বরা শ্যাম-প্রেমরস-পীযূষধারার ন্যায় কান্তিলহরীভরা কৃষ্ণসুখসিন্ধু-সুরতসুরসরিদ্বরা মদনমোহনমনোহরা **শ্রীরাধা** শোভা বিস্তার করিতেছেন। কখন রাধাঙ্গকান্তি শ্যামাঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া শ্যামসুন্দরকে গৌরায়মাণ করিয়া তুলিতেছে। আবার কখনও শ্যামলীলাঙ্গজ্যোতির মধ্যে রাধাঙ্গ মরকতরূপ ধারণ

করিতেছে। যুগলকিশোরের সুখময় সেবনে অতি নিপুণা ব্রজকুল-ললনা-ললামভূতা **ললিতা** ললিতকরকমলে তাম্বুলবীটিকা গ্রহণ করিয়া উভয়ের বদনে অর্পণ করিতেছেন। তারাবলীবসনা সৌদামিনী-নিভাননা যুগলকিশোরের নর্ম্মপরিহাস-রসসুরদীঘিকা বরসিকা সখী **বিশাখিকা** মণিদণ্ডযুক্ত চারুচামরিকার মৃদুসঞ্চালনে উভয়ের শ্রমাপনোদন করিতেছেন। **চিত্রা** নাম্নী সহচরী চন্দনঘনসার কুঙ্কুমমৃগমদবিলেপন ধীরে ধীরে রাধাশ্যামের অঙ্গে লেপন করিতেছেন। চম্পকবর্ণা **চম্পকলতা** সখী প্রফুল্লমুখী হইয়া বনকুসুমমালা উভয়ের কণ্ঠে অর্পণ করিতেছেন। **রঙ্গদেবী, সুদেবী** সহচরীদ্বয় রাধাকৃষ্ণের গুণগান করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, "রাধয়া মাধবো দেবো", কেহ উত্তরে বলিতেছেন, "মাধবেনৈব রাধিকা"; কেহ বলিতেছেন, "মাধবরাধিকা কা বা", অপরে তাহার উত্তরে বলিতেছেন—"রাধিকৈকা ন চাপরা"। **তুঙ্গবিদ্যা** মৃদঙ্গবাদ্য করিতেছেন, **ইন্দুরেখা** মনোহর রাসলাস্যবিন্যাসে উভয়কে বিনোদন করিতেছেন। **শ্রীরূপমঞ্জরী** আদি প্রিয়নর্ম্মসহচরী সকলেই "জয় রাধে", "জয় শ্যাম" ইত্যাদি জয়সূচক ধ্বনি করিতে করিতে নৃত্য সহকারে পুষ্পবর্ষণ করিতেছেন। **লবঙ্গমঞ্জরী** সখী সুবর্ণপাত্রোপরি মিষ্টান্ন রাখিয়া রাধামাধবের শ্রীমুখে অর্পণ করিতেছেন। **কস্তুরীনাম্নী** সখী সুবাসিত শীতলবারি সমর্পণ করিয়া মুখ প্রক্ষালন করাইতেছেন। শেষে শ্রীল **রতিমঞ্জরী** দীপালি জ্বালাইয়া প্রাণকোটিনির্ম্মঞ্ছন যুগল-কিশোরের মঙ্গল নির্ম্মঞ্ছন আরাত্রিক করিতেছেন। **গুণবতী মঞ্জরী** উভয়ের চরণকমল নিজ হৃদয়কমলে রাখিয়া আনন্দে নয়নসলিলে চরণ প্রক্ষালন করিতেছেন, আর প্রাণকোটিপ্রিয় **রসাল** নাম শ্রীরাধা-

মদনমোহন, শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীরাধাগোপীনাথ বলিয়া যুগলচরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছেন। মধুর মৃদঙ্গ-কাংস-করতাল-ঘনরবে মুখরিত, নৃত্য গীতবাদিত্রানন্দে পূরিত, "জয়রাধে", "জয় শ্যাম", "জয় রাধামদন-গোপাল" ইত্যাদি ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ আনন্দময় শ্রীবৃন্দাবনে তরুলতা পশুপক্ষী মহানন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। কলনাদিনী যমুনা তখন কলকলরবে যুগলমিলন-মহোৎসবের যেন অভিনন্দন গান করিতেছেন। তখন কৃষ্ণাধরের ফুৎকারে উদ্গারিত সুধাসার-বর্ষণসম মোহন মুরলীর কাকলী গুঞ্জন কলকূজনে বৃন্দাবনের বিজন বনে আনন্দপ্লাবন করিয়া তুলিল।

সাধক, এই বৃন্দাবনে প্রিয়াবৃন্দসহ আনন্দকন্দ গোকুলানন্দ শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দের সেবানন্দ মকরন্দ সুগন্ধে যদি মন উন্মাদান্ধ হয়, তাহা হইলে গোপীপ্রেমামৃত রস সেবন করুন। এই সিন্ধুরসের সংস্পর্শগুণে আপনার আত্মা শ্রীগোবিন্দানন্দরস সাক্ষাৎ করিয়া চরম কৃত কৃতার্থ হইবে। ভক্তিই রস; পরতত্ত্ব যেমন রসস্বরূপ, তাঁহার সাধন ভক্তিও তদ্রূপ রসস্বরূপ। যদি অদ্বয় জ্ঞানানন্দ পরতত্ত্বকে রসরূপে আস্বাদন করিবার বাসনা আপনার জাগে, তার মধ্যে আবার যদি মধুর পরম রসে আত্মাকে রসভাবিত করিয়া পরব্রহ্মের চরম রস আস্বাদনে চিত্ত ধাবিত হয়, তাহা হইলে মহাভাববতী পরাশক্তি গোপী অনুগত প্রেম-ভক্তির সাধন করুন। "সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধিকালে পাবে তাহা"। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। *

———

*সাধন ভক্তির স্তরের ক্রম—'সতাং কৃপা, মহৎসেবা. শ্রদ্ধা, গুরুপদাশ্রয়ঃ। ভজনেষু স্পৃহা, ভক্তিরনর্থাপগমস্ততঃ। নিষ্ঠা, রুচিরথাসক্তিঃ, রতি, প্রেমাথ, দর্শনম্। হরের্মাধুর্য্যানুভব, ইত্যর্থাঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশঃ॥'

শ্রীভাস্করাচার্য্য

শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে "যদ্যপি কৈশ্চিদুক্তং, ভেদাভেদ-য়োর্বিরোধো ন বিদ্যতে ইতি, তদযুক্তম্" শ্রীভাষ্য—১।১।৪ সূ-২৩-২৯ অনু, ৩১৮-৩২ পৃঃ, বঃ সা পঃ সং ১৩২২ বঙ্গাব্দ। এই সূত্রে ঔপচারিক ভেদবাদী আচার্য্য শ্রীভাস্করের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। এই জন্য ভাস্করাচার্য্যকে শ্রীরামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকার বলা যায়। আবার শ্রীভাস্করাচার্য্যপাদ শ্রীশঙ্কর আচার্য্যের মতকে 'মহাযানিক বৌদ্ধবাদ' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। যথা,—"তথা চ বাক্যং পরিণামস্তু স্যাদ্ দধ্যাদিবদিতি বিগীতং বিচ্ছিন্নমূলং মহাযানিক-বৌদ্ধ-গাথিতং মায়াবাদং ব্যাবর্ণয়ন্তো লোকান্ ব্যামোহয়ন্তি।"—(ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৫ সূত্রের ভাস্কর-ভাষ্য)। "যে তু বৌদ্ধমতাবলম্বিনো মায়াবাদিনস্তেঽপ্যনেন ন্যায়েন সূত্রকারেণৈব নিরস্তা বেদিতব্যাঃ।" (ব্রঃ সূ. ২।২।২৯ সূত্রের ভাস্কর-ভাষ্য)। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদের পরবর্ত্তী ও শ্রীরামানুজাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য শ্রীভট্টভাস্কর। * তিনি বৈদান্তিক ত্রিদণ্ডী ছিলেন। তাঁহার সূত্রভাষ্যে—(৩।৩।২৬) ত্রিদণ্ডের

* শৈবসম্প্রদায়ের আচার্য্য—শ্রীমণিক্যভাস্কর, 'তিরুবাসকম্', 'শিববাক্যম্' তামিলগ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীলোকভাস্কর, শ্রৌতভাস্কর, ভগবন্তভাস্কর, হরিভাস্কর, ভাস্করমিশ্র, ভদন্তভাস্কর, ভাস্করাচার্য্য, ভাস্করশাস্ত্রী, ভাস্করদীক্ষিত, ভট্টভাস্কর,

প্রশংসা এবং (২।২।৪১) পঞ্চরাত্রের মত স্বীকার করিয়াছেন। ঔপচারিক ভেদবাদী শ্রীভাস্কর আচার্য্যের মতে ব্রহ্মের নিরাকার রূপই ব্রহ্মের কারণ-রূপ ও উপাস্যরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্ম কারণরূপে নিরাকার, কার্য্যরূপে জীব ও প্রপঞ্চ ; সুতরাং তিনি পরিণামবাদী, তাঁহার মতে জগৎ সত্য। শাণ্ডিল্য বংশীয় কবিচক্রবর্ত্তী ত্রিবিক্রমের পুত্র বিদ্যাপতি ভাস্করভট্ট, তাঁহার পুত্র গোবিন্দ সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার পুত্র প্রভাকর, তাঁহার পুত্র—মনোরথ, তৎপুত্র মহেশ্বরাচার্য্য, তৎপুত্র সিদ্ধান্ত-শিরোমণিকার—**শ্রীভাস্করাচার্য্য** (১০৩৬ শকাব্দায় ১১১৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম)। কোন কোন আচার্য্য মতে জীবের (১) সুপ্ত (২) জাগ্রৎ (৩) সুষুপ্তি, (৪) সমাধি, (৫) নিত্যসেবাপ্রাপ্ত এই পাঁচ প্রকার অবস্থা বলিয়াছেন, কিন্তু ভাস্করাচার্য্যপাদ, জীব স্বাভাবিক অবস্থায় ব্রহ্ম বা বিভু, আর সংসারদশায় ব্রহ্মের অংশ ; তাহার ভোক্তৃশক্তি অনু, জীবের বহুত্বও ভোক্তৃত্ব—ঔপাধিক।

ভাস্করদেব, লৌগাক্ষিভাস্কর, বৎসভাস্কর, ভাস্করনৃসিংহ, ভাস্কররায়, ভাস্করানন্দ, ভাস্করসেনা ইত্যাদি এবং নিম্বার্কসম্প্রদায়ের আরুণী নিম্বভাস্কর। এই ১৯জন ভাস্করের নাম পাওয়া যায়, নিম্বাদিত্যের পূর্ব্ব নামও ভাস্করাচার্য্য বা নিম্বভাস্কর।

'শ্রী'-সম্প্রদায়

(শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী)

ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা হারীতের বংশে হারিতগোত্রীয়, যজুঃশাখাধ্যায়ী শ্রীকেশবাচার্য্য নামক একজন দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ * মাদ্রাজ হইতে প্রায় তের ক্রোশ পশ্চিমের দিক্ শ্রীপরমবন্তুর (শ্রীপেরেম্বুদুর) বা শ্রীমহাভূত-পুরী নামক গ্রামে শকাব্দীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে বাস করিতেন। আসুরি কেশবাচার্য্য দীক্ষিত ও তাঁহার পত্নী শ্রীকান্তিমতী উভয়েই সদাচার সম্পন্ন ও নানা সদ্গুণ বিভূষিত ছিলেন। একদা তাঁহারা পুত্র কামনায় কৈরবিণী-সাগর সঙ্গমে স্নানপূর্ব্বক শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে ভগবান্ শ্রীপার্থ-সারথি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন। সেই কৃপার ফলস্বরূপ ৪১১৮ কল্যব্দে, পিঙ্গলা নামক বৎসরে, ৯৩৮—৯৪০ শকাব্দ অর্থাৎ ১০১৬—১০১৮ খৃঃ চৈত্র মাসে ১২ তাঃ শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে কর্কট লগ্নে আর্দ্রা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে দিবা দ্বিপ্রহর সময়ে সঙ্কর্ষণ শক্তিস্বরূপ এক বালক আবির্ভূত হয়েন। † মাতা

---

* দ্রাবিড়—(স্কন্দপুরাণে) কর্ণাট, তৈলঙ্গ, গুর্জর, অন্ধ্র ও দ্রাবিড় দেশ বিন্ধ্য-পর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত।

† পণ্ডিতগণ "ধীর্লব্ধা" এই বাক্যদ্বারা শ্রীরামানুজের জন্মকাল নির্ণয় করিয়াছেন। "অঙ্কস্য বামাগতিঃ" এই ন্যায়ানুসারে উক্ত বাক্যে ধ, ল, এবং ধ, এইতিন প্রধান অক্ষর আছে। কাদি নব, টাদি নব, ও যাদি নব এই কয় অক্ষর মালা এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যার জ্ঞাপক। টাদি নবের মধ্যে ধ নবম স্থান বলিয়া নয় সংখ্যা বুঝাইবে এবং যাদি নবের মধ্যে ল তৃতীয়স্থানীয় বলিয়া তিন সংখ্যা বুঝাইবে। অতএব ধ, ল, এবং ধ, এই অক্ষর ত্রয় ৯৩৯ শকাব্দ বুঝায়।

কান্তিমতীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশৈলপূর্ণ এই সংবাদ পাইয়া শ্রীরঙ্গম্ হইতে তথায় আগমন করিলেন এবং এই সুন্দর শিশুবরে শ্রীরামানুজ লক্ষ্মণের সদৃশ লক্ষণ সমূহ দর্শন করিয়া নাম রাখিলেন—শ্রীলক্ষ্মণ, শ্রীশৈলপূর্ণ প্রসিদ্ধ দিব্যসুরি শ্রীযামুনাচার্য্যের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন।

শ্রীভগবদ্ভক্তিতে আপ্লুত শ্রীলক্ষ্মণের শৈশবকাল হইতেই সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অপূর্ব্ব প্রতিভা পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং বৈষ্ণবসেবা ও বৈষ্ণব-সঙ্গমে সর্ব্বদা লোভবিশিষ্ট ছিলেন। কাঞ্চিনগরে শ্রীবরদরাজের কাঞ্চিপূর্ণ নামে একনিষ্ঠ এক সেবক ছিলেন। কাঞ্চিপূর্ণের জন্মস্থান ছিল পুণাভেলি বা পুণামেলি নামক স্থানে। শ্রীভগবদ্ভক্তের মহিমা প্রদর্শন জন্য তিনি নীচ শূদ্রকূলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রতিদিন তিনি নিজ জন্মস্থান হইতে কাঞ্চিনগরে গমনাগমনকালে শ্রীকেশবের গৃহের পার্শ্ব দিয়া যাতায়াত করিতেন। এই সময় বালক শ্রীলক্ষ্মণ অতি বিনম্রভাবে একদিন শ্রীকাঞ্চিপূর্ণকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন এবং পদসেবা করিতে উদ্যত হইলে কাঞ্চিপূর্ণ নিজেকে নীচ, শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া ব্রাহ্মণের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীলক্ষ্মণ—'**তিরুপ্পান্ আলোয়ার**' চণ্ডালকুলে আবির্ভূত হইয়াও ব্রাহ্মণের পূজনীয় হইয়াছিলেন'—এই বলিয়া বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব বর্ণন করিয়াছিলেন।

কৈশোর অতিক্রান্ত হইবার সময় এই দ্রাবিড়-কুল-তিলক মাতাপিতার আগ্রহে দার পরিগ্রহ করেন। তৎপরে তাহার পিতা শ্রীকেশব দীক্ষিত প্রপঞ্চ ত্যাগ করেন। লক্ষ্মণ সস্ত্রীক মাতার সেবায় নিযুক্ত থাকাকালে শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রবল ইচ্ছা হয় এবং শ্রীকাঞ্চিপুরীতে

শ্রীযাদবাচার্য্য নামক জনৈক বিখ্যাত অধ্যাপকের নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই কাঞ্চিপুরীর অপর নাম—কাঞ্জিভিরাম এবং সপ্ত-মোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতম, ভূতপুরীর নাতিদূরে অবস্থিত। এই নগর মাদ্রাজের পশ্চিমে দ্বাদশ ক্রোশের মধ্যে; চোলরাজগণের রাজ্যকালে কাঞ্চিপুরী বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র, সরস্বতী সমর্চ্চনার পীঠ ও দাক্ষিণাত্যের শিরোভূষণ স্বরূপ ছিল।

লক্ষ্মণ দেশিক যখন কাঞ্চিতে যাদবাচার্য্যের নিকট যথারীতি গুরু-সেবার সহিত বেদান্তাধ্যয়ন করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন মন্ত্রশাস্ত্র-কুশল যাদব, ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্তা কাঞ্চিরাজকুমারীর প্রেতাপনোদনার্থ কাঞ্চি-পুরাধিপতি দ্বারা রাজগৃহে আহূত হন। যাদবাচার্য্য তাঁহার মন্ত্রশক্তি-দ্বারা রাজকুমারীর প্রেতাপনোদনে অসমর্থ হইলে ব্রহ্মরাক্ষস নানাপ্রকারে যাদবকে তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং যাদব পূর্ব্ব-জন্মে 'গোসাপ' ছিলেন, অজ্ঞাতসারে বৈষ্ণবের পাত্রাবশেষ ভক্ষণ ফলে বর্ত্তমান জন্মে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন—ইহা জানাইয়া তদন্তেবাসী শ্রীলক্ষ্মণ দেশিকের পাদোদক পাইলে সেই প্রেত রাজকুমারীর দেহ পরিত্যাগ করিবে, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। তদনুসারে সকলের একান্ত অনুরোধে শ্রীলক্ষ্মণ দেশিক রাজকন্যার দেহাশ্রিত ব্রহ্মরাক্ষসকে কৃপা করিলেন। এই ঘটনায় যাদবাচার্য্য ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে স্বীয় শিষ্য লক্ষ্মণ দেশিকের প্রতি মৎসর ও বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে শ্রীলক্ষ্মণ স্বীয় অধ্যাপকের অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতেছিলেন; এমন সময় যাদবাচার্য্যের জনৈক শিষ্য গুরু-সন্নিধানে আগমন করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদের—"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেব-

মক্ষিণী"—(১৬১৭) মন্ত্রাংশ হইতে 'কপ্যাসং' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে যাদবাচার্য্য শিষ্যকে তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্যানুসারে 'কপ্যাসং' শব্দে 'কপির আসন' অর্থাৎ বানরের পশ্চাদ্ভাগ বা অপানদেশ—এইরূপ অর্থ করেন। 'কপ্যাসং' শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা হইলে শ্রুতিমন্ত্রাংশের এইরূপ অর্থ হয়,—সেই হিরণ্ময়পুরুষের চক্ষুদ্বয় বানরের অপানদেশের ন্যায় রক্তিমপদ্মতুল্য। শ্রীলক্ষ্মণ দেশিক অধ্যাপকের এইরূপ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিশেষ ব্যথিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে আন্তরিক ব্যথার আতিশয্যসূচক ও হৃদয়-দুঃখানলের অভিব্যঞ্জক দুই একটি অত্যুষ্ণ অশ্রুবিন্দু শ্রীগুরু-সেবা-নিরত লক্ষ্মণের অজ্ঞাতসারে অধ্যাপকের অঙ্গেও পতিত হইল। অধ্যাপক যাদবাচার্য্য লক্ষ্মণকে হঠাৎ বিনা কারণে এইরূপ অশ্রুপূর্ণ লোচন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, লক্ষ্মণ বলিলেন যে, তিনি, 'কপ্যাসং' শ্রুতিমন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর নয়নদ্বয়ের রক্তিম-আভাকে বানরের অধোভাগের সহিত তুলনা করা অপরাধ-পরাকাষ্ঠার পরিচয়। যাদবাচার্য্য লক্ষ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন,—"মূঢ়, তুমি আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যায় দোষারোপ করিতেছ, তোমার এতবড় আস্পর্দ্ধা! শক্তি থাকে ত' দেখাও তুমি ইহা অপেক্ষা অন্য কি প্রকার উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা করিতে পার।" শ্রীলক্ষ্মণ তখন 'কপ্যাসং' শব্দে বানরের অপানমার্গ বা অধোভাগ এইরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া—"কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ=সূর্য্যঃ এবং 'অস্' ধাতু বিকশনার্থ সুতরাং 'আস্' শব্দে 'বিকশিত'; অতএব 'কপ্যাসং' শব্দের অর্থ সূর্য্য-

বিকশিত, 'কপ্যাসং' শব্দের এইরূপ অর্থ হইলে সমগ্র শ্রুতি-মন্ত্রাংশের অর্থ এইরূপ হয়,—'সেই আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুর চক্ষু দুইটি সূর্য্য বিকশিত পদ্মের ন্যায়।' যাদব, লক্ষ্মণের এইরূপ অর্থ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ইহা মুখ্যার্থ নহে, গৌণার্থ; কিন্তু অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিলেন, এই বালক সামান্য নহে; ভবিষ্যতে ইনি আচার্য্য শঙ্করের স্থাপিত মতের একজন বিশেষ শত্রু হইয়া দাঁড়াইবেন।

অন্য একদিন যাদবাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যপাদের ভাষ্যাবলম্বনে তৈত্তিরীয়োপনিষদের (আনন্দবল্লী ২) "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণ নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব স্থাপন করেন। এইরূপে যাদবাচার্য্য পুনঃ পুনঃ নিজ শিষ্যের নিকট অপদস্থ হইয়া এবং নিজ সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল বুঝিয়া লক্ষ্মণকে প্রাণে মারিবার জন্য ত্রিবেণী স্নান উপলক্ষ্য করিয়া বিন্ধ্যাগিরি সন্নিকটে হিংস্রজন্তুসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যপথে লইয়া আসিবার সময় যাদবের শিষ্য ও লক্ষ্মণের মাতৃষসা তনয় গোবিন্দ যাদবের এই দুষ্ট অভিসন্ধির কথা অতি গোপনে বলিয়া প্রাণরক্ষার্থ পলায়নের পরামর্শ দিলেন। লক্ষ্মণ তদনুযায়ী অন্য পথ অবলম্বন করিয়া দ্রুতপথে গমন করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইলেন। ঐ সময় অতিবৃষ্টি হেতু যাদব তাঁহার অন্য সহযাত্রী-সহ খুবই কষ্ট পাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে গোবিন্দকে একাকী আসিতে দেখিয়া যাদব লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, গোবিন্দ বলিলেন যে, লক্ষ্মণ ত' আমার আগেই চলিয়া আসিয়াছে। এদিকে লক্ষ্মণকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া না পাইয়া যাদব লক্ষ্মণের অবশ্যই কোন না-

কোন ভাবে মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরমকরুণাময় শ্রীভগবানের দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষিত শ্রীলক্ষ্মণ নিজ ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন।

এইরূপে শ্রীলক্ষ্মণ (দেশিক) বৃক্ষমূলাশ্রয় করিয়া কাতর ভাবে শ্রীভগবানের স্মরণ করিতে থাকিলে কিছুক্ষণ মধ্যে এক ব্যাধ-দম্পতির দর্শন পাইলেন; এই ব্যাধ-দম্পতিকে সহযাত্রী জানিয়া তাঁহাদের সহিত চলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা সমাগমে তাঁহারা কোন একবৃক্ষ আশ্রয় পূর্ব্বক বিশ্রাম গ্রহণ করিবার সময় ব্যাধপত্নী পিপাসাতুরা হইয়া পানীয় জল প্রার্থনা করিলেন। তখন শ্রীলক্ষ্মণ জল আনয়ন জন্য উদ্যত হইলে ব্যাধ তাঁহাকে রাত্রিকালে বনমধ্যে নানা প্রকার ভয়ের আশঙ্কায় কিছুতেই যাইতে দিলেন না এবং রাত্রি প্রভাত হইলে জল আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। প্রভাতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মণ অতি ব্যস্ততার সহিত তিনবার কুণ্ড হইতে অঞ্জলি দ্বারা জল আনিয়া দিলে সেই জল পানে ব্যাধপত্নী পরিতৃপ্ত হইলেন। চতুর্থবার লক্ষ্মণ জল আনিয়া দেখেন সেই ব্যাধ-দম্পতী তথায় নাই এবং দিবালোকে সন্নিকটে লোকালয় দেখিতে পাইলেন। তথায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার অভীষ্ট কাঞ্চিপুরীতেই উপস্থিত হইয়াছেন। সমস্ত বিবরণ কাঞ্চিপূর্ণকে নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণই ব্যাধ-দম্পতিরূপে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং তিন অঞ্জলি জল গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। কাঞ্চিপূর্ণ প্রতিদিন লক্ষ্মণকে ঐ কুণ্ড হইতে জল আনয়ন করিয়া বরদরাজের সেবা করিবার উপদেশ দিলেন।

এদিকে যাদবাচার্য্য শিষ্যগণ সহিত কাঞ্চিপুরীতে আসিয়া তথায় লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বাহিরে আনন্দের ভাব প্রকাশ করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট অধ্যয়নের প্রস্তাব করিলে লক্ষ্মণ সম্মত হইবার অভিনয় প্রদর্শন করিলেন। ক্রমে লক্ষ্মণের অলৌকিক প্রভাবের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে থাকিলে শ্রীরঙ্গমে দিব্যসূরি শ্রীযামুনাচার্য্যও শ্রীলক্ষ্মণ দেশিককেই ভবিষ্যৎ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংরক্ষকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। অল্প দিন মধ্যে বরদরাজ-দর্শন মানসে কাঞ্চিপুরীতে আগমন করিয়া যামুনাচার্য্য, যাদবাচার্য্যের সহিত লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন। লক্ষ্মণকে নিজমতে আনিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া নিজ শিষ্য পূর্ণাচার্য্যকে শ্রীবরদরাজের নিকট স্বরচিত 'স্তোত্ররত্ন' পাঠ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। সেই 'স্তোত্ররত্ন' শ্রবণ করিয়া শ্রীযামুনমুনির দর্শনের জন্য লক্ষ্মণ ব্যাকুল হইলে পূর্ণাচার্য্য তাঁহাকে লইয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে রওনা হইলেন। পথি-মধ্যে শ্রীযামুনাচার্য্যের অপ্রকট লীলার কথা শ্রবণ করিয়া উভয়েই বিরহ-বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং শীঘ্রই শ্রীযামুন-কলেবর-দর্শন লাভের জন্য তথায় গিয়া দেখিলেন,—আচার্য্য-পাদের দক্ষিণ হস্তের তিনটী অঙ্গুলী সঙ্কুচিত অবস্থায় আছেন। তখন লক্ষ্মণ বিদ্বৎ প্রতীতি দ্বারা বুঝিলেন, এই মহাত্মার নিশ্চয়ই জগন্মঙ্গলকর কোনও তিনটী অভিপ্রায় অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। অনুসন্ধানে সেই তিনটী অভিপ্রায় জানিয়া ক্রমান্বয়ে লক্ষ্মণ সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে প্রথম প্রতিজ্ঞা করিলেন, (১) * "আমি শ্রীবৈষ্ণবমতে অবস্থিত হইয়া অজ্ঞান-

* 'প্রপন্নামৃতম্', ৯ম অঃ ৬৮-৭৫ শ্লোক; বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই সং ১৮২৯ শকাঃ।

মোহিত জীবদিগকে পঞ্চ-সংস্কার সম্পন্ন, দ্রাবিড় আম্নায়ে পারদর্শী ও সর্ব্বদা প্রপত্তিধর্ম্মে নিরত করাইব।” দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা করিলেন, (২) “জগজ্জীবের কল্যাণার্থ আমি পরমতত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক বেদান্তসূত্রের শ্রীভাষ্য রচনা করিব।” তৃতীয় প্রতিজ্ঞা করিলেন, (৩) “পরাশরঋষি জীব ও ঈশ্বরাদির স্বভাব, উপায় প্রভৃতি প্রকাশ পূর্ব্বক যে পুরাণরত্ন (শ্রীবিষ্ণুপুরাণ) রচনা করিয়াছেন, আমি তাহার অভিধান নির্ম্মাণ করিব।” তখন ক্রমাগত পরপর তিনটী অঙ্গুলিই স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল। দর্শকগণ লক্ষ্মণের এই অলৌকিক শক্তি দর্শনে পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহাকেই সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র সংরক্ষক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

লক্ষ্মণ কাঞ্চিপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যামুন-শিষ্য কাঞ্চিপূর্ণের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইলেন। অতি শৈশব হইতেই বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে লক্ষ্মণের অলৌকিক বুদ্ধি থাকায় শূদ্র কুলোদ্ভব পরম ভাগবত বৈষ্ণবপ্রবর কাঞ্চিপূর্ণের নিকটই দীক্ষা গ্রহণের একান্ত আশায় কৌশলে নিজগৃহে কাঞ্চিপূর্ণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। বৈষ্ণববর কাঞ্চিপূর্ণও স্মার্ত্তবিচারযুক্তা লক্ষ্মণ পত্নীর সাহায্যে দীক্ষাদানরূপ কার্য্য হইতে অব্যহতি লাভ করিলেন। কাঞ্চিপূর্ণের দ্বারা বঞ্চিত হইয়া লক্ষ্মণ দীক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে কাঞ্চিপূর্ণকেই জিজ্ঞাসা করায় কাঞ্চিপূর্ণ বলিলেন, শ্রীবরদরাজের যাহা আজ্ঞা হইবে, তাহাই হইবে। স্বপ্নযোগে শ্রীবরদরাজের আজ্ঞা পাইয়া লক্ষ্মণকে কাঞ্চিপূর্ণ জানাইলেন যে,—“**শ্রীমহাপূর্ণ ই লক্ষ্মণের গুরু হইবার যোগ্য**।” এই উপদেশ পাইয়া লক্ষ্মণ দ্বিতীয়বার শ্রীরঙ্গমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যেই মথুরার

নিকট অগ্রহার গ্রামে মহাপূর্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে লক্ষ্মণ বিনীত ভাবে সকল কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীপূর্ণাচার্য্য যথাবিধি পঞ্চসংস্কার করিয়া লক্ষ্মণকে দীক্ষা প্রদান করিলেন এবং নিজে সপরিবারে কাঞ্চিপুরীতে বাস করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণপত্নী পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-স্বভাববিশিষ্টা ছিলেন। একদিন লক্ষ্মণপত্নী কূপ হইতে জল তুলিবার সময় শ্রীপূর্ণাচার্য্যের ভার্য্যার রজ্জু হইতে একবিন্দু জল লক্ষ্মণবনিতার কুম্ভে পতিত হয়, তাহাতে লক্ষ্মণভার্য্যা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া গুরুভার্য্যার প্রতি মর্ম্মন্তুদ রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিলে পূর্ণাচার্য্য তাঁহার সহধর্ম্মিনীর মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিলেন এবং ভবিষ্যতে কোনও দিন যাহাতে এইরূপ আচরণ সহ্য করিতে না হয় তজ্জন্য লক্ষ্মণের অজ্ঞাতসারে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মণ শ্রীগুরুদেবের এইরূপ হঠাৎ গমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধানে সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিলেন এবং চিরদিনের জন্য গুরুবৈষ্ণব বিদ্বেষিনী পত্নীর দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পরই একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় লক্ষ্মণ পত্নীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া লক্ষ্মণের নিকট দুঃখ জ্ঞাপন করিলে লক্ষ্মণ যারপর নাই মর্ম্মাহত হইয়া সেই ব্রাহ্মণকে শিখাইয়া দিলেন যে,—“আপনি গিয়া আমার স্ত্রীকে বলুন,—আমি আপনার পিতার বাড়ী হইতে আপনার ভাইয়ের বিবাহোপলক্ষে আপনাকে লইতে আসিয়াছি—।” ব্রাহ্মণ পুনরায় গিয়া সেই কথা বলায় লক্ষ্মণপত্নী ব্রাহ্মণকে যারপর নাই আদর আপ্যায়িত করিয়া ভোজনাদি দ্বারা সৎকার করিলেন এবং স্বামীর নিকটে অতি হর্ষভরে পিত্রালয়ে নিজভ্রাতার বিবাহোপলক্ষে যাইবার অনুমতি

প্রার্থনা করিলেন ; লক্ষ্মণও প্রভুর অপার কৃপা জানিয়া স্ত্রীকে সমস্ত বস্ত্র অলঙ্কারাদি সহ যাইবার জন্য অনুমতি দিলেন। লক্ষ্মণের বঞ্চনার কথা বুঝিতে না পারিয়া তাহার স্ত্রী জামাম্বা ঐ ব্রাহ্মণের সহিত আনন্দভরে পিতৃগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মণ এই শুভ সময়ে শ্রীবরদরাজের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিলেন—"হে প্রভো ! অদ্য হইতে আমি সম্পূর্ণভাবে তোমারই হইলাম, আমায় গ্রহণ করিয়া কৃপা করুন।" অনন্তর সন্ন্যাসের উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া বরদরাজের ইচ্ছাক্রমে অনন্ত সরোবরের তটে শ্রীযামুনাচার্য্যকে স্মরণ পূর্ব্বক **ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ** করিলেন।

শ্রীবরদরাজের ইচ্ছাতেই শ্রীলক্ষ্মণের সন্ন্যাসনাম **শ্রীরামানুজ** হয়। সর্ব্বপ্রথম শ্রীরামানুজের ভাগিনেয় 'দাশরথি' তৎপরে কূরেশ ও যাদব-প্রকাশের জননী শ্রীরামানুজ-যতীন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তৎপরে শ্রীযাদবপ্রকাশও শ্রীরামানুজের নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ও ত্রিদণ্ড-বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'গোবিন্দদাস' নামে খ্যাত হন। শ্রীকাঞ্চীপূর্ণ, শ্রীমহাপূর্ণ, শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণ, শ্রীমালাধর ও শ্রীবররঙ্গ এই পাঁচ জন শ্রীযামুনাচার্য্যের অন্তরঙ্গ শিষ্যকে শিক্ষা গুরুরূপে বরণ করিয়া শ্রীরামানুজাচার্য্য স্বয়ং শ্রীযামুনাচার্য্যের দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে লোকমঙ্গল বিধান করেন। শ্রীরামানুজের যশঃ সৌরভ সহ্য করিতে না পারিয়া কতিপয় খলপ্রকৃতির ব্যক্তি শ্রীরামানুজের প্রাণ সংহারের জন্য নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করে। খাদ্যের সঙ্গে ও স্নান জলের সহিত বিষ প্রয়োগ করিয়াও শ্রীরামানুজের শত্রুগণ কিছুই করিতে পারিল না। কূরেশের অপর নাম—শ্রীকূরনাথ। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের শ্রীকূরনাথ

বা কূরেশকে 'রামাংশ' ও দাশরথিকে 'ভরতাংশ' বলিয়া বিচার করা হয়। রামানুজের মাতৃস্বসা তনয় গোবিন্দকে যামুন-শিষ্য শ্রীশৈলপূর্ণের দ্বারা উদ্ধার করিয়া রামানুজ বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

শ্রীরামানুজ এই সময়ে শ্রীযামুনাচার্য্য ও পূর্ব্ব গুরূপদিষ্ট শাস্ত্র-সমূহ সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়া শ্রীমহাপূর্ণের নিকট হইতে ন্যাসতত্ত্ব, পুরুষ-নির্ণয়, গীতার্থ-সংগ্রহ, ব্যাস-সূত্র, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ প্রাপ্ত হন। শ্রীমহাপূর্ণের ইচ্ছাক্রমে শ্রীরামানুজ পুণ্ডরীকাক্ষকে (শ্রীমহাপূর্ণ তনয়) শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন।

শ্রীমহাপূর্ণের নিকট শ্রীরামানুজ অবগত হইয়াছিলেন যে,—শ্রীযামুনাচার্য্যের একজন শিষ্য শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণ গোষ্ঠীপুর গ্রামে অবস্থান করেন। তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্ররহস্য ও তত্ত্ববিচার শ্রবণ করা আবশ্যক। শ্রীরামানুজ শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণের নিকট অষ্টাদশ বার প্রত্যাখ্যাত হইয়া তৎপরে মন্ত্রের রহস্য প্রাপ্ত হন। শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণ এই মন্ত্র রহস্য কাহার নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন ; কিন্তু শ্রীরামানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়াই সেই মন্ত্ররহস্য প্রকাশ পূর্ব্বক চতুঃসপ্ততি (৭৪) সংখ্যক শিষ্যকে একসঙ্গে (সমাবেশ পূর্ব্বক) উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সকলকে দীক্ষা দান করেন। শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামানুজের অবশ্যম্ভাবী নরকগমনের কথা জানাইলেন। তদুত্তরে শ্রীরামানুজ বলিলেন,—প্রভো, জগতের কল্যাণের জন্য যদি আমার মত ঘৃণিত একব্যক্তির নরকগমন হয়, তাহা কতবড় সুন্দর কথা। তখন শ্রীরামানুজের এইরূপ মহৎ হৃদয়ের কথা জানিয়া গোষ্ঠীপূর্ণ নিজ প্রিয়পুত্র সৌম্যনারায়ণকে শ্রীরামানুজের নিকট দীক্ষিত করাইলেন।

'যজ্ঞমূর্ত্তি' নামক একজন মায়াবাদী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এবং সন্ন্যাসীকে আচার্য্য শ্রীরামানুজ শ্রীযামুনাচার্য্য প্রণীত 'সিদ্ধিত্রয়ের' যুক্তি অবলম্বন করিয়া নিরস্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে সেই সন্ন্যাসী পঞ্চসংস্কার গ্রহণ করিয়া ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি 'দেবরাট্' বা 'দেবমন্নাথ' নামে পরিচিত হয়েন।

কিছুকাল পরে শ্রীরামানুজ শিষ্যগণ সহিত 'শ্রীশৈল' বা তিরুপতি স্থান দর্শনের জন্য গমনের পথে 'অষ্টসহস্র' নামক গ্রামে বরদাচার্য্য ও যজ্ঞেশ নামক শিষ্যদ্বয়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। শ্রীবরদাচার্য্যের সাধ্বী পত্নীর কৃপায় এক ধনাঢ্য বণিকের দুর্বুদ্ধি বিদূরিত হয় ও শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীচরণ আশ্রয় লাভ হয়। শ্রীরামানুজ শ্রীশৈলের উপর আরোহণ না করিয়া নিম্নদেশ হইতেই ভূবৈকুণ্ঠ শ্রীশৈল দর্শন করিলেন। সেই দেশীয় রাজা বিঠ্ঠল রাও শ্রীরামানুজের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া শ্রীগুরুদক্ষিণা স্বরূপ 'ইল্‌মণ্ডীয়' নামক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রদান করেন; শ্রীরামানুজ সেই ভূভাগ বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে দান করেন। শ্রীরামানুজ ঘটিকাচলে গমন করিয়া নৃসিংহদেবদর্শন, পক্ষীতীর্থে গমন করিয়া স্নান-দর্শনাদি করতঃ কাঞ্চিপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছু-কাল পরে শ্রীগোবিন্দ শ্রীরামানুজাচার্য্যের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

এক্ষণে শ্রীরামানুজ শ্রীযামুনাচার্য্যের নিকট পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া শ্রীভাষ্য রচনার সঙ্কল্প করেন এবং পূর্ব্বাচার্য্য বোধায়নের বৃত্তির অনুসরণে 'শ্রীভাষ্য' প্রণয়নের অভিলাষী হইয়া কাশ্মীর প্রদেশান্তর্গত সারদাপীঠ বৃজব্রো) হইতে উক্ত বৃত্তিরাজ আনিবার জন্য

নিজ শিষ্য কূরেশের সহিত স্বয়ং তথায় গমন করেন। কেবলাদ্বৈতবাদি-গণের দ্বারা এই গ্রন্থটী সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ ছিল; কারণ, এই গ্রন্থের প্রচার হইলে কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মত ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে আশঙ্কায়। শ্রীরামানুজ সারদাপীঠে গমন করিয়া 'বোধায়নবৃত্তি' দর্শন করিতে চাহিলে অদ্বৈতবাদিগণ গ্রন্থের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া শ্রীরামানুজ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের নিকট কাতরভাবে নিজ মনোবার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। রাত্রিকালে শ্রীসারদাদেবী স্বয়ং শ্রীরামানুজের হস্তে উক্ত গ্রন্থখানি প্রদান করেন। গ্রন্থ শিরে ধারণ করিয়া শ্রীরামানুজ সত্বর সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। অদ্বৈতবাদিগণ 'বোধায়ন-বৃত্তিটী' দেখিতে না পাইয়া ইহা শ্রীরামানুজের কীর্ত্তি মনে করিয়া তাহা উদ্ধারের জন্য বলবান্ লোক নিযুক্ত করিলেন। সেই লোকেরা একমাস কাল দ্রুতবেগে গমন করিয়া কূরেশের সহিত শ্রীরামানুজকে দেখিতে পাইলেন এবং গ্রন্থখানি কাড়িয়া লইয়া গেলেন। শ্রীরামানুজ অত্যন্ত হতাশ হইলে প্রিয় শিষ্য কূরেশ শ্রীগুরুদেবকে আশ্বস্ত করিলেন এবং বলিলেন পথিমধ্যে একমাস কালে সমস্ত বৃত্তিটী তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। পাঁচ ছয় দিবস মধ্যে তাহা লিখিয়া দিলেন। শিষ্য কূরেশের এই অদ্ভুত সেবাবৃত্তি দেখিয়া শ্রীরামানুজ নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীভাষ্য রচনাকালে কূরেশকেই লিখক করিয়া সঙ্গে রাখিলেন। শ্রীভাষ্য রচনার পর আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং শিষ্যগণ সহ দিগ্বিজয়ার্থে বহির্গত হন।

কাঞ্চিপুরী হইতে শ্রীবরদরাজের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক কুম্ভকোণম্, পাণ্ড্যদেশের রাজধানী মাদুরা, কুরুকাপুরী, কুরঙ্গনগরী, কেরল বা মালা-

বার, রাজধানী তিরুঅনন্তপুরম্ বা ত্রিভান্দ্রম্, ক্রমে উত্তর দিকে দ্বারাবতী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, পুষ্কর, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা, প্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ, মগধগয়া প্রভৃতি স্থানে পর্য্যটন করেন। শ্রীরামানুজ দ্বিতীয়বার কাশ্মীরস্থ সারদাপীঠে উপনীত হন; শ্রীসারদা-দেবী তাঁহাকে 'ভাষ্যকার' আখ্যা দেন। কাশ্মীরী কেবলাদ্বৈতপণ্ডিতগণ শ্রীরামানুজকে বহুভাবে উৎপীড়ন করে। শ্রীরামানুজ বারাণসী ক্ষেত্র হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আগমন করতঃ পঞ্চরাত্র-মত প্রচার করেন। কূর্ম্মক্ষেত্র, সিংহাচল ও গারুড়পর্ব্বতস্থিত অহোবল মন্দিরে উপস্থিত হইয়া পঞ্চরাত্র বিধানমতে নৃসিংহ মূর্ত্তির পূজা প্রবর্ত্তন এবং তথায় এক মঠ নির্ম্মাণ করিয়া **বিশিষ্টাদ্বৈতমতবাদ** প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। বেঙ্কটাচল বা তিরুপতিতে আগমন করিয়া শৈব ও বৈষ্ণবের মধ্যে ঝগড়া প্রশমন করতঃ উক্ত বিগ্রহকে বিষ্ণুবিগ্রহ নিরূপণান্তে সকলকে বিষ্ণুপূজায় নিযুক্ত করেন। কাঞ্চিপুরীতে পুনরাগমন করিয়া নাথমুনির প্রকট ভূমি বীরনারায়ণপুর দর্শনানন্তর শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হন। এই সময় শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া শ্রীরঙ্গম সমস্ত ভারতের নিকট সনাতন-ধর্ম্ম-শিক্ষার কেন্দ্রস্থলরূপে শোভা পাইতে লাগিল। যতিরাজ কূরেশের দুই পুত্র ও গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রের ক্রমে পরাশর, বেদব্যাস ও পরাঙ্কুশ নামকরণ হইল এবং তাঁহারা অঙ্গে বিষ্ণু চিহ্ন ধারণ করিলেন। শূদ্রকুলোদ্ভূত এক দুর্দ্দান্ত মল্লবীর রামানুজের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। তাঁহার নাম ধনুর্দ্দাস। শ্রীমহাপূর্ণ স্বয়ং 'মারণেরি নম্বি' নামক যামুনাচার্য্যের শূদ্রকুলোদ্ভূত এক শিষ্যের ব্রাহ্মণোচিত সৎকার

করায় স্মার্ত্ত সমাজ খুবই উত্তেজিত হইয়াছিলেন। "বৈষ্ণব কোনও জাতি কুলের অধীন নহে" শ্রীরামচন্দ্র তির্য্যগ্ যোনিজ জটায়ুর সংস্কার করিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির বিদুরের পূজা করিয়াছেন, এই সমস্ত শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা শ্রীরামানুজ স্মার্ত্তমত খণ্ডবিখণ্ড করেন।

শ্রীরামানুজের এতাদৃশ প্রভাব দেখিয়া স্মার্ত্তধর্ম্মাবলম্বী শৈব চোলরাজ্যাধিপতি 'কৃমিকণ্ঠ' * শ্রীরামানুজকে ধরিয়া আনিয়া অত্যাচার করিবেন এই অসদভিপ্রায়ে দুষ্ট চর পাঠান।

রামানুজের প্রিয়শিষ্য কূরেশ এই অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া নিজেই চোলরাজ সভায় গেলেন এবং নিজেকে রামানুজ বলিয়া পরিচয় দিলেন। নানারূপ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, যুক্তিতর্ক, শাসন-ভয়ের দ্বারাও কূরেশ যখন কিছুতেই স্মার্ত্ত শৈবমত গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না; তখন নৃশংস রাজা কূরেশের চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করাইলেন। কূরেশ এক ভিক্ষুকের সাহায্যে শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসেন। কিছুদিন পর কৃমিকণ্ঠ আরও উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তগুনুরের জৈন ধর্ম্মাবলম্বী রাজা বল্লাল রাও শ্রীরামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া 'বিষ্ণুবর্দ্ধন' নাম গ্রহণ করেন। বহু বৌদ্ধও বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন। শ্রীরামানুজ-পাদ যাদবাদ্রিতে শ্রীযাদবাদ্রিপতি বিষ্ণুবিগ্রহের লুপ্তসেবা উদ্ধার করিয়া পঞ্চরাত্রমতে সেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন। 'চেনগামী' নামক স্থানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বীয় মত প্রচার করেন। শ্রীবরদরাজের

---

* বৈষ্ণবাপরাধী চোলরাজের কণ্ঠে এক ক্ষত হয়, তাহাতে কৃমি জন্মে। এই জন্য বৈষ্ণবসমাজ তাঁহার নাম রাখেন—'কৃমিকণ্ঠ'।

কৃপায় শ্রীকূরেশের দিব্য চক্ষুলাভ হয়। আচার্য্য শ্রীরামানুজপাদ শেষ ষষ্টিবৎসর শ্রীরঙ্গমে বাস করিয়া নিজে ও শিষ্যগণের দ্বারা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করেন। শিষ্যগণের একান্ত প্রার্থনায় শ্রীরামানুজ তাঁহার প্রকটকালেই তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন। আচার্য্যপাদ স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চ ত্যাগ করিবার কালে শিষ্যগণকে নানাপ্রকার সারগর্ভ উপদেশ করেন। তদনুযায়ী শিষ্যগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে রত হইলেন। আচার্য্য শ্রীরামানুজপাদ ১০৫৯ শকাব্দের ১১৩৭ খৃঃ মাঘী শুক্লাদশমী শনিবার মধ্যাহ্নকালে বৈকুণ্ঠ-বিজয় করেন। শ্রীরামানুজের বেদান্তসিদ্ধান্ত 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নামে খ্যাত। এই মতের (১) বড়গলে (২) তিঙ্গলে এই দুইটি শাখা। বরবরমুনির সময় হইতে শ্রীসম্প্রদায়ে এই বিভাগ হয়।

বরবরমুনি তেঙ্গলই আচার্য্য ছিলেন। 'পড়নড়ই বিলক্কম্' নামক তামিল গ্রন্থে এই দুই সম্প্রদায়ের মত বিষয়ে আলোচনা দৃষ্ট হয়। বিচার ও তিলক ধারণাদি-আচার ভেদের দ্বারা তেঙ্গলই ও বড়গলই সম্প্রদায়ের পার্থক্য স্থাপিত হইয়াছে *। শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্করণ 'বৈষ্ণব-মতাব্জভাস্করঃ' গ্রন্থের ৬০-৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

* এই সম্প্রদায়ের তিলকের আকার দেখিতে (ওঁ) ওঙ্কারের মত। সাধারণতঃ বড়গলে শাখার বৈষ্ণব উত্তর ভারতে (Northern India), তাঁহাদের তিলকের নাসামূলস্থ চিহ্ন অতি সামান্য। তেঙ্গলে শাখার বৈষ্ণব দক্ষিণ ভারতে (Southern India), তাঁহাদের তিলকের নাসামূলস্থ চিহ্ন সম্পূর্ণ; এইটকু পার্থক্য মাত্র। কিন্তু উভয় শাখার সিদ্ধান্ত প্রায় একই প্রকার। এই সম্প্রদায়-ভুক্ত বৈষ্ণবদের সাধারণতঃ 'আচার্য্য', 'স্বামী', 'আয়েঙ্গার', ইত্যাদি উপাধি হইয়া থাকে। যেমন—শ্রীরাজগোপাল আচারী, আচার্য্য শ্রীজামাই স্বামী, শ্রী সি. পি. রামস্বামী আইয়ার, শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি আয়েঙ্গার ইত্যাদি। বৈষ্ণবমতাব্জ ভাস্কর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ৬০-৬১ পৃঃ।

শ্রীরামানুজের গুরুপরম্পরা—(১) বিষ্ণু, (২) পোইহে, (৩) পূদত্ত, (৪) পেআলোয়ার, (৫) তিরুমড়িশ, (৬) শঠারি, (৭) মধুর কবি, (৮) কুলশেখর, (৯) পেরিয়া আলোয়ার, (১০) ভক্তপদরেণু, (১১) তুরুপ্পান, (১২) তিরুমঙ্গই, (১৩) শ্রীনাথমুনি, (১৪) ঈশ্বরমুনি, (১৫) যামুনমুনি, (১৬) মাহাপূর্ণ, (১৭) রামানুজাচার্য্য।*

অন্য মতে গুরুপরম্পরা—(১) বিষ্ণু, (২) লক্ষ্মী, (৩) সেনেশ, (৪) শঠকোপ, (৫) নাথযোগী, (৬) পুণ্ডরীকাক্ষ, (৭) রামমিশ্র, (৮) (নাথমুনি নিজ সহধর্ম্মিণী, পুত্র ঈশ্বরমুনি ও পুত্রবধূসহ তীর্থ ভ্রমণকালে শ্রীবৃন্দাবনে যমুনাকূলে পুত্রবধূর গর্ভসঞ্চার হয়; সেই গর্ভজাত পুত্রের নামই)—**যামুনাচার্য্য**। (৯) মহাপূর্ণ, (১০) রামানুজাচার্য্য। †

শ্রীরামানুজ নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন,—(১) শ্রীভাষ্য (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য), (২) বেদান্তদীপ (ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি), (৩) বেদান্তসার (ব্রহ্মসূত্রটীকা), (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভাষ্য; (৫) বেদার্থসার-সংগ্রহ, (৬) গদ্যত্রয় অর্থাৎ বৈকুণ্ঠগদ্য, শরণাগতি গদ্য, শ্রীরঙ্গগদ্য; (৭) নিত্য গ্রন্থ (শ্রীনারায়ণ-পূজা)। এতদ্ব্যতীত—বেদান্ততত্ত্বসার, বিষ্ণুসহস্র-নামভাষ্য, বিষ্ণুবিগ্রহ-শংসনস্তোত্র, ঈশ-প্রশ্ন-মুণ্ডক-শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-ভাষ্য, কূটসংদোহ, দিব্যসূরি-প্রভাব-দীপিকা প্রভৃতি। শ্রীভাষ্য (১।১।১-১১২ অনু) নির্বিশেষবস্ত্বৈক্যবাদ, ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ, স্বাভাবিক

* শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের 'গুরুপরম্পরা-প্রভাবম্' এর মতে।

† 'The Life & Teachings of Sri Ramanujacharya' by C. R. Srinivasa Aiyengar, Published by R. Venkateswar & Co. Madras. 1909., Chap **XXV**, P. 316.

ভেদাভেদবাদ ও কেবল ভেদবাদ খণ্ডন করিয়া স্বীয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। 'শ্রীবচনভূষণ' নামক গ্রন্থখানিও এই সম্প্রদায়ের।

বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ে বৈদিক ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসগ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। ইঁহারা শিখাসূত্রাদি পরিত্যাগ করেন না। শ্রীরামানুজ-প্রোক্ত পুরাণবাক্য,—

"উপবীতং ত্রিদণ্ডঞ্চ পাত্রং জলপবিত্রকম্।
কৌপীনং কটিসূত্রঞ্চ ন ত্যাজ্যং যাবদায়ুষম্॥"

শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের ১০৮ তীর্থ 'অষ্টোত্তর শত বিষ্ণুস্থান' নামে খ্যাত। উপাসনা পঞ্চবিধ,—

(১) অভিগমন (দেবতাস্থানে গমন; মার্গাদি সম্মার্জ্জন-লেপনাদি), (২) উপাদান (গন্ধ-পুষ্পাদি পূজা-সাধন সম্পাদন), (৩) ইজ্যা (বিষ্ণুপূজা), (৪) স্বাধ্যায় (অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বকমন্ত্রজপ, বৈষ্ণবসূক্ত-স্তোত্রাদি-পাঠ, নামসংকীর্ত্তন, তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাস), (৫) শ্রীভগবদনুসন্ধান।

এই সম্প্রদায়ে (১) পরাশর নন্দন ব্যাস, (২) বোধায়ন, (৩) গুহদেব, (৪) ভারুচি, (৫) ব্রহ্মানন্দী, (৬) দ্রমিড়াচার্য্য, (৭) পরাঙ্কুশ নাথ, (৮) যামুনাচার্য্য, (৯) শ্রীরামানুজ যথাক্রমে বিশিষ্টাদ্বৈতমত প্রচার করেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-সংক্ষেপ

আচার্য্য শ্রীরামানুজ 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' প্রচার করেন। শ্রীসম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে, অনাদিকাল হইতেই এই বিশিষ্টাদ্বৈতমত জগতে সজ্জনগণের হৃদয়ে প্রকাশিত ছিল। তাঁহারা বলেন, শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র অবতারণা করিয়া জগতে বিশিষ্টাদ্বৈত-মতবাদ প্রচার করেন। কালক্রমে ব্রহ্মসূত্রের বিশদ্‌ভাষ্যের প্রয়োজন হইলে মহর্ষি বোধায়ন বিশিষ্টাদ্বৈত মত পোষণ করিয়া জগতে সূত্রভাষ্য প্রচার করেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ যে সময় বৌদ্ধ বিশ্বাসে সন্তাড়িত হইয়া কেবলাদ্বৈত মত প্রচার করেন, সেই সময় বোধায়ন বৃত্তিটি জগত হইতে লোপ করিবার চেষ্টা করেন। শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ এই নির্ব্বিশেষবাদিগণকে নিরস্ত করিবার সঙ্কল্পে 'আত্মসিদ্ধি', 'সম্বিৎসিদ্ধি', 'স্বপ্রকাশ-সিদ্ধি' নামক গ্রন্থত্রয় রচনা করেন। বোধায়ন-মত লুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তন্মতাবলম্বী শ্রীদ্রমিড়াচার্য্য, শ্রীটঙ্কাচার্য্যপাদ কর্ত্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈত-মত পুষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত গুহদেব, ভারুচি প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ কয়েকখানি বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া ঐ মতের পোষকতা করেন। অতএব বিশিষ্টাদ্বৈত মতটি যে শ্রীরামানুজের সময় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে তাহা নহে। শ্রীরামানুজের 'শ্রীভাষ্য' 'শ্রুতপ্রকাশিকা' নাম্নী টীকা আলোচনায়ও উপরি উক্ত সত্যের আভাস পাওয়া যায়। আচার্য্য শ্রীরামানুজ শ্রীভাষ্যের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন,—"ভগবদ্‌বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ। তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি

ব্যাখ্যাস্তে ॥"—অর্থাৎ ভগবান্ বোধায়ন ব্রহ্মসূত্রের যে একটি বিস্তীর্ণা বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন, দ্রমিড়াদি পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহারই সংক্ষেপ করেন। আমি তন্মতানুসারে ব্রহ্মসূত্রের অক্ষর সমূহের ব্যাখ্যা করিব। তবে একথা অতি সত্য যে, বৌদ্ধ ও কেবলাদ্বৈতবাদ (প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ) হইতে উদ্ধার করিয়া সঙ্কর্ষণ শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ অনাদি বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুসন্ধান নূতন ভাবে জীবজগতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যাথাত্ম্য জ্ঞান-পূর্ব্বক (সম্বন্ধ জ্ঞান) শুদ্ধবর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া প্রীতিসহকারে শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীচরণযুগল ধ্যানার্চ্চন প্রণামাদিই **অভিধেয়** এবং তৎপদ প্রাপ্তিই—**প্রয়োজন**। শ্রীরামানুজকৃত 'বেদার্থসংগ্রহে'—"জীবপরমাত্ম-যাথাত্ম্যজ্ঞান-পূর্ব্বক-বর্ণাশ্রমধর্ম্মেতি-কর্ত্তব্যতাক-পরমপুরুষ-চরণ-যুগল-ধ্যানার্চ্চন-প্রণামাদি-রত্যর্থপ্রিয়-স্তৎপ্রাপ্তিঃ ফলম্ ॥"

বিশিষ্টাদ্বৈত-সিদ্ধান্তে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই ত্রিবিধ তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। চিৎশব্দে—জীবাত্মা, অচিৎশব্দে—জড় ও ঈশ্বর শব্দে—চিৎ-অচিতের নিয়ামক পুরুষোত্তম শ্রীনারায়ণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

শ্রীরামানুজের মতে ব্রহ্ম সর্ব্বোচ্চ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বা সত্য বস্তু, কিন্তু ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব নহেন, কারণ জীব এবং জগৎও ব্রহ্মেরই ন্যায় সত্য। এস্থলে 'সর্ব্বোচ্চ' বা 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি—এবিষয়ে কিছু আলোচনা করা হইতেছে। সাধারণতঃ, 'সর্ব্বোচ্চ' 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' প্রভৃতি শব্দ ক্রমবর্দ্ধিত পরিমাণসূচক। যথা—উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম বা সর্ব্বোচ্চ। চন্দ্রনাথ পর্ব্বত উচ্চ, বিন্ধ্য পর্ব্বত উচ্চতর, হিমালয় পর্ব্বত উচ্চতম। এস্থলে উচ্চতা রূপ ধর্ম্মটী তিনটি

পর্ব্বতেই বর্ত্তমান, কিন্তু সমপরিমাণে নহে। চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের উচ্চতা যে পরিমাণ, বিন্ধ্যপর্ব্বতে উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে, এবং হিমালয় পর্ব্বতে আরও অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। সুতরাং উচ্চতার দিক হইতে এই তিনটি পর্ব্বতের মধ্যে গুণগত ভেদ নাই, যে হেতু একই ধর্ম্ম 'উচ্চতা' তিনটিতেই বিদ্যমান, কিন্তু পরিমাণগত ভেদ আছে; যেহেতু কেহ অল্প উচ্চ, কেহ অধিক। এইরূপ ব্রহ্ম, জীব ও জগৎকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া, ব্রহ্মকেই সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব বলিলে ইহা মনে হওয়া আশ্চর্য্য নহে যে 'সত্যতা' এই ধর্ম্মের দিক হইতে উক্ত তত্ত্বত্রয়ের মধ্যে পরিমাণগত ভেদ আছে। অর্থাৎ 'সত্যতা' ধর্ম্মটি অধিক পরিমাণে ব্রহ্মে নিহিত কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে জীবজগতে বিদ্যমান; এবং সেই হেতু ব্রহ্ম অধিক সত্য, জীবজগৎ তুলনায় অল্প সত্য। কিন্তু রামানুজ প্রমুখ বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণ সত্যতার এই প্রকারের পরিমাণ ভেদ (Degrees of Reality) স্বীকার করেন না।

জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে অল্প সত্য নহে, সমান সত্য। সত্যতার দিক্ হইতে ব্রহ্ম ও জীবজগতের ভিতর বিন্দুমাত্রও প্রভেদ নাই; ব্রহ্ম যে পরিমাণে সত্য জীবও সেই একই পরিমাণে সত্য, কারণ জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অংশ, এবং অংশ ও অংশী সমভাবে সত্য। তাহা হইলে ব্রহ্মকে 'সর্ব্বোচ্চ' তত্ত্ব বলিবার অর্থ কি? **অর্থ এই** যে,—অপর দুইটি তত্ত্ব ব্রহ্মের ন্যায় সম্পূর্ণ সমান সত্য হইলেও তাহারা ব্রহ্মাশ্রিত, পরাধীন ও ব্রহ্মান্তর্গত, কিন্তু ব্রহ্মই একমাত্র স্বাধীন সত্তা—'একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

যেমন, শরীর আত্মা প্রভৃতি যাবতীয় শব্দ সমানাধিকরণ্যে পরব্রহ্মের সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পরব্রহ্মের সহিত শরীর ও আত্মার

সমানাধিকরণ্যে প্রয়োগ সম্পূর্ণ একত্ব নিবন্ধন নহে। সমানাধিকরণ্যে একই বস্তুর বিভিন্ন দ্যোতক পদের বিন্যাস হইয়া থাকে। যেরূপ—জ্যোতিষ্টোম মন্ত্রে—"অরুণবর্ণা,একবর্ষ বয়স্কা,পিঙ্গাক্ষী গাভীর দ্বারা সোম ক্রয় করিতে হয়"—এই বাক্যে 'অরুণবর্ণা,' 'একহায়নী' ও 'পিঙ্গাক্ষী' —এই বিশেষণগুলি সোমক্রয়ের গাভীরই ভিন্ন ভিন্ন পরিচায়ক, তদ্রূপ চিৎ ও অচিৎ এক পরমাত্মারই ভিন্ন ভিন্ন দ্যোতক পরিচায়ক। যেরূপ শরীর ও আত্মা সমানাধিকরণ্য, বিশেষণ বিশেষ্য ভাবযুক্ত হইয়াও নিয়াম্য-নিয়ামক, ভোক্তৃ-ভোগ্য বিশেষ যুক্ত, তদ্রূপ আত্মার সহিত পরমাত্মারও পূর্ব্বোক্ত বিশেষ ভাব নিত্য বর্ত্তমান।

চিদ্‌বিষয়ে শ্রীরামানুজসিদ্ধান্ত—বেদার্থ-সংগ্রহে,—

"জীবাত্মনঃ স্বরূপং দেবমনুষ্যাদি-প্রকৃতি-পরিণামবিশেষ-রূপনানাবিধ-ভেদরহিতং জ্ঞানানন্দৈকগুণং তস্যৈতস্য কর্ম্মকৃত-দেবাদিভেদে বিধ্বস্তে স্বরূপভেদো বাচামগোচরঃ স্বসংবেদ্যঃ জ্ঞানস্বরূপমিত্যেতাবদেব নির্দ্দেশ্যম্। তচ্চ সর্ব্বেষামাত্মনাং সমানম্।"—চিৎ বা আত্মা দেহ-ইন্দ্রিয়-মনঃ-প্রাণ প্রভৃতি হইতে বিলক্ষণ, স্বপ্রকাশ, আনন্দস্বরূপ, নিত্য, অনু, ঘটপটাদিগ্রাহি-চক্ষুর অগ্রাহ্য। ছেদ-ভেদাদির অযোগ্য, প্রাকৃত অবসর রহিত, নির্ব্বিকার জ্ঞানাশ্রয়, পরমেশ্বরের নিয়াম্য, ভগবৎসঙ্কল্প সাপেক্ষ -সত্বাক, 'শেষ' অর্থাৎ ঈশ্বর-ভোগ্য। আত্মা (১) **বদ্ধ** অর্থাৎ সংসারী, (২) **মুক্ত** অর্থাৎ নিবৃত্তসংসার বা বদ্ধমুক্ত এবং (৩) **নিত্য** অর্থাৎ গরুড়াদি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ ভেদে ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ আত্মা প্রত্যেকেই অনন্ত। জীবাত্মার স্বরূপে প্রকৃতি-পরিণামবিশেষরূপ দেবমনুষ্যাদি নানাবিধ ভেদ নাই। জীবাত্মা—চিদানন্দ-স্বরূপ। তাঁহার

কর্ম্মকৃত দেবমনুষ্যাদি-ভেদ বিধ্বস্ত হইলে তাহাতে যে স্বরূপভেদ বর্ত্তমান থাকে, তাহা বাক্যের অগোচর ; কিন্তু উহা জীবাত্মার স্বসংবেদ্য। মুক্তাবস্থায় সকল আত্মাই সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট। শ্রীরামানুজমতে জীবের অনুত্ব এবং জীব ও ঈশ্বরের অংশ-অংশিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। যথা শ্রীভাষ্যে,—সাক্ষাদণুশব্দ এব শ্রূয়তে—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ" (মুণ্ডক ৩।১।৯) ইতি। *

অচিদ্‌বিষয়ে রামানুজীয় সিদ্ধান্ত—অচিৎ জ্ঞানশূন্য ও বিকার-যোগ্য। (১) **শুদ্ধসত্ত্ব**, (২) **মিশ্রসত্ত্ব**, (৩) **সত্ত্বশূন্য** ভেদে অচিৎ ত্রিবিধ। (ক) **রজস্তম অমিশ্র কেবলসত্ত্ব**, নিত্য, জ্ঞানানন্দজনক কর্ম্মব্যতীত **কেবলমাত্র** ভগবানের ইচ্ছা প্রভাবে বৈকুণ্ঠগত বিমান-গোপুর-মণ্ডপ-প্রাসাদাদি রূপে পরিণত, নিরবধিক তেজোরূপ, নিত্য মুক্তগণের দ্বারাও পরিচ্ছেদের অযোগ্য, অত্যদ্ভুত বস্তুই শুদ্ধসত্ত্ব-অচিৎ। (খ) মিশ্রসত্ত্ব অচিৎ—সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক, উহা বদ্ধ চেতন সমূহের জ্ঞানানন্দাদির তিরোধায়ক ও বিপরীত জ্ঞানজনক। (গ) সত্ত্বশূন্য অচিতের অপর নাম 'কাল' ; প্রকৃতি ও প্রাকৃতবস্তুনিচয়ের পরিণাম হেতু, কাল-কাষ্ঠাদি-রূপে পরিণত, নিত্য, ঈশ্বরের ক্রীড়াপরিকর ও শরীরভূত।

ঈশ্বরবিষয়ে শ্রীরামানুজীয় সিদ্ধান্ত—শ্রীরামানুজকৃত 'বেদার্থ-সংগ্রহে'—"এবংবিধচিদচিদাত্মক-প্রপঞ্চস্যোদ্ভব-স্থিতি-প্রলয়-সংসার-নিবর্ত্তনৈক-হেতুভূতঃ সমস্তহেয়-প্রত্যনীকতয়াঽনন্তকল্যাণৈকতানতয়া চ স্বেতর-সমস্তবস্তু-বিলক্ষণস্বরূপোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণঃসর্ব্বাত্মপরব্রহ্ম-পরজ্যোতিঃ পরতত্ত্ব-পরমাত্ম-সদাদি-শব্দভেদৈর্নিখিলবেদান্ত-বেদ্যো

---

* পঞ্চধা প্রাণ—প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান, সমান।

ভগবান্ নারায়ণঃ পুরুষোত্তম ইত্যান্তর্য্যামিস্বরূপম্।" **ঈশ্বরস্বরূপ —(১) পর (২) ব্যূহ (৩) বিভব (৪) অন্তর্য্যামী (৫) অর্চ্চাবতার-ভেদে** পঞ্চপ্রকার। 'পর'—পরমেশ্বর, নিত্য বর্ত্তমান আদি জ্যোতিঃরূপ পর-বাসুদেব। 'ব্যূহ'—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারার্থ, সংসারী-সংরক্ষণার্থ ও উপাসকানুগ্রহার্থ সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধরূপে অবস্থিত। 'বিভব'—রাম-কৃষ্ণাদি অবতার। 'অন্তর্য্যামী'—দুইপ্রকার (ক) দাসের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট পরমাত্মা; (খ) বাসুদেব আমার প্রাণস্বরূপ এইরূপ চিন্তা হইতে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া বিচারবান্ পুরুষের অন্তঃকরণে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্রীলক্ষ্মীর সহিত বর্ত্তমান পরমসুন্দর শ্রীনারায়ণ। 'অর্চ্চাবতার'—দাসগণের সেবোন্মুখ আত্মবৃত্তির অভিমত অপ্রাকৃত নাম-রূপ-বিশিষ্ট উপাস্যমূর্ত্তি। স্বেচ্ছায় সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, পূর্ণকাম হইয়াও সাপেক্ষ প্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্য প্রায়, সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও অশক্তি প্রায়, স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তের দাসপ্রায় বর্ত্তমান।

শ্রীরামানুজীয় পরিণামবাদ—স্থূল-সূক্ষ্ম চিদচিৎ-ব্রহ্মের শরীর (১)। সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রলয়কালে উহা ব্রহ্মের সূক্ষ্ম শরীররূপে বনলীন বিহঙ্গের ন্যায় নাম-রূপ বিভাগশূন্য হইয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে অবস্থান করে (২)। সৃষ্টিকালে ঐগুলি নাম-রূপাদি দ্বারা বিভক্ত হইয়া স্থূলরূপে পরিণত হয়। উর্ণনাভি যেরূপ স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া স্বশরীর হইতে

(১) ভাষ্য ১।১।১—"সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তু শরীরস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্থূল-চিদচিদ্বস্তু-শরীরত্বেন কার্য্যত্বাৎ।" এবং ২।১।১৫ দ্রষ্টব্য।

(২) বেদান্ততত্ত্বসার (গৌড়ীয় সংস্করণ) ৯ এবং ২৯ পৃষ্ঠায় ও শ্রীভাষ্য ১।৪।২৭ দ্রষ্টব্য।

তন্তু বিস্তার পূর্ব্বক গৃহনির্ম্মাণাদি করে, পরমব্রহ্মও সেইরূপ স্বীয় চিদচিৎ শরীরকে বিকশিত ও সঙ্কুচিত করিয়াও স্বয়ং অবিকৃত থাকেন (৩)। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মের উপাদানত্ব অর্থাৎ জগৎ ও জীবরূপে পরিণতি দ্বারা তাঁহার স্বভাবের বৈপরীত্য হয় না; ইহা ব্রহ্মে স্বভাবসিদ্ধ অপ্রতিহত ঐশ্বর্য্যেরই পরিচয় (৪)।

শ্রীরামানুজমতে 'প্রয়োজন'—শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ 'গদ্যত্রয়'-নামক গ্রন্থের দ্বারে নিম্নোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন,—

"কদাহং ভগবন্তং নারায়ণং মম নাথং মম কুলদৈবতং মম কুলধনং মম ভোগ্যং মম মাতরং মম পিতরং মম সর্ব্বং সাক্ষাৎকরবাণি চক্ষুষা, কদাহং ভগবৎ-পাদাম্বুজদ্বয়ং শিরসা সংগ্রহীষ্যামি, কদাহং ভগবৎ-পাদাম্বুজদ্বয়পরিচর্য্যাশয়া নিরস্ত-সমস্তেতর-ভোগাশোপহত-সমস্ত-সাংসারিক-স্বভাবঃ প্রবুদ্ধ-নিত্যনিয়াম্য-নিত্যদাস্যৈকরসাত্মক-স্বভাব-স্তৎ-পাদাম্বুজদ্বয়ং প্রবক্ষ্যামি, কদাহং ভগবৎপাদাম্বুজদ্বয়-পরিচর্য্যাকরণযোগ্য-স্তদেকভোগস্তৎপাদৌ পরিচরিষ্যামি, কদা মাং ভগবান্ স্বকীয়য়াতি-শীতলয়া দৃশাবলোক্য স্নিগ্ধ-গম্ভীর-মধুরয়া গিরা পরিচর্য্যায়ৈ মামাজ্ঞাপয়িষ্যতি ইতি ভগবৎপরিচর্য্যায়ামাশাং বর্দ্ধয়িত্বা তয়ৈবাশয়া তৎপ্রসাদোপ-বৃংহিতয়া ভগবন্তমুপেত্য দূরাদেব ভগবন্তং শেষভোগে শ্রিয়া সহাসীনং

(৩) তত্ত্বত্রয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণে (গ্রন্থে) ২৩-২৬ অনুচ্ছেদ।

(৪) শ্রীভাষ্য ১।৪।২৭—"নাত্রোপদিশ্যমানস্য পরিণামস্য পরস্মিন্ ব্রহ্মণি দোষাবহত্বং স্বভাবঃ, পরন্তু নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যাবহত্বমেবেত্যভিপ্রায়ঃ। * * ব্রহ্ম পূর্ব্ববৎ বিভক্ত নামরূপচিদচিন্মিশ্রপ্রপঞ্চশরীরং স্যাম, ইতি সঙ্কল্প অপ্যয়ক্রমেণ জগচ্ছরীরতয়া আত্মানং পরিণময়তীতি সর্ব্বেষু বেদান্তেষু পরিণামোপদেশঃ।"

বৈনতেয়াদিভিঃ সেব্যমানং সমস্ত-পরিবারায় শ্রীমতে নারায়ণায় নম ইতি প্রণম্যোত্থায়োত্থায় পুনঃপুনঃ প্রণম্যাত্যন্ত-সাধ্বস-বিনয়াবনতো ভূত্বা, ভগবৎপার্ষদগণ-নায়কৈ র্দ্বারপালকৈঃ কৃপয়া স্নেহগর্ভয়া দৃশাবলোকিতঃ সম্যগভিবন্দিতৈ-স্তৈস্তৈরেবাভিমতো ভূত্বা ভগবন্তমুপেত্য শ্রীমতা মূলমন্ত্রেণ মামৈকান্তিকাত্যন্তিক-পরিচর্য্যাকরণায় পরিগৃহ্ণীষ্বেতি যাচমানঃ প্রণম্যাত্মানং ভগবতে নিবেদয়েৎ।”

“প্রপন্নামৃত” নামক গ্রন্থে শ্রীমদ্‌রামানুজ আচার্য্যপাদ বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রবন্ধের শেষে কিছু দেখুন।

শ্রীমদ্বেদান্তসিদ্ধান্তস্থাপনানিত্যদীক্ষিতম্।
শ্রীমন্নারায়ণং বন্দে ভান্তং সূরিগুরূত্তমৈঃ ॥

শ্রীরামানুজাচার্য্যের উর্দ্ধতন গুরুপরম্পরা ও অধস্তন শিষ্যপরম্পরা

(প্রথম হইতে ক্রমান্বয়ে পাত্রের তামিল নাম, সংস্কৃত নাম, অভ্যুদয় স্থান, আবির্ভাবকাল, নক্ষত্র, বার ও খৃষ্টাব্দ দেওয়া হইয়াছে)।

১। পেরুমাল এম্বারুমান্, শ্রিয়ঃপতি বা শ্রীমন্নারায়ণ, (পর ও অন্তর্য্যামী) ধাম—বৈকুণ্ঠ, নিত্যকাল বিরাজিত। ২। শ্রীনারায়ণ—বূহ, বিভব ও অর্চ্চারূপে অনাদিকাল হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। ৩। পেরিয়া পিরাট্টি, শ্রী বা লক্ষ্মী, বৈকুণ্ঠে ও প্রপঞ্চে নিত্যকাল অবস্থিত। ৪। মনমগল নাপ্পিন্নাই ইত্যাদি, শ্রীদেবী, ভূদেবী, লীলাদেবী

ইত্যাদি, বৈকুণ্ঠে ও প্রপঞ্চে নিত্যকাল বিরাজিত। ৫। সিনাই মুদালিয়ার ইত্যাদি, বিষ্বকসেন, অনন্ত, গরুড় ইত্যাদি, বৈকুণ্ঠে ও প্রপঞ্চে নিত্য বিরাজিত। ৬। শ্রীবিষ্ণুর পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খের অবতার, সরোবর মধ্যে ধ্যানরত (পোইহে) পয়গই আলোয়ার, সরোযোগী বা কাসার মুনি, কাঞ্চি—আবির্ভাব স্থান, ৮৬২৯০০ দ্বাপরাব্দ, কার্ত্তিক মাস, শ্রবণা নক্ষত্র, মঙ্গলবার, খৃঃ পূঃ ৪২০২ আবির্ভাবকাল। ৭। গদাংশ সম্ভূত পূদত্ত আলোয়ার, (মল্লাপুরী) ভূতযোগী, মহাবলিপুরম্ বা তিরুবড়ল মলই ৮৬২৯০০ দ্বাপরাব্দ, কার্ত্তিক মাসে, ধনিষ্ঠানক্ষত্র, বুধবার, খৃঃ পূঃ ৪২০২ আবির্ভাব। ৮। পে আলোয়ার ভ্রান্তযোগী, (ময়লাপুর,) ময়ূরপুরী, মাদ্রাজ, ৮৬২৯০০ দ্বাপরাব্দ, কার্ত্তিক মাস, শতভিষা, বৃহস্পতিবার, খৃঃ পূঃ ৪২০২ আবির্ভাব। ৯। তিরুমড়ি শাইপ্পিরান, ভক্তিসার, তিরুমড়িসাই বা মহীসার পুনামেলির দুই মাইল পশ্চিম স্থান, ৮৬২৯০০ দ্বাপরাব্দ, মাঘ মাস, মঘা নক্ষত্র, মঙ্গলবার, খৃঃ পূঃ ৪২০২ আবির্ভাব। ১০। মধুরকবিগল, মধুরকবি, তিরুক্কলূর—তিনেভেল্লি হইতে ১৯ মাইল স্থান, ৮৮৩৮৭৮ দ্বাপরাব্দ, চৈত্রমাসে, চিত্রা, শুক্রবার। ১১। নম্মা আলোয়ার, মারণ ইত্যাদি, পরাঙ্কুশ, শঠকোপ, বকুলাভরণ ইত্যাদি, আলোয়ার তিরুনগরী (তিনেভেল্লি হইতে ১৮ মাইল) স্থান, ১ কল্যব্দ, বৈশাখ মাস, বিশাখা, শুক্রবার, খৃঃ পূঃ ৩১০২ আবির্ভাব। ১২। রাজা কুলশেখর আলোয়ার, কুলশেখর, তিরুভঞ্জিক্কোলাম—মালয়ালম্ স্থান, ২৭ কল্যব্দ, ফাল্গুণ মাস, পুনর্ব্বসু, বৃহস্পতি, খৃঃ পূঃ ৩০৭৫ আবির্ভাব। ১৩। পেরিয়া আলোয়ার, বিষ্ণুচিত্ত, শ্রীবিল্লিপুত্তূর স্থান, ৪৬ কল্যব্দ, জ্যৈষ্ঠ মাস, স্বাতী, রবিবার, খৃঃ পূঃ

৩০৫৬ আবির্ভাব। ১৪। **অণ্ডাল,** * গোদাদেবী, শ্রীবিল্লিপুত্তুর, ৯৭ কল্যব্দ, আষাঢ় মাস, পূর্ব্বফাল্গুনী, মঙ্গলবার, খৃঃ পূঃ ৩০০৫ আবির্ভাব। ১৫। তোণ্ডারাড়িপ্পোড়ি আলোয়ার, ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু, মণ্ডঙ্গুড়িপুর—জেলা ত্রিচিনপল্লী, ২৮৮ কল্যব্দ, পৌষ মাসে, জ্যেষ্ঠা, মঙ্গলবার, খৃঃ পূঃ ২৮১৪ আবির্ভাব। ১৬। তিরুপ্পান্ আলোয়ার, প্রাণনাথ, যোগীবাহ, মুনিবাহন, উরায়ুর—ত্রিচিনপল্লীর নিকট নিচুলাপুরে, ৩৪২ কল্যব্দ, কার্ত্তিক মাসে, রোহিণী, বুধবার, খৃঃ পূঃ ২৭৬০ আবির্ভাব। ১৭। তিরুমঙ্গই আলোয়ার ইত্যাদি, পরকাল ইত্যাদি চতুষ্কবি, তিরুনগরী—শিয়ালীর নিকট, ৩৯৭ কল্যব্দ কার্ত্তিক মাসে, বৃহস্পতিবার, খৃঃ পূঃ ২৭০৬ আবির্ভাব। ১৮। নড় মুনিগল, নাথযোগী বা নাথমুনি, বীরনারায়ণপুরম্ বা কাট্টুমান্নার কোভিল—দক্ষিণ আর্কট জেলা, জ্যৈষ্ঠ মাসে, অনুরাধা, বুধবার, ৯১৬ খৃষ্টাব্দে যখন ইঁহার পৌত্র আলবন্দার জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইনি প্রকট ছিলেন, ইনি পৌত্রের শৈশবাবস্থায় প্রপঞ্চ ত্যাগ করেন। ১৯। উজ্জকোণ্ডর, পুণ্ডরীকাক্ষ, তিরুভল্লরই—ত্রিচিনপল্লীর ১০ মাইল উত্তরে, ৩৯২৭ কল্যব্দ, চিত্রা, শুক্রবার, খৃষ্টাব্দ ৮২৬ আবির্ভাব। ২০। মনক্কলনম্বি, রামমিশ্র, মনক্কল—ত্রিচিনপল্লীর ৭ মাইল পূর্ব্বে, ৩৯৭০ কল্যব্দ, মঘা, বুধবার, খৃষ্টাব্দ ৮৭০ আবির্ভাব। ২১। আলবন্দার, (প্রবুদ্ধয়া মুনি) **যামুনাচার্য্য,** কুপ্পাঙ্গুলি—কাট্টুমান্নার কোভিল হইতে ১ মাইল মাদুরায়, ৪০১৭ কল্যব্দ, উত্তরাষাঢ়া, আষাঢ় মাসে, শুক্রবার খৃঃ ৯১৬ আবির্ভাব। ২২। তিরুবরাঙ্গাপ্পারুমাল

* গোদাম্বা শ্রীরঙ্গনাথ মহিষী, ইঁহার পিতা শ্রীরঙ্গনাথের শ্বশুর—"পেরিয়া আলোয়ার"।

আরাইয়ার, শ্রীরঙ্গনাথ গায়ক, শ্রীরঙ্গম, ৪০৫৮ কল্যব্দ, অনুরাধা, ৯৫৭ খৃঃ আবির্ভাব। ২৩। পেরিয়া নম্বি, **মহাপূর্ণ,** শ্রীরঙ্গম্ ৪০৯৮ কল্যব্দ, জ্যেষ্ঠা, বুধবার, ৯৯৮ খৃঃ। ২৪। তিরু কোট্টিয়ুর নম্বি, **গোষ্ঠীপূর্ণ,** তিরুক্কোট্টিয়ূর—মাদুরা জেলা, ৪০৮৮ কল্যব্দ, রোহিণী, ৯৮৭ খৃঃ। ২৫। তিরুমলয় অণ্ডান, (মালাকার) মালাধর, আজগর তিরুমলয়—জেলা মাদুরা, ৪০৮৯ কল্যব্দ, ধনিষ্ঠা, ৯৮৮ খৃঃ। ২৬। তিরুকাচ্চি নম্বি, **কাঞ্চিপূর্ণ,** পুনামেলি, ৪১১০ কল্যব্দ, মৃগশিরা, ১০১০ খৃঃ। ২৭। এম্বারুমানার, উদইয়াবর বা ইলাই আলোয়ার, **রামানুজ,** ভাষ্যকার, যতীন্দ্র, শেষ, যতিরাজ ইত্যাদি, শ্রীপেরমবত্তুর, ৪১১৮ কল্যব্দ, চৈত্রমাসে, আর্দ্রা, বৃহস্পতি, ১০১৭ খৃঃ *। ২৮। আনন্দালভান অনন্তসূরি, সিরুপুত্তূর বা কিরণগড়—শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকট মহীশূর, ৪১৫৪ কল্যব্দ, চিত্রা, শুক্রবার, ১০৫৩ খৃঃ। ২৯। কূরত্তালভান, কূরনাথ **বা কূরেশ,** কুরাম—কাঞ্চীপুরমের নিকট, ৪১৩১ কল্যব্দ, হস্তা, রবিবার,

* আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি লিখিয়াছেন—
"সার্প্যে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে রবৌ।"
চৈত্র মাসের অশ্লেষা নক্ষত্রে, রবি কর্কট রাশিতে গমন করিলে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যেরও জন্মমাস ঐরূপ সুমিত্রা নন্দনের জন্মদিনের তুল্য এবং বৃহৎ পদ্মপুরাণের দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়, নারদ পুরাণ, স্কন্দ-পুরাণের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, ও শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে কলিযুগে যে আনন্দদেবের কথা বর্ণিতা আছে, এই শিশুই যে সেই লক্ষ্মণাবতার তদনুসারে উঁহার নাম 'শ্রীরামানুজ' রাখা হইল। কান্তিদেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী মহাদবীও এই সময় এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। তাঁহার এই পুত্রের নাম রাখা হইল 'গোবিন্দ', তৎপরে আর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম রাখা হইল—"ছোট গোবিন্দ"।—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রণীত "শ্রীরামানুজ চরিত" (দ্বিতীয় সংস্করণ, উদ্বোধন কার্য্যালয়; কলিকাতা হইতে প্রকাশিত)।

১০৩১ খৃঃ। ৩০। মুদালিয়াণ্ডান, দাশরথি, পাচ্ছাপ্পারুমাল কোভিল—পুণামেলির নিকট, ৪১৩৪ কল্যব্দ, পুনর্ব্বসু, সোমবার, ১০৩৩ খৃঃ। ৩১। এম্বার, গোবিন্দ দেশিক বা গোবিন্দজিয়া, মধুর মঙ্গলম্, ৪১২৬ কল্যব্দ, পুনর্ব্বসু, ১০২৬ খৃঃ। ৩২। পেরিয়া ভট্টর বা ভট্টর,-ভট্টার্য্য বা পরাশর ভট্টার্য্য, শ্রীরঙ্গম্, ৪১৭৫ কল্যব্দ, অনুরাধা, ১০৭৪ খৃঃ। ৩৩। নাঞ্জীয়ার, নিগমান্ত যোগী, বেদান্ত মুনি বা বেদান্তবেদ্য, শৃঙ্গেরি—মহীশূর, ৪১৫৪ কল্যব্দ, উত্তরফাল্গুনী, ১০৫৪ খৃঃ। ৩৪। নম্বিল্লাই, জগদাচার্য্য, কলিবৈরিদাস বা সূক্তিমহার্ণব, নম্বূর বা আরিয়ামঙ্গলম্—ত্রিচিনপল্লীর নিকট, ৪২২৮ কল্যব্দ, কৃত্তিক, ১২২৭ খৃঃ। ৩৫। পেরিয়া আচ্চানবিল্লাই, কৃষ্ণসমাহ্বয়, সেঙ্গান্নূর—কুম্ভকোণমের নিকট, ৪২৬০ কল্যব্দ, রোহিণী, ১১৫৯ খৃঃ। ৩৬। বড় কুট্টিরুভিধিপিল্লাই, কৃষ্ণপাদ-পাদাজ, শ্রীরঙ্গম্, ৪২৬০ কল্যব্দ, স্বাতী, ১১৫৯ খৃঃ। ৩৭। উলাগারি-য়ান্, সংস্কৃতনাম লোকাচার্য্য, জগদাচার্য্য, শ্রীরঙ্গম্, ৪৩১৪ কল্যব্দ, শ্রবণা, ১২১৩ খৃঃ। ৩৮। তিরুভয়মড়িপ্পিল্লাই বা তিরুমলয়আলোয়ার, শ্রীশৈলেশ, আলোয়ার, তিরুনগরী, ৪৪০৮ কল্যব্দ, বিশাখা ১৩০৭ খৃঃ। ৩৯। মনওয়াল বা মামুনিগাল বা পেরিয়াজিয়ার, রম্যজামাত্রি, সৌম্যজামাত্রি, বিশদবাকশিখামণি, যতীন্দ্র প্রবণ, বরযোগী, বরবরমুনি, ইত্যাদি, আলোয়ার তিরুনগরী, ৪৪৭১ কল্যব্দ, মূলানক্ষত্র, শুক্রবার, ১৩৭০ খৃঃ। ৪০। তুপ্পিল পিল্লাই, বেদান্তাচার্য্য বা বেদান্তদেশিক, তুপ্পিল—কাঞ্চীর নিকট, ৪০৬৯ কল্যব্দ, শ্রবণা, ১২৬৮ খৃঃ। ৪১। নাইনার আচারিয়ার বরদাচার্য্য, তুপ্পিল, ৪৪১৭ কল্যব্দ, রোহিণী, ১৩১৬ খৃঃ।

শ্রী-সম্প্রদায়াচার্য্যের শ্রীব্রজ-বৃন্দাবনানুরাগ

এই সম্প্রদায়ের উপাস্য যদ্যপি শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ তথাপি শ্রীব্রজ-বৃন্দাবন এবং শ্রীবৃন্দাবন-বিহারীজীউর প্রতি অদ্ভুত অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়,—একাদশাধস্তন শ্রীশঠকোপ-মুনি প্রণীত ‘সহস্রগীতি’-নামক গ্রন্থে। নিম্নে কয়েকটি সংস্কৃত ও তামিল ভাষার গীতি উদ্ধৃত করা হইল।

গোপালবালমপি গোপবশং নিবদ্ধং,
মাণিক্যভাসমিহ মায়িসুধারসং মে।
আপীয় সন্ততমহং হতবান্ প্রমোহং,
মায়াভবং প্রকৃতিজং মম দুঃসহং তম্॥
—সহস্রগীতি ১।৭।৩

অর্থাৎ—মাণিক্য সমানবর্ণ গোপালকে গোপীগণ বাঁধিয়াছিল। অজ্ঞান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বন্ধনগ্রস্ত বলেন; কিন্তু সেই মায়াপতি, নটনাগরের রূপমাধুরীর ধ্যান করিতে করিতে আমার প্রাকৃত মায়া-বন্ধন ছুটিয়া গিয়াছে, যে ভবমায়া আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ হইয়াছিল।

ভক্তান্ন-পাপসরণিরপি চেন্দ্রিয়াণাং,
প্রাচ্যাবয়েদয়মিহাচ্যুত ইন্দিরেশঃ।
দিব্যোমধং চ নিধিরস্তি সমস্তলোকা-
নানন্দয়ন্ প্রভুরহো মম গোপবালঃ॥
—সহস্রগীতি ১।৩।২

অর্থাৎ—আমার প্রভু সেই গোপবালক, ভক্তগণের দুঃখ সমূহ দূর করিবার জন্য স্বয়ং ঔষধি রূপ বনজন্মা। তাঁহার ইচ্ছিত কার্য্য করিবার কোন প্রভৃতি বনজাতা এবং পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণদ্বারাও তিনি পরাজিত হইতে দেন না। সেই 'ইন্দিরেশ' ভক্তগণের বিপত্তি দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা সমস্ত প্রকারে জাগ্রত থাকেন।

কৃষ্ণপাদাম্বুজদ্বন্দ্বং প্রাপ্তুং কুতুকিনাস্ত বঃ।
চিন্তনীয়ং সদা নাম নারায়ণ ইতি ধ্রুবম্॥

—সহস্রগীতি ১০৷৫৷১

অর্থাৎ—নিরন্তর শ্রীনারায়ণ নাম স্মরণের ফলই হইল শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমল প্রাপ্তি।

শ্রীশঠকোপ আড়্বার বিরচিত "সহস্রগীতি" অষ্টম শতকের—নবম দশক। পঞ্চম গাথা। শ্রীরাগ, আদি তাল। (দক্ষিণ ভারতের অনেক মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি চতুর্ভুজ রূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। আবির্ভাবকালে শ্রীদেবকী দেবীকে ও অন্য সময়ে শ্রীব্রজগোপীগণকেও চতুর্ভুজ-মূর্তি কৃষ্ণ স্বয়ং দেখাইয়াছেন)।

তামিল মূল—৫ গাথা

পুণৈয়ি ঢৈক লণিবু মাঢৈ
মুঢৈয়ুম পড়কণিপ্প,ম
নিনৈয়ম নিরনৈয় তেরিবড়
কিতুনিন রুনিনৈক কপ্প,কাল্
মুনৈযি মুলজন দামরৈ
মলরুন দণ্ডি রুপ্প,লিয়ুর

মুনৈবন্ মূবুল কালিয়প্পন্
রিরুবরুণ্ মূড়্কিনলে॥

অন্বয়—পুনৈ ইঢৈকল—এই ধৃতাভরণার ; অণিবুন্—সৌন্দর্য্য ; আড়ৈ উড়ৈয়ূন্ পড়ু কণিপ্প,ন্—বস্ত্রধারণ এবং নূতন কান্তি ; ইত্তুনিন্-রুনিনৈকপ্প,কাল্—এই সকল বিষয়ে বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিবার উদ্যোগ করিলে ; ইবড্কু নীর্মৈয়েড়ু নিনৈয়ুন্ অনরু—ইহার স্বভাব চিন্তার দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। মুনৈয়িন্ উল্ তড়ম্ তামরৈ মলরুন্—যেখানে সরোবরে বিপুলভাবে কমল বিকসিত হয় ; তণ্ তিরুপ্প,লিয়ুর—সেই তিরুপ্প,লিয়ুরে ; মনৈবন্ মূবুলকু আ আলি অপ্পন্—প্রধান পুরুষ ত্রিলোকের নির্ব্বাহক পিতার ; তিরু অরুল্ মূড়কিনল্—শ্রীকৃপায় (কৃপাসমুদ্রের মধ্যে) সে নিমগ্না আছে (তাহাকে কি আর ফিরাইতে পারা যায়)।

বঙ্গানুবাদ—এই নায়কীর (আড়্বার) সৌন্দর্য, বসন, ভূষণ এবং লাবণ্য সমস্তই তাহার নায়কের অনুরূপ, সে এই তিরুপ্প,লিয়ুরবাসী প্রধান পুরুষের করুণাসাগরের মধ্যে নিমগ্না রহিয়াছে। (তাহাকে কি আর ফিরাইয়া পাওয়া যায়)।

কবিতায়— মম সখী নায়িকার ধৃত আভরণ চয়।
রুচির বসন নবকলেবর কান্তি ময়॥
ধারণা অতীত সে যে অপরূপ অতিশয়।
স্বামীর করুণা বিনা কভুতো সম্ভব নয়॥
কমল তটাকে ঘেরা 'তিরু প্পুলিয়ুর' পতি।
তারি কৃপাসিন্ধু মাঝে মগ্ন সখী রসবতী॥—৮৷৯৷৫

তামিল মূল—৬ষ্ঠ গাথা

তিরুক্কল্ মুড়্কি বৈক
    মুত্তুনু নীরনিরক কন্নপিরান্
তিরুব রুল্কন্নুগু চেন্দ
    মৈকৈয়োলন্ তিরুন্দবুল-
তিরুব রুলরু লালবন্
    সেন্রু সেরুন্দ্ তিরুপ্পুলিয়ুর
তিরুব রুড়্কমু কোণ্প
    ড়ত্তু মেল্লিয়ল্ সেব্বিদড়ে ॥

অন্বয়—তিরু অরুল্ মূড়্কি—(নায়কী নায়কের) শ্রীকৃপাতে অবগাহন করিয়া আছে : বেকন্দুম্ সেভ্রুনীর্ নিরুম কন্ন পিরান্—সর্ব্বদা সমুদ্র জল (সমুদ্রবর্ণ) কৃষ্ণ উপকারকের : তিরু অরুল্ কন্নুম সেন্দ মৈত্তু—শ্রীকৃপা প্রকাশের : অভৈয়ালন্ তিরুন্দ উল—চিহ্ন বিশদ্‌ভাবে বিদ্যমান আছে : তিরু অরুল্ অরুলান্—(তাঁহার) শ্রীকৃপা অনুগ্রহ করিতে : অবন্ সেন্রু সের্—তিনি (পরম পদ হইতে) আগমন করতঃ উপস্থিত হইয়া : তণ্ তিরুপ্পুলিয়ুর্—এই শীতল তিরুপ্পুলিয়ুর দিব্যদেশে : তিরু অরুল্ কমুকু ওল্ পড়ত্তু—শ্রীকৃপার দ্বারা পুষ্ট সুপারিফলের ছবির মতন রাতুল সৌন্দর্য্যের ন্যায় হইতেছে : মেল্লিয়ল্ সেন্ ইদড়্—এই মৃদুস্বভাবা নায়কীর বিম্বাধর।

বঙ্গানুবাদ—নায়কের কেবল করুণাগুণ নহে, তাঁহার ঔদার্যগুণেও যে আমার সখী নিমগ্না তাহার চিহ্নও তাঁহার মধ্যে যথেষ্টভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কবিতায়—শ্রীকৃপানিমগ্ন সখী
    ইথে কি সংশয় আছে ?
বারিধি বরণ কৃষ্ণ
    কৃপাবারি ঢালিয়াছে ॥
শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গম-রেখা
    তারি অঙ্গে দেখা যায়।
কৃপাফল ফলিয়াছে
    মর্ম্ম সখী সর্ব্বগায় ॥
বিরাজে সে ব্যাঘ্রপুরে ১
    বরষিতে কৃপাধারা।
অধর পরশে তার
    সখী পক্ব পুগাধরা ॥২—৮।৯।৬

তামিল মুল—৭ম গাথা

মেল্লিলৈস্ সেল্ব বণ্কোডিপ্
    পুল্ক বীঙ্গিলন্ দাড্কমুকিন্
মল্লি লৈমডল্ বাড়ৈ
    য়ান্কনি সূড়্ন্দু মণঙ্গমড়্ন্দু

১ ব্যাঘ্রপুর—তিরুপুলিয়ুরের সংস্কৃত নাম।

২ পক্ব পুগাধরা—পরিপক্ক সুপারিফলের ন্যায় রক্তবর্ণ অধর।

পুলিলৈং তেঙ্গি নূড়ু
কালুল বুন্দণ্ ডিরু প্প্ুলিয়ূর
মল্ললঞ্ চেল্লবক্ কণ্ণন্
রালডৈন্ দালিম্ মড়বরলে।

অন্বয়—মেল্ ইলৈ সেলবম্ বণ্ কোডিপুলক—যে স্থল মৃদু পত্রবিশিষ্ট সুন্দর উদার লতা-কর্ত্তৃক; নীঙ্গ ইলম্ দাল্ কমুকিন্—স্থূল কোমল ক্রমুকসমূহের (সুপারী) গুচ্ছের দ্বারা সুশোভিত; মল্ ইলৈ মডল্ বাড়ৈ ঈনকনি সূড়ন্দু—(এবং) বৃহৎ পত্র এবং কাণ্ডযুক্ত কদলী-ফলের (মধ্যে মধ্যে) এবং; পুল্ ইলৈ তেঙ্গিন্ উড়—পত্রবিশিষ্ট নারিকেল ফলসমূহের মধ্যে মধ্যে; সূড়ন্দু মণন্ কমড়ন্দু—ব্যাপক পরিমল সুরভিত; কাল্ উলবুন—বায়ু যেখানে বহিতে থাকে; তণ্ তিরুপ্প্ু-লিয়ূর—সেই শীতল তিরুপ্প্ুলিয়ূর দিব্যদেশে; মল্লল্ অম্ সেলবন্—নিরবধিক সুন্দর সম্পদবিশিষ্ট; কণ্ণেতাল্ অডৈন্দাল্—কৃষ্ণের চরণে আশ্রিতা হইয়া আছে; ই মডবরল্—এই নায়কী (আড়বার) মুগ্ধা হইয়া গিয়াছে (তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা এখন বৃথা)।

বঙ্গানুবাদ—নায়কের উদারতা গুণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রণয়িস্নিগ্ধ-গুণেরও প্রকাশ উত্তমরূপে দেখা যায়। তাঁহার নিবাসস্থলে স্থাবর-বৃক্ষলতা যেরূপ পরস্পর সংশ্লিষ্টভাবে অবস্থিত, কৃষ্ণও সেইরূপ নায়কীর সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। (এখন তাঁহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করা বৃথা)।

কবিতায়—লতা যেথা বেড়িয়াছে সুপারী তরুর ফল।
ফলে যথা নারিকেল বিপুল কদলীদল॥

তা সভারে ঘেরি যথা বায়ু বহে পরিমল।
'তিরুপুলিয়ূর' গ্রাম সে যে অতি সুশীতল॥
বিরাজিছে কৃষ্ণ তথা দিতে তারে আলিঙ্গন।
তারি পদাশ্রয়ে সখী বিকায়েছে তনুমন॥—৮৷৭৷৯

তামিল মূল—নবম গাথা

পরবা লিবণিন্ রিরাপ্প
কন্পনি নীরুনিরক্ কণ্ণপিরান্
বিরবা রিসৈনরৈ বেদিয়
রোলিবে লৈয়ি নিন্ রোলিপ্পক্
করবার্ তডন্দো রুন্দান
রৈক্কয়ন্ দীবিকৈ নিন্রলরুন্
পুরবার্ কড়নি কলনূড়্
তিরুপ্পুলি য়ূরুপ্পুক ড়ন্রিনত্তে॥

অন্বয়—পনি নীরুনিরম্ কণ্ণপিরান্—শীতল জলবর্ণ (নীলবর্ণ) কৃষ্ণ উপকারকের; বিরবু আর্ ইসৈ—বিস্তারপূর্ণ স্বর; বেদিয়র্ মরৈ ওলি—বেদজ্ঞগণের বৈদিক ঘোষ; বেলৈয়িন্ নিন্রু ওলিপ্পু—সমুদ্র হইতে অধিক শব্দে যেখানে উচ্চারিত হইতে থাকে; করবু আর্ তডন্ তোরুন্—কুম্ভীরপূর্ণতটাকে সর্বত্র; তানরৈ কয়ন্—কমল সকল; তীবিকৈনিন্রু অলরুন্—দীপের ন্যায় স্থিরভাবে বিকশিত হয় যেখানে; পুরবু আর্ কড়নি কল্ সূড়্—সুক্ষেত্রপূর্ণ কেদার পরিবৃত; তিরুপ্পুলিয়ূর—সেই তিরুপ্পুলিয়ূরের; পুকড়্ অন্রি—কীর্ত্তিভিন্ন; ইবল্ নিন্রু

ইরাপ্পকল্—এই নায়কী বসিয়া বসিয়া রাত্রদিন; মত্তু পরবাল্—অন্য কিছুই প্রলাপ বকে না।

বঙ্গানুবাদ—বেদের যাবৎ অর্থে পরিনিষ্ঠিত ব্রাহ্মণগণ উচ্চ বেদ ঘোষের দ্বারা এই তিরুপ্‌পুলিয়ুর দিব্যদেশের সেবা করিয়া থাকেন। (সখী কর্ত্তৃক নায়কীর মাতাকে নায়কের মনোহর নিবাসস্থলের উচ্চ প্রশংসা)॥

কবিতায়—শীতল বারিধি বরণ শীতল-
কৃষ্ণ-চরিত্রে ভরা।
সামবেদ ঘোষ উচ্চকণ্ঠে
ভরে যথা সারা ধরা॥
গ্রাহ সংকুল তটাকে যথায়
ফুটেছে কমল সার।
দীপিকার প্রায় যথা শোভা পায়
ঘিরে যথা সু-কেদার॥
'তিরুপুলিয়ুর' গ্রাম সে যে, তার
স্বামী আছে সেইখানে।
তাহারি কীর্ত্তি গাহে অবিরাম
সখী আন নাহি জানে॥—৮।৯।৯

রাগ—সাহানা; তাল—অড

কেবল প্রভুর শ্রীচরণ যাঁহারা নিরন্তর সেবা করিয়া থাকেন, সেই পরম ভাগবতগণের চরণ সেবাই পরম কৃত্য—এই তত্ত্বই এই দশকে আড়্‌বার কীর্ত্তন করিয়াছেন।

তামিল মূল

নেড়ুমার্ কডিমৈ সেয়্‌বেন্‌পো-
লবনৈক্ করুবঞ্চিত্তু
তড়ুমাৎ তত্ত তীক্কদিকল্ মুত্তুন্-
দবিন্দ সদির্‌নি নৈন্দাল্
কোড়ুমা বিণৈয়ে নবনডিয়া
রডিয়ে কূডু মিত্তুবল্লাল্
বিড়ুমা রেন্‌পদেন্? অন্দো!
বিয়নমূ বুলকু পেরিনুমে॥

অন্বয়—নেড়ু মার্ক—মহতের এবং ব্যামোহবানের অর্থাৎ অতীব মহৎ বস্তু ঈশ্বরের; সেয়্‌বেন্ পোল্—দাসত্বকারীর ন্যায়; অবনৈ করুন্দ—তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) স্মরণ করিলে, অর্থাৎ (বিভীষণের ন্যায়) কেবল মাত্র মিত্রভাব লইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিলে; তড়ুমাত্ত তীক্কদিকল্ মুত্তুম্—প্রতিরোধশূন্য দুর্গতি সকল; বঞ্চিত্তু—বঞ্চনা করিয়া (গোপনে); তবিন্দ—পলায়ন করে (নিবৃত্ত হয়); সদির্ নিনৈন্দাল্—এইরূপ এই চাতুর্য (ঈশ্বরের প্রতি কেবল্ মিত্রভাবই সমস্ত দুর্গতি নিবৃত্ত করে এই চাতুর্য) অনুসন্ধান করিলে; কোড়ু মা বিনৈয়েন্—ক্রুর মহাপাপী আমার পক্ষে; অবন্ অডিয়ার্—এই সকল (চতুর) দাসগণের; অডিয়েকূডুম্—চরণই সমাশ্রয়ণ কর্ত্তব্য; ইদু অল্লাল্—ইহা না করিয়া; মুবুলকু পেরিনুম্—ত্রিলোক লাভ হইলেও; বিড়ুম্ আরু এন্‌পদু!—(সাংসারিক-লাভের আশায়) ইহা (এই দাস চরণ সমাশ্রয়ণ) পরিত্যাগ কি প্রকার। এন্ অন্দো!—কেনই বা হায়! বিয়ন্—ইহা বিস্ময়নীয়।

বঙ্গানুবাদ—ভগবানের দাসের চরণাশ্রয়ই পরমপুরুষার্থ, ইহার সহিত লৌকিক পুরুষার্থলাভের কোন তুলনাই হইতে পারে না। তথাপি পুরুষ লৌকিক ঐশ্বর্য্যের জন্যই প্রাণপণ করে, ইহা অতীব বিস্ময়কর।

কবিতায়—পুরুষ যে সে পরম তাঁর চিরদাস সম
করি যদি দাস্য-চিন্তা তখনি পলায়।
সব মোর দুরগতি হোক্ যত বলবতী
এ হেন চতুর পন্থা কহনে না যায়॥
হ'য়ে দাস শ্রীচরণ করিব-গো আশ্রয়ণ
ঘোর মহাপাপী মুই এই তো উপায়।
ত্রিলোক যদি বা পাও তাহা ফেলি দাস্য চাও।
তাঁর দাস পদযুগে ভুলোনাকো তায়॥—৮।১০।৭

তামিল মূল

বিয়নমু বুলকু পেরিনুম্ বোয্‌হ্
তানে তানে য়ানালুম্
পুয়ল্‌মে কম্‌বোৎ তিরুমেনি
যম্মান্ পুনৈপুঙ্ গড়লডিক্কীড়্
সয়মে য়ডিমৈ তলৈনিন্নার্
তিরুত্তাল্ বণঙ্গি ইম্মৈয়ে
পয়নে ইন্‌বম্ য়ান্ পেত্ত
তুরুমো ! পাবি য়েন্নুক্কে॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্ব গাথায় উক্ত ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যের সহিত আত্মা অনুভবরূপ অপ্রাকৃত মহৈশ্বর্য তুলনা করলেও তাহা ভাগবত-দাস্যরূপ

মহাপুরুষার্থের নিকটে যে অকিঞ্চিৎকর, তাহাই এই গাথায় বলা হইতেছে। শ্রীভগবানের একান্ত দাসের দাস্যই মহাপুরুষার্থ।

অন্বয়—মূবুলকু বিয়ন্ পেরিনুম্—ত্রিলোকের বিস্মরণীয় ঐশ্বর্য লাভ করিয়া (তাহার সহিত); পোয়্—(তদুপরি) গমন করতঃ (সংসার নিবৃত্তিপূর্ব্বক কৈবল্য মুক্তিলাভ করতঃ); তানে তানে আনালুম্—নিজেই নিজেকে (নিজ আত্মার অনুভব) লাভ করিলেও (তাহা কি কখনো); পুয়ল্ মেগম্ পোল্—বর্ষণোন্মুখ ঘন মেঘবর্ণ; তিরুমেনি অম্মান্—শ্রীবিগ্রহবিশিষ্ট স্বামীর; পুনৈ পুকড়ল্ অডিক্কীড়্—গ্রথিত পুষ্পের ন্যায় কটকশোভিত চরণের তলে; সয়মে অডিমৈ তলৈ নিন্‌রার—স্বয়ং (যাঁহারা) দাস্যে স্থিরভাবে অবস্থান করেন তাঁহাদের; তিরু তাল্ বণঙ্গি—শ্রীচরণ সেবন করিয়া; ইম্মৈয়ে ইন্‌বম্ পয়নে—ইহলোকে সুখ রূপ যে ফল; পাবিয়ে নুক্কু য়ান্ পেত্তু—আমি লাভ করিয়াছি; উরু মো!—তাহার সদৃশ কি হইতে পারে! পাবিয়েন্নুক্কু—আমি পাপী, অর্থাৎ আমি পাপ করিয়াছি তাই উক্ত প্রকার ফলের তারতম্য যাহা স্বতঃসিদ্ধ সে বিষয়েও আমাকে বলিতে হইতেছে।

কবিতায়—ত্রিলোকের তিনি নাথ মাগি দাস্য তাঁর সাথ
আত্মলাভ, সেও লঘু ভাবি মোর মনে।
ঘনশ্যাম স্বামী যেবা তাঁর পাদপদ্ম-সেবা
একমনে করি যেন তাঁর শ্রীচরণে॥
সেবাকরি মরি মরি হইয়াছি অধিকারী
মহান্ আনন্দসুখে এই ধরামাঝে।
এ-হেন আনন্দ তার তুলনা কি দিব আর
এই সার কথা শুন অন্যে নাহি কাজ॥—৮।১০।২

তামিল মূল

উরুবা কিয়বারু সময়ঙ্গড্-কোল্লাম্
পোরুবাকি নিন্‌রা নবন্ এল্লাপ্ পোরুড্‌কুম্
অরুবা কিয়বাদি য়ৈত্তেবর কড্‌কেল্লাম্
করুবা কিয়কণ্ নণেক্কণ্ডু কোণ্ডেনে ॥

অন্বয়—উরুবাকিয় আরু সময়ঙ্গড্‌কু এল্লাম্—অবয়বভূত ছয়টী মতবাদ (ষড় দর্শন)-সমূহ কর্ত্তৃক, পোরুবাকি নিন্‌রান্—অপ্রতিহতরূপে যিনি অবস্থিত ; অবন্ এল্লা পোরুড্‌কুম্—তিনি সর্ব্বপদার্থের ; অরু বাকিয় আদিয়ৈ—অনুরূপী (পরমাত্মারূপী) আদিভূত ; এল্লাম্ দেবর্‌কড়কু করুবাকি—(এবং) সর্ব্বদেবতার কারণরূপী ; কণ্ণৈ কণ্ডুকোণ্ডেন্—সেই কৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছি (দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছি)।

বঙ্গানুবাদ—যিনি সর্ব্ববস্তুর অন্তরাত্মা এবং সর্ব্বদেবতার কারণরূপী সেই কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।

কবিতায়—ষড়-দর্শন-মত আরো আরো যত পথ
প্রতিহত নিকটে তোমার।
তুমি যে গো সর্ব্বাতীত উত্তম অপ্রতিহত
তুমি সর্ব্ববিধানের সার ॥
হে মহতো মহীয়ান্ অণু হ'তে অণীয়ান্
সর্ব্বজীবে হে অন্তরযামী।
সর্ব্বদেব-আদি তুমি ওহে কৃষ্ণধন স্বামী
তব দেখা পেয়ে ধন্য আমি ॥—৯।৪।৮

তামিল মূল

কণ্ডুকোণ্ ডেন্‌কণ্ নণৈয়ার্‌ক্ কলিত্তু
পণ্ডৈ বিনৈয়ায়িন পত্তো ডরুত্তু
তোণ্ডর্‌ক্ কমুদুণ্ণস্ সোল্ মালৈ কল্‌সোন্নেন্
অণ্ডৎ তমরর্ পেরুমা নডিয়েনে ॥

অন্বয়—এন্ কণ্ ইণৈ আর্ কণ্ডুকোণ্ড—আমার নেত্রযুগলের ভিতরে (প্রভুকে) পরিপূর্ণভাবে দর্শন লাভ করিয়াছি (ধন্য হইয়াছি) ; কলিত্তু—হৃষ্ট হইয়া (আনন্দভরে) ; পণ্ডৈ বিনৈয়ায়িন—প্রচীন পাপ সমূহ ; পত্তোডুঅরুত্তু—সমূলে ছেদন পূর্ব্বক ; তোণ্ডর্ক্ অমুদুউণ্ণ—দাসগণের (ভক্তগণের) অমৃত ভোজনের জন্য ; সোল্‌মালৈ—কল্ সোন্নেন্—বাঙ্‌মালা (তিরুবায়মোড়ি—সহস্রগীতি) গান করিয়াছি ; অণ্ডত্তু অমরর্ পেরুমান্ অডিয়েন্—অণ্ডস্থ অমরগণের স্বামীর (শ্রীভগবানের) আমি দাস।

বঙ্গানুবাদ—আমার স্বামীর দর্শন লাভ করিয়া আনন্দ ভরে বৈষ্ণবগণের উপভোগ্য 'তিরুবায়্‌মোড়ি' দিব্য প্রবন্ধ সকল গান করিয়াছি।

কবিতায়—দিলে দেখা এ নয়নে স্থিরভাবে শুভক্ষণে,
পরিপূর্ণ সেই দরশন।
হর্ষে ভুলি সর্ব্বজ্বালা রচি তবগীতি মালা
তার সুধা পিয়ে দাসগণ ॥

প্রাচীন যে পাপচয় সমূলে তা' পায় লয়
নাচে গায় তারা অনিবার।
ওহে প্রভু সর্ব্বস্বামী ধন্য অতি ধন্য আমি
দাস ব'লে ক'রেছো স্বীকার ॥—৯।৪।৯

তামিল মূল ; রাগ-আশাবরী, তাল—আদি

(এই দশকে আল্‌বারের বিরহাপন্না নায়িকাভাব প্রকট হইয়াছে।)

ইন্ন্‌য়িরস্ সেবলুম্ নীরুঙ্গু
বিক্কোণ্ডু ইঙ্গেণ্ডনৈ
য়েন্নুয়ির্ নোব মিড়ত্তেন্
মিনকুয়ির্ পেডৈকাল্ !
এন্ন্‌য়িরক্ কন্ন পিবানৈ
নীরবরুক্ কুবুকিলীর্
এন্নয়ির্ কূবিক্ কোড়ুপ্পাক্কু
মিত্তনৈ বেণ্ডুমো ?

অন্বয়—ইন্ উয়্যির্ সেবলুম্—ভোগ্য এবং ধারক (তোমাদের) পুরুষগণ এবং ; নীরুম্—তোমরাও ; কুবিক্কোণ্ডু—উচ্চ আহ্বান করিয়া (উচ্চৈঃস্বরে কূজন করিয়া) ; ইঙ্গু এত্তনৈ—এখানে কি প্রয়োজন (সাধন করিতেছ) ? এন্ উয়্যির্ নোব— আমার প্রাণকে পীড়া দিবার জন্য ; মিড়ত্তেন্মিন্—কূজন করিও না ; কুয়্যির্ পডৈকল্—হে কোকিলাগণ ; নীর্—তোমরা ; এন্উয়্যির্ কন্নন্পিরানৈ—আমার প্রাণস্বরূপ কৃষ্ণ উপকারককে ; বর কূবুকিলীর—আগমনের জন্য আহ্বান করিতেছ না কেন ? এন্ উয়্যির্ কূবি কোড়ুপ্পারক্কুম্—আমার (এই বিনাশোন্মুখ)

প্রাণকে আহ্বান করতঃ (তাহাকে) দিবার জন্য (বিনাশের জন্য) ; ইত্তনৈ বেণ্ডুমো ?—এই সকলের (এই প্রকার কূজনের) প্রয়োজন আছে কী ?

বঙ্গানুবাদ—বিরহিণী নায়িকা আড়বার সমীপস্থ কোকিলাগণকে বলিতেছেন—আমাকে নাশ করিবার জন্য তোমাদের এত উদ্যোগের প্রয়োজন কী ?

কবিতায়—কোকিলাবৃন্দ কুহু কুহু রবে
না ডাকিও মোর আগে।
কান্তের সহ তোদের বিহার
অনলের সম লাগে ॥
প্রাণকৃষ্ণধন বঁধুয়ারে মোর
না ডাকিস্ আসিবারে।
মরণ পথের যাত্রী এ প্রাণে
দিতে তুলি তা'র করে ॥—৯।৫।১

তামিল-মূল

ইত্তনৈ বেণ্ডুব দন্‌রন্দো !
অন্‌বির্ পেডৈকাল্
এত্তনৈ নীরুম্ নুঞ্জেব
লুঙ্গবৈন্ দেঙ্গুদির্
বিত্তকন্ গোবিন্দন্ মেয়য়্
লন্ন নোরুবার্ক্ক্ম
অত্তনৈ য়ামিনি যেন্নু
য়িরবন্ কৈয়দে।

অন্বয়—অন্‌রির্পে ডৈকাল্‌!—হে ক্রৌঞ্চগণ ? ইত্তনৈ বেণু্‌ বদন্‌রু অন্দো !—(তোমাদের) এইরূপ করণের (বিরহিণী আমাকে দুঃখ দিবার জন্য আমার সম্মুখে তোমাদের যুগল বিহার করিবার) কোন প্রয়োজন নাই (এতৎপূর্ব্বেই আমি নাথের বিরহে অত্যন্ত আর্ত্তা হইয়াই আছি); এত্তনৈ নীরুন্ননুম্‌ সেবলুম্‌—আর কতকাল পর্য্যন্ত তোমরা এবং তোমাদের পুরুষগণ; কয়েন্দু এঙ্গুদির্‌ !—(বিহারজনিত) অবসন্ন হইয়া ক্লেশ পাইবে ! বিত্তকন্‌ গোবিন্দন্‌—বিস্ময়নীয় গোবিন্দ; ওরুবাকু্‌ম্‌—কাহারো নিকটে; মেয়্‌ য়ন্‌ অল্লন্‌—সত্যবাদী হয় না; অত্তনৈ আম্‌—তাহার অভিমতই সিদ্ধ হউক্‌; ইনি এন্‌ উয়ির—অতঃপর আমার প্রাণ; অবন্‌ কৈয়দে—তাহার করগত (হইয়া আছে)।

বঙ্গানুবাদ—ক্রৌঞ্চ পক্ষিণীকে বিরহিণী নায়িকা বলিতেছেন—তোমরা পুরুষসহ যুগলে আমার সম্মুখে বিচরণ করতঃ আমাকে ক্লেশ দিতেছ কেন ? ইহার কোন প্রয়োজন নাই, আমি তো প্রিয়তমের বিরহে মৃতকল্প হইয়াই আছি, আমার প্রাণ তাঁহার করগত।

কবিতায়—ক্রৌঞ্চী যুগল বিহর রে যদি
দিতে মোর প্রাণে ব্যথা।
নাহি কোন কাজ বঁধুয়া বিরহে
নিদারুণ কাতরতা ॥
সত্যভাষণ না জানয়ে বঁধু
ধরে গোবিন্দ নাম।
তারি হাতে প্রাণ, পূর্ণ হউক
তাহার মনস্কাম ॥—৯।৫।২

তামিল মূল

অবন্‌কৈয় দেয়েন তারুয়ির্‌
অন্‌রির্‌ পেডৈকাল্‌
এবক্কোল্লি নীর্‌কুডৈন্‌ দাড়ু
তীর্‌পুডৈ সূড়বে
তবক্কেয়দিল্‌ লাবিনৈ যাট্টি
য়েন্নুয়ি রিঙ্গুণ্ডো ?
এবন্‌সোল্লি নিত্তু্‌ম্‌ ? নুম্‌মেঙ্গু
কূকুরল্‌ কেট্টু মে।

অন্বয়—অন্‌রির্পে ডৈকাল্‌—হে ক্রৌঞ্চিগণ ! এনদু আর্‌ উয়ির্‌—আমার পূর্ণ প্রাণ; অবন্‌ কৈয়দে—তাহার (আমার নায়কের) করগত; নীর্‌ পুডৈসূড়্‌—তোমরা (আমার) পাশে সর্ব্বদিকে; এবম্‌ সোল্লি—যত কিছু বলিয়া; কুডৈন্দু আড়ুদির—(এইভাবে) অবগাহন-পূর্ব্বক নৃত্য কর না কেন; তবম্‌ সেয়্‌দু ইলা বিনৈয়াট্টি (আমি কোন) তপ করি নাই এবং পাপিষ্ঠা; এন্‌ উয়ির্‌ ইঙু্‌ উণ্ডো ?—আমার প্রাণ কি এখানে (আমাতে) আছে (যে আমি) ? নুম্‌ এঙ্গু কূকুরল্‌ কেট্টুম্‌—তোমাদের শিথিল আক্রোশ শব্দ শুনিয়াও; এবম্‌ সোল্লি নিত্তু্‌ম্‌—কোন প্রকারে কথা বলিয়া (মনকে বুঝাইয়া) ধৈর্য্য ধারণ করিব ! (অর্থাৎ আমাতে আর আমি নাই, অতএব তোমরা যত প্রকারেই আমাকে কষ্ট দিতে চেষ্টা কর তাহাতে আমার আর অধিক কী ক্লেশ হইবে ?)।

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বগাথায় নিষেধ সত্ত্বেও পুনরায় ক্রৌঞ্চীগণকে আনন্দে বিহারে ও কূজনে নিযুক্ত দেখিয়া আড়্‌বার তাহাদের বলিতেছেন—তোমাদের এইরূপ কার্য্য আমাকে আর অধিক কি ক্লেশ দিবে!

কবিতায়—ক্রৌঞ্চীযুগল! প্রাণ যবে ধরা
দেছে বঁধুয়ার করে।
প্রেমের-বিহার তোদের কি আর
ব্যথা দিতে পারে মোরে॥
শ্যামবিরহিণী মুই যে পাপিনী
আমাতে আর আমি নাই।
তোদের নাচন প্রেম আলাপন
পরশিতে নারে তাই॥—৯৫।৩

তামিল মূল

কূক্কুরল্ কেট্টুম্‌নঙ্‌ গণ্নন্
মায়ন্ বেলিপ্পডান্
মের্কিলৈ কোল্লেন্‌মিন্‌ নিরুঞ্জ্
চেবলুঙ্‌ গোড়িকাল্!
বাক্কুম্‌ মনমুম্‌ করুম
মুম্‌নমক্ কাঙ্গদে
আক্কৈয়ু মাবিয়ু মন্দ
রম্‌নিন্ রুড়লুমে।

বঙ্গানুবাদ—সম্মুখস্থ ময়ূরগণকে নায়িকা (আড়্‌বার) বলিতেছেন—তোমরা ডাকিয়া আর আমাকে কষ্ট দিও না।

অন্বয়—কূক্কুরল্ কেট্টুম্‌—কূজন শব্দ শুনিয়াও; নম্‌ কণ্নন্ মায়ন্ বেলিপ্পডান্‌—আমার কৃষ্ণ মায়ী প্রাদুর্ভূত হইতেছেন না। কোড়িকাল্ নীরুম্‌ সেবলুম্‌—হে ময়ূরীগণ তোমরা এবং তোমাদের পুরুষগণ; মেল্ কিলৈ কোল্লেন্‌মিন্‌—উচ্চ শব্দ করিও না (পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে প্রেমালাপ করিও না); নমক্কু বাক্কুম্‌ মনমুম্‌ করুমমুম্‌—আমার বাক্য, মন এবং কর্ম্ম; আঙ্গদে—সেইখানে (আমার বঁধুর কাছে) গিয়াছে; আক্কৈয়ুম্‌ আবিয়ুম্‌—(কেবল আমার) দেহ এবং প্রাণ মাত্র; অন্দরম্‌ নিন্‌রু উড়লুম্‌—মধ্যে (অবশিষ্ট) থাকিয়া কষ্ট পাইতেছে (অতএব তোমাদের উচ্চ প্রেমালাপ বিরহিণী আমাকে আর কত অধিক কষ্ট দিতে পারে!)।

কবিতায়—কূজনের গীত শুনিয়া তোদের
কৃষ্ণ তো আসিল না।
ওরে শিখিকুল! কেকা প্রেমালাপ
আর আমি শুনিব না॥
মোর বাক্ মন ধরম করম
গেছে চলি তা'র পদে।
দেহ আর প্রাণ আছে বাঁকী হেথা
ফুকারিয়ে তারা কাঁদে॥—৯৫।৪৪

তামিল মূল

অন্দরম্ নিন্‌রুড়ল্ কিন্‌র
যান্নুড়ৈপ্ পূবৈকাল্!
সুন্দিরৎ তেত্তু মিড়ৈয়িল্
লৈকুড় রেন্‌মিনো
ইন্দির ঞালঙ্গল্ কাট্টিয়িল্
বেড়্ল কুঙ্গোণ্ড
নন্দিরু মার্বনম্ মার্বি
য়ুণ্ণনম্ কণ্ণিনান্ ॥

অন্বয়—অন্দরম্ নিন্‌রুউড়্‌ল্‌কিন্‌র—মধ্যে (আমার চারিপাশে) থাকিয়া সঞ্চরণকারিণী; যান্নুড়ৈ পূবৈকাল্—হে আমার শারীপক্ষীগণ! নুন তিরত্ত্ এত্তুন্ ইড়ৈইল্লৈ—(বিরহিণী আমাকে কূজন করতঃ ক্লেশ দিবার জন্য) তোমাদের এই স্বভাবের কোনই প্রয়োজন নাই; কুড়রেন্‌মিন্—কূজন করিও না (যে হেতু তৎপূর্ব্বেই); ইন্দির ঞালঙ্গল্ কাট্টি—(আমাকে) ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করাইয়া, ই এড়্ উলকুমকোণ্ড—এই সপ্তলোক আত্মসাৎকারী; নম্ তিরুমার্বন—আমার লক্ষ্মীবক্ষস্থ (নাথ); নম্ আবি উণ্ণ—আমার প্রাণভক্ষণে (দেখা না দিয়া; আমাকে নাশ করিতে); নন্‌কু এণ্ণিনাল্—সম্যক্‌ভাবে অধ্যবসায়যুক্ত (হইয়া আছে)।

বঙ্গানুবাদ—হে আমার শারীগণ! আমার নাথই দর্শন দান না করিয়া আমাকে নাশ করিবার উপায় অবলম্বন করিয়াছে; এ বিষয়ে তোমাদের আর কিছু করিবার প্রয়োজন হইবে না।

কবিতায়—শুকশারী তোরা হেথা কূজন করিস বৃথা
কূজনে না পারো ব্যথা তায়।
সপ্তলোকে বেঁধেছে সে তার ইন্দ্রজাল পাশে
বাঁধিয়া যে রেখেছে আমায় ॥
কত ছলে কৌশলে মজাইয়া গেল চলে
দিয়ে গেল দুখ পরিবাদ।
কমলা সে উরে ধরে প্রাণ সে ল'য়েছে কেড়ে
সমূলে নাশিতে তার সাধ ॥—৯।৫।৫

তামিল মূল

নন্‌কেণ্ণি নান্‌ব লর্ত্ত
সিরুকিলিপ্ পৈদলে
ইন্‌কুরল্ নীনিড়ৎ তেল্‌এন্
নারুমিরুক্ কাকুত্তন্
নিন্‌সেয়্‌য় বায়োক্কুম্ বায়ন্
কণ্ণন্‌কৈ কাল্লিনন্
নিন্‌পসুঞ্ চাম নিরত্তন্
কূট্টুও, নীঙ্গিনান্।

বঙ্গানুবাদ—মৎকর্ত্তৃক পালিত হে শুকশাবক, তুমি আমার দশা না জানিয়া আমার নায়কের (ভগবানের) নাম কণ্ঠে লইয়া আমাকে ব্যথা দিও না, এই জন্যই কি তোমায় আমি সাদরে লালন পালন করিয়াছি!

অন্বয়—ননক্কু এন্নি—সমীচীন হইবে (উপকার হইবে) ভাবিয়া ; নান্ বলর্ত্ত—মৎকর্ত্তৃক বর্দ্ধিত ; সিরুকিলিয়ে পৈদল—হে বাল শুক-শাবক (শিশু টিয়াপাখী) ; ইন্ কুরল্ মিড়ত্তেল্—তুমি মধুর শব্দ করিও না (আমার বিশ্লিষ্ট নাথ ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া আমাকে বাধা দিও না) ; এন্ আর্ উয়ির্ কাকুত্তন্—আমার পূর্ণ প্রাণ কাকুৎস্থ (রামচন্দ্র) ; নিন্ সেয়্য় বায় ওক্ক—তোমার রক্তিম ওষ্ঠের ন্যায় ; বায়ন্ কন্নন্ কৈ কালিনন্—যাহার অধর, নয়ন, কর এবং চরণ ; নিন্ পস্তুম্ সামম্—তোমার স্নিগ্ধ শ্যামল রূপের ন্যায় ; নিরত্তন্—যাহার বর্ণ সে ; কূট্টুণ্ড্ নীঙ্গিনান্—আমার সহিত সংশ্লেষ করিয়া বিশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

কবিতায়— কত মায়া ক'রে পালিয়াছি তোরে

ওরে মোর বাল-শুক।

আধ আধ বোলে বঁধুয়ার নাম

না লহরে দিতে দুখ॥

মোর প্রাণনাথ রাম রঘুনাথ

শ্যামল অঙ্গ যাঁর।

অধর, নয়ন, কর শ্রীচরণ

অরুণ বরণ তাঁর॥

তোর অধরের রক্তিমা জিনি

শ্যাম দেহ জিনি তোর!

আসিয়া মিলিল প্রাণ কেড়ে নিল

চলি গেলা মনচোর॥—৯।৫।৬

তামিল মূল

কূট্টুণ্ড নীঙ্গিয় কোলং

তামরৈক্ কণ্ সেব্বায়্

বাট্টমি লেন্করু মানিক্কম্

কন্নন মায়ন্ পোল্

কোট্টিয় বিল্লোড়ু মিন্নু

মেকক্ কুড়াঙ্গল কাল্!

কাট্টেন্ মিন্ নুম্মুরু এন্নু

যিরুক্কু কালনে।

অন্বয়—কূট্টুণ্ড নীঙ্গিয়—(প্রথমে আমার সহিত) সংশ্লিষ্ট হইয়া (তৎপরে) বিশ্লিষ্ট (নায়কের) ; কোলম্ তামরৈ কণ্—সুন্দর কমল-নয়নের ; সেব্ বায়্—রক্তিম অধরের ; বাট্টম ইল্ এন্ করু মানিক্কম্—ম্লানি রহিত আমার নীলমণি ; কন্নন্ মায়ন্ পোল্—কৃষ্ণ মায়ীর সদৃশ ; কোট্টিয় বিল্লোড়ু মিন্নু্—নম্র ধনু এবং বিদ্যুৎযুক্ত ; মেকক্কু-ড়াঙ্গল্—হে মেঘমালাগণ! নুম্ উরু কাট্টেন্ মিন্—তোমাদের ঐরূপ প্রদর্শন করাইও না ; অদু—ইহা (তোমার এইরূপ) ; এন্ উয়িক্কু—আমার প্রাণের ; কালন্—মৃত্যুর স্বরূপ।

বঙ্গানুবাদ—(কৃষ্ণরূপের সাদৃশ্যযুক্ত) মেঘমালাকে সম্বোধন করিয়া বিরহিণী নায়িকা (আড়্বার) বলিতেছেন—তোমাদের রূপ আমাকে দেখাইও না। ঐ রূপ আমার কালস্বরূপ।

কবিতায়—মিলি, গেলা চলি প্রাণ ল'য়ে ডালি
কৃষ্ণ রূপের খনি।
কমল নয়ন বিম্ব অধর।
নিরমল নীলমণি॥
ওরে মেঘ তোর ধনু তার জোড়া ভুরু জনু
ও চপলা অঙ্গছটা ভায়।
স্ফুরে শ্যামরূপ মোর দেখিলে রে রূপ তোর
গণি যেন কালশ্যাম তায়॥ —৯।৫।৭

তামিল মূল

উয়িৰ্ক্কুটু কালনেন্ রুমৈ
য়ানিরন্ দেৰ্কুনীর
কুয়িৰ্পৈ দল্কাল্! কণ্ণন্
নাম মেকুড় রিক্কোন্ রির্
তয়িৰ্প্পড়ক্কোৎ তোড়ুপা
লডিসিলুন্ দন্দু-সোল্
পয়িত্তিয় নল্বল মুট্টি
নীর্পণ পুডৈয়ীরে।

বঙ্গানুবাদ—নিজ পালিত কোকিলাগণকে বিরহিণী নায়িকা বলিতেছেন—আমার বঁধু কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিও না, আমার এই দশায় ইহা ক্লেশকর। তোমাদের লালন-পালনের কি এই ফল আমার!

অন্বয়—অত্ উয়িৰ্ক্কু কালন্—(আমার এই বিরহদশায়) উহা (কৃষ্ণনাম) আমার কালস্বরূপ; এন্রু উমৈ নান্ ইরন্দের্কু—এই কথা তোমাদিগকে আমি মিনতি করিলেও; কুয়িৰ পৈদল্কাল—হে কোকিলাগণ! নীর্ কণ্ণন্ নামমে কুড়রি কোন্ রীর্—তোমরা (আমার বঁধু) কৃষ্ণের নাম কূজন করতঃ আমাকে নাশ করিতেছ; তয়ির্ পড়ক্কোত্তোড়ু—(আমার দ্বারা) দধি ভোজন এবং; পাল্ অডিসিলুম্ তন্দু—এই দুগ্ধ ভোজন দানকরতঃ; সোল্পয়িত্তিয়—(শ্রীনাম) অভ্যাস করাইবার জন্য; নল্ বলম্ উট্টিনীর—উপযুক্ত ফল (তোমরা আমাকে) ভোজন করাইতেছ (কৃষ্ণনাম শুনাইয়া আমার বিনাশ সাধন করিতেছ); পণ্পু উডৈয়ীর্—(এইরূপই) তোমাদের স্বাভাব।

কবিতায়—রে মোর কোকিলাগণ শুনায়ো না কৃষ্ণনাম
যাচিয়াছি মুই বারে বার।
ও নাম যে কালসম পুড়ায় অন্তর মম
তবু কেন ডাকিস্ আবার॥
দধি দুগ্ধ অন্নদানে পালিয়াছি সযতনে
কত কথা শিখায়েছি, হায়!
জানিস্ তো কালসম তোর এই কৃষ্ণনাম
তবু তোর স্বভাব না যায়॥ —৯।৫।৮

তামিল মূল

পণ্ পুডৈ বণ্ডোড়ু তুম্বিকাল্
পণ্মিড়ৎ তেন্মিন্

(হইয়াছ); নম্‌বান নাডন্‌ ওড়ু—আমরাও আকাশ দেশবাসীর (পরমপদবাসী ভগবানের) সহিত; ওন্‌রিনোম্‌—একীভূত হইব (মিলিত হইব); ইনি পয়িন্‌রু এন্‌—এখন আর সঙ্গবদ্ধভাবে (মন্ত্রণায়) কি ফল হইবে? পৈয়বে উয়ক্কত্তড়ু—ক্রমে গমন করিতে উদ্যুক্তা হইয়া; ইড়ৈনল্ল আক্কৈয়ুম্‌—উৎকৃষ্ট সুন্দর শরীরযুক্ত (আড়্‌বার) বলিতেছেন—(নাথের বিরহে আমার যতই দুঃখ হোক্ না কেন); তড়ৈনল্ল ইন্‌বম্‌—সমৃদ্ধ সমীচীন (পবিত্র) আনন্দ; তলৈপ্পেয়্‌দু এঙ্গুমতড়ৈক্ক—প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র সমৃদ্ধ হউক।

কবিতায়— নারদ পাখীর কুল ভাবিছ কি প্রতিকূল?
সে ভাবনা মুই কিরে ডরি?
এই বিরহিণী বেশে চলি যাব সেই দেশে
খুঁজিবারে সে নিঠুর হরি।
দুখ মোরে দেয় হরি তার ইচ্ছা পূর্ণ করি
সে দশারে নাহি করি ভয়।
এই দেশবাসী যেন করি তার গুণগান
আনন্দ সায়রে ডুবি রয়॥—৯।৫।১০

তামিল মূল

ইন্‌বন্‌ দলৈপ্পেয়্‌ দেঙ্গুন্‌
তড়ৈত্তপল্‌ লুড়িক্কুৎ-
তন্‌পুক ড়েত্তৎ তনক্করুল্‌
সেয়্‌দ মায়নৈৎ-

তেন্‌কুরু কূর্‌সড গোপন্‌ সোল্‌
লায়িরৎ তল্‌-ইবৈ
ওন্‌প দোড়োন্‌ রুক্কুম্‌
বুলকু মুরুকুমে।

অন্বয়—এঙ্গুম্‌ তড়ৈত্ত ইন্‌বম্‌ তলৈপ্পেয়্‌দু—সর্ব্বত্র অভিবৃদ্ধ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া; পল্‌ উড়িক্কু—অনেক কল্প; তন্‌ পুকড়্‌ এত্ত—নিজের (শ্রীভগবানের) গুণগণ স্তুতি করিবার জন্য; তনক্কু অরুল্‌ সেয়্‌দ—তাঁহাকে (শ্রীশঠকোপ আড়্‌বারকে) কৃপাকারী; মায়নৈ—মায়ীর উদ্দেশ্যে; তেন্‌ কুরুকূর্‌ শডগোপন্‌ সোল্‌—সুন্দর কুরুকাপুরী নিবাসী শঠকোপোক্ত; আয়িরত্তুল্‌—সহস্রের মধ্যে; ইবৈ ওন্‌পদোড়ু ওনরুক্কু—এই নব গাথা সহিত একটি গাথায় (দশম গাথায়); মুবুলকুম্‌ উরুকুম্‌—ত্রিলোক (আনন্দে) দ্রবীভূত হইয়া যায়।

বঙ্গানুবাদ—এই দশকটি হৃদয়ঙ্গম হইলে অভ্যাসকারী মহা-আনন্দসাগরে নিমগ্ন থাকিবে।

কবিতায়—এ দশক মনে প্রাণে যে করে কীর্ত্তন।
কৃষ্ণসুখ-মহানন্দে রবে সে মগন॥ —৯।৫।১১

'পঞ্চস্তবী'-নামক এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থ হইতে শ্রীবৃন্দাবন অনুরাগ সম্বন্ধে দুইটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

হা জন্ম তাস্তু সিকতাসু মরা ন লব্ধম্‌,
রাসে ত্বয়া বিরহিতাঃ কিল গোপকন্যাঃ।
যা স্তাবকীন-পদপংক্তিজুষো জুবস্তঃ,
নিক্ষিপ্য তত্র নিজমঙ্গ-মনঙ্গ-তপ্তম্‌॥

অর্থাৎ—হে শ্রীশ্যামসুন্দর! রাসলীলায় আপনার বিরহে গোপীগণ যে শ্রীবৃন্দাবন-ধামের প্রেমময় রজকণা স্পর্শ মাত্রই নিজ নিজ মন্মথ-দগ্ধ দেহজ্বালার শান্তি লাভ করিয়াছিলেন (অর্থাৎ যে রজকণার স্পর্শ মাত্রই আপনার বিরহ জনিত সন্তাপ দূর হইয়া যায়।)—হায়! আমি ঐ রজকণিকার এক কণিকা পর্য্যন্তও প্রাপ্ত-যোগ্য নহি—ইহা দৈবপ্রতিকূল।

শ্রীবৃন্দাবন ধামের প্রতি কি অত্যদ্ভুত লালসা; কেবল মাত্র তাহাই নহে, বৃন্দাবন প্রাপ্তির অসম্ভাবনা কল্পনা করিয়া কিরূপ পশ্চাত্তাপ করিয়াছেন !!

বৃন্দাবনে স্থিরচরাত্মক-কীটদূর্বা-
পর্য্যন্ত-জন্তুনিচয়ে বত যে তদানীম্।
নৈবালভামহি জনিং হতকাস্ত যে তে,
পাপাঃ পদং তব কদা পুনরাশ্রয়ামঃ॥

হায়! চর-অচর-কীট-পতঙ্গ দূর্বাদি কোনও যোনিতে আমি শ্রীবৃন্দাবনে জন্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম—ইহা আমার মন্দভাগ্য কিম্বা পাপপুঞ্জের ফল। হায়! আমি সকল প্রকারেই হতভাগ্য। আবার কবে আমরা পাপীজন, শ্রীবৃন্দাবন বিহারীর শ্রীচরণকমলের আশ্রয় পাইতে সক্ষম হইব?

'শ্রী'-সম্প্রদায়ের—১। শ্রীরামানুজাচার্য্য হইতে ২। যতিশেখর ভারতী, ৩। বরদাচার্য্য, ৪। কিড়ম্বিরামানুজপিল্লান্, ৫। বেদান্ত দেশিক। এই

শ্রীবেদান্ত দেশিক লিখিত * গ্রন্থমালা মধ্যে স্তোত্রাবলী বিভাগে **'গোপাল-বিংশতিঃ'** স্তোত্রে শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সম্বন্ধে নিম্নরূপ শ্লোকসমূহ পাওয়া যায়।

"বন্দে বৃন্দাবনচরং বল্লবীজনবল্লভম্। জয়ন্তীসম্ভবং ধামবৈজয়ন্তীবিভূষণম্॥
বাচং নিজাঙ্করসিকাং প্রসমোক্ষমাণো বক্ত্রারবিন্দবিনিবেশিতপাঞ্চজন্যঃ।
বর্ণত্রিকোণরুচিরে বরপুণ্ডরীকে বদ্ধাসনো জয়তি বল্লবচক্রবর্ত্তী॥
আম্নায়গন্ধিরুদিতস্ফুরিতাধরোষ্ঠমাস্রাবিলেক্ষণমনুক্ষণমন্দহাসম্।
গোপালডিম্ববপুষং কুহনাজনন্যাঃ প্রাণস্তনন্ধয়মবৈমি পরং পুমাংসম্।
আবির্ভবন্নিভৃতাভরণং পুরস্তাৎ আকুঞ্চিতৈকচরণং নিভৃতান্যপাদম্।
দধ্না নিমন্থমুখরেণ নিবদ্ধতালং নাথস্য নন্দভবনে নবনীতনাট্যম্॥

* শ্রীবেদান্তদেশিক-রচিত গ্রন্থাবলী -(১) স্তোত্রাবলী, (১—৩১টী স্তোত্র), (২) শ্রীভাষ্যের 'অধিকরণ-সারাবলী, (৩) শতদূষণী, (৪) মীমাংসা-পাদুকা, (৫) সেশ্বরমীমাংসা, (৬) ন্যায়পরিশুদ্ধি, (৭) ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন, (৮) তত্ত্বমুক্তাকলাপ (সর্ব্বার্থসিদ্ধি টীকা), (৯) হংস-সন্দেশ, (১০) সুভাষিতনীবী, (১১) যাদবাভ্যুদয়, (১২) সঙ্কল্পসূর্য্যোদয়, (১৩) ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্য, (১৪) শ্রীযামুনারচিত চতুঃশ্লোকীর ভাষ্য, (১৫) স্তোত্ররত্নভাষ্য, (১৬) গদ্যভাষ্য, (১৭) গীতার্থ-সংগ্রহরক্ষা, (১৮) গীতাভাষ্যতাৎপর্যচন্দ্রিকা, (১৯) তত্ত্বটীকা, (২০) নিক্ষেপরক্ষা, (২১) সচ্চরিত্ররক্ষা, (২২) পাঞ্চরাত্র-রক্ষা; এতদ্ব্যতীত (১) যজ্ঞোপবীত প্রতিষ্ঠা, (২) বৈশ্বদেব-কারিকা, (৩) ভূগোল-নির্ণয় (সব্যাখ্যা), (৪) ভগবদারাধন-প্রয়োগ-কারিকা প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থও তাঁহার নামে আরোপিত হয়।—(অণ্ণঙ্গরাচার্য্য সম্পাদিত এবং কাঞ্চী হইতে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, ভূমিকা, ৪র্থ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। শ্রীবেদান্তদেশিকের পুত্র —শ্রীকুমার বেদান্তাচার্য্যও একজন পরম বৈদান্তিক ছিলেন।

হর্তুং কুম্ভে বিনিহিতকরঃ স্বাদু হৈয়ঙ্গবীনং দৃষ্টা দামগ্রহণচটুলাং
মাতরং জাতরোষাম্ ।
পায়াদীষৎপ্রচলিতপদো নাপগচ্ছন্ নতিষ্ঠন্ মিথ্যাগোপঃ সপদি নয়নে
মীলয়ন্ বিশ্বগোপ্তা ॥

ব্রজযোষিদপাঙ্গবেধনীয়ং মধুরাভাগ্যমনন্য-ভোগ্যমীড়ে ।
বসুদেববধূস্তনন্ধয়ং তৎকিমপি ব্রহ্ম কিশোরভাবদৃশ্যম্ ॥
পরিবর্ত্তিতকন্ধরং ভয়েন স্মিতফুল্লাধরপল্লবং স্মরামি ।
বিটপিত্বনিরাসকং কয়োশ্চিদ্বিপুলোলূখলকর্ষকং কুমারম্ ॥
নিকটেষু নিশাময়ামি নিত্যং নিগমান্তৈরধুনাঽপি মৃগ্যমাণম্ ।
যমলার্জুন-দৃষ্টবালকেলিং যমুনাসাক্ষিকযৌবনং যুবানম্ ॥
পদবীমদবীয়সীং বিমুক্তেঃ অটবীসম্পদমম্বু বাহয়ন্তীম্ ।
অরুণাধরসাভিলাষবংশাং করুণাং কারণমানুষীং ভজামি ॥
অনিমেষনিষেবণীয়মক্ষ্ণোঃ অজহদ্যৌবনমাবিরস্তু চিত্তে ।
কলহায়িত-কুন্তলং কলাপৈঃ করণোন্মাদকবিভ্রমং মহো মে ॥
অনুযায়িমনোজ্ঞবংশনালৈরবতু স্পর্শিতবল্লবীবিমোহৈঃ ।
অনঘস্মিতশীতলৈরসৌ মামনুকম্পাসরিদম্বুজৈরপাঙ্গৈঃ ॥
অধরাহিতচারুবংশনালাঃ মুকুটালম্বিময়ূরপিঞ্ছমালাঃ ।
হরিনীলশিলাবিভঙ্গনীলাঃ প্রতিভাঃ সন্তু মমান্তিমপ্রয়াণে ॥
অখিলানবলোকয়ামি কালান্ মহিলাধীনভূজান্তরস্য যূনঃ ।
অভিলাষপদং ব্রজাঙ্গনানাম্ অভিলাপ-ক্রমদূরমাভিরূপ্যম্ ॥
হৃদি মুগ্ধশিখণ্ডমণ্ডনো লিখিতঃ কেন মমৈষ শিল্পিনা ।
মদনাতুরবল্লবাঙ্গনাবদনাম্ভোজদিবাকরো যুবা ॥ ১৪
মহসে মহিতায় মৌলিনা বিনতেনাঞ্জলিমঞ্জনত্বিষে ।
কলয়ামি বিমুগ্ধবল্লবীবলয়া ভাষিত-মঞ্জুবেণবে ॥ ১৫

জয়তি ললিতবৃত্তিং শিক্ষিতো বল্লবীনাং
শিথিল-বলয়শিঞ্জাশীতলৈ র্হস্ততালৈঃ ।
অখিল-ভুবনরক্ষা-গোপবেষস্য বিষ্ণোঃ
অধরমণিসুধায়ামংশ-স্বান্‌ংশলঃ ।
চিত্রাকল্পঃ শ্রবসি কলয়ঁল্লাঙ্গলীকর্ণপূরং
বর্হোত্তংস-স্ফুরিত-চিকুরো বন্ধুজীবং দধানঃ ।
গুঞ্জাবদ্ধামুরসি ললিতাং ধারয়ন্ হারযষ্টিং
গোপস্ত্রীনাং জয়তি কিতবঃ কোঽপি কৌমারহারী ।
লীলাযষ্টিং করকিসলয়ে দক্ষিণে ন্যস্য ধন্যাম্
অংসে দেব্যাঃ পুলকরুচিরে সংনিবিষ্টান্যবাহুঃ ।
মেঘশ্যামো জয়তি ললিতো মেখলাদত্তবেণুঃ
গুঞ্জাপীড়স্ফুরিত-চিকুরো গোপকন্যাভুজঙ্গঃ ॥ ১৮
প্রত্যালীঢ়স্থিতিমধিগতাং প্রাপ্ত-গাঢ়াঙ্কপালিং
পশ্চাদীষন্মিলিত-নয়নাং প্রেয়সীং প্রেক্ষমাণঃ ।
ভস্ত্রায়ন্ত্রপ্রণিহিতকরো ভক্তজীবাতুরব্যাৎ
বারিক্রীড়ানিবিড়বসনো বল্লবী বল্লভো নঃ ॥ ১৯
বাসো হৃত্বা দিনকরসুতাসন্নিধৌ বল্লবীনাং
লীলাস্মেরো জয়তি ললিতামাস্থিতঃ কুন্দশাখাম্ ।
সব্রীড়াভিস্তদনুবসনে তাভিরভ্যর্থ্যমানে
কামী কশ্চিৎকর-কমলয়োরঞ্জলিং যাচমানঃ ॥
ইত্যনন্যমনসা বিনির্ম্মিতাং বেঙ্কটেশকবিনা স্তুতিং পঠেৎ ।
দিব্য বেণুরসিকং সমীক্ষতে দৈবতং কিমপি যৌবতপ্রিয়ম্ ॥ ২১

ইতি কবি-তার্কিকসিংহ-সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র-বেদান্তাচার্য্যকৃতিষু
গোপাল-বিংশতিঃ সমাপ্তা ॥

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যের কতিপয় উপদেশ

স্বদেশিকস্য কৈঙ্কর্য্যে কৈঙ্কর্য্যে বৈষ্ণবস্য চ।
প্রতিপত্তিং সমাং কৃত্বা কৈঙ্কর্য্যং কারয়েৎ সদা।
পূর্ব্বাচার্য্যোক্তবাক্যেষু বিশ্বাসেনৈব বর্ত্তয়েৎ ॥

(প্রপন্নামৃত ৬৫।২৪)

স্বীয় গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য্যে সমান সম্মান করিয়া তাঁহার সর্ব্বদা সেবা করিবে। পূর্ব্বাচার্য্যদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে।

ন বর্ত্তয়েদিন্দ্রিয়াণাং কিঙ্করশ্চ দিবানিশম্।
সামান্যশাস্ত্রনিরতো নৈব তিষ্ঠেৎ কদাচন ॥

(প্রপন্নামৃত ৬৫।২৫)

ইন্দ্রিয়কিঙ্কর হইয়া দিবানিশি যাপন করিবে না। পরমার্থ-শাস্ত্র ব্যতীত ইতরশাস্ত্রসকল সামান্যশাস্ত্র। তাহাতে কখনও নিরত হইয়া থাকিবে না।

সা প্রীতিরাসীৎ সততং ভগবন্নামকীর্ত্তনে।
সা স্যাৎ প্রীতি র্হি তদ্ভক্ত-নাম-সংকীর্ত্তনে চ বঃ ॥

(প্রপন্নামৃত ৬৫।২৯)

ভগবন্নামকীর্ত্তনে তোমাদের যে প্রীতি ছিল, সেই প্রীতি এখন তাঁর ভক্তগণের নাম সংকীর্ত্তনে হউক।

কারণং ভগবৎপ্রাপ্তে র্মহাভাগবতাশ্রয়ঃ।
ইতি মত্বা দৃঢ়ং তেষাং আজ্ঞয়া বর্ত্তয়েৎ সদা ॥

মহাভাগবতাশ্রয় ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ, ইহা জানিয়া—দৃঢ়রূপে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে। (প্রপন্নামৃত ৬৫।৩০)

বিহায় বিষ্ণুকৈঙ্কর্য্যং কৈঙ্কর্য্যং বৈষ্ণবস্য চ।
বিনশ্যেৎ স নরঃ প্রাজ্ঞঃ রাগাদি-প্রেরিতো যদি ॥

(প্রঃ ৬৫।৩১)

প্রাপ্ত পুরুষ বিষয়াসক্তিক্রমে যেরূপ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ—বিষ্ণু কৈঙ্কর্য্য ও বৈষ্ণব কৈঙ্কর্য্য পরিত্যাগ করিলে মনুষ্য মাত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

বৈষ্ণবানামনুষ্ঠানে নোপায়মতিমুন্নয়েৎ।
উপেয়মেব সততং উন্নয়েৎ সুমহামনাঃ ॥

(প্রঃ ৬৫।৩২)

বৈষ্ণব সেবায় উপায় বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা উপেয় বুদ্ধি করিবে। [বৈষ্ণবসেবা করিয়া অন্য কোন ফল পাওয়া যায় এরূপ বুদ্ধিকে 'উপায় বুদ্ধি' বলে। অন্য বহু সুকৃতি ফলে বৈষ্ণবসেবা কৃত হয়; এই বুদ্ধিকেই 'উপেয়বুদ্ধি' বলে।]

পুষ্প-চন্দন-তাম্বুল-দ্রব্যাদিষু সুগন্ধিষু।
বাসনা-রুচিকার্য্যাণি কদাচিন্নৈব কারয়েৎ ॥

(প্রঃ ৬৫।২৮)

পুষ্প, চন্দন, তাম্বুল প্রভৃতি সুগন্ধদ্রব্যে কামপ্রবৃত্ত রুচিকার্য্য কখনই করিবে না। অর্থাৎ ভক্তিপ্রবৃত্ত রুচিকার্য্য কেবল ভগবন্নির্ম্মাল্যরূপ দ্রব্যে করিবে।

শ্রদ্ধা ন বিস্ময়ং গচ্ছেদ্দেবতান্তর-কীর্ত্তনম্।
বিশেষার্ব্বা বৈষ্ণবানাঞ্চ নামসঙ্কীর্ত্তনানি চ ॥

(প্রঃ ৬৫।৪৫)

অন্য দেবতার কীর্ত্তন শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবে না। বিষ্ণু বা বৈষ্ণবদিগের নামসঙ্কীর্ত্তনকারী ভক্ত পুরুষ দেখিয়া আনন্দলাভ না করাই তাহাদের মধ্যে একটি অপচার বা অপরাধ বলিয়া জানিবে।

বৈষ্ণবানাঞ্চ জন্মানি নিদ্রালস্যানি যানি চ।
দৃষ্ট্বা তান্যপ্রকাশ্যানি জনেভ্যো ন বদেৎ ক্বচিৎ॥
(প্রঃ ৬৫।৫০)

বৈষ্ণবদিগের জন্ম, নিদ্রা, আলস্য অপ্রকাশ্য। সেই সকল দেখিয়া কাহাকেও কিছু বলিবে না।

যদি প্রণমতে পূর্ব্বং দাসোঽহং ইতি বৈষ্ণবঃ।
অনাদরে কৃতে তস্মিন্ অপচারো মহান্ ভবেৎ॥
(প্রঃ ৬৫।৪৯)

বৈষ্ণব যদি 'আমি দাস' বলিয়া পূর্ব্বে প্রণাম করেন, তাঁহাকে অনাদর করিলে মহাপরাধ হয়।

মাঞ্চ ভাগবতৈঃ সার্দ্ধং সাম্যবুদ্ধিং ন কারয়েৎ।
প্রাকৃতানাঞ্চ সংস্পর্শং প্রাপ্তঃ প্রামাদিকাদ্ যদি ;
স্নাতঃ সচৈলঃ সহসা বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রিজলং পিবেত॥
(প্রঃ ৬৫।৫৫)

আমাকে বৈষ্ণবদিগের সহিত সমান জ্ঞান করিবে না। প্রাকৃত লোকের দৈবাৎ সংস্পর্শমাত্র বস্ত্রের সহিত স্নাত হইয়া সহসা বৈষ্ণব-চরণামৃত পান করিবে।

প্রসাদে পাবণে বিষ্ণোঃ সর্ব্বপাপহরে হরেঃ।
কদাচিদপি চোচ্ছিষ্টং প্রতিপত্তিং ন কারয়েৎ॥
(প্রঃ ৬৫।৬২)

সর্ব্বপাপহর পবিত্র হরিপ্রসাদে কখনও উচ্ছিষ্ট বুদ্ধি করিবে না।

দেহাভিমানিনা সার্দ্ধং সহবাসং ন কারয়েৎ।
শ্রী-বৈষ্ণবানাং চিহ্নানি ধৃত্বাপি বিষয়াতুরৈঃ।
তৈঃ সার্দ্ধং বঞ্চকজনৈঃ সহবাসং ন কারয়েৎ॥
(প্রঃ ৬৫।৬৬-৬৭)

দেহাভিমানী ব্যক্তির সহিত সহবাস করিবে না। বিষয়াতুর বঞ্চকগণ যদি বৈষ্ণবচিহ্ন-সকল ধারণ করে, তথাপি তাহাদের সহবাস করিবে না।

বৈষ্ণবেন তিরস্কারঃ কৃতোহি ভবতাং যদি।
অপকারং স্মৃতিং তস্মাদমত্বা মৌনতো বসেৎ॥
(প্রঃ ৬৫।৭৪)

আপনাদিগকে যদি বৈষ্ণব তিরস্কার করেন, তাহা হইলে অপকার স্মরণ না করিয়া মৌন হইয়া বসিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতার্চ্চনং ভগবতঃ পূজাবিধেরুত্তমম্,
শ্রীবিষ্ণোরবমাননাদ্ গুরুতরং শ্রীবৈষ্ণবোল্লঙ্ঘনম্।
তীর্থাদচ্যুতপাদজাদ্ গুরুতরং তীর্থং তদীয়াঙ্ঘ্রিজম্,
তস্মান্নিত্যমতন্দ্রিতো ভব সতাং তেষাং সমারাধনে॥
(প্রঃ ৬৫।৮৬)

বৈষ্ণবদিগের আরাধনাই—ভগবানের উত্তম পূজা-বিধি ; বিষ্ণু অপমান অপেক্ষা বৈষ্ণব উল্লঙ্ঘন গুরুতর, বিষ্ণুপদজল হইতে বৈষ্ণবপদজল শ্রেষ্ঠতম, তাহা জানিয়া অতন্দ্রিতরূপে বৈষ্ণবদিগের সমারাধনে যত্নবান হও। 'ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।'

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

এই সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয়ার সম্বন্ধ

কলিযুগপাবন-স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার অনন্তশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারতে কাবেরী তীরে শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করিয়া পরম মনোহর আনন্দ প্রকাশ করতঃ দিব্য নৃত্য-গীতাদিতে বিভোর হইয়াছিলেন। তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত-বৈষ্ণব শ্রীবেঙ্কট ভট্ট, শ্রীত্রিমল্ল ভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ ভট্ট (সরস্বতী) শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রকার প্রেম-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া বিমুগ্ধচিত্তে প্রভুকে প্রাণাধিক সাদরে নিজগৃহে লইয়া গিয়া চাতুর্ম্মাস্যব্রত কালে প্রেমসেবা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রাণসম আত্মজ শ্রীমান্ গোপাল ভট্টকে (১১ বৎসরের বালক) প্রভুর সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বালব্রহ্মচারী শ্রীমান্ গোপাল ভট্টপাদ অতি অল্প বয়সে প্রভুর কৃপাভিষিক্ত হইয়া পরে শুভ সময়ানুসারে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করতঃ শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীলোকনাথ, ভূগর্ভাদি গোস্বামিপাদগণের সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশে অবস্থান করেন এবং "শ্রীহরিভক্তিবিলাস" নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-স্মৃতি-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণবজগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ইনিই যড়-গোস্বামিপাদের অন্যতম —"শ্রীশ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিচরণ" নামে বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভায় সুপরিচিত আছেন। শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৯।৮২-৮৩ "শ্রী-বৈষ্ণব এক শ্রীবেঙ্কট ভট্ট নাম। প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥ নিজ ঘরে লৈয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন। সেই জলে লৈয়া কৈলা সবংশে ভক্ষণ॥" ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে—১ম, ৯০—৯৯পর্য্যন্ত পয়ারে নিম্নলিখিত রূপ পাওয়া যায়,—

"অন্যত্র ব্যক্ত গোপাল ব্যেঙ্কট তনয়। প্রভুপাদোদকপানে হৈল-প্রেমোদয়॥ নিজগৃহে শ্রীগোপাল প্রাণনাথে পাইয়া। পিতার আজ্ঞায় সেবে মহাহৃষ্ট হইয়া॥ শ্রীগোপাল ভট্টে প্রভু যে কৃপা করিল। তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নারিল॥ বন্দে শ্রীভট্ট-গোপালং দ্বিজেন্দ্রং বেঙ্কটাত্মজম্। শ্রীচৈতন্যপ্রভোঃ সেবানিযুক্তঞ্চ নিজালয়ে॥" শ্রীভক্তি-রত্নাকর ১।৮৩-৮৪ পয়ারে—

> "ত্রিমল্ল, ব্যেঙ্কট, আর প্রবোধানন্দ *।
> এতিন ভ্রাতার প্রাণধন গৌরচন্দ্র॥
> **লক্ষ্মী-নারায়ণ উপাসক** এ পূর্ব্বেতে।
> **রাধাকৃষ্ণরসে মত্ত** প্রভুর কৃপাতে॥"

শ্রীগোপাল ভট্টের পিতৃদেব শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক "শ্রী" সম্প্রদায়ের 'বড়গল' শাখাস্থ শ্রীরামানুজ বৈষ্ণব ছিলেন। জগদ্গুরু শ্রীরামানন্দাচার্য্যপাদ 'তিঙ্গল' শাখাকে বরণ করিয়াছেন বলিয়া কাহার কাহারও মত জানা যায়।

শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীশালগ্রাম-শিলা হইতে প্রকটিত অনন্ত শ্রীবিভূষিত "শ্রীশ্রীরাধারমণ-লালজীউ" শ্রীবিগ্রহ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের অলৌকিক কীর্ত্তি বিঘোষিত করিতেছেন।

---

* প্রবোধানন্দের নাম—শ্রীগোপালগুরু বলিয়া কোথাও কোথাও পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ শ্রীল গোপাল ভট্টপাদের শ্রীগুরুদেব ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কেহ কেহ শ্রীগোপাল-গুরু বলিতেন। তৎকালে অদ্বিতীয় বিদ্বান্ ছিলেন বলিয়া তাঁহার 'সরস্বতী' উপাধি হইয়াছিল।

"জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥"
—এই ছয় গোস্বামিগণের প্রণীত বহুগ্রন্থেই 'শ্রী'সম্প্রদায়ের আকর গ্রন্থসমূহের বহু প্রচীন মূল্যবান্ প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কড়চা, শ্রীভক্তিরত্নাকর ইত্যাদি গ্রন্থেও এই সম্প্রদায়ের অমর স্মৃতি আছেন। শ্রীগোবর্দ্ধন দাস কৃত "শ্রীশ্রীব্রজধাম ও শ্রীগোস্বামিগণ" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীউর শ্রীমন্দির এই সম্প্রদায়ের গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন; তৎসহ বাবা শ্রীমৎ রঘুনাথ দাসজী মহারাজ ও 'বেদান্ত-ষড়্ দর্শনাচার্য্য' বিদ্বদ্‌বরেণ্য পরম পণ্ডিত শ্রীমৎ চক্রপাণিজী মহারাজ এই সম্প্রদায়ের সুপরিচিত বৈষ্ণব-মহাত্মাও বর্ত্তমানে বিরাজিত আছেন।

চারিযুগের নাম

সত্যযুগে—নারায়ণঃ পরা বেদাঃ নারায়ণঃ পরা ক্ষরাঃ।
নারায়ণঃ পরা মুক্তিঃ নারায়ণঃ পরা গতিঃ ॥

ত্রেতাযুগে—রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥

দ্বাপরযুগে—হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

কলিযুগে—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

'ব্রহ্ম'-সম্প্রদায় *

(আচার্য্য শ্রীআনন্দতীর্থ বা শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ—দ্বৈতবাদী)

উড়ুপী বা রজতপীঠপুর

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে গোকর্ণক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত একটি সুদীর্ঘ গিরিশ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে। এই শৈলমালা ভাষা ও দেশভেদে 'সহ্যাদ্রি', 'কোল পর্ব্বত', 'মলয়গিরি' প্রভৃতি নামে খ্যাত। ঐ গিরিশ্রেণী একটি সুপ্রাচীন পুণ্যময় ভূভাগের পূর্ব্বদিকে মালিকাকারে বেষ্টিত থাকিয়া সেই পুণ্যস্থলীকে নিরন্তর অর্ঘ্য-প্রদানে পূজা করিতেছে; বিশাল আরব সমুদ্র পশ্চিমে বিরাজিত

---

* ব্রহ্মার সাতটি বিভিন্ন জন্মে সাত্বত-ধর্ম্ম পুনঃপুনঃ প্রচারিত হইয়াছিল। **প্রথম** মানস জন্মে—শ্রীনারায়ণ হইতে ফেনপগণ, ফেনপগণ হইতে বৈখানসগণ, বৈখানসগণ হইতে চন্দ্র। **দ্বিতীয়** চাক্ষুষজন্মে—শ্রীনারায়ণের কৃপাক্রমে ব্রহ্মা ও রুদ্র, এবং রুদ্র হইতে বালখিল্যগণ। **তৃতীয়** বাচিক জন্মে—শ্রীনারায়ণ হইতে সুপর্ণ ঋগ্বেদের আকর মন্ত্র লাভ করেন। তৎকালে বায়ু হইতে বিঘশাসি-সম্প্রদায়, বিঘশাসিগণ হইতে মহোদধি। ব্রহ্মার **চতুর্থ** শ্রবণজ জন্মে—আরণ্যক-সহ বেদশাস্ত্রে সাত্বতধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তৎকালে ব্রহ্মা হইতে স্বারোচিষ মনু, তাঁহা হইতে তাঁহার পুত্র শঙ্খপদ, শঙ্খপদ হইতে (পুত্র) সুবর্ণাভ সাত্বতধর্ম্ম শিক্ষা করেন। ব্রহ্মার মানস, চাক্ষুষ, বাচিক, শ্রবণজ—এই চারিপ্রকার আবির্ভাবে সত্যযুগে সাত্বত-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ব্রহ্মার **পঞ্চম** নাসত্য জন্মে—শ্রীনারায়ণ হইতে সনৎকুমার ঐকান্তিক ধর্ম্ম লাভ করেন। সনৎকুমার হইতে বীরণ, বীরণ হইতে রৈভ্য, রৈভ্য হইতে কুক্ষি এই ধর্ম্ম লাভ করেন। ব্রহ্মার **ষষ্ঠ** অণ্ডজ জন্মে—ব্রহ্মা হইতে বর্হিষ্য ও তদগ্রজ অবিকম্পন সাত্বতধর্ম্ম প্রাপ্ত হন।

থাকিয়া সেই পুণ্য-তীর্থের পাদধৌত করিতেছেন। এই পবিত্র ভূভাগ 'পরশুরামক্ষেত্র'-রূপে পরিচিত। শ্রীপরশুরাম স্বয়ং কর্ম্মলেপ রহিত হইলেও লোকোপদেশার্থ মাতৃহত্যার প্রয়শ্চিত্তবিধানের জন্য গোকর্ণ-ক্ষেত্র হইতে কন্যাকুমারিকাক্ষেত্র পর্য্যন্ত বাণ প্রয়োগে সমুদ্রকে অপসারিত করিয়া তথায় এক নূতন ভূভাগ নির্ম্মাণ করেন এবং উহা বৈষ্ণব-ব্রহ্মাণকে দান করেন। স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ডে এইরূপ উপাখ্যান শ্রুত হইয়া থাকে। এই পরশুরামক্ষেত্র উত্তরসীমা হইতে দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত আদিকেরল, মধ্যেকেরল ও অন্ত্যকেরল—এই তিনটী ভাগে বিভক্ত। আদিকেরল উত্তর-কর্ণাট ও দক্ষিণ-কর্ণাট—এই দ্বিবিধ প্রদেশে পরিগণিত। উত্তর কর্ণাটকে 'কেনারিজ' ভাষা আর দক্ষিণ কর্ণাটকে 'তুলু' ভাষারই বিশেষ প্রচার লক্ষিত হয়। এই দক্ষিণ-কর্ণাটক-প্রদেশই 'রজতপীঠপুর' বা 'রৌপ্যপীঠপুর'—এই প্রাচীন-সংজ্ঞা পরিমণ্ডিত **'উড়ুপী'** ক্ষেত্রদ্বারা সুশোভিত। সুতরাং উড়ুপীর অপর প্রাচীন নাম—'রজতপীঠপুর'।

ব্রহ্মার এই ষষ্ঠ জন্মেই সর্ব্বপ্রথম **সামবেদ** গানের ধ্বনি উদ্গীত হয়। ব্রহ্মার **সপ্তম** পাদ্মজন্মেই—শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে দক্ষ, আদিত্য, বিবস্বান্, মনু ও ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি ভাগবতধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'শ্রী'-সম্প্রদায়—রত্নাকর হইতে উদ্ভূত। রত্নাকর প্রাচীন বিঘশাসি সম্প্রদায় হইতে এবং উক্ত সম্প্রদায় আবার বায়ু হইতে ব্রহ্মার তৃতীয় বাক্যজন্মে প্রকটিত হন। 'ব্রহ্ম'-সম্প্রদায় ও 'রুদ্র'-সম্প্রদায় ব্রহ্মার চাক্ষুষ জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে কৃপালাভ করেন। তাঁহাদের অধস্তন বালখিল্যগণই ব্রহ্ম ও রুদ্র-সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ করেন। সনৎকুমার ব্রহ্মার নাসত্য পঞ্চম জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ত্রেতা প্রারম্ভে ঐকান্তিক-ধর্ম্ম লাভ করেন।—গৌড়ীয় ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১০-১১ পৃঃ।

এই পবিত্র ক্ষেত্র ছয়ক্রোশ পরিধি-বিশিষ্ট। ইহার পশ্চিম দিকে আরবসাগর ও পূর্ব্বদিকে বেধাচল পর্ব্বত বিরাজমান; দক্ষিণে পাপ-নাশিনী এবং উত্তরে সুবর্ণা নাম্নী নদীদ্বয় প্রবাহিতা আছেন।

তিন সহস্রের অধিক বর্ষ পূর্ব্বে পরশুরামের ভক্ত রামভোজ নামক কোন ক্ষত্রিয় ভূপতি বিষ্ণু-প্রীতির জন্য একটি মহদ্ যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ করিয়া যজ্ঞবিদ্যানিপুণ কতিপয় ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানে তৎপর হইয়া-ছিলেন। কোথায়ও তাঁহার অভীষ্টানুযায়ী সুনিপুণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ দেখিতে না পাইয়া পরিশেষে পাঞ্চাল দেশের মধ্যে গঙ্গাতীরস্থ অহিছত্র-দেশ হইতে কর্ম্মকাণ্ডনিপুণ, পরমপণ্ডিত, অগ্নিহোত্রী একশত বিশ জন ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের কুটুম্বগণের সহিত স্বদেশে আনয়ন করেন। সেই সকল কুলীন ব্রাহ্মণের বংশ অদ্যাপি পরশুরামক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। কালপ্রভাবে তাঁহাদের কয়েকটি বংশ লোপপ্রাপ্ত হইলেও এখনও শতাধিক ব্রাহ্মণবংশ তথায় দৃষ্ট হয়। ইহারা সকলেই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের পর মধ্বানুগত হইয়া 'মাধ্বব্রাহ্মণ' নামে পরিচয় লাভ করিয়াছেন। রামভোজ নরপতি ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়া যখন যজ্ঞস্থলীর শুদ্ধির নিমিত্ত স্বহস্তে লাঙ্গলাদির দ্বারা ভূমির শোধন করিতে-ছিলেন, তখন একটি মহাসর্প লাঙ্গলপরিসরে পতিত হইয়া আহতের ন্যায়-দৃষ্ট হয়। রামভোজ নৃপতি তাঁহার সেই কার্য্যের প্রায়শ্চিত্তার্থ উড়ুপী-ক্ষেত্রের চতুঃসীমায় 'তাঙ্গোড়ু,' 'মাঙ্গোড়ু,' 'অরিতোড়ু,' 'মুচ্চিলকোড়ু' নামক দেবালয় চতুষ্টয় নির্ম্মাণ করাইয়া মধ্যপ্রদেশে ক্রোশব্যাপী রজতময় পীঠ সংস্থাপন করেন এবং পীঠোপরি সুবর্ণ-'শেষ'-প্রতিমা প্রকাশ করিয়া তাঁহার পূজা বিধান করেন। কালে সেই পীঠ ভূগর্ভস্থ হইয়াছে বলিয়া

শোনা যায়। যজ্ঞকালে ভগবান্ শ্রীপরশুরাম রজতপীঠস্থ-স্বুবর্ণ সর্প-ফণার অধোভাগে লিঙ্গাকারে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলেন। সেই শেষশায়ী 'অনন্তেশ্বর' নামক বিষ্ণুর পুরাতন দেবালয় অদ্যাপি উড়ুপীক্ষেত্রে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। রজতপীঠের সংস্থান হেতু সেই ক্ষেত্র প্রাচীনকাল হইতে 'রজতপীঠপুর'-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এইক্ষেত্রের 'উড়ুপী'-আখ্যা বিষয়েও একটি উপাখ্যান পুরাণে শ্রুত হইয়া থাকে। যথা,—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যোষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, এই সপ্তবিংশতিসংখ্যক তারকা, চন্দ্রের পত্নী *। ইঁহারা সকলেই দক্ষের কন্যা। চন্দ্র

* 'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর' ও 'হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে' এই সকল নাম পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাহাতে উত্তরায়ণকে 'বলভদ্র' এবং দক্ষিণায়নকে 'কৃষ্ণ' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সাতাইশটি নক্ষত্রের সহিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাতাইশ সংখ্যক করমালার সম্বন্ধ আছে এবং (২৭ × ৪ = ১০৮) এইরূপে চতুর্ব্ব্যূহের সংখ্যা ১০৮ হওয়ায় জপমালার সংখ্যাও ১০৮ হইয়াছে। কেহ কেহ দ্বিগুণ ২৭ × ২ = ৫৪ মালাতেও করমালা জপিয়া থাকেন। কেহ ২৭ মালাও জপেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৫।১৮ শ্লোক, শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ কালে বেণুবাদনের সহিত ১০৮টি করমালা জপ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ টীকায় বলিয়াছেন,—'মণিধরঃ গোগণসংখ্যানমণিমালাধরঃ। শুক্লরক্তশ্যামপীতানাং চতুর্ণাং বর্ণানাং প্রত্যেকং পঞ্চবিংশতিপ্রভেদৈঃ শতং বর্ণা ভবন্তি। তত্রৈব চিত্রিতত্ব-চন্দনতিলকত্বাদিবর্ণৈ মৃদঙ্গ-মুখতাম্রাকারৈশ্চাষ্টোহপ্যষ্ট-প্রভেদা ভবন্তি। ততশ্চ তত্তদ্বর্ণাকারৈরষ্টোত্তর-শতমণিগোলকৈর্গোগণনার্থং '**কৃষ্ণেন গো-জপমালৈকা** কান্তি তাং মালাং গৃহীত্বৈবাসঙ্খ্যানামপি গবামষ্টোত্তরশতং যূথান্ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণান্ গণয়তি।'—১০৮ জপমালা সম্বন্ধে কেহ কেহ এই সিদ্ধান্তও বলেন। কেহ কেহ ১০৮ সখীর আনুগত্যে ভজনের কথাও বলেন।

দক্ষের অপর পুত্রীগণের প্রতি উদাসীন থাকিয়া কেবলমাত্র রোহিণীতে অত্যাসক্ত ছিলেন। অপর পুত্রীগণের প্রার্থনায়, দক্ষ চন্দ্রের এইরূপ অসম ব্যবহারের জন্য শাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, চন্দ্র তাহার ঐরূপ কার্য্যের জন্য কলাহীন হইয়া পড়িবে। চন্দ্র শাপগ্রস্ত হইয়া স্বীয় কলাক্ষয় পরিহারার্থ সেই পরশুরাম ক্ষেত্রে 'অজারণ্য' † নামক স্থানে তপস্যা দ্বারা রুদ্রকে পরিতুষ্ট করেন। রুদ্রদেব চন্দ্রের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া রজতপীঠ-ক্ষেত্রস্থ মহাসরোবর মধ্যে প্রকটিত হন এবং চন্দ্রের সম্পূর্ণ কলাক্ষয় নিবারণার্থ চন্দ্রকে বিশাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, তাঁহার একপক্ষে (১৫দিনে) ক্রমান্বয়ে কলাক্ষয় এবং অপর পক্ষে (অপর ১৫দিনে) ক্রমান্বয়ে কলা বৃদ্ধি হইবে। সেই সময় হইতেই কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের প্রচলন হইয়াছে, এইরূপ কথা শ্রুত হইয়া থাকে। চন্দ্রের অপর নাম—'উড়ুপ'। 'উড়ু' পদে নক্ষত্র এবং 'প'-পতি চন্দ্রের তপঃপ্রসন্ন রুদ্রদেবতার অধিষ্ঠিত ক্ষেত্র বলিয়া এস্থানের নাম—'উড়ুপী' হইয়াছে। যে সরোবর মধ্যে রুদ্রদেব প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহার তটপ্রদেশে অধুনা শ্রীরুদ্র 'চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব' নামে খ্যাত হইয়া সুবৃহৎ দেবলয়াভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন। উড়ুপী-ক্ষেত্রস্থ বৈষ্ণবগণের দ্বারা বিষ্ণু নির্ম্মাল্য ও বিষ্ণুপাদ-সরিৎ উপকরণ সহযোগে চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব বিষ্ণুপ্রিয়-বিগ্রহরূপে নিত্য সম্পূজিত হইয়া থাকেন।

সহ্য-গিরিরাজের পশ্চিমে সমুদ্রকূলবাসী ব্রাহ্মণগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ 'কোন্‌কান্' কেহ বা 'সারস্বত' এবং কেহ বা 'শিবাল্লী'

† উড়ুপী শ্রীকৃষ্ণ মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে এই ভূখণ্ড বর্ত্তমানে পুষ্পবাটিকায় পরিণত। এইস্থানের পুষ্প দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পূজা হইয়া থাকে।

বলিয়া নিজ ব্রাহ্মণ শাখার পরিচয় প্রদান করেন। কোন্‌কান্ ব্রাহ্মণ ও সারস্বত ব্রাহ্মণ, দেশ হইতে শ্রেণী স্থির করিয়াছেন, শিবাল্লীগণ তদ্রূপ নহেন। ক্যানারি ভাষায় 'শিবাল্লী' বা 'শিববেল্লী' শব্দে 'শিবের রৌপ্য' বুঝায়। ইহারা রজত পীঠপুরস্থ অনন্তেশ্বরের রৌপ্য সিংহাসনের উল্লেখে নিজ পরিচয় প্রদান করেন।

কাষারগড় ও বেকালের মধ্যে চন্দ্রগিরি ও পয়স্বিনী নদী প্রাচীন তুলুব রাজ্যের দক্ষিণ সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তুলুব রাজ্যের অধিবাসিগণের ভাষা 'টুলু'। শিবাল্লী ব্রহ্মাণগণ 'টুলু' ভাষায় কথোপ-কথন করিয়া থাকেন।

কাষারগড় জনপদের চারি ক্রোশ উত্তরে সমুদ্রকূলে 'কুম্ব্লা' নাম্নী নগরী ; এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। এই নগরী পূর্ব্বকালে বিশেষ সমৃদ্ধশালী ছিলেন। এখানে এক সামন্তরাজের বাস ছিল। ইঁহাদের অধীনেই ম্যাঙ্গালোর ও উড়ুপী তালুকগুলি ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। আজও কুম্ব্‌লার সামন্ত রাজবংশগণ আছেন।

পাজকাক্ষেত্র

উড়ুপীক্ষেত্র হইতে সাত মাইল পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে পাপনাশিনী নদীর তটে 'বিমানগিরি' নামক একটি উচ্চ পর্ব্বত বিরাজিত। পুরাকালে শ্রীপরশুরাম শিলাখণ্ড ভেদ করিয়া সেই পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্বে পরশুতীর্থ, ধনুস্তীর্থ, বাণতীর্থ, গদাতীর্থ নামক কুণ্ড-চতুষ্টয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিমানগিরির শিখর-প্রদেশে শ্রীপরশুরাম-স্থাপিত যোগমায়া একটি বৃহৎ মন্দিরাভ্যন্তরে বিরাজমানা থাকিয়া বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-গণের দ্বারা নিত্য সম্পূজিতা হইতেছেন। বিমানগিরি হইতে প্রায়

একমাইল পূর্ব্বদিকে পরশুরামস্থাপিত তীর্থ চতুষ্টয়ের অন্যতম 'ধনুস্তীর্থ' বিরাজিত। সেই ধনুস্তীর্থের সন্নিহিত প্রদেশই 'পাজকাক্ষেত্র' নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানকালে কেহ কেহ 'পাজকা' শব্দের এইরূপ 'যোগ' নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পাতি ইতি 'প', ন জায়তে ইতি 'অজ', পশ্চাদৌ অজশ্চেতি পাজঃ পাজাৎ কং (জলং) যস্মিন্ তৎ পাজকম্ অর্থাৎ উৎপত্তি-রহিত পরশুরাম-বিষ্ণুদ্বারা যে ক্ষেত্রে জল অর্থাৎ ধনুস্তীর্থাদির প্রকাশ হইয়াছে ; তাঁহারই নাম পাজকাক্ষেত্র। এই পাজকাক্ষেত্র পাপনাশিনী নদীর তীরে অবস্থিত।

এই পাজকাক্ষেত্রে মধ্যগেহ-কুলোৎপন্ন বেদবেদাঙ্গকুশল, সদাচাররত জনৈক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পুরাকালে রামভোজনৃপতি অহিছত্র প্রদেশ হইতে যে (১২০) বিংশত্যুত্তর শত সৎকুটুম্ব-ব্রাহ্মণকে পরশুরামক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ তথায় আগমন করিয়া বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন। সেই বিংশত্যুত্তর-শত ব্রাহ্মণগণের অন্যতম যে ব্রাহ্মণ গ্রামের মধ্যভাগে তাঁহার গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন, তিনিই 'মধ্যগেহ' নামে পরিচিত হন। এইরূপ যে যে ব্রাহ্মণ পূগবন, লিকুচবন-মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্থানের নামানুসারে 'পূগবন', 'লিকুচবন' ও তাঁহাদের অধস্তনগণ 'মধ্যগেহ বংশ', 'পূগবন-বংশ', 'লিকুচবন-বংশ' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হন। 'মধ্যগেহ' শব্দটিকে কন্নড় ভাষায় 'নডন্তিল্লায়' বলা হয়। নড় (মধ্য) + অন্ত (স্থ) + ইল্লায় (গৃহবান্)। মধ্যগেহ-বংশোৎপন্ন পাজকাক্ষেত্রবাসী সেই সদাচাররত ব্রাহ্মণের নাম 'নারায়ণ ভট্ট' * ছিল।

* শ্রীমধ্বশিষ্য শ্রীহৃষীকেশতীর্থের 'অনুমধ্বচরিতে' এই নাম পাওয়া যায়। পরন্তু 'মধ্ববিজয়' গ্রন্থে এইরূপ নাম নাই, কেবলমাত্র 'মধ্যগেহ' নাম আছে। আবার কেহ কেহ বলেন, ইঁহার নাম 'মধেজীভট্ট'।

তিনি তাহার সহধর্ম্মিণী বেদবতী (বা বেদবিদ্যা) দেবীর সহিত পাজকা ক্ষেত্রে বাস করিয়া পরশুরাম-পীঠস্থ স্ব-কুলদেবতা 'শেষশায়ী' ভগবান 'শ্রীবিষ্ণুর' আরাধনা করিতেছিলেন। বেদবতীর গর্ভে একে একে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল-মধ্যেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

মধ্যগেহভট্ট পুত্রসুখে বঞ্চিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"যে নরক হইতে রক্ষা করিতে পারে, সেই পুরুষই 'পুত্র' নামে অভিহিত হয়; কিন্তু অসর্ব্বজ্ঞ ও অপূর্ণ পুরুষ হইতে সম্যক্ রক্ষণ সম্ভবপর নহে; অতএব আমি সাধারণের ন্যায় অবৈষ্ণব পুত্রের কামনা করিব না। কর্দ্দম, পরাশর, পাণ্ডু প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্যগণ একমাত্র যাহার সেবা-বলে সর্ব্বগুণ-বিভূষিত পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই পূর্ণ সদ্-গুণ-বিগ্রহ করুণাসুধানিধি কুলপতি নারায়ণেরই শরণাগত হইব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তদ্গতচিত্ত বিশুদ্ধমনা ব্রাহ্মণ পরমাগ্রহের সহিত রজতপীঠপুরাধিপতি শেষশায়ির ভজনা আরম্ভ করিলেন। শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম-সেবায় আসক্ত দ্বিজবর স্বভাবতঃ স্বল্পবিষয়ভোগকে আরও লঘু করিলেন, হৃদয় স্বতঃ দান্ত হইলেও তাঁহাকে আরও দমিত করিলেন এবং স্বভাবতঃ নির্ম্মল দেহ সংযমাদি দ্বারা আরও শুদ্ধ করিলেন। ব্রাহ্মণ-দম্পতী সকলগুণ সম্পন্ন অপর পুত্রপ্রাপ্তি-কামনায় অদিতি ও কশ্যপের ন্যায় পয়োব্রত প্রভৃতি বিবিধ তীব্র ব্রতানুষ্ঠানের দ্বারা দ্বাদশবর্ষকাল পর্য্যন্ত অতীব কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীশেষশায়ী ভগবান্ ভক্তিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-দম্পতির এই কঠোর তপস্যায় সমুচিত পুরস্কার প্রদানে উন্মুখ হইলেন।

———

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের আবির্ভাব

[পাজকাক্ষেত্রেই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করেন। পাজকাক্ষেত্রে অদ্যাপি তাহার জন্মস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। মধ্বের অভ্যুদয়কালের পর্ণ কুটীরাধিষ্ঠিত স্থান তাঁহার ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন কোন সেবক কর্তৃক পরে পাষাণ নির্মিত গৃহে পরিণত হইয়াছে। পাষাণ নির্মিত গৃহটী ক্ষুদ্র এবং পল্লীটী প্রায় জনহীন; পূর্ব্বের স্মৃতি-চিহ্ন মাত্র বর্ত্তমান আছে।

শ্রীশেষশায়ী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, তৎকালে জগৎ প্রাণবায়ুরই উপস্থিত কার্য্যে সামর্থ্য ও সর্বজ্ঞতা শক্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে এইরূপ আদেশ করিলেন,— "হে সুমুখ, তুমি আমার প্রতিনিধি স্বরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া বেদান্ত-গগনের অন্ধকার দূর কর এবং সন্তপ্ত, নিরাশ্রয় জীবগণকে কৃপাভাজন ও আনন্দিত কর।]

শ্রীবিষ্ণুর সেই আশীর্বাদ শ্রীপবনদেব কৃতাঞ্জলিপুটে শিরে ধারণ করতঃ পৃথিবীর ভার ও সাধুজনের চিন্তাহরণকারিরূপে অবতরণের ইচ্ছা করিলেন। এমন সময় বিষুবসংক্রান্তির দিনে রজতপীঠপুরে প্রভু অনন্তেশ্বরের মন্দিরে বিশেষ উৎসবকালে একব্যক্তি মন্দিরের উন্নত ধ্বজা স্তম্ভের উপর নটরাজের মত তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "হে জনগণ, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন, শ্রবণ করুন। এইজগতে বিশ্বহিতৈষী এক সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ অচিরেই অবতীর্ণ হইবেন।" সমস্ত জনসাধারণ প্রভু অনন্তেশ্বরে আবিষ্ট উন্মত্ত-চিত্ত এই মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়া অন্তরে আশান্বিত হইলেন।

এদিকে মধ্যগেহ নারায়ণ ভট্ট ও তৎসহধর্ম্মিণী বেদবতীর একান্ত ভগবদারাধনার ফলে শ্রীভগবদাদিষ্ট বায়ুদেব ঐ সম্ভক্তি-সংযুক্ত ব্রাহ্মণ-দম্পতিকে আশ্রয় করিয়া, যেমন পূর্ব্বে সপ্তদশীয় ত্রেতাযুগে কেশরী-পত্নী অঞ্জনাকে কৃপা করিয়া মহাবীর বজ্রাঙ্গজী শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য প্রচারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যেমন অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে কুন্তীকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডুপুত্র বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ভীমসেন জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অষ্টাবিংশ কলিযুগে ভগবান শ্রীব্যাসদেব প্রণীত নিখিল শাস্ত্র প্রতিপাদ্য যথার্থ তত্ত্ব সাধু-সজ্জনগণকে উপদেশ করিবার জন্য মুখ্য-বায়ু জগতে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীহৃষীকেশ-তীর্থ মহাভারত-তাৎপর্য্য-ধৃত বাক্য হইতে নিম্ন লিখিতরূপ লিখিয়াছেন। আরও মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মে ভীষ্ম পঞ্চ পাণ্ডবকে যাহা বলিয়াছিলেন,—এই ভীষ্মোক্তি অবলম্বনে 'ভারত-তাৎপর্য্য নির্ণয়ে' এইরূপ দেখা যায়,—"চতুঃসহস্রে ত্রিশতোত্তরে গতে সংবৎসরাণান্তু কলৌ পৃথিব্যাম্। জাতঃ পুনঃ বিপ্রতনুঃ স ভীমো দৈত্যৈর্নিগূঢ়ং হরিতত্ত্বমাহ ॥,"—কলিযুগে ত্রিশতোত্তর চতুঃসহস্র (৪৩০০) সংবৎসর অতীত হইলে পৃথিবীতে পুনরায় ভীমসেন বিপ্রতনুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে দৈত্যকর্ত্তৃক আচ্ছাদিত বিষ্ণুতত্ত্ব প্রচার করেন। *

সেই **মুখ্য বায়ুর অবতার** শ্রীভীমসেনের অভিন্ন তনুরূপে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ আবির্ভূত হইলেন।

* শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য অষ্টমঠের অন্যতম 'পলমার' নামক আদি-মঠের মূল মঠাধীশ শ্রীহৃষীকেশতীর্থ; তদ্রচিত "অণুমধ্বচরিত" গ্রন্থেও এই বাক্য সমর্থন করিয়াছেন।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দ্দেশমত দেখিতে পাওয়া যায়, বৈকুণ্ঠধাম এবং গোলোকধাম উভয়ই নিত্যাশ্রয়ই বায়ু কর্ত্তৃক ধৃত আছেন। যেমন দেবীধামে বায়ু 'মরুতাখ্য দেব' বলিয়া পরিচিত, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠে বায়ুদেব বৈকুণ্ঠধারণ সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন। এজগতের প্রবাহিত বায়ু বা দেবলোকের মরুদ্দেব বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত বায়ুদেবের সহ তুল্য নহেন। যথা,—

'বৈকুণ্ঠং পরমং ধাম জরামৃত্যুহরং পরম্।
বায়ুনা ধার্য্যমানঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাদূর্দ্ধমুত্তমম্ ॥
ন বর্ণনীয়ং কবিভির্বিচিত্রং রত্ন-নির্ম্মিতম্।'

গোলোক বিষয়ে 'উৰ্দ্ধং বৈকুণ্ঠতোহগমাং' এবং 'বায়ুনা ধার্য্য-মানঞ্চ নির্ম্মিতং স্বেচ্ছয়া বিভোঃ' প্রভৃতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তবাক্যে বায়ুর শ্রীনারায়ণের বৈকুণ্ঠ ধারণ সেবা জানা যাইতেছে। শ্রীমাধ্বগণ বলেন, তাঁহাদের আচার্য্যপাদ—বায়ুর অবতার। সুতরাং শ্রীমধ্বকে 'প্রাণনাথ' সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

আচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞপাদ * শ্রীব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৩শ সূত্রের—("ওঁ ॥ পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে ॥ ওঁ ॥)—ভাষ্যে বায়ুরূপ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ-বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, বিষ্ণুলোকে বা বায়ু লোকে প্রধান বায়ু বা মুখ্য প্রাণ বিরাজিত। সেই মুখ্যপ্রাণের পঞ্চ রূপ,—(১) প্রাণ, (২) অপান,

* পূর্ণপ্রজ্ঞ, আনন্দতীর্থ, মধ্বাচার্য্য, বাসুদেব, প্রাণনাথ, হনুমতাবতার ভীমসেনাবতার, প্রধান বায়ুর অবতার ইত্যাদি একই ব্যক্তির পরিচায়ক।

(৩) ব্যান, (৪) উদান, (৫) সমান †। তাঁহাদের আবার 'ভারতী'-নাম্নী দেবীগর্ভজাত পঞ্চপুত্র, এই পঞ্চপুত্রও 'প্রাণ', 'অপান', 'ব্যান', 'উদান', ও 'সমান' নামে বিখ্যাত। এই পঞ্চপুত্রের অন্যতম প্রাণই নাসিক্য বায়ু নামে অভিহিত হন। এই নাসিক্য বায়ুই অষ্টদিক্‌পালের অন্যতম দিগধিপ। এই নাসিক্য বায়ু হইতে অনন্ত বায়ুগণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই বায়ুগণের মধ্যে একোনপঞ্চাশৎ বায়ু প্রধান। পূর্ব্বে মুখ্য প্রাণ হইতে প্রাণ, অপানাদি পঞ্চবায়ুর কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রধান বায়ুর নিত্য অবতার অর্থাৎ ইহারা সর্ব্বযুগেই প্রধান বায়ুর অবতাররূপে প্রসিদ্ধ।

এতদ্‌ব্যতীত যুগ-বিশেষে প্রধান বায়ুর তিনটি প্রধান অবতারের কথা শ্রুত হয় *। যথা—ত্রেতাযুগে শ্রীহনুমান, দ্বাপরে শ্রীভীমসেন

† অথর্ব বেদান্তর্গত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের 'সুশ্রুত-সংহিতায়' শ্রীমৎ সুশ্রুতমুনি, শরীরের পরিচয় বর্ণন করিতে গিয়াও বলিয়াছেন—স্থূল (অন্নময়) শরীর, সূক্ষ্ম শরীর (মন), প্রাণময় শরীর (প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান), বিজ্ঞানময় শরীর, আনন্দময় শরীর—এই পঞ্চ প্রকার শরীরকে পঞ্চকোষও বলা হয়।

* সর্ব্বে বা এতে মুখ্যদাসাঃ। প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমান ইতি। অথ প্রাণো বাব সম্রাড়িতি কৌণ্ডিন্যশ্রুতিঃ। প্রাণাপানাদয়ঃ সর্ব্বে মুখ্যদাসা যতোঽনিশম্। অতস্তদাজ্ঞয়া নিত্যং স্বানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বত ইতি। যুক্তির্বায়ু-প্রোক্তেঃ। মুখ্যস্যৈব স্বরূপাণি প্রাণাখ্যাঃ পঞ্চবায়বঃ। স এব প্রাণিনাং দেহে পঞ্চধা বর্ত্ততেঽনিশমিতি গৌপবনশ্রুতিঃ। অতো বক্তি-অথ পঞ্চবৃত্ত্যেতৎ প্রবর্ত্ততে প্রাণো বা পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমান ইতি। তেভ্যো বা এতেভ্যঃ পঞ্চদাসাঃ প্রজায়ন্তে প্রাণাদ্বাব প্রাণোঽপানাদপানো ব্যানাদ্ব্যান উদানাদুদানঃ সমানাদেব সমানো যথাহ বৈ মনঃ পঞ্চধা ব্যপদিশ্যতে ; মনোবুদ্ধির-হঙ্কারশ্চিত্তং চেতনেতি তেভ্যো বা এতেভ্যঃ পঞ্চদাসাঃ প্রজায়ন্তে, মনসো বাব মনো বুদ্ধে র্বুদ্ধিরহঙ্কারাদহঙ্কারশ্চিত্তাচ্চিত্তং চেতনায়া এব চেতনৈবমিতি ॥

এবং কলিযুগে শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যপাদ তাঁহার স্বরচিত 'মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়', 'সূত্রভাষ্য', 'তৈত্তিরীয়ভাষ্য', 'ঐতরেয়ভাষ্য', 'অনুব্যাখ্যান' প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থে স্বয়ংই উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্‌ব্যতীত তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের অধস্তন আচার্য্যগণ, বিশেষতঃ 'দ্বিতীয়-মধ্বাচার্য্য' নামে খ্যাত বাদিরাজ স্বামী তাঁহার 'যুক্তি-মল্লিকা' গ্রন্থের ফলসৌরভে ৪৯৮—৭২০ শ্লোকে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বায়ুর তৃতীয় অবতারত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ বেদবাক্যের প্রমাণ, উহাদের মধ্বপর ব্যাখ্যা এবং বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। এস্থানে সংক্ষেপে শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যপাদের বায়ুর অবতার সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র বেদপ্রমাণবাক্য তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার সহিত প্রদত্ত হইতেছে।

ঋগ্‌বেদের ষষ্ঠাষ্টকে ৭ম অধ্যায়ের ১৬শ বর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ ষষ্ঠাষ্টক অর্থাৎ ষষ্ঠাষ্টকের ৮ম অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত এবং সপ্তমাষ্টকের ১ম হইতে ৫ম অধ্যায় পর্য্যন্ত এক সঙ্গে কিঞ্চিন্ন্যূন সপ্ত অধ্যায়ে যে সূত্রসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা **'পবমান-সূক্ত'** নামে প্রসিদ্ধ বলিয়া জানা যায়।

"স্বাদিষ্টয়ামদিষ্টয়া"—এই ঋক্ হইতে আরম্ভ করিয়া 'পবমান সূক্ত' কথিত হয়। 'পবমান' শব্দের অর্থ—'বায়ু', যথা অমরকোষে—"পবমানশ্চ বায়ুরিতি নভস্বদ্বাতপবনপবমানপ্রভঞ্জনাঃ।" সেই পবমান-সূক্তে মূল বায়ু এবং তাঁহার অবতার সম্বন্ধে স্তুতি শ্রুত হয়। নিম্নে সেই সকল ঋক্ তাৎপর্য্যসহ উদ্ধৃত হইল।

পবমানসূক্তোক্ত প্রমাণাবলী

"প্রধারা মধ্বো অগ্রিয়ো মহীরপো বিগাহতে হবির্হবিঃষু বন্দ্যঃ" ॥১॥

অগ্রিয়ঃ (দেবাগ্রণীঃ) হবিঃ (প্রলয়ে বিষ্ণোর্হবির্ভূতঃ) হবিঃষু (বিষ্ণো-রাহুতিভূতেষু দেবেষু) বন্দ্যঃ (স্তুত্যঃ গুরুত্বেনেতি শেষঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) প্রধারাঃ (উৎকৃষ্টজ্ঞানাখ্য-ধারাবতীঃ) মহীঃ (মহতীঃ) অপঃ (আপ্তি-সাধন-ঋগাদি-সপ্তবিদ্যাঃ) বিগাহতে (অর্থবিচারায়াবগাহতে,—অন্যার্থস্তু) অগ্রিয়ঃ (বদরীগমনে অগ্রেসরঃ) হবিঃ (ব্যাসেনাহূতঃ) হবিঃষু (স্বেনাহূতশিষ্যেষু) বন্দ্যঃ (স্তুত্যঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) প্রধারাঃ (প্রকৃষ্টজলধারাঃ) মহীঃ (মহতীঃ) অপঃ (গঙ্গাদিনদীজলানি) বিগাহতে (অবগাহতে) ॥১॥

প্রলয়কালে সঙ্কর্ষণাখ্য বিষ্ণুর আহুতি-স্বরূপ দেবোত্তম মধ্বাচার্য্য বিষ্ণুর আহুতিভূত দেবগণের মধ্যে বন্দ্য অর্থাৎ গুরুরূপে স্তবার্হ। সেই মধ্বাচার্য্য উৎকৃষ্ট জ্ঞানধারাবতী, মহতী মোক্ষাপ্তি-সাধনভূতা ঋগাদি-সপ্তবিদ্যা বিচারার্থ তাহাতে অবগাহন করেন। **অপরার্থ**—বদরীগমনে অগ্রণী, ব্যাসের দ্বারা আহূত, আত্মাহূত শিষ্যগণের মধ্যে বন্দ্য অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুরূপে পূজিত মধ্বাচার্য্য জলপ্রবাহবিশিষ্টা মহতী গঙ্গাদি-নদী-ধারায় অবগাহন করেন ॥১॥

অস্মভ্যমিন্দবিন্দ্রয়ুর্মধ্বঃ পবস্ব ধারয়া।

পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমান্ ইব ॥২॥

হে ইন্দো, (ইষ্টদানশীল বায়ো,) ইন্দ্রয়ুঃ (ইন্দ্রং ঐশ্বর্য্যপূর্ণবিষ্ণুং সুজনেষু যোজয়তীতি ইন্দ্রয়ুঃ) মধ্বঃ (মধ্বাখ্য-স্বং) বৃষ্টিমান্ (বৃষ্টিদাতা) পর্জ্জন্যঃ-ইব (মেঘ ইব) অস্মভ্যং (অস্মান্নুদ্দিশ্য) ধারয়া (জ্ঞানধারয়া) সহ পবস্ব (পবনসঞ্চারং কুরু, যদ্বা পবস্ব পবিত্রীকুরু) ॥২॥

হে অভীষ্টপ্রদানকারি-বায়ুদেব, আপনি পরৈশ্বর্য্যপূর্ণ বিষ্ণুকে সুজনগণের সহিত যোজনা করিয়া দেন অর্থাৎ সুজনগণের সম্বন্ধ জ্ঞান উৎপাদন করেন। আপনার নাম—মধ্ব। বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় আপনি আমাদিগের প্রতি জ্ঞানধারা বর্ষণ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করুন অথবা তদ্দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র করুন ॥ ২ ॥

স পূর্ব্ব্যঃ পবতে যং দিবস্পরি শ্যেনো মথায়দিষিত স্তিরোরজঃ।

স মধ্ব আয়ুবতে বেবিজান ইৎ কৃশানোরস্তু র্মনসা হ বিভ্যুষা ॥৩॥

পূর্ব্ব্যঃ (সর্ব্বজীবেষু পূর্ব্বতমঃ) সঃ (বায়ুঃ) পবতে (সর্ব্বদেহেষু প্রাণরূপেণ সঞ্চরতে) যং (বায়ুং) দিবঃ (দ্যু-নামক-বৈকুণ্ঠাদিলোকস্য) পরি (পরিতঃ বর্ত্তন্তীতি শেষঃ)। শ্যেনঃ (শং সুখরূপী বিষ্ণুঃ ইনঃ প্রভুঃ যস্য সঃ) ইষিতঃ (সজ্জনেষ্টঃ বায়ুঃ) রজঃ (ধূলীঃ) তিরঃ (তিরস্কৃত্য) মথায়ৎ (বৃক্ষাদিমথনং কৃতবান্ যদ্বা) শ্যেনঃ ইষিতঃ সঃ (বায়োরবতারঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) রজঃ (রজোগুণনির্ম্মিতং উপলক্ষণয়া তমোগুণ-নির্ম্মিতং চ দুর্ভাষ্যাদিকং) তিরঃ (তিরস্কৃত্য) বেবিজানঃ (বিষ্ণু পৃথগ্‌ভাবে, ঈশ্বর-জীব-জড়ান্ পৃথক্কুর্ব্বন্) আয়ুবতে (সজ্জনেষু মিশ্রী ভবতি) ইৎ (ইত্থমেব) বিভ্যুষা (ভয়ঙ্করেণ) মনসা (চিত্তেন) কৃশানোঃ (প্রলয়াগ্নেঃ) অস্তুঃ (নিরসনশীলঃ) হ (প্রসিদ্ধঃ) ॥ ৩ ॥

সর্ব্বজীবের মধ্যে পূর্ব্বতন সেই বায়ু জীবের সর্ব্বদেহে সঞ্চারিত আছেন। আবার সেই বায়ুই মূলস্বরূপে শুদ্ধ মুক্তভাবে বৈকুণ্ঠাদি লোকে সর্ব্বত্র বিরাজিত। সুখরূপী বিষ্ণুর নিয়ম্য, সজ্জনগণের প্রিয় বায়ুদেব ধূলি-পটলকে অপসারিত করিয়া বৃক্ষাদি মহদ্বস্তুকেও তীব্র সঞ্চালন করিয়াছিলেন। **অপরার্থে**—আনন্দস্বরূপ বিষ্ণুর দ্বারা পরিচালিত, সজ্জনগণের অভিলষিত বায়ুর অবতার মধ্বাচার্য্য রজস্তমোগুণ-নির্ম্মিত দুর্ভাষ্যাদিকে খণ্ডন করিয়া ঈশ্বর, জীব ও জড়ে শুদ্ধ পঞ্চভেদ-

বাস স্থাপনপূর্ব্বক সজ্জনগণের সহিত মিলিত হন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যেরূপ প্রবল পরাক্রমে দুর্ভাষ্যাদি খণ্ডন করিয়া জগন্নাশকরী অবস্থার শান্তি বিধান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রলয়কালেও বায়ুদেব ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে প্রলয়াগ্নির নির্ব্বাপণ সাধন করিয়া থাকেন ।। ৩ ।।

উন্মধ্ব উন্মির্বণনা অতিষ্ঠদপো বসানো মহিষো বিগাহতে।

রাজা পবিত্ররথো বাজমারুহৎ সহস্রভৃষ্টি র্জয়তি শ্রবো বৃহৎ ।।৪।।

বসানঃ (ভূমৌ বাসং কুর্ব্বন্) উম্মিঃ (উর্দ্ধা মিঃ মতির্যস্য সঃ) মহিষঃ (সকলাধিকারিষু শ্রেষ্ঠঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) বননাঃ (ভজনীয়াঃ) অপঃ (অপয়ন্তি জ্ঞাপয়ন্তি পরমাত্মানমিতি ব্যুৎপত্ত্যা অপ্পদবাচ্যাঃ ঋগাদিবিদ্যাঃ) বিগাহতে (বিচারয়তি) পবিত্ররথঃ (পবিত্রং সুদর্শনচক্রং রথো রথ ইব যস্য সঃ, চক্রো-পরিস্থিত ইতি যাবৎ) সহস্রভৃষ্টিঃ (সহস্রধা ব্যাপ্তকিরণঃ, ভ্রস্জ পাকে ইতি ধাতুঃ। সুদর্শনরূপী নারায়ণঃ) রাজা (যস্য মধ্বস্য নিয়ামকঃ) বৃহৎ (সর্ব্বেভ্য উৎকৃষ্টম্) বাজং (অন্নবৎ প্রিয়ং) শ্রবঃ (মধ্বাচার্য্য-কৃতং ব্যাসমুখাচ্ছাস্ত্রশ্রবণম্) আরুহৎ (আরোহণং কৃতবান্ তত্র সন্নিহিতোঽভূদিতি যাবৎ) জয়তি (উৎকর্ষেণ বর্ত্ততে) ॥ ৪ ॥

ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান্, সকল-সূরিশ্রেষ্ঠ মধ্বাচার্য্য সর্ব্বসেব্যা বিষ্ণুপ্রাপ্তি-সাধনা ঋগাদিবিদ্যা বিচার করিয়া থাকেন। সুদর্শন-চক্রসম সহস্রদিক্ পরিব্যাপ্ত কিরণ মণ্ডল সুদর্শনরূপী নারায়ণ সেই মধ্বাচার্য্যের নিয়ামক। সেই বিষ্ণু অন্নের ন্যায় প্রিয়, ব্যাসমুখ হইতে মধ্বাচার্য্যের শাস্ত্র-শ্রবণরূপ উৎকৃষ্ট সেবার মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। অর্থাৎ মধ্বাচার্য্য যে ব্যাসগুরুর নিকট হইতে শ্রৌতপন্থায় শাস্ত্র শ্রবণ করেন, তাহা পরমোৎকৃষ্ট অন্নের ন্যায় পুষ্টি, তুষ্টি ও ভবক্ষুধা-নিবৃত্তি-কারক। মধ্বাচার্য্যের সেই শাস্ত্র শ্রবণ-

কালে সুদর্শনরূপী বিষ্ণু স্বয়ং তথায় অধিষ্ঠিত থাকেন ; তাৎপর্য্য এই যে, শ্রৌতপন্থার মধ্যে কোনও প্রকার কুদর্শন বা মায়ার প্রভাব নাই। সেখানে সাক্ষাৎ সুদর্শনরূপী পরম-ব্রহ্ম সুদর্শন-চক্রে আরূঢ় হইয়া শব্দ-ব্রহ্মরূপে বিরাজিত থাকেন। সেই শ্রৌতবাণী-শ্রবণে জীবের সর্ব্বমঙ্গল লাভ হয় ।।৪।।

সপ্ত স্বস্রররুষীর্বাবশানো বিদ্বান্ মধ্ব উজ্জভারাদৃশে কম্।

অন্ত র্যেমে অন্তরিক্ষে পুরাজা ইচ্ছন্ বব্রিমবিদৎ পূষণস্য ।।৫।।

বাবশানঃ (অতিশয়েন দীপ্যমানঃ) কং (আনন্দরূপং বিষ্ণুম্) বিদ্বান্ (সাক্ষাৎ পশ্যন্) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) অরুষীঃ (রোষাদিদোষবিরুদ্ধ গুণদাঃ। প্রলয়ে ভগবদতিরিক্তর্ষিরহিতাঃ) স্বসৄঃ (স্বতন্ত্রভগবৎস্থতাঃ) সপ্ত (ঋগ্ যজুঃ-সামাথর্ব্ব-পঞ্চরাত্র-পুরাণ-ভারতাখ্য-সপ্তবিদ্যাঃ) দৃশে (তত্ত্বজ্ঞানায়) উজ্জভার (উর্দ্ধং জহার অপ্রমাণত্ব পৌরুষেয়ত্ব-মিথ্যাত্বাতত্ত্বাবেদকত্বাদিনাধঃ-পতিতাঃ অপৌরুষেয়-তত্ত্বাবেদক-প্রমাণত্বেন সাধয়ামাসেতি যাবৎ) পূষণস্য (পূর্ণষড়্ গুণস্য বিষ্ণোঃ) বব্রিং (বরণং প্রসাদম্) ইচ্ছন্ (বাঞ্ছন্ মধ্বঃ) অন্তরিক্ষে (অব্যাকৃতাকাশে) পুরাজাঃ (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমেব) (অভিব্যক্তাঃ) বিদ্যাঃ অবিদৎ (জ্ঞাতবান্) অন্তঃ (সাধুনাং হৃদয়ান্তঃ) যেমে (নিয়মং প্রেরয়ামাসেতি যাবৎ) ॥ ৫ ॥

অতিশয়িত দীপ্তিমান্ আনন্দ-স্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর প্রত্যক্ষকারী শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য রোষাদিদোষ বিরুদ্ধগুণ প্রদায়িনী অথবা প্রলয়কালে ভগবদতিরিক্ত ঋষিরহিতা স্বপ্রকাশ-ভগবৎ-শ্রীমুখ-নিঃসৃতা ঋগ্-যজুঃ-সামাথর্ব্ব-পঞ্চরাত্র পুরাণ-মহাভারতাখ্যা সপ্তবিদ্যা জীবের তত্ত্বজ্ঞানার্থ উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে মধ্বাচার্য্য পূর্ণ ষড়্ গুণ-বিশিষ্ট বিষ্ণুর প্রসাদ ইচ্ছা করিয়া অব্যাকৃতাকাশে প্রকাশিতা বিদ্যা জ্ঞাত হইয়াছিলেন এবং সাধুগণের অন্তঃকরণে সেই বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ৫ ।।

বিষ্টম্ভো দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যাঃ বিশ্বা উত ক্ষিতয়ো হস্তে অস্য।
অসত্ত উৎসো গৃণতে নিযুত্বান্ মধ্বো অংশুঃ পবতে ইন্দ্রিয়ায় ॥৬॥

(হে বায়ো,) দিবঃ (স্বর্গস্য) বিষ্টম্ভঃ (আধারভূতঃ) পৃথিব্যাঃ (ভূলোকস্য) ধরুণঃ (ধারণশীলঃ) উৎসঃ (হরিস্তুতিকরণে উৎসুকঃ) নিযুত্বান্ (নিতরাং হরিবিষয়ক-যোগবান্ 'যুং যোগে' ইতি ধাতুঃ)। তে (তব) অংশুঃ (মূল-রূপাংশঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) অসৎ (দুর্জ্জনাগম্যং পরং ব্রহ্ম) গৃণতে (স্তৌতি) ইন্দ্রিয়ায় (ইন্দ্রিয়াণাং চলনায়) পবতে (সর্ব্বপ্রাণিশরীরেষু সঞ্চরতি, যদ্বা) ইন্দ্রিয়ায় (সজ্জনবাগিন্দ্রিয়ায়) পবতে (দেশে দেশে সঞ্চরতি) অস্য (মধ্বস্য) হস্তে (করে) বিশ্বাঃ (সমস্তাঃ) ক্ষিতয়ঃ উত (লোকাশ্চ বর্ত্তন্ত ইতি শেষঃ) ॥৬॥

হে বায়ো, স্বর্গের আধারভূত, পৃথিবী-ধারণশীল, ভগবৎ স্তুতি কার্য্যে উৎসুক, নিয়ত শ্রীহরি-সেবায় যুক্ত মধ্ব তোমার মূলরূপের অংশস্বরূপ। মধ্ব দুর্জ্জনগণের বুদ্ধির অগম্য পরব্রহ্মকে স্তব করিতেছেন। তিনি সর্ব্বপ্রাণীর ইন্দ্রিয় ভগবৎ-সেবার্থ প্রেরণ করিবার জন্য তাহাদের শরীরে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন অথবা সজ্জনগণের বাগিন্দ্রিয় ভগবৎ-কীর্ত্তনে প্রেরণ করিবার জন্য দেশে দেশে বিচরণ করিয়া থাকেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের হস্তে নিখিল লোক বিরাজিত অর্থাৎ তিনি জগদ্গুরু (গোস্বামী) ॥ ৬ ॥

সিংহং নসন্ত মধ্বো অয়াসং হরিমরুষং দিবো অস্য পতিম্।
শূরো যুৎসু প্রথমঃ পৃচ্ছতে গা অস্য চক্ষসা পরিপাত্যুক্ষা ॥ ৭ ॥

যুৎসু (বাগ্‌যুদ্ধেষু) শূরঃ (শৌর্য্যবান্) প্রথমঃ (জীবেষু প্রথমঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) অস্য (সুজনস্য) দিবঃ (জ্ঞানস্য) পতিম্ (অধিপতিম্) অরুষং (ভক্তেষু কোপরহিতম্) অয়াসং (স্তম্ভাদাগতম্) হরিং (দুর্জ্জনসংহারকম্) নসন্ত (বিবৃতনাসাপুটং, সুপাং সুলুগিতি সূত্রেণ সুলোপঃ) সিংহং (নরসিংহম্),

গাঃ (ঋগাদিবিদ্যাঃ) পৃচ্ছতে (শিষ্যো ভূত্বা অর্থবিশেষং পৃচ্ছতি) অস্য (নর-সিংহস্য) চক্ষসা (জ্ঞানচক্ষুষা) উক্ষা (জ্ঞানপ্রোক্ষণং কুর্ব্বন্ মধ্বঃ) পরিপাতি (সজ্জনান্ পরিপাতি) ॥ ৭ ॥

বাগ্‌যুদ্ধে প্রবলবীর, নরোত্তম মধ্বাচার্য্য সুজনগণের জ্ঞানের অধিপতি, স্বীয় ভক্তগণের প্রতি কোপরহিত, স্তম্ভনির্গত, বিস্তারিত-নাসাপুট, দুর্জ্জন-সংহারক নৃসিংহদেবের নিকট শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া ঋগাদি-বিদ্যা শিক্ষা করেন। এই নৃসিংহদেবের কৃপা-দৃষ্টি-লব্ধ জ্ঞানের প্রচার করিয়া মধ্বাচার্য্য সজ্জনগণকে পরিপালন করেন ॥ ৭ ॥

ইদং তে পাত্রং সনবিত্তমিন্দ্র পিবা সোমমেনা শতক্রতো।
পূর্ণ আহাবো মদিরস্য মধ্বো যং বিশ্ব ইদভি হর্যন্তি দেবাঃ ॥৮॥

হে শতক্রতো, (অপরিমিত জ্ঞানপূর্ণ) ইন্দ্র (পরমৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবন্) সনবিত্তং (দানযোগ্যবৈরাগ্য-জ্ঞানভক্ত্যাদি-বিত্তবৎ) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) তে (তব) পাত্রং (সন্নিধানযোগ্যংস্থানম্) এন (অনেন দত্তমিতি শেষঃ) সোমং (সোমরসম্) পিব (তস্য পানং কুরু)। মদিরস্য (মতঃ ঈরণং প্রেরণং যস্য তস্য বেদোৎপন্নজ্ঞান-স্যেত্যর্থঃ) পূর্ণঃ (পরিপূর্ণঃ) আহাবঃ (আ সমন্তাৎ হাবঃ জ্ঞানহবনং যস্মাৎ সঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ ইদং তে পাত্রমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ)। যং (মধ্বং) বিশ্বে (সর্ব্বে) দেবাঃ (সুরাঃ) ইৎ (ইত্থং) অভি (অভিতঃ) হর্যন্তি (জ্ঞানরস-সংগ্রহায় প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ৮ ॥

হে অপরিমিত-জ্ঞানবান্ পরমৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবন্, দানযোগ্য-বৈরাগ্য-জ্ঞান-ভক্ত্যাদি বিত্তবান্ মধ্ব আপনার আবাসযোগ্য পাত্র। মধ্ব-কর্ত্তৃক প্রদত্ত সোমরস পান করুন। এই মধ্বাচার্য্য বেদোৎপন্ন জ্ঞানপূর্ণ। ইনি সজ্জনগণের নিকট জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। নিখিল সূরিগণ জ্ঞানরসলাভের জন্য এই মধ্বাচার্য্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

মধ্বো বো নাম মারুতং যজত্রাঃ প্রযজ্ঞেষু শবসা মদন্তি।
যে রেজয়ন্তি রোদসী চিদুর্বী পিন্বন্ত্যুৎসং যদয়াসুরুগ্রাঃ ॥ ৯ ॥

(মরুৎসূক্তে বেদপুরুষঃ বায়্বতারান্ প্রার্থয়তে)। উগ্রাঃ (ক্রূরাঃ হে বায়্বতারাঃ,) যৎ (যস্মাৎ ভবন্তঃ) উর্বী (উর্বীং ভূমিমিতি যাবৎ) অয়াসুঃ (আজগ্মুঃ তস্মাৎ) উৎসং (স্বসেবোৎসুকং পুরুষং) পিন্বন্তি (ভাগ্যসেচনেন রক্ষন্তি) যে চিৎ (যে কেচিৎ) উর্বী (উৎকৃষ্টে) রোদসী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) রেজয়ন্তি (রাজয়ন্তি প্রকাশয়ন্তীতি যাবৎ তেষু অবতারেষু) বঃ (ভবৎসম্বন্ধী) মধ্বঃ নাম (মধ্বাখ্যাবতারঃ) তং মারুতং (মুখ্যবায়্বতারং মধ্বাচার্য্যম্) যজত্রাঃ (যাজকাঃ) শবসা (স্তোত্রেন) প্রমদন্তি (সন্তোষয়ন্তি বা) যজত্রাঃ (যজমান-ঋত্বিক্ সভ্যাঃ) শবসা (কর্ম্মনির্ণয়কর্ম্ম-নির্ণয়ব্যাখ্যাত-ব্রাহ্মণযথার্থদর্শন-সুখেন) প্রমদন্তি (মদযুক্তা ভবন্তি) ॥ ৯ ॥

মরুৎসূক্তে বেদাভিমানী দেবতা বায়ুর অবতার সমূহকে স্তব করিতেছেন,—হে উগ্রবায়ু-অবতারগণ, যেহেতু আপনারা প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছেন, সেই হেতু কৃপাপূর্ব্বক আপনাদের সেবায় উৎসাহ-বিশিষ্ট পুরুষগণের প্রতি প্রসাদ বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন্। যে বায়ুর অবতারগণ স্বর্গ, মর্ত্ত্য লোকদ্বয় প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই অবতারগণের মধ্যে ভবৎ সম্বন্ধী 'মধ্ব'-নামক অবতার অন্যতম। সেই মুখ্য বায়ুর অবতার মধ্বাচার্য্যকে ভক্তগণ স্তোত্রের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন অথবা ঋত্বিক্‌গণ মধ্বাচার্য্য কৃত 'কর্ম্মনির্ণয়' গ্রন্থে ব্যাখ্যাত 'ব্রাহ্মণযথার্থ' দর্শনে আনন্দিত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

তদস্য প্রিয়মভিপাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পরমে মধ্ব উৎসঃ ॥ ১০ ॥

প্রিয়ং (সর্ব্বমুনিপ্রিয়ম্) তৎ (প্রসিদ্ধম্) অস্য (নারায়ণস্য) অভিপাথঃ (সর্ব্বাঙ্গেষু অভিষিক্তং জলম্) নরঃ (মনুষ্য অহম্) অশ্যাং (প্রাশনং কুর্য্যাম্) যত্র (তীর্থে) দেবযবঃ (ব্রহ্মাদিদেবাঃ) মদন্তি (হর্ষং কুর্ব্বন্তি) পরমে (উত্তমে) বিষ্ণোঃ (নারায়ণস্য) পদে (পাদে) উৎসঃ (উৎসুকঃ) স মধ্বঃ (স মধ্বাচার্য্যঃ) ইত্থা (পূর্ব্বোক্তরীত্যা) উরুক্রমস্য (উৎকৃষ্টপাদনিক্ষেপবতঃ ত্রিবিক্রমস্য) বন্ধুঃ হি (পুত্রতয়া শিষ্যতয়া চ বন্ধুরেব) ॥ ১০ ॥

সর্ব্বজন-প্রিয় ত্রিবিক্রম-বিষ্ণু-পাদোদক নররূপী আমি পান করিতে ইচ্ছা করি। উরুক্রমের পদাঘাতে সেই ব্রহ্মাণ্ড-কটাহভিন্ন বারোদকে ব্রহ্মাদি দেবতাগণও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর সেই পরমপদে উৎসাহবিশিষ্ট মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মাদি দেবগণের ন্যায় ত্রিবিক্রম-দেবের পরম প্রীতিভাজন ॥ ১০ ॥

বলিত্থা তদ্বপুষে ধায়ি দর্শতং দেবস্য ভর্গঃ সহসো যতো জনি।
যদীমুপহ্বরতে সাধতে মতি ঋতস্য ধেনা অনয়ন্ত সস্রুতঃ ॥ ১১ ॥

সহসঃ (বলপূর্ণস্য) দেবস্য (বায়ুদেবস্য) বট্ (সত্যমুক্তং) দর্শতম্ (দর্শন জ্ঞানেন ততং ব্যাপ্তম্) ভর্গঃ (ভরণ-গমনশীলম্) তৎ (মূলরূপম্) যতঃ (যস্মাৎ বিষ্ণোঃ) অজনি (উৎপন্নমভূৎ) ইত্থা (ইত্থমেব মূলরূপবদেবেতি যাবৎ) বপুষে (অবতাররূপায়) ধায়ি (অধায়ি প্রথমাবতারঃ হনুমত্ত্বং প্রোক্তম্)। যদীং (য এব) মতিঃ (মতিমান্ হনুমানস্য জ্ঞান বাচিত্বাৎ মতিমান্ হনুমান্) উপ (রাম-সমীপে) হ্বরতে (সম্বরতে 'হ্বর' কৌটিল্য-কৌটিল্যয়োরিতি ধাতুঃ, রাম-সমীপে কুটিলঃ নম্রীভূয় তিষ্ঠতি)। সাধতে (রামকার্য্যাণি সাধয়তি) ঋতস্য (জ্ঞানরূপস্য অবশ্যবাদে সত্যপ্রতিজ্ঞস্য বা রামস্য) সস্রুতঃ (অনুস্রাবিণীঃ) ধেনাঃ (সন্তোষ-পোষণকর-বাচঃ) অনয়ন্ত (আনীতবান্) ॥ ১১ ॥

যেরূপ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন প্রধান বায়ু বা মুখ্যপ্রাণ জ্ঞানবল ও দেহবল-বিশিষ্ট, সেইরূপ বলপূর্ণ বায়ুদেবের অবতারও জ্ঞান-বল ও

দেহবল সঞ্চারিত হইয়াছে অর্থাৎ অবতারীর গুণ অবতারেও প্রবিষ্ট আছে। ইহা দ্বারা প্রধান বায়ুর প্রথম অবতার শ্রীহনুমানকে স্তব করিতেছেন। সেই হনুমান রামসেনা মধ্যে বিশেষ বুদ্ধিমান্; তিনি সর্ব্বদা রামচন্দ্রের সমীপে বিনীতভাবে সঞ্চরণ করেন এবং রামকার্য্য-সমূহ সাধন করিয়া থাকেন। এই হনুমানই সত্য-প্রতিজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্রের অমৃতস্রাবিণী সজ্জনপোষণকারিণী বাণী সীতা-সমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন ॥১১॥

পৃৎক্ষো বপুঃ পিতুমান্নিত্য আশয়ে দ্বিতীয়মাসপ্ত শিবাসু মাতৃষু ॥১২॥

(বায়োর্দ্বিতীয়াবতারং ভীমসেনং স্তৌতি। পৃৎক্ষ ইতি)। অস্য (বায়োঃ) পৃৎক্ষঃ (কৌরব-পৃতনাক্ষয়কারি) দ্বিতীয়ং (হনুমদপেক্ষয়া দ্বিতীয়ম্) বপুঃ (ভীমসেনরূপম্) পিতুমান্ (বহ্বন্নং ভোক্তা পিতুরিত্যন্নমিতি শ্রুতিঃ)। নিত্যঃ (নিত্যজ্ঞানত্বাৎ নিত্যঃ) সপ্ত (সপ্তসংখ্যাসু) শিবাসু (মঙ্গলাসু) মাতৃষু (মীয়ন্তে অর্থাৎ আভিরিতি মাতৃশব্দবাচ্য ঋগাদিষু) আ (সমন্তাৎ) শয়ে (শেতে সর্ব্বত্র বিমর্শনং করোতি ইতি যাবৎ) ॥১২॥

বায়ুর দ্বিতীয়াবতার ভীমসেনকে স্তব করিতেছেন,—কৌরবসৈন্য-ধ্বংসকারী ভীমসেন বায়ুর দ্বিতীয় অবতার। তিনি বহু অন্নের ভোক্তা। তিনি নিত্য জ্ঞানবান্। তিনি সর্ব্বমঙ্গল-প্রদায়িনী সপ্ত-ঋগাদি-বিদ্যা সর্ব্বত্র বিচার করিয়া থাকেন ॥১২॥

তৃতীয়মস্য বৃষভস্য দোহসে দশপ্রমতিং জনয়ন্ত যোষণঃ। নির্যদীং বুধ্নান্মহিষস্য বর্পস ঈশানাসঃ শবসাক্রন্ত সূরয়ঃ। যদীমনু প্রদীবো মধ্ব আধবে গুহাসন্তং মাতরিশ্বা মথায়তি ॥১৩॥

(বায়োস্তৃতীয়াবতারং মধ্বং স্তৌতি)। বৃষভস্য (শ্রেষ্ঠস্য) অস্য (বায়োঃ) তৃতীয়ং (বপুঃ তৃতীয়াবতারং) যোষণঃ (বেদাভিমানি-শ্রী-ভূ-দুর্গাখ্যাঃ যোষিতঃ) দোহসে (জ্ঞানদোহায়) দশপ্রমতিং (পূর্ণপ্রজ্ঞনামকম্ 'দশেতিপূর্ণমুদ্দিষ্টং প্রমতি-র্জ্ঞানমুচ্যতে' ইতি কোশঃ) জনয়ন্ত (অজনয়ন্ত)। বুধ্নাৎ (জ্ঞানরূপাৎ) যৎ মহ্বাৎ (মধ্বাৎ) ঈং (ইত্থং) ঈশানাসঃ (ঈশানাখ্যাঃ) সূরয়ঃ মহিষস্য (সর্ব্বোত্তমস্য নারায়ণস্য) বর্পসঃ (বরণীয়ত্বাৎ পালকত্বাৎ বর্পোনামকান্ গুণান্) শবসা (স্তোত্রেণ) নিরাক্রান্ত ('ক্রন্দিঃ গতিশোষনয়ো' রিতি ধাতোঃ নিতরামজানন্) যৎ (যস্মাৎ) প্রদিবঃ (প্রকৃষ্ট-জ্ঞানপ্রকাশবান্) মধ্বঃ (মধ্বাখ্যঃ) মাতরিশ্বা (বায়ুঃ) অনু (জন্মানন্তরমেব) গুহাসন্তং (হৃদয়গুহায়াং বিদ্যমানং নারায়ণম্) আধবে (আ সমন্তাৎ ধবে পতিত্বে) মথায়তি (বেদশাস্ত্রাদিমথনং করোতি) ॥১৩॥

বায়ুর তৃতীয়াবতার মধ্বাচার্য্যকে স্তব করিতেছেন,—শ্রীমন্মধ্ব শ্রেষ্ঠ বায়ুর তৃতীয় অবতার। বেদাভিমানিনী শ্রী-ভূ-দুর্গাখ্যা শক্তি পৃথিবীতে জ্ঞান-প্রচারার্থ 'পূর্ণপ্রজ্ঞ'-নামক পুরুষকে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন অর্থাৎ পৃথিবীতে জ্ঞান-প্রচারার্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ-নামক বায়ুর তৃতীয়াবতারের আবির্ভাবের কথা বেদে শ্রুত হইয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞানপূর্ণ মধ্বাচার্য্য হইতে শিবাদি দেবতাগণ স্তোত্রাদি, প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন-সেবা-সহকারে পুরুষোত্তম বিষ্ণুর গুণাবলী শ্রবণ করিয়াছিলেন। যেহেতু প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রকাশবান্ বায়ুরূপ মধ্বাচার্য্য জগতে আবির্ভূত হইবা মাত্রই শাস্ত্রাদি-মন্থন করিয়া স্বীয় হৃদয়-গুহায় অবস্থিত বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রচার করিয়াছিলেন ॥১৩॥

বায়ু পুরাণোক্ত প্রমাণ

বায়োর্দিব্যানি রূপাণি পদ্মত্রয়যুতানি চ।
ত্রিকোটিমূর্ত্তিসংযুক্তস্ত্রেতায়াং রাক্ষসান্তকঃ॥
হনুমানিতি বিখ্যাতো রামকার্য্য-ধুরন্ধরঃ।
স বায়ু র্ভীমসেনোঽভূদ্দ্বাপরান্তে কুরূদ্বহঃ॥
কৃষ্ণং সংপূজয়ামাস হত্বা দুর্য্যোধনাদিকান্।
দ্বৈপায়নস্য সেবার্থং বদর্য্যাং তু কলৌ যুগে।
বায়ুশ্চ যতিরূপেণ কৃত্বা দুঃশাস্ত্রখণ্ডনম্॥
ততঃ কলিযুগে প্রাপ্তে তৃতীয়ো মধ্বনামকঃ।
ভূরেখাদক্ষিণে ভাগে মণিমদ্গর্ব্বশান্তয়ে।
বিদ্ধূর্ব্বন্ তৎপ্রভাং সত্তোঽবতীর্ণোঽত্র দ্বিজান্বয়ে॥

বায়ুপুরাণে বর্ণিত আছে যে,—প্রধান বায়ুর পদ্মত্রয় পরিমিত দিব্যরূপ বিরাজিত আছে। ত্রেতাযুগে ত্রিকোটি মূর্ত্তি-সংযুক্ত অর্থাৎ ত্রিকোটি অনুচরগণের অধিনায়ক রাক্ষসকুলের বিনাশক, রামসেবায় সর্ব্বাগ্রণী 'হনুমান' নামে বিখ্যাত বায়ুর প্রথম অবতার। সেই বায়ুদেব দ্বাপরান্তে কুরুবংশে আবির্ভূত হইয়া 'ভীমসেন' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং দুর্য্যোধনাদি দুষ্টগণকে বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষরূপে পূজা করিয়াছিলেন। অনন্তর কলিকাল আগত হইলে **মধ্ব-নামক** বায়ুর তৃতীয় অবতার ভূরেখার দক্ষিণভাগে 'শিবাল্লী' ব্রাহ্মণবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সন্ন্যাসীরূপে বদরিকাশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কলিযুগে দুঃশাস্ত্রসমূহ খণ্ডন করিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সেবা-বিধান করিয়াছিলেন। মণিমান রাক্ষসের গর্ব্বপাত ও তাহার প্রতিভা সত্ত্ব ম্লান করিবার জন্যই **কলিযুগে মধ্ব-নামক বায়ুর তৃতীয় অবতারের আবির্ভাব।** [প্রভু শ্রীনিত্যানন্দশিষ্য ও শ্রীজয়দেব গোস্বামিবংশজ শ্রীরাধারমণ গোস্বামী 'বেদান্তদর্শন ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদকে **'কৃষ্ণে নন্দিনীস্বরূপ'** বলিয়া স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।]

উপনিষদে মধ্বের কথা

'বৃহদারণ্যক-উপনিষদ' ২।৫।১—'ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ'; ঐ ২।৫।২—'ইমা আপঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসামপাং'; ঐ ২।৫।৩—'অয়মগ্নিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাগ্নেঃ'; ঐ ২।৫।৪—'অয়ং বায়ুঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য বায়োঃ'; ঐ ২।৫।৫—'অয়মাদিত্যঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাদিত্যস্য'; ঐ ২।৫।৬—'ইমাদিশঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসাং'; ঐ ২।৫।৭—'অয়ং চন্দ্রঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য'; ঐ ২।৫।৮—'ইয়ং বিদ্যুৎ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ'; ঐ ২।৫।৯—'অয়ং স্তনয়িত্নুঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য'; ঐ ২।৫।১০—'অয়মাকাশঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাকাশস্য'; ঐ ২।৫।১১—'অয়ং ধর্মঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য'; ঐ ২।৫।১২—'ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য'; ঐ ২।৫।১৩—'ইদং মানুষং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য'; ঐ ২।৫।১৪—'অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ'; ঐ ২।৫।১৫—'স বা অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ'; ঐ ৪।৩।৩২—'এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি'। এই সমস্ত শ্লোকের 'মধ্ব' শব্দের অর্থ মধু বা আনন্দ বলিয়াও জানা যায়। শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের অপর এক নাম—'আনন্দ-তীর্থ'। জীবের পঞ্চপ্রাণ মধ্যে 'প্রাণ' বায়ুই প্রধান; এই প্রাণবায়ু যখন রস বা আনন্দ বা মধুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, সেই সময় পরজগতের মধ্বাকর্ষণ বায়ুই অর্থাৎ মুখ্যরূপে বৈকুণ্ঠ-বায়ুই তাহার অন্তর্জগতের গুরুরূপে প্রাণবৃত্তিতে রস-শক্তি সঞ্চার করেন। এই জন্য আনন্দতীর্থ শ্রীমধ্বাচার্য্যকে 'সুখময়ধামাঃ' বলিয়া বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত রস, সুখ, আনন্দ বা মধুর-ভাবাশ্রয়ই জীবের সর্ব্বোত্তম কাম্য-সেবা।

শ্রীমধ্ব-আবির্ভাব কাল

"ত্রিশতাব্দোত্তরচতুঃসহস্রাব্দেভ্য উত্তরে।
একোনচত্বারিংশাব্দে বিলম্বিপরিবৎসরে॥
আশ্বিন-শুক্লদশমী-দিবসে ভুবি পাবনে।
পাজকাখ্যে শুচিক্ষেত্রে দুর্গয়া চাভিবীক্ষিতে॥
জাতো মধ্যাহ্ন-বেলায়াং বুধবারে মরুত্তনুঃ।
ভূসুরেন্দ্রোপনীতো যঃ ততঃ একাদশাব্দকে॥
সৌম্যে জগ্রাহ ভগবান্ তুরীয়াশ্রমমুত্তমম্।
মধ্ব-নামা জিগায়ায়ং বাদিনো বাদকৌশলী॥
একোনাশীতিবর্ষাণি নীত্বা মানুষদৃষ্টিগঃ।
পিঙ্গলাব্দে মাঘশুক্লনবম্যাং বদরীং যযৌ॥"

—শ্রীহৃষীকেশতীর্থ রচিত "অনুমধ্বচরিত" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

শ্রীহৃষীকেশতীর্থের বিচারে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবকাল ৪৩৩৯ কল্যব্দে নির্ণীত হয়। বর্ত্তমানে ঐ মতে ৫০৫৭ কল্যব্দ চলিতেছে। (কিন্তু অপর পঞ্জিকায় ৫০৬৬ কল্যব্দ) ঐ পঞ্জিকার মতে ভীমসেনের গদাপ্রহারে দুর্য্যোধনের পতনের পর যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভ কাল হইতে কলিযুগাব্দ গণনা করা হয়। শ্রীমধ্বের আবির্ভাবকাল শ্রীহৃষীকেশতীর্থের বিচারানুসারে ৪৩৩৯ কল্যব্দে স্থিরীকৃত হইলে বর্ত্তমানকাল হইতে ৭১৮ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব হইয়াছিল জানা যায়। অনুমধ্বচরিতে শ্রীহৃষীকেশতীর্থ বলেন, নারায়ণভট্ট তনয় 'বাসুদেব' পাজকাক্ষেত্রে ৪৩৩৯ কলিযুগাব্দে বিলম্বি বৎসরে আশ্বিন মাসের শুক্লাদশমী তিথিতে (বিজয়া দশমীতে) বুধবারে মধ্যাহ্নকালে আবির্ভূত হন। অষ্ট মঠীয় বর্ত্তমান তত্ত্ববাদিগণ অনেকেই শ্রীহৃষীকেশতীর্থের মতকে সমীচীন বলেন। এই তিথি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসবের দিন বলিয়া বিষ্ণুভক্তগণের মহা আনন্দের দিন। মতান্তরে—(১) শ্রীভাণ্ডারকার-দৃষ্ট পূর্ব্ব-মঠ তালিকা এবং বায়ুপুরাণ প্রমাণ। ভাণ্ডারকার বলেন,—বার্হস্পত্য বর্ষ নিরূপণ ব্যতীত অতি প্রাচীন মঠ তালিকায় শকাদির উল্লেখ নাই। পর পর মঠ তালিকায় গণনা দ্বারা অনুমানক্রমে শক বর্ষাদি নিরূপিত হইয়াছে। অদমার মঠস্বামী মহোদয়ের সমক্ষে শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য সম্প্রতি ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে উডুপীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বানপূর্ব্বক বায়ুপুরাণ ও অন্যান্য উদ্ধৃত শ্লোকাদি হইতে জানিয়াছেন যে, বিলম্বি বর্ষে মধ্বের জন্ম হয়। বায়ুপুরাণের শ্লোকার্থ মাঘী শুক্লা (৭মী) সপ্তমী বিলম্বি বর্ষে আচার্য্যের জন্ম, আবার অন্য শ্লোকের মতে ঐ বর্ষে বিজয়া-দশমীতে জন্ম হয়। (২) উডুপীস্থ অষ্ট মঠ-স্বামিগণের এবং উত্তরাঢ়ী মূলমঠের তীর্থ স্বামী মহোদয়ের মঠ তালিকা। 'সৎকথা' নামক কানাড়ি ভাষায় ভীমরাও স্বামিরাও লিখিত গ্রন্থ যাহা ধারবাড়ের প্রসাদ রাঘব যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। এই তালিকায় শ্রীমধ্বের অভ্যুদয়-কাল বিলম্বি বর্ষে ১০৪০ শকাব্দ বলিয়া উল্লিখিত আছে। শ্রীমধ্ব-পণ্ডিতগণ এই মঠ-তালিকাকে বিশেষ সম্মান করেন। (৩) শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বপ্রণীত মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয় গ্রন্থে কালের বিষয় দুই স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন,—প্রায়শো রাক্ষসাশ্চৈব ত্বয়ি কৃষ্ণত্বমাগতে। শেষা যাস্যন্তি তচ্ছেষা অষ্টাবিংশে কলৌযুগে। গতে চতুঃসহস্রাব্দে তমোগাস্ত্রিশতোত্তরে॥ ১০০—মহাভারত তা, নির্ণয় ৯ম অধ্যায়। চতুঃসহস্রে ত্রিশতোত্তরে গতে সম্বৎসরানান্ত কলৌ পৃথিব্যাম্। জাতঃ

পূর্ব্বপ্রজ্ঞঃ স ভীমো দৈত্যৌনিগৃঢ়ং হরিতত্ত্বমাহ ॥ ঐ ৩২ অধ্যায়। মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের স্থানদ্বয়ে যে কালের উল্লেখ উদ্ধৃত হইল; তাহাতে শ্রীমধ্বমুনি ৪৩০০ কল্যব্দ অতীত হইলে পর অর্থাৎ চতুশ্চত্ব-রিংশ কলি-শতাব্দীতে তাঁহার উদয়কাল নিরূপণ করেন। ঠিক্ শতাব্দী প্রারম্ভেই তাঁহার উদয়কাল এরূপ কথার নির্দ্দেশ নাই। বিলম্বি বর্ষে তাঁহার জন্ম হয়,—একথার ভাণ্ডারকার দৃষ্ট পূর্ব্ব মঠ-তালিকাতে উল্লেখ আছে। আবার দেখা যায়, পরমঠ-তালিকার নিরূপিত শক এবং স্মৃত্যর্থসাগরলিখিত শক পরস্পর ভিন্ন হইলেও উভয়েই পরে বিলম্বীকে আশ্রয় পূর্ব্বক শকে পরিণত করিয়াছেন। দক্ষিণদেশে বার্হস্পত্যবর্ষের যথেষ্ট প্রচলন পূর্ব্বে ছিল। পরে ক্রমশঃ শকাদি লিখিত হয়। সুতরাং ৪৩০০ কল্যব্দকে শকে পরিণত করিয়াই শ্রীকৃষ্ণস্বামী আয়ার এবং দক্ষিণ কানাড়া জিলা ম্যানুয়েল গ্রন্থে ১১২১ শকাব্দায় অর্থাৎ কল্যব্দ ৪৩০০ বর্ষে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব স্থির করেন। ডাক্তার বুকনান্ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৭২১ শকাব্দে মহীশূর, কানাড়া ও ম্যালেবার রাজ্যের স্থানে স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক উড়ুপীতে পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বান করিয়া আচার্য্যের জন্মকাল ১১২১ শকাব্দ স্থির করিয়াছেন। বুকানানের মূল প্রমাণ আর কিছুই নাই। (৪) শ্রীমচ্ছলারি-স্মৃতি হইতে শ্রীগোপীনাথ রাও "দক্ষিণাপথে শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের লঘু ইতিবৃত্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় গবেষণা খণ্ডে" শ্রীমধ্বের উদয়কাল জ্ঞাপক এই শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন।

> কলৌ প্রবৃত্তে বৌদ্ধাদি মতং রামানুজং তথা।
> শকে ত্রেকোনপঞ্চাশদধিকাব্দে সহস্রকে ॥
> নিরাকর্ত্তুং মুখ্যবায়ুঃ সন্মতস্থাপনায় চ।
> একাদশ-শতে শাকে বিংশত্যষ্টযুগে গতে ॥

কৃষ্ণাতীরস্থ বাইক্ষেত্র নিবাসী বালাচার্য্যতনুজ উদ্ধবাচার্য্য, শ্রীমদা-নন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞপাদ-প্রণীত "সর্ব্ব-মূল" গ্রন্থের ভূমিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"উৎসন্নাম্নায়ং পূর্ণনিরূপয়িতুং রোপ্যপীঠে সুতীর্থে মধ্যগেহ-সুগেহে আবিরাস ভগবান্ দশশতক্ম-শক-শতকে শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞঃ সুপ্রজ্ঞঃ।"—উক্তমেতচ্ছলারি-নৃসিংহাচার্য্য-কৃত-'স্মৃত্যর্থ-সাগরে'। নৃসিংহাচার্য্যের মতে ১১০০ শকাব্দে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব কাল। (৫) শ্রীনরহরি তীর্থের প্রস্তরফলকত্রয়ের আর্কিয়লজিক্যাল বিভাগ কর্ত্তৃক যেরূপভাবে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, ১১৮৬ শকাব্দা হইতে ১২১৫ শকাব্দা পর্য্যন্ত উক্ত তীর্থ স্বামী কলিঙ্গরাজ্যের শিশুরাজের অভিভাবক থাকিয়া নানাপ্রকার মহিমা বিস্তার করিয়াছেন। পুরুষোত্তম-তীর্থের সন্ন্যাসী শিষ্য আনন্দতীর্থের নিকট শ্রীনরহরি তীর্থ দীক্ষিত হইয়াছেন। আনন্দতীর্থ ব্যাসের বিপথগামী অনুচরবর্গকে দণ্ড-দ্বারা সুপথে আনয়ন করিয়াছেন। আনন্দতীর্থের বাক্যাবলী পালন করিলে জীব হরিপাদপদ্ম লাভ করেন। আনন্দতীর্থের বাক্য শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় এবং তৎপাদপদ্ম-দানে সমর্থ। এই শিলালিপি ১২০৩ শকে খোদিত হয়। অধ্যাপক কিলহর্ণ এই প্রস্তর-ফলকের তারিখ ২৯শে মার্চ্চ, ১২৮১ খৃষ্টাব্দে স্থির করিয়াছেন। কূর্ম্মাচল চিকাকোলে এবং সিংহাচল নৃসিংহ মন্দিরে ফলকদ্বয়ও নরহরিতীর্থের তথায় অবস্থানের কাল নির্ণয় করে।

বিদ্যারণ্য ভারতী ১২৬৮ শকাব্দে বিজয়নগর-রাজ হইতে তাঁহার শৃঙ্গেরি মঠের জন্য ভূ-সম্পত্তি লাভ করেন। তিনি শ্রীমধ্বের পরম্পরায় চতুর্থ শিষ্য শ্রীঅক্ষোভ্যের সম-সাময়িক।

অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীবপ্রভেদিনা।
বিদ্যারণ্যমহারণ্যমক্ষোভ্যমুনিরচ্ছিনৎ ॥

আবার বেদান্ত-দেশিক ত্রয়োদশ শক-শতাব্দীতে জীবিত থাকিয়া বিজয়নগর-রাজের অনুরোধে বিদ্যারণ্য ও অক্ষোভ্যের বিচার মীমাংসক হইয়াছিলেন। বেদান্ত-দেশিকের 'বৈভব-প্রকাশিকা' গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। 'জয়তীর্থ-বিজয়ে' জয়তীর্থের সহিত বিদ্যারণ্য তীর্থের সাক্ষাৎকার উল্লিখিত হইয়াছে। বিদ্যারণ্য নিজ গ্রন্থে জয়তীর্থের ভাষ্য উদ্ধার পূর্ব্বক বিচার করিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যারণ্য, জয়তীর্থ, অক্ষোভ্য ও বেদান্ত-দেশিক একই সময়ের ব্যক্তি। উপরি উক্ত প্রমাণাবলী হইতে আমরা অল্প কথায় এই বুঝি যে, শ্রীমদানন্দতীর্থ বা শ্রীমধ্বাচার্য্য-পাদের জন্মকাল,—(১) শকাব্দা ১০৪০, ১১০০ বা ১১৬০ বিলম্বী বর্ষে। (২) শকাব্দা ১০৪০। (৩) ১১২১ শকাব্দার পর কোন বর্ষে। (৪) শকাব্দা ১১০০। (৫) নরহরিতীর্থ ১২০৩ শকের পূর্ব্বে মধ্বের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও ১২১৫ শকের পর তদীয় পীঠে অধিরোহণ করেন। প্রস্তর ফলকত্রয় ইহার প্রমাণ। (৬) ভিন্ন ভিন্ন কাল-তালিকা হইতে জানা যায়, বিদ্যারণ্য, মধ্বশিষ্য অক্ষোভ্য ও বেদান্ত-দেশিক ত্রয়োদশ শক-শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। এই প্রমাণগুলির মধ্যে কোনটী গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে একটি বিশুদ্ধ মীমাংসা হওয়া উচিত। প্রমাণগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, প্রথম প্রমাণ অন্য প্রমাণাবলীর মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও অন্য পাঁচটী প্রমাণের সকলগুলিরই পোষকতা করে। প্রথম প্রমাণের সহিত অন্য প্রমাণগুলির বিরোধ নাই।

দ্বিতীয় প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না, তথাপি তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ—এই প্রমাণ-চতুষ্টয়কে পরিত্যাগ করিতে হয়। তৃতীয় প্রমাণ শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণদ্বয় ত্যাগ করিতে হয়। চতুর্থ প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না, তথাপি দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রমাণ-চতুষ্টয় ত্যাগ করিতে হয়। পঞ্চম প্রমাণ শুদ্ধ বলিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণ ব্যতীত প্রথম, তৃতীয় ও ষষ্ঠের বিরোধ হয় না। ষষ্ঠ প্রমাণ শুদ্ধ হইলে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণের সত্যতা থাকে না।

এই প্রমাণগুলির প্রত্যেকটি, ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের বিরুদ্ধ যুক্তির দ্বারা কিরূপ আক্রমণ যোগ্য, তাহার পর্য্যালোচনা করা দরকার। শ্রীমধ্বের নিজলিখিত গ্রন্থে, প্রস্তর ফলকে বা ইতিহাসে প্রথম প্রমাণোক্ত বিলম্বী বর্ষের কথা উল্লেখ নাই। পূর্ব্ব মঠ-তালিকায় শকের উল্লেখ না থাকায়, 'স্মৃত্যর্থসাগর' নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতি-লিখিত শকের সহিত পার্থক্য হওয়ায়, শ্রীমধ্বের নিজলিখিত কালের সহিত পার্থক্য হওয়ায়, প্রস্তর-ফলকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায় এবং ঐতিহ্যের বিরুদ্ধ হওয়ায় ঐ ৫টীর প্রতিপক্ষে শক ১০৪০ নিরূপিত হইতে পারে না। শ্রীমধ্ব-লিখিত তাৎপর্য্য-নির্ণয়-গ্রন্থে কাল-বিষয়ক স্থানদ্বয় প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় অথবা অর্থান্তর-যোগ্যতা-ক্রমে ৪৩০০ কল্যব্দ লোক-কথিত বিলম্বী বর্ষ না হওয়ায় বা লেখকের কাল-বিষয়ে সূক্ষ্মতার যথার্থোপলব্ধি না থাকিলে উহা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত

হইবে না। স্মৃত্যর্থসাগর রচনা কালে লোকমুখে বিলম্বী বর্ষে মধ্বের জন্মাব্দ শ্রবণ করিয়া অনুমানক্রমে ১১00 শকাব্দের বিলম্বীবর্ষ মধ্বজন্মকাল নিরূপিত হইয়া থাকিলে প্রস্তরফলকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায়, মধ্ব-লিখিত তাৎপর্য্য নির্ণয়ের কালের সহিত বিরোধ হওয়ায় ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্যভাবে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

পঞ্চম প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রস্তর-ফলক পরে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবার অসম্ভাবনা না থাকায়, প্রস্তর-ফলকোক্ত ভাষার প্রকৃত অর্থের বিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা থাকায় প্রস্তর ফলক-প্রমাণ নির্ব্বিবাদে ধ্রুব সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ঐতিহ্য-সমূহের নানাপ্রকার সাপেক্ষতা নিবন্ধন নানাপ্রকার ভ্রম প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া উহাকে ধ্রুব সত্য বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক, প্রমাণ-গুলি অবিশ্বাস করিবার নানাপ্রকার যুক্তি সত্ত্বেও প্রমাণাবলী নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীমধ্বাচার্য্য ১১৬০ শকাব্দে বিলম্বী বর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্মকাল নব্য মঠ তালিকা বা 'স্মৃত্যর্থসাগরে'র বিরোধী হইলেও অন্য চারি প্রকারের প্রমাণের বিরোধী নহে; পক্ষান্তরে, ১০৪০ এবং ১১০০ শক পক্ষদ্বয় শ্রীমধ্বাচার্য্যের নিজ লেখনীর প্রতিকূল। ১১৬০ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করিলে চারিটী প্রমাণ পক্ষাবলম্বন করে; অথবা ১০৪০ পক্ষে বা ১১০০ পক্ষে প্রথম প্রমাণ অর্থাৎ বিলম্বী বর্ষ ব্যতীত অন্য নিরপেক্ষ প্রমাণাভাব রহিয়াছে। ১১৬০ শক বিলম্বী বর্ষ। মধ্ব লিখিত ১১২১ শকাব্দের পর ১১60 শক। ১১৬০ শকে জাতব্যক্তির

১২০৩ শকের পূর্ব্বে নরহরি তীর্থকে সন্ন্যাস দিতে বাধা নাই; ১১৬০ শকে জাতব্যক্তির নিকট গৃহীত-সন্ন্যাস অক্ষোভ্য তীর্থ, বিদ্যারণ্য ও বেদান্তদেশিকের সমসাময়িক হইবার অযোগ্য নহেন। ইতিহাস ও প্রস্তর ফলকাভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিলম্বী বর্ষের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক। তাঁহারাও এই দুইটীর সাহায্য পাইলে ১১৬০ শকাব্দাই একবাক্যে স্থির করিতে পারিতেন। বর্ত্তমানে ১৮৮৭ শকাব্দ চলিতেছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভুজীউর আবির্ভাব ১৪০৭ শকে। কাজেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব কাল হইতে ২৪৭ বৎসর পূর্ব্বে ও বর্ত্তমানকাল হইতে ৭২৭ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের আবির্ভাব কাল হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে ঊর্দ্ধ আম্নায়ে প্রায় (১৭) সপ্তদশ পুরুষ পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব কাল। বর্ত্তমানে ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ বা শ্রীচৈতন্যাব্দ (১৯৬৫ খৃঃ) চলিতেছে। (৪৮০ + ২৪৭ = ৭২৭ পূর্ব্বে শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের আবির্ভাব কাল)।

———

আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতি র্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণিং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥

শ্রীবাসুদেব-আনন্দতীর্থের বাল্যলীলা ও জীবনচরিত

আশ্বিনমাসে ৺শ্রী বিজয়াদশমীর দিন ভক্তগণের মহাআনন্দ কোলাহলের মধ্যে প্রাণাধিপতি বায়ুর অবতার অর্থাৎ অসুদেব * অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পিতা শ্রীনারায়ণ ভট্ট মনে করিলেন যে, নিশ্চয়ই এই বালক ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের পরম ভক্ত হইবেন। তাই পরমানন্দের সহিত নাম রাখিলেন,—'বাসুদেব'। এই সময় 'পূর্ব্বালয়' নামক এক ব্রাহ্মণ, শিশুর দুগ্ধপানের জন্য একটী দুগ্ধবতী কামধেনু দান করিলেন। বাসুদেব-জননী বেদবতী একদিন বালককে অনন্তেশ্বরের শ্রীচরণে উপহার স্বরূপ প্রদানান্তে রাত্রিকালে পাজকা অভিমুখে আগমন কালে অরণ্য মধ্যে এক পিশাচ জনৈক সহযাত্রীর উপর আক্রমণ করতঃ তাহার মুখ হইতে অনর্গল রক্ত বমন করাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সঙ্গী সকলেই ভীত হইলে সেই পিশাচ নিজ কবলিত ব্যক্তি দ্বারা বলিতে লাগিল, যাঁহারা এই বালকের কৃপাপাত্র আছেন তাঁহাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিব না; কিন্তু এই ব্যক্তি বালকের কৃপা হইতে বঞ্চিত আছে; তাই ইহার প্রতি আমার এত প্রভাব। শীঘ্রই সকলে নিজ গৃহে ফিরিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং বালক বাসুদেবের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া পিশাচ-কবলিত ব্যক্তিও উদ্ধার লাভ করিল।

মাতা শ্রীবেদবতী একদিন নিজ কন্যার উপর বালকের রক্ষণভার অর্পণ করিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছিলেন। মাতার ফিরিয়া

* অসু=প্রাণ+দেব=প্রাণদেব বা অসুদেব।

আসিতে অনেক বিলম্ব হওয়ায় বাসুদেব খুবই ক্ষুধার্ত্তের ন্যায় লীলা প্রকট করিলে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী অত্যন্ত উষ্ণ কুলত্থকলায় (কূর্ত্তিকলাই, মাষকলায়) খাওয়াইয়াছিল। পরে মাতা এই কথা জানিয়া বালকের খুবই অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া "হায় হায়" করিলেন; কিন্তু বালক সুস্থ শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া রমণীয় হাস্য-রসায়নে মাতা-পিতার হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। বায়ুদেবের কালকূট-বিষভক্ষণ লীলা দর্শনে মাতার যেমন পুত্রের প্রতি অলৌকিক বুদ্ধি হইয়াছিল। এই লীলাতেও মাতা বেদবতী সেই অলৌকিক অনুভূতি লাভ করিলেন।

জানু-চংক্রমণ, উত্থান ও গমনাগমন শিক্ষা কালে একদিন বাসুদেব নিজ অত্যন্ত প্রিয় এক গাভীর পুচ্ছ ধারণ করিয়া সমস্ত দিন গোচারণ ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই গাভীটিকে যে কেন বাসুদেব এত বেশী আদর করিতেন, তাহা তিনিই জানেন। এ-দিকে মাতা-পিতা-বন্ধু-সুহৃদগণ বাসুদেবকে সমস্ত দিন দর্শন না করিয়া পাগলের মত চতুর্দিকে রোদন করিয়া বেড়াইতেছেন; মাতৃদেবী পুত্রের নানাপ্রকারে দেহত্যাগ হইতে পারে কল্পনা করিয়া অর্দ্ধমৃতাবস্থা লাভ করিয়াছেন, পিতৃদেব ক্রন্দন করিতে করিতে অন্ধপ্রায় হইয়াছেন। ইতিমধ্যে এক গোপবালক ইঁহাদের এইরূপ অবস্থার কারণ জানিতে পারিয়া বলিলেন—"আমি ত, ঐ বালককে গোষ্ঠে এক গাভীর পুচ্ছ ধারণ করিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে দেখিয়াছি। আহা, সে নৃত্য কত মধুর! কত সুন্দর! ওগো আমরাও যে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিয়াছি; তোমরা ব্যাকুল হইতেছ কেন? সে হয়ত এখনই তোমাদের নিকট আসিবে।" সকলে গোপ বালকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া একটু শান্ত হইলেন বটে;

কিন্তু সেই প্রাণধনকে বক্ষে ধারণ করিতে না পারা পর্য্যন্ত কাহারও বিশ্বাস স্থির হইল না। চারিদিকে আকুল-ব্যাকুলতার সহিত অন্বেষণ হইতেছিল। এমন সময় বাসুদেব সেই নিজ প্রিয় গাভীর পুচ্ছ ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে কামদেবের ন্যায় হাসিতে হাসিতে অপরাপর বালকের সঙ্গে গৃহের দিকে আগমন করিতেছেন দেখিয়া পিতা-মাতা ও বন্ধু-সুহৃদ্‌গণ সমস্ত দিনের শোক মোহ-দুঃখ ভুলিয়া গেলেন এবং মহানন্দে বাসুদেবকে বক্ষে ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ অবলোকন, চুম্বনাদি দ্বারা আনন্দিত হইলেন। বাসুদেব-জননী পরাণ-পুতলী, নষ্ট চিন্তামণিকে অনন্তেশ্বরের কৃপায় (পুত্রকে) নিজ অঙ্কে স্থাপন পূর্ব্বক নানাপ্রকার স্নেহ-সম্ভাষণ সুধা-ধারায় অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

আর একদিন বাসুদেব সখাগণের সঙ্গে খেলা করিতেছেন, জননীর আজ্ঞায় বহির্দ্দেশ হইতে ভোজন জন্য পিতাকে ডাকিতে গিয়াছেন, পিতা বলিলেন—বৎস! আমি একটি বৃষ ক্রয় করিয়াছি, তাহার মূল্য পরিশোধ করিয়া আসিতে একটু বিলম্ব হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া বালক বাসুদেব তাঁহার ছোট ছোট করাঙ্গুলিতে কিছু ধান্য গ্রহণ করতঃ আধ-আধ বোলে, মৃদু-গমন ভঙ্গিতে, মধুরদৃষ্টি সঞ্চারিত নেত্রে মন্দ-মন্দ হাস্যবদনে সেই বৃষ বিক্রেতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আহা! সেই যে গমন-মাধুরী কি অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। ক্রেতা-বিক্রেতা নিজ-নিজ আদান প্রদানের কথা ভুলিয়া গিয়া নয়ন-চকোরের দ্বারা সেই মাধুরী পানে বিভোর হইয়া গিয়াছেন। কর্ণাঞ্জলির দ্বারা অমৃতবর্ষী বাক্যামৃত পান করিয়া আত্মহারা

হইয়াছেন। বালক আস্তে আস্তে নিজ করস্থ ধান্য বৃষ বিক্রেতার হস্তে অর্পণ করিলেন। বৃষ বিক্রেতা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবাক্ হইয়া রহিলেন। ক্রেতা মধ্যগেহ বলিলেন,—বালকের চঞ্চলতা-দোষ গ্রহণ করিবেন না; কিছুদিন পরে আসিলে আপনার বৃষের সমস্ত মূল্য মিটাইয়া দিতে পারিব। বিক্রেতা বলিলেন, আপনার এই নিরূপম পুত্র-রত্ন অদ্য আমাকে যাহা দান করিলেন, তাহাতে আমি জানিলাম যে, আমি আজ ধন্যাতিধন্য হইলাম। আর কোন অর্থ আমাকে দিতে হইবে না। আমি আজ পরমার্থধন পাইয়াছি। ক্রেতা শ্রীনারায়ণ ভট্টপাদ বুঝিলেন যে, আজ এই বৃষ বিক্রেতা নিজেকে অমূল্য ধনে ধনী মনে করিতেছেন। সত্যই ইঁহার জীবন ধন্য। উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রীতি-নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং বাসুদেব পিতা, পুত্রকে কোলে করিয়া গৃহাভ্যন্তরে আগমন করতঃ পুত্রের অলৌকিক প্রভাবের কথা নিজ সহধর্ম্মিণীকে জ্ঞাপন করিয়া আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় ফলবিক্রয়িণীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপার কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

বালক বাসুদেব শিশুকাল হইতেই বিষ্ণুভক্তিপরায়ণতার আদর্শ প্রকট করিলেন। একদিন মাতা-পিতার সঙ্গে কোন আত্মীয়ের গৃহে উৎসবো-পলক্ষে গমন করিয়া উৎসবানন্দে ব্যস্ত সকলের অজ্ঞাতসারে বনমধ্যে বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিয়াছিলেন; তথা হইতে 'নারিকেলী' নামক দেবতার মন্দিরে দর্শন করিয়া তৎপরে রজতপীঠপুরে আগমন করতঃ বৈষ্ণবগণের সহিত পীঠস্থ শ্রীবিষ্ণু-সেবা-মহোৎসবে মগ্ন হইলেন। এই লীলাদ্বারা জাগতিক উৎসবানন্দের নিরর্থকতা ও শ্রীবিষ্ণু সম্বন্ধীয় মহামহোৎসবের পরমসার্থকতা জ্ঞাপন করিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতে

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ শিশু কালেই শ্রীহরি অনুশীলনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া পিতাকে যে উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই লীলা প্রকট করিলেন। এদিকে সেই উৎসবে ব্যস্ত পিতা-মাতা ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন পরম মনোহর রূপ-লাবণ্যময়, মধুর বাক্যামৃতে আনন্দদানকারী, সর্ব্বচিত্ত-হরণকারী প্রাণস্বরূপ বালকের দর্শন না পাইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ও কাতর কণ্ঠে—বাসুদেব বাপরে! তুই কোথায় গেলি, বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বাসুদেবহারা হইয়া সকলেই এক মহা অশান্তির মধ্যে পতিত হইলেন।

পিতা মধ্যগেহ বালককে অন্বেষণ করিতে করিতে পথিমধ্যে ছোট ছোট চরণ চিহ্ন দেখিয়া বুঝিলেন, কেহ হয়ত বালককে এই পথে লইয়া গিয়াছেন। তিনি সেই চরণচিহ্ন অবলম্বন করিয়া কাতরভাবে চলিতে থাকিলেন। বহু সময় চলিয়া ক্রমান্বয়ে সেই রজতপীঠপুরের মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং দূর হইতেই দেখিলেন, প্রাণারাম বালক বাসুদেব পরমানন্দে অবস্থান করিতেছে। চাঁদমুখ দর্শন করিয়া পিতা সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। তৎপরে নিজকোলে তুলিয়া লইয়া মধুর ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস! তুমি এই বন মধ্যে একাকী কিভাবে এতদূরে আসিলে? বাসুদেব উত্তর করিল—বাবা! শ্রীহরি সহায় থাকিলে আর চিন্তা কি? শ্রীবিষ্ণু নিজেই তাঁহার শ্রীমন্দিরে আনিয়াছেন। এত অল্প বয়স্ক শিশুর এইরূপ শ্রীবিষ্ণুভক্তি দর্শন করিয়া মধ্যগেহ নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিলেন এবং এই বালক বাসুদেব নিশ্চয়ই কোন 'মহান্ পুরুষ' আমাদিগকে ও জগৎকে অনুগ্রহ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে

বালককে লইয়া পাগলিনী মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের নিকট গেলেন। তাঁহারা বালকের এই প্রকার অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্য চরিত্রের কথা জানিয়া পুনঃপুনঃ চুম্বন, মস্তক আঘ্রাণাদি করিতে করিতে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

তৎপরে মধ্যগেহ শুভদিন ও শুভক্ষণ দেখিয়া বাসুদেবের বিদ্যা আরম্ভ করাইলেন। প্রথম হইতেই বালক নিত্য নূতন পাঠ অনায়াসে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বাসুদেবের স্মৃতিশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে, নূতন নূতন পাঠ প্রতিদিন গ্রহণ করিলেও পূর্ব্বপাঠের কোন বিস্মরণ হইত না। একদিন 'ঘৃতবল্লী' নামক গ্রামে নিজ স্বজন-গৃহে উৎসবপূর্ণ দিনে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ পুরাণ পাঠ করিতেছিলেন; বাসুদেব তাহা শ্রবণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিলেন। সকলে বালকের শুদ্ধভাবে সংস্কৃত উচ্চারণের মাধুরী দর্শন করিয়া ও শ্রবণ করিয়া এই বালক অবশ্যই কোন অলৌকিক মহাপুরুষ বলিয়া জানিলেন। ধৌতপটকুলসম্ভূত 'শিব' নামক এক পুরাণ-পাঠকের সিদ্ধান্তবিরোধ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—আপনি শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনের প্রাণ যে সিদ্ধান্ত ও রস—সেই প্রাণ বিনষ্ট করিয়া মৃতা রমণীর বেশভূষা গ্রহণের মত বৃথা লোকরঞ্জনে ব্যস্ত আছেন। ইহাতে আপনার ও শ্রোতাদের কি মঙ্গল হইতে পারে? শ্রোতৃবৃন্দ বালক বাসুদেবের নিকট পুরাণ শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাসুদেবের পাঠ শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বপাঠক ও শ্রোতাগণ বিমুগ্ধ হইয়া বালকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে বাসুদেব তাঁহার পিতাকে নিজ পাঠের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে; পিতা বলিলেন—বৎস! তোমার রস-সিদ্ধান্ত সমন্বিত শ্রীহরিকথা

সকলেরই আনন্দবর্দ্ধক। একদিন পিতার পুরাণ পাঠকালে বাসুদেব 'লিকুচ' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া পিতার পাঠের ত্রুটি দেখাইয়া দিলেন। দিনের পর দিন বাসুদেবের এইপ্রকার অলৌকিক গুণ-মহিমা প্রকাশিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্ফুরিত আলোর ন্যায় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

গোভিলীয় গৃহসূত্রের 'গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণং উপনয়েৎ' বিধানানুযায়ী * দ্বিজবর মধ্যগেহ বাসুদেবের অষ্টম বর্ষ বয়সে উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। "আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রেঽনার্জ্জবলক্ষণঃ। গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥"—(ছান্দোগ্যে মধ্বভাষ্য-ধৃত সামসংহিতা বাক্য) অর্থাৎ ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটীলতা বর্ত্তমান—হারিদ্রুমত-গৌতম এইরূপ গুণ বিচার করিয়াই সত্যকামকে উপনয়ন বা সাবিত্র্য-সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। 'বৃশ্চিক-তাণ্ডুলীয়ক' ন্যায় বলিতেছেন—দ্বিবিধ প্রণালীতে কীটাদি প্রাণীর উৎপত্তি হয়; সেই **প্রকার দ্বিবিধ প্রণালীতে বর্ণও নিরূপিত হয়।** তণ্ডুল হইতে এক প্রকার কীটের উৎপত্তি হইয়া থাকে, অপর কীট ইহাদের জনক নহে। আবার **বৃশ্চিকাদি কীট অপর বৃশ্চিকাদি কীটের দ্বারা শৌক্র প্রণালীতে উৎপন্ন হয়।** বৈষ্ণবগণ শ্রৌত প্রণালীতে অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি-পঞ্চরাত্রোক্ত বৃত্তগত বিচারে প্রকাশিত হন, আর কর্ম্মফলবাধ্য সাধারণ জীবগণ কর্ম্মকাণ্ডীয় শৌক্র প্রণালীতে বর্ণগত হইয়া থাকেন; সুতরাং ঋষিকুল ও অচ্যুতকুলের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ

* "গৃহ্যোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ। বালো বেদায় তদ্‌যোগাৎ বালস্যোপনয়ং বিদুঃ॥"

করা উচিত নহে *। বাসুদেব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও পাঞ্চরাত্রিক-বৈষ্ণববিধান অনুযায়ী যজ্ঞেশ্বরেশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে উপনয়ন যজ্ঞোপবীত-সংস্কার গ্রহণ করিলেন। 'বিষ্ণুর্যস্য দেবতাঃ স এব বৈষ্ণব' বিষ্ণুর সেবার জন্য বা সুখের জন্য বৈষ্ণবের জীবন। এই জন্য বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যতা অনুস্যূত হইয়াছে। যাঁহারা বিষ্ণুর সেবা, শুদ্ধ ভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া শৌক্র ব্রাহ্মণতার পরিচয়ে উপবীতাদি গ্রহণ করেন; তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত শৌক্রজ ব্রাহ্মণ মাত্র। শুদ্ধভক্তি পথাবলম্বি বৈষ্ণবগণ সেরূপ নহেন। অষ্টম বর্ষীয় বাসুদেব সেই লীলা প্রকট করিয়া কেবলমাত্র কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণতার নিরর্থকতা জানাইলেন এবং ব্রাহ্মণ হইয়াও বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন।

অষ্টমবর্ষ-বয়স্ক বাসুদেব নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া ও নিরন্তর শ্রীগুরুসেবা নিরত থাকিয়া শ্রীগুরুগৃহে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বিদ্যাভ্যাস দেখিয়া মৎসর-স্বভাব-বশতঃ যাঁহারা নিন্দাদি করিতেছিলেন, তাঁহারাও শ্রীভগবৎ কর্ত্তৃক এক একটি শাসনের দ্বারা নিগ্রহ হইয়াছিলেন। বাসুদেব নির্ব্বিঘ্নে বিদ্যা অধ্যয়ন ও নিজ সহাধ্যায়িগণের সহিত ভাবগম্ভীর ক্রীড়ামোদে নিমগ্ন রহিলেন। সন্তরণ প্রতিযোগিতা, মল্লযুদ্ধে পারদর্শিতা ইত্যাদি ক্রীড়ায় বাসুদেবই শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিলেন, এইজন্য সকলে তাঁহার নাম রাখিলেন—**"ভীমের অবতার।"** নিজসঙ্গীগণের সহিত বাসুদেবকে প্রায়ই

* মানবের দুই প্রকারে জন্ম হয়—(১) নাদজ (শ্রীগুরু-পরম্পরায় ইষ্টমন্ত্রের মাধ্যমে পারমার্থিক বা অলৌকিক জন্ম)। (২) বিন্দুজ (শৌক্র-পরম্পরায় পিতা-মাতার মাধ্যমে ব্যবহারিক বা লৌকিক জন্ম)।

খেলায় মগ্ন দেখিয়া অধ্যাপক মহোদয় একদিন অসন্তুষ্ট হইয়া বাসুদেবকে বলিয়াছিলেন যে, বাসুদেব! তুমি অধ্যয়নে বড়ই অমনোযোগী হইয়াছ। বাসুদেব বলিলেন—হে আচার্য্য! সামান্য পাঠের জন্য আর কতটুকু সময় লাগে; তাই অবশিষ্ট সময় আমি খেলা করি। আপনি যাহা পাঠ দিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমি অধিক কণ্ঠস্থ করিয়াছি। এই বলিয়া বৈদিকমন্ত্র আবৃত্তি করিয়া আচার্য্য অধ্যাপককে শ্রবণ করাইলেন। অধ্যাপক নির্দ্দোষ উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া মহা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সেই দিন হইতে বাসুদেবের সমস্ত কার্য্যের প্রতি শ্রীগুরুমহাশয় সন্তুষ্ট-ভাব প্রকাশ করিতেন। অদ্ভুত শ্রুতিধর বাসুদেব, উপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত সমগ্র নারায়ণীয় উপনিষদ্ একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে অধ্যাপক এবং সতীর্থগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন। একদিন বাসুদেব একাকী গুরু মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐতরেয়-উপনিষদের এমন সুন্দর ভক্তিপর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আচার্য্যপাদ পরমানন্দিত হইলেন এবং উহাই গুরুদক্ষিণারূপে গ্রহণ করিলেন। এমন সময় দেবতাগণ নানারূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত-গ্রস্ত জীবকুলকে উদ্ধার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। সেই প্রার্থনা অনুযায়ী শ্রীবাসুদেব শ্রীগুরুদেবের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই সময় বুদ্ধরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর * হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি

* শ্রীভগবানের অবতার বুদ্ধ ও গৌতম বুদ্ধ পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া জানা যায়। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে "গৌতম বুদ্ধ অবতার বুদ্ধ নহে" প্রবন্ধ দেখুন।

করিতে না পারিয়া ভারতবাসী নাস্তিক্য মতাবলম্বে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন; এমন কি বৈদিক-সনাতন-ধর্ম্মকে অবমাননা করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। বুদ্ধরূপে ভগবান্ ম্লেচ্ছের পরিপন্থী দক্ষ ও রুদ্রের জীব-হিংসা ক্রিয়াকে নিবারণ করিবার জন্য ও জগতে **অহিংসাবাদ** স্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অহিংসাবাদ বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের একটী প্রাথমিক সোপান স্বরূপ। জীবহিংসা, নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি ইত্যাদি এক প্রকার মহা অনর্থ মানবজীবনের উন্নতির পথে কঠিন বিঘ্ন বলিয়া সাত্বত শাস্ত্র সমূহ বর্ণন করিয়াছেন। 'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হইল নাস্তিক।' বৌদ্ধ হইল—বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী অনুযায়িগণ। এই বৌদ্ধগণ বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা বশতঃ বেদাভিন্ন বিগ্রহ বুদ্ধরূপী বিষ্ণুকেও অবমাননা করিল। বেদনিন্দারূপ অপরাধগ্রস্ত হইয়া বৌদ্ধগণ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণের অসম্ভাষ্য নাস্তিক বলিয়া প্রমাণিত হইল। ফাহিয়ান্, হিউয়েনসাং ইত্যাদি চৈনিক পরিব্রাজকগণ ভারতে আসিয়া নিজেদের চীন দেশকে বৌদ্ধের অনুযায়ী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান চীন দেশ সম্পূর্ণ ঘোরতর নাস্তিক্যবাদে প্রপীড়িত হইয়া চীন কবলিত তিব্বতের বৌদ্ধমন্দির, বুদ্ধের মূর্ত্তি ইত্যাদি বিধ্বংস করিয়াছে। ভারতবর্ষ বুদ্ধের জন্মভূমি বলিয়া ভারতের নিত্য প্রতিষ্ঠিত সনাতনধর্ম্মকে উচ্ছেদ্ মানসে চীনের প্রধান মন্ত্রী সুপরিচিত মিঃ চৌ, এন, লাই সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী অধর্ম্মের আগুণ (যুদ্ধ) জ্বালাইবার জন্য কপট অভিসন্ধি-বশীভূত হইয়াছে; কিন্তু সনাতনধর্ম্মের রক্ষক,—সনাতন পুরুষ সুদর্শন চক্রধারী **শ্রীবিষ্ণু** নিজেই। কাজেই, শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণ চিন্তা করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী **পণ্ডিত**

শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রীজী সমস্ত ভারতবাসী সহ নিজ কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য প্রায় সকল (রাষ্ট্র) দেশ ভারতের অনুকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতির নাম— ডঃ 'শ্রীরাধাকৃষ্ণন্,' ইহাও একটি ভরসার বিষয় যে, পৃথিবীর সমগ্র দেশের লোক অন্বয় এবং ব্যতিরেকভাবে ভারত রাষ্ট্রপতির নামোল্লেখের সহিত ভারতের আরাধ্য ভগবান্ 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের' নামও গ্রহণ করিতেছেন। হয়ত কোনও সময় ইহাদেরও মঙ্গল হইবে। ভারতের মূল মন্ত্র হইল,—"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

বৌদ্ধের নাস্তিক্যবাদ হইতে চিন্মাত্রবাদ ও বেদের প্রশংসা দৃঢ়ভাবে স্থাপনের জন্য শ্রীবিষ্ণু নিজ প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীশঙ্করকে জগতে প্রেরণ করিলেন এবং আদেশ করিলেন,—"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বন্তু জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ এবং মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি। ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥ অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ। প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু॥"

—হে শঙ্কর! তুমি কল্পিত শাস্ত্র দ্বারা মনুষ্যকুলকে আমা হইতে বিমুখ কর। সেই কল্পিতশাস্ত্রে আমার নিত্য ভগবৎ স্বরূপের বিষয় গোপন করিও, তাহা দ্বারা জগতে বহির্ম্মুখ সৃষ্টি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আমি এইরূপ মোহসৃষ্টি করিতেছি, যাহা সকলকে মোহিত করিবে। হে মহাবাহো রুদ্র! তুমিও মোহ-শাস্ত্র প্রণয়ন কর; হে মহাভুজ! অন্যায় ও ভগবৎ-স্বরূপ-প্রকাশের বিরোধী অক্ষজ যুক্তিজাল প্রদর্শন কর;

তোমার রুদ্ররূপ (আত্মবিনাশ রূপ সংহার-মূর্ত্তি) প্রকাশ কর, আর আমার নিত্য ভগবৎ স্বরূপকে আবৃত কর।

তাই মহাদেব একদিন বৈষ্ণবী-শ্রেষ্ঠা পার্ব্বতীদেবী দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥"

মহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! মায়াবাদ অত্যন্ত অসৎ শাস্ত্র—বৌদ্ধমত বৈদিক-বাক্যের আবরণে প্রচ্ছন্নভাবে আর্য্যদিগের ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে; কলিকালে আমি ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিতে এই মায়াবাদ প্রচার করিব।

স্পষ্ট নাস্তিক্য-বাদ হইতে মায়াবাদরূপী প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যবাদ অধিকতর বিপজ্জনক। একদিন নীলাচলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য-বাদ বা মায়াবাদ হইতে জীবকে নিত্যস্বরূপে চিন্ময় ভগবান্কে দেখাইবার জন্য বাসুদেব সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন।

একদিন বাসুদেব হস্তে একখানি যষ্টি ধারণ করিয়া নিজ পিতাকে বলিলেন,—"পিতঃ আমি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছি; এক্ষণে মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রচার করিব।" পিতা মধ্যগেহ বলিলেন,—বৎস! যদি তোমার হস্তস্থিত শুষ্ক যষ্টিখণ্ড সজীব বৃক্ষে

পরিণত হওয়া সম্ভব হয়; তাহা হইলেই জানিব যে, তুমি মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে সমর্থ হইবে। অর্থাৎ যেমন এই শুষ্ক যষ্টিখণ্ড হইতে সজীব বৃক্ষও হওয়া সম্ভব নহে; তেমনই তোমার ন্যায় বালক দ্বারা মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত স্থাপনও সম্ভব নহে। বালক বাসুদেব বলিল,—পিতঃ শ্রীভগবচ্ছক্তি প্রভাবে সবই সম্ভব হইতে পারে। এই বলিয়া সেই শুষ্ক যষ্টিখণ্ড মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিলে, কয়েকদিন মধ্যেই সজীব বৃক্ষে পরিণত হইতে দেখা গেল। এখনও সেই শুষ্ক যষ্টিখণ্ড হইতে উদ্ভূত মহা-বটবৃক্ষ পাজকা-ক্ষেত্রে বিরজিত থাকিয়া বাসুদেবের অলৌকিক প্রভাবের স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন।

জাবালোপনিষৎ ৪।১, শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।১৩ অনুযায়ী বাসুদেব একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২৩।৫৭ শ্লোকোক্ত মুকুন্দ সেবাই হইল বাসুদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্য। পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড আদি ৩১শঃ অঃ—"জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কেচিদ্বেদসংন্যাসিনোঽপরে। কর্ম্মসন্ন্যাসিনস্ত্বন্যে ত্রিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।" এই প্রকারের সন্ন্যাস ত্রিবিধ বলিয়াছেন। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে—১।১৩।২৬-২৭ ধীর বা বিবিৎসা-সন্ন্যাস এবং নরোত্তম বা বিদ্বৎ-সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছেন। বেদশাস্ত্রে নানাস্থানেই ত্রিদণ্ড ও একদণ্ডের কথা আলোচনা করিয়াছেন। অনন্তেশ্বর দেবালয়ে একদিন বাসুদেব এক দিব্য সন্ন্যাসি-মূর্ত্তির দর্শন লাভ করেন। ইনিই সেই শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ। যিনি বাসুদেবের সন্ন্যাস-গুরু নামে প্রসিদ্ধ। সন্ন্যাস গ্রহণান্তর অচ্যুতপ্রেক্ষ বাসুদেবের নাম রাখিলেন—'পূর্ণপ্রজ্ঞ'। বাসুদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের

পূর্ব্বে মধ্যগেহের আর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তাহাকে দেখিয়া বাসুদেব মাতা-পিতাকে প্রবোধ দিলেন যে,—করুণাময় প্রভুর কৃপায় আপনাদের রক্ষক ও পালকরূপে আমার এই অনুজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এক্ষণে আমাকে সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি দেন। এই অনুজই পরে মধ্ব-শিষ্য শ্রীবিষ্ণুতীর্থ নামে পরিচিত হন।

পূর্ণপ্রজ্ঞ সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করিবার পর অল্প সময়ের মধ্যে কতিপয় দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া জয়পত্র সংগ্রহ করিলেন। এই সময় হইতে শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞকে শ্রীমধ্বাচার্য্য বলিয়া জগৎবাসী জানিলেন। অচ্যুতপ্রেক্ষ পূর্ণপ্রজ্ঞকে 'ইষ্টসিদ্ধি' নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইবার কালে পূর্ণপ্রজ্ঞ প্রথম শ্লোকেরই বত্রিশ প্রকার দোষ উদ্‌ঘাটন করিলেন। ইহাতে অচ্যুতপ্রেক্ষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; পূর্ণপ্রজ্ঞ ঐ গ্রন্থ মায়াবাদখণ্ডন-মূলক সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। তখন অচ্যুতপ্রেক্ষ বলিলেন,—পূর্ণপ্রজ্ঞের যথাযথ শাস্ত্রজ্ঞান আমা হইতেও অধিক হইয়াছে।

একদিন পূর্ণপ্রজ্ঞের সহিত অপর কয়েকজন পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা কালে অচ্যুতপ্রেক্ষ স্বয়ং শ্রবণ করিয়া বলিলেন—বৎস পূর্ণপ্রজ্ঞের সিদ্ধান্তই শ্রীশ্রীব্যাস-সম্মত। সকলেই বিস্মিত হইয়া পরানন্দ লাভ করিলেন। পূর্ণপ্রজ্ঞের অলৌকিক প্রভাব দর্শনে অচ্যুতপ্রেক্ষ একদিন অতি আনন্দে মহাসমারোহের সহিত শঙ্খজলদ্বারা পূর্ণপ্রজ্ঞের অভিষেক করিয়া 'আনন্দতীর্থ' নাম রাখিলেন। বৈষ্ণবসম্রাট্ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার 'প্রমেয়রত্নাবলী' গ্রন্থে এইরূপ জয়গান করিয়াছেন,—

আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণব-তরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ ॥

একদিন কোনও সন্ন্যাসীর অনুমানমূলক তর্ককে সুতীক্ষ্ণ সিদ্ধান্তদ্বারা খণ্ডন করিয়াছিলেন বলিয়া আচার্য্য আনন্দতীর্থের নাম হইয়াছিল—'অনুমান-তীর্থ'। 'বুদ্ধিসাগর' নামক একজন বেদবিরোধী পণ্ডিত বাদিসিংহ নামক একজন অন্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া রজত-পীঠপুরে আগমন করিলে অচ্যুতপ্রেক্ষের আদেশে পূর্ণপ্রজ্ঞ মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাদের অসদভিপ্রায়যুক্ত সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিয়া বিষ্ণুভক্তির মহিমা স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন হইতে বাসুদেবই প্রকৃত বন্ধ-মোক্ষবিৎ পণ্ডিত শিরোমণি আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হইলেন।

আনন্দতীর্থ একদিন ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য বহু বিদ্বান্ পণ্ডিতের সভায় খণ্ডন মূলক ব্যাখ্যা করিয়া শ্রৌতপ্রমাণ-বিশিষ্ট সূত্রার্থ জ্ঞাপন করিলেন। এই ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মধ্যগেহ এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ পরম প্রসন্নতা লাভ করিলেন। অচ্যুতপ্রেক্ষ আনন্দতীর্থকে আদেশ করিলেন,—"যদি তুমি প্রকৃত ব্রহ্মসূত্রার্থ জানিয়া থাক, তাহা হইলে ইহার সুসঙ্গত ভাষ্য প্রণয়ন কর।" আনন্দতীর্থ 'ভাষ্য প্রণয়ন কর' এই আদেশ মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে লিকুচবংশজাত বিরাগী, বাগ্মী ও ভক্তিভূষণে বিভূষিত 'জ্যেষ্ঠ' নামক এক সন্ন্যাসী মধ্বাচার্য্যকে ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষৎ সমূহের প্রকৃত অর্থ বিস্তার করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে আনন্দতীর্থ ব্রহ্মসূত্র ও শ্রুতির ভাষ্য কীর্ত্তন করিলেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ নিজগুরু অচ্যুতপ্রেক্ষের সহিত ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারোদ্দেশ্যে 'বিষ্ণুমঙ্গল' নামক এক ভবনে গমন করিলে জনৈক

গৃহস্থ ব্যক্তি দুইশত সুপুষ্ট ও সুপক্ক কদলী দিলেন। মধ্বাচার্য্য সেই সকল কদলী অনায়াসে ভোজন করিয়া বলিলেন যে,—আমার উদরে বিশ্বদাহ-বিধাতা ও বিশ্বহিতকারী অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত অনল সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

তদানীন্তন শঙ্করাচার্য্য অপ্রাংশুনীত্র নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া মৎসরতা-বশতঃ পূর্ণপ্রজ্ঞের বিরোধিতা করিতে থাকিলে পূর্ণপ্রজ্ঞ ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া বজ্রনির্ঘোষ স্বরে বলিয়াছিলেন, যদি সমর্থ থাকে তবে এই ভাষ্য খণ্ডন করুন এবং আমার দণ্ড ছেদন করিবার জন্য যে স্পর্দ্ধা করিয়াছেন; যদি আমার দণ্ড ছেদনে সমর্থ না থাকে তবে জানিব, আপনি মিথ্যাবাদী ও ক্লীবতুল্য। শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের প্রভাবে তিনি দণ্ড স্পর্শ করিতেও পারেন নাই, ভাষ্য খণ্ডনেও সমর্থ হইলেন না। শ্রীমধ্বপাদ ক্রমান্বয়ে শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করিয়া উত্তরাভি-মুখে গমন ও বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করিতে করিতে নিজ দ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীআনন্দতীর্থপাদ শ্রুতির তিন প্রকার, মহাভারতের দশ প্রকার ও বিষ্ণুসহস্রনামের একশত প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া ব্যাকরণ-শাস্ত্র-বিহিত প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সম্বন্ধ-ভঙ্গী প্রদর্শন দ্বারা পণ্ডিতগণকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। এক সময় কেরল দেশের বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মণ্ডিত সভায় সৎপাত্রে দাতা ও অদাতার যথাক্রমে স্তুতি ও নিন্দাসূচক একসূক্তের 'পৃণীয়াৎ' পদের 'পৃণ' ধাতু ও 'প্রীঙ্' ধাতুর প্রভেদ সম্বন্ধে তর্কের মীমাংসা করিয়া সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে স্তব্ধ করিয়াছিলেন। আর একদিন কোন এক সূক্তের 'অপালা' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া

ভূত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞান বিষয়ে অদ্ভুত পরিচয় প্রদান করিলেন। এই সমস্ত কারণে মধ্বাচার্য্যের এক নাম 'সর্ব্বজ্ঞ যতি' হইয়াছিল। ভীম যেমন লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীকে দর্শন করিয়া দুঃশাসন প্রভৃতি দুর্জ্জনগণকে দমনের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তেমনই ভীমাবতার মধ্বাচার্য্য শ্রুতিসমূহকে লাঞ্ছিত দেখিয়া তাঁহার ভক্তিময় সিদ্ধান্ত প্রচারের জন্য প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য বদরিকাশ্রমে শুভবিজয় করিবার পূর্ব্বে গুরু ও জ্যেষ্ঠ যতিকে স্ব-কৃত গীতার ভাষ্য প্রদান করিলেন।

শ্রীবদ্রী-যাত্রা

শ্রীবদরিকাশ্রম 'ভূবৈকুণ্ঠ' নামে প্রসিদ্ধ। সম্মুখে অলকানন্দা প্রবাহিতা। পুণ্যবতী অলকানন্দার সহিত ঋষিগঙ্গা মিলিত হইয়া 'ঋষিপ্রয়াগ' নাম হইয়াছে। অলকানন্দার একপার্শ্বে 'নারায়ণ' ও ও অপর পার্শ্বে 'নর' নামক গিরি। সম্মুখস্থ পর্ব্বতের নাম—'জয় বিজয়'। চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বতে পরিবেষ্টিতা উপত্যকা-ভূমিতে শ্রীবদরীনারায়ণদেব বিরাজমান। সম্মুখে মহাবীর ও গরুড় অবস্থান করিতেছেন। নিকটেই ব্রহ্মকপাল ও উষ্ণকুণ্ড। বৎসরের মধ্যে ছয়মাস শ্রীবদ্রীনারায়ণদেব জ্যোতিষ্পীঠ বা জোশীমঠে সেবা গ্রহণ করেন। শ্রীবদ্রীনাথের নৃসিংহশালগ্রাম-মূর্ত্তি জোশীমঠে সেবিত হন। শ্রীনারায়ণ পাহাড়ে যে শ্রীবদ্রী মূর্ত্তি আছেন, তাঁহার সামনে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে শ্রীলক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা আছেন। পুষ্পান্ন, মিছরী, নারিকেল, ছোলাডাল, কিসমিস, মনাক্কা, বাদাম, পেস্তা ইত্যাদি ভোগ দেওয়া হয়। ব্রহ্ম-কুলের দ্বারা পূজা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৭।২-৪ শ্রীসূতগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মনদ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে।
শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্দ্ধনঃ॥
তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে।
আসীনোঽপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃ স্বয়ম্॥
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥

—ব্রাহ্মণ পরিবৃত সরস্বতী নদীর পশ্চিমতীরে তাপসগণের যজ্ঞ সম্পাদনের উপযুক্ত শম্যাপ্রাস নামক কথিত এক আশ্রম আছে। বদরী বৃক্ষসমূহে পরিশোভিত সেই নিজ আশ্রমে ব্যাসদেব উপবেশন করতঃ জলস্পর্শ অর্থাৎ আচমনান্তে জড় প্রক্রিয়ার সাহায্য ব্যতিরেকে নারদোপদেশ মতে সমাধি দ্বারা মনঃ স্থির করতঃ ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভক্তিযোগ প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যক্‌রূপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপ-শক্তি সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা মায়াকে দর্শন করিলেন।

শ্রীআনন্দতীর্থপাদ এই ব্রহ্ম-নারদ-ব্যাস-সংবাদের পীঠস্থান-সমীপে আগমন করিলেন, নিজকৃত গীতাভাষ্য শ্রীশ্রীনারায়ণকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন। রাত্রিতে ভগবান্ নারায়ণ ভূমিতে আঘাত দ্বারা মধ্বদেবকে জাগাইলেন এবং আবার গীতাভাষ্য শ্রবণ করিলেন। মধ্বশিষ্যগণ তাহা জানিতে পারিলেন। আচার্য্যপাদ কয়েকদিন কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া রহিলেন; রাত্রিযোগে ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব দর্শন দান করিলেন। পরদিন প্রাতে শিষ্যগণের শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী

উপদেশ লিখিয়া রাখিয়া শ্রীমধ্বপাদ শ্রীবদরিকাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। "১ অনন্ত মঠের ন্যায় পাপ বিনাশন-ক্ষেত্র আর নাই ; ২ এই ভাগীরথী-তীর্থের ন্যায় পুণ্য-তীর্থ আর নাই ; ৩ বিষ্ণুর ন্যায় দেবতাও আর কেহ নাই ; ৪ আমাদের বাক্যের ন্যায় মঙ্গলজনক বাক্যও আর নাই ; ৫ আমি শ্রীনারায়ণ স্বরূপ শ্রীব্যাসদেবের দর্শনাভিলাষী হইয়া অদ্যই এখান হইতে প্রস্থান করিতেছি। পুনরায় এখানে আসিব কি না, তাহা শ্রীব্যাসদেবই জানেন। তোমাদের মঙ্গল হউক।"

বিরহাতুর মধ্বশিষ্য সত্যতীর্থ শ্রীমধ্বের শ্রীপদাঙ্কানুসরণ করিতে থাকিলে দূর হইতে শ্রীমধ্বপাদ হস্তসঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিলেন। সত্যতীর্থ সেই সঙ্কেতানুযায়ী অনন্তমঠে ফিরিয়া আসিলেন। হনুমৎ-অবতার ভীমসেনের ন্যায় শ্রীমধ্বপাদ 'পরমমঙ্গল সুশোভিত পরমহংস-কুলসেবিত বদরীবৃক্ষরাজিবেষ্টিত নানা পুষ্পোদ্যান মধ্যে বিশাল বেদীর উপরে উত্তম অজিনে যোগাসনে অধিষ্ঠিত নীলোৎপলকান্তিবিচ্ছুরিত **শ্রীব্যাসদেব** নিজ মনঃসমুদ্র হইতে জগতকে কৃপা করিবার জন্য মহাভারত পারিজাত-বৃক্ষের সহিত পুরাণ-সুধাকর নৃত্য করাইয়া ব্রহ্মসূত্রামৃতের ঘন বর্ষণ করিতেছেন। সেই অমৃতধারা পানরত সর্ব্বসদ্-গুণ বিভূষিত পরমভাগবতগণ অপ্রাকৃত-রসসমুদ্রে বিভোর হইয়া সন্তরণ করিতেছেন'—দেখিতে পাইলেন। উন্মত্তবৎ মধ্বাচার্য্যপাদ শ্রীব্যাস-দেবের শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া যখন দণ্ডবৎ করিতেছিলেন ; তখন যেন কনককান্তি আর নীলকান্তি মিলনে এক অপরূপ শোভার উদয় হইল। শ্রীব্যাসদেব শ্রীমধ্বপাদকে নিজ চরণ প্রান্ত হইতে অনুরাগের সহিত উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন দান করিলেন। এই আলিঙ্গন

দর্শন করিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দিত হইলেন। শ্রীব্যাসের অভিপ্রায়ে শিষ্যগণ শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকে অতি বিনীতভাবে আসন প্রদান করিলেন। সেই যে মধুময় মিলনোৎসব, তাহার মহিমা কে বর্ণন করিতে পারে? অল্পকাল মধ্যেই পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীব্যাসদেব ও শ্রীনারায়ণদেব হইতে ইতিহাস, পুরাণ, পঞ্চরাত্র, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রুতিসমূহের সিদ্ধান্ত অবগত হইলেন এবং শ্রুতি-স্মৃতির ব্যাস-সম্মত সুসিদ্ধান্ত জগতকে দান করিবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বদরিকাশ্রম হইতে অনন্তমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীগুরু-ব্যাসদেবের হৃদ্গত ভাবানুযায়ী ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্করপাদ চারিটি শ্রুতি-মন্ত্রকে * **মহাবাক্য** বলিয়াছেন। শ্রীমধ্বপাদ নিজভাষ্যে শ্রুতিবিরুদ্ধ কল্পিতভাষ্যের এক-বিংশতি প্রকার কুভাষ্যের নিরসন করিয়াছেন। শ্রীমধ্বশিষ্য মহাত্মা সত্যতীর্থ ভাষ্য প্রণয়ন কালে শ্রুতলিপি করিয়া শ্রীগুরুদেবের সেবা করিয়া-ছিলেন। আচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীনারায়ণের কৃপাদেশে নিজসিদ্ধান্তসমূহ প্রচারোদ্দেশ্যে পর্য্যটন কালে গোদাবরী তীরে কতিপয় দিগ্বিজয়ীর 'ভাট্ট' প্রভৃতি ছয়প্রকার সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিয়াছিলেন। ঐ সময় শোভন-ভট্ট নামক এক পণ্ডিত আচার্য্যপাদের নিকট ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য শ্রবণ করিয়া পরমানন্দের সহিত সভামধ্যে বলিয়াছিলেন—'এই ভাষ্য দক্ষিণা-বর্ত্ত শঙ্খের ন্যায় শ্রীনারায়ণ-স্বরূপ'। ক্রমান্বয়ে শ্রীমধ্বপাদ দেশে দেশে নিজ মত প্রচার করিয়া শ্রীঅনন্তেশ্বরে আসিয়া শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের শ্রীচরণে প্রণাম করিলেন। তখন হইতে অচ্যুতপ্রেক্ষও নিজশিষ্যের

* শঙ্করাচার্য্য মতে মহাবাক্য—তত্ত্বমসি, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি।

ভাষ্যকে সমাদর সহকারে নিত্যপাঠ করিতেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ (১) শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্ বা সূত্রভাষ্যম্ ; (২) অনুব্যাখ্যানম্ বা অনুভাষ্যম্ (শ্লোকাকারে রচিত) ; (৩) অনুভাষ্যম্—চতুরাধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য ইহাতে শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত হইয়াছে। এই অনুভাষ্যই অচ্যুতপ্রেক্ষ প্রত্যহ পারায়ণ করিতেন। জ্যেষ্ঠ ও অচ্যুতপ্রেক্ষ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত ভাষ্যের শ্রৌত-সিদ্ধান্ত জগতে প্রচার করেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভূজদ্বয়ে সুদর্শনচক্র অঙ্কিত করিয়া দীক্ষা-প্রদান করিতেন।

শ্রীনর্ত্তক-গোপাল

উডুপী হইতে সাতক্রোশ দক্ষিণে অদমার গ্রামের অন্তঃপাতী মলয়দেশস্থ এক নাবিক বিপণি সামগ্রী লইয়া নৌকাযোগে দ্বারকায় গমন করেন। সমস্ত সামগ্রী বিক্রয়ান্তে দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় নাবিক দ্বারকাস্থিত গোপীসরোবরের তট হইতে গোপীচন্দন নৌকায় লইয়া সমুদ্রপথে আসিবার সময় মাল্‌পী বন্দরের নিকট একটি চরায় আবদ্ধ হইয়া যায়। অনেক চেষ্টা করিয়াও নৌকা চালিত করিতে না পারিয়া নাবিক হতাশপ্রাণে উপায় চিন্তা করিতে থাকেন। এমন সময় মহাসৌভাগ্যবান্ নাবিক দিব্য জ্যোতির্ম্ময় মনোহর দশনধারী মহাবল-শালী ও শ্রীভগবৎ-চিন্তায় নিমগ্ন শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের দর্শন লাভ করিয়া

নিজ বিপত্তির কথা বিনীতভাবে নিবেদন করেন। পরমকৌতুকী আচার্য্যপাদ স্বানন্দে মুদ্রাপ্রদর্শনদ্বারা নৌকা চালিত করেন। নাবিকের বহু অনুরোধে আচার্য্যপাদ একখণ্ড মাত্র গোপীচন্দন গ্রহণ করেন। ঐ গোপীচন্দন ভগ্ন হইবা মাত্র অপূর্ব্ব-দর্শন মন্থনদণ্ডধারী শালগ্রাম শিলাময়ী বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির দর্শন লাভ করেন। সেই মূর্ত্তি লইয়া উডুপী অভিমুখে যাত্রা করেন ও পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির বন্দনা-সূচক 'শ্রীমদ্ দ্বাদশস্তোত্রম্' নামক স্তবগুচ্ছ রচনা করিয়া কীর্ত্তন করেন। যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম 'বড়ভণ্ডেশ্বর'। বর্ত্তমানেও এই স্থানে 'বড়ভণ্ডেশ্বর' নামক শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। 'বড়ভণ্ড'-শব্দটী কর্ণাটক-ভাষাজাত। ('বড'—ভিন্ন, 'ভণ্ড'—পিণ্ড অর্থাৎ চন্দনপিণ্ডভঙ্গস্থল)। সেই চন্দনলিপ্ত শ্রীকৃষ্ণ-গোপাল-বিগ্রহ শ্রীমধ্বাচার্য্য উডুপীস্থ যে সরোবরে সম্মার্জ্জন করেন ; সেই সরোবরের নাম—'মধ্বসরোবর' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। শ্রীগোপালদেবের একহস্তে মন্থনদণ্ড ও অপর হস্তে মন্থনদণ্ড-সূত্র আছে।

এই মূর্ত্তির সেবা শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ তাঁহার আটজন সন্ন্যাসি-শিষ্যের উপর ন্যস্ত করেন। পূর্ব্বে দুইমাস অন্তর অন্তর এক একজন সন্ন্যাসীর সেবার সময় ছিল ; এক্ষণে দুই বৎসর অন্তর অন্তর সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সোদে-মঠের পঞ্চদশ-অধস্তনাচার্য্য শ্রীমদ্‌বাদিরাজ স্বামীর সময় হইতে এইরূপ সেবার নিয়ম স্থির হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরের বহির্দ্দেশে শ্রীমদ্‌হনুমান্ বিগ্রহের, শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্রীগরুড়-মূর্ত্তির, মন্দিরের দ্বারদেশে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মূর্ত্তির সেবা বিদ্যমান্।

এই মূর্ত্তি শ্রীবাদিরাজস্বামি কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। শ্রীবাদিরাজস্বামী মধ্বসম্প্রদায়ের 'দ্বিতীয়-মধ্বাচার্য্য' বলিয়া কথিত। শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরের পশ্চিমদিকে ব্রাহ্মণেতর কুলজাত 'কণকদাস' নামক এক দাসকূটস্থ মাধ্ব-ভাগবতের শ্রীমূর্ত্তি গবাক্ষ পথে দর্শন হয়। শ্রীকণকদাসের গৃহ বলিয়া পরিচিত স্থানে বর্ত্তমানে বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইয়া থাকে। কণকদাস রচিত কন্নড়ভাষায় বহু সুললিত পদ্য গ্রন্থ বিরাজিত আছে। তন্মধ্যে 'হরিভক্তিসার' নামক গ্রন্থটী মধ্বসম্প্রদায়ের বিশেষ আদরণীয়। শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরের একদিকে গোশালা, মধ্বসন্ন্যাসীর সমাধি বর্ত্তমান। উড়ুপী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে আটটী মূল মঠ আছে। সেই আটটি মূল মঠের প্রতিভূ উড়ুপীক্ষেত্রে অনন্তেশ্বর ও চন্দ্রমৌলীশ্বর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান। মূল শ্রীকৃষ্ণমঠে—শ্রীমধ্বাচার্য্য স্থাপিত—**বালকৃষ্ণ-মূর্ত্তি**। (১) পলমার মঠে—'শ্রীরামবিগ্রহ', (২) অদমার মঠে—'চতুর্ভুজ কালিয়দমন শ্রীকৃষ্ণ'; (৩) পুত্তিগেমঠে—'বিঠ্ঠল দেব'; (৪) শীরুরু মঠে—'বিঠ্ঠল দেব'; (৫) সোদে মঠে—'বরাহদেব'; (৬) কানুরু মঠে—'শ্রীনৃসিংহদেব'; (৭) পেজাবর মঠে—'বিঠ্ঠল দেব'; (৮) উত্তরাদি মঠে—'শ্রীরামচন্দ্র'। অদমার, পুত্তিগে, সোদে, পেজাবর এই চারিটী মঠ হইল দ্বন্দ্বমঠ। দ্বন্দ্বমঠের অর্থ এই যে—পলমার, শীরুরু, কানূরু, উত্তরাদি এই চারি মঠ প্রথমোক্ত চারিটী মঠের সহিত এক একটি করিয়া সেবা-সম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ দুইটি দুইটি করিয়া 'দ্বন্দ্বমঠ' নাম হইয়াছে। এক মঠের সেবক অন্য মঠের সেবকের সহযোগী। মূলগ্রামী-মঠের নামানুসারে এই অষ্ট মঠের নাম হইয়াছে। দ্বন্দ্বমঠের কোনও সন্ন্যাসী যদি শিষ্য না করিয়া অপ্রকট হন, তাহা হইলে দ্বন্দ্বমঠের

অন্য মঠাধীশ নিজশিষ্যকে সেই মঠের সেবাধিকারী করিতে পারেন। মাধ্ব-সম্প্রদায়িগণ বলেন যে, মধ্বাচার্য্যের সময় মধ্বশিষ্য আটজন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে একত্র থাকিতেন। পরবর্ত্তী কালে ইঁহারা আটটী মঠ স্থাপন করেন। এই আটটী মঠ শ্রীকৃষ্ণ মন্দির হইতে পৃথক্। পালাক্রমে মঠাধীশ সন্ন্যাসিগণই **মূল** শ্রীকৃষ্ণ-গোপালের সেবা করেন। কণ্বতীর্থে শ্রীমধ্বাচার্য্য তাঁহার আটজন শিষ্যকে একই সময়ে সন্ন্যাস প্রদান করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর বেদির চতুর্দ্দিক হইতে দুই দুইজন করিয়া চারিভাগে বিভক্ত হইয়া বহির্গত হন। তাঁহারাই দ্বন্দ্বমঠাধিকারী।

উপরোক্ত মূলমঠসহ নয়টী মঠ ছাড়াও শ্রীমধ্বাচার্য্যের শ্রীগুরুদেব শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ স্থাপিত (১০) ভাণ্ডিরেক মঠ; (১১) ভীমসেতু মঠ। (১২) শ্রীপাদরায় মঠ; (১৩) শ্রীনরহরিতীর্থ মঠ; (১৪) মজ্জিগেহল্লী মঠ; (১৫) অক্ষোভ্যতীর্থ মঠ; (১৬) ব্যাসরায় মঠ; (১৭) মন্ত্রালয় মঠ; (১৮) সুব্রহ্মণ্য মঠ (১৯) চিত্রাপুর মঠ এবং আরও মঠ বিরাজিত আছেন।* গ্রন্থ বিস্তারাশঙ্কায় অন্যান্য মঠের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল না।

মূল শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির প্রত্যহ নববিধা পূজার ব্যবস্থা আছে,—(১) নির্ম্মাল্য বিসর্জ্জন পূজা—পূর্ব্বাহ্ণ ৫ ঘটিকায়; (২) উষঃকাল পূজা—পূঃ ৬টায়;

---

* ভাণ্ডিরেক মঠের অধস্তন কর্ত্তৃক স্থাপিত ১১ সংখ্যক মঠ। শ্রীমধ্বশিষ্য পদ্মনাভতীর্থ স্থাপিত ১২ সংখ্যক; ও শ্রীমন্নরহরিতীর্থ স্থাপিত ১৩ সংখ্যক, শ্রীমধ্বতীর্থ কর্ত্তৃক ১৪ সংখ্যক, শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থ কর্ত্তৃক ১৫ সংখ্যক, অক্ষোভ্য তীর্থের শিষ্য পরম্পরায় ১৬, ১৭ সংখ্যক। সোদে মঠের মূল মঠাধীশ বিষ্ণুতীর্থ কর্ত্তৃক ১৮ সংখ্যক; পেজাবর মঠের অধোক্ষজ তীর্থের শিষ্য পরম্পরায় ১৯ সংখ্যক মঠ স্থাপিত। মূল শ্রীকৃষ্ণমঠেরই নামান্তর—শ্রীকৃষ্ণাপুর মঠ।

(৩) পঞ্চামৃত পূজা ও অভিষেক পৃঃ ৮টায় ; (৪) উদ্বর্ত্তন পূজা পৃঃ ৯টায় ; (৫) তীর্থপূজা ও মহাকলসাভিষেক পৃঃ ১০টায় ; (৬) অলঙ্কার পূজা পৃঃ ১১টায় ; (৭) অবসর পূজা পৃঃ ১১-৩০টায় ; (৮) মহাপূজা অপরাহ্ণ ১২-৩০ হইতে ১টা ; (৯) রাত্রিপূজা সায়াহ্ন ৮-৩০টায়। এই পূজা ছাড়া উষঃকাল পূজা, গো-পূজা, উদ্বর্ত্তন পূজা নবনীত পূজা, স্বুবর্ণকলস-পূজা, চামর সেবা প্রভৃতি পূজা মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে।

ঈশ্বরদেব-নামক জনৈক রাজা বিনা খরচে পথে যাতায়াতকারিগণের দ্বারা এক সরোবর খননের আজ্ঞা রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিলে, শ্রীমধ্বপাদ অবলীলাক্রমে ঐ রাস্তায় গিয়াছিলেন এবং নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া স্বয়ং রাজার নিজ হস্তের দ্বারাই ঐ সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। ইহাতে সমস্ত লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

একদা শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ তুরস্কাধিপতির সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য নিজপ্রিয় শিষ্যগণ সহ বিনা নৌকায় গভীর ও প্রবল তরঙ্গ-সঙ্কুল নদী পার হইলে তুরস্ক সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে বাধাপ্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সশিষ্য শ্রীমধ্বপাদ শ্রীভগবদ্ভাবময় মধুর বচনামৃতের দ্বারা তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজা সপার্ষদ দিব্য জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ রতনের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইলেন এবং নদী পার ও কঠোর আজ্ঞাপ্রাপ্ত সৈন্যগণের কবল হইতে একমাত্র ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন শুনিয়া তুরস্করাজা অতি প্রসন্নতার সহিত প্রচুর ভূ-সম্পত্তি আচার্য্য-সেবায় দান করিয়াছিলেন। সেই সমুদয় সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণ-গোপালের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। চোর ও দস্যুগণ বারবার শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকে আক্রমণ

করিতে থাকিলে আচার্য্যপাদ নিজ সম্মোহন প্রভাবে তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত করাইয়া ধ্বংস করিয়াছিলেন। যে সময় শ্রীব্যাসদেব শ্রীবদরিনারায়ণ ক্ষেত্রে শ্রীমধ্বপাদকে শুদ্ধ শিলাময় ভগবদ্-বিগ্রহ দান করিয়া 'মহাভারত-তাৎপর্য্য' প্রকাশ করিতে আজ্ঞা দেন। সেই সময় আচার্য্যপাদ জলস্তম্ভনবিদ্যাদ্বারা বিনা নৌকায় অনার্দ্র বসনেই ভাগীরথী নদী পার হইয়াছিলেন। গোবা-নামক স্থানে আচার্য্যপাদ চারি সহস্র কদলীফল ও ত্রিশ কলস পরিপূর্ণ দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন। গো-নামক স্থানে শ্রীমধ্বপাদ অপুষ্পিত ও অফলিত বৃক্ষে পুষ্প ও ফল প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এইরূপে শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া বহির্ম্মুখ জীবজগতকে তাঁহার পাদপদ্মে শরণাগত করাইয়াছিলেন।

কথিত হয়, "সনকাদিমুনিগণসহ-শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা ভগবান্ শ্রীশেষদেব শ্রীমধ্বভাষ্য-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন। মুনিগণ সেই সহস্রশীর্ষা শ্রীঅনন্ত-দেবকে মধ্বভাষ্যের তাৎপর্য্য ও তাহার শ্রবণের ফল জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীঅনন্তদেব বলেন যে,—মধ্বভাষ্য-শ্রবণের মুখ্যফল মুক্তিপদ শ্রীভগবানের সেবালাভ।" কোন সময় পদ্মতীর্থ ও পুণ্ডরীকপুরীর সহযোগে মায়া-বাদিগণ মধ্বাচার্য্য-সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিবার আয়োজন করিয়া নিজেরাই বিফল মনোরথ হইয়াছিল। তৎপরে মধ্বভাষ্য গ্রন্থসমূহ অপহরণ করিলে শ্রীমধ্বপাদ আর্য্য জ্যেষ্ঠযতির সাহায্যে প্রাজ্ঞবাট্ নামক গ্রামে উপস্থিত হইয়া অপহৃত গ্রন্থসমূহ উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং অপহরণ-কারিগণকে যথাযথভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই সময় রাজা জয়সিংহ আচার্য্যপাদকে মহাসমাদরের সহিত নিজরাজ্যে পদার্পণের জন্য প্রার্থনা জানাইলে আচার্য্যদেব পথিমধ্যে স্তম্ভনগরে মদনাধিপতি নামক বিদুর

মন্দিরে একরাত্রি অবস্থান করিয়া তথা হইতে বিষ্ণুমঙ্গলক্ষেত্রে শিষ্যগণসহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজা জয়সিংহ পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছিলেন। শিষ্য হৃষীকেশ তীর্থকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবার জন্য আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং শ্রীমধ্বপাদ শ্রীকৃষ্ণলীলার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে আনন্দ দান করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুমঙ্গল নিবাসী লিকুচবংশীয় সুব্রহ্মণ্য নামক এক পণ্ডিতের বারংবার কয়েকটি সন্তান বিনষ্ট হওয়ার পর ভুবনপতি হরিহরের কৃপায় ত্রিবিক্রম নামক পুত্র লাভ করেন। তিনি অতি অল্প বয়স হইতেই মায়াবাদ শাস্ত্রে পারঙ্গত হন। কথিত আছে, তিনি প্রায় পঁচিশ হাজার মায়াবাদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মায়াবাদিগণ শ্রীমধ্বাচার্য্যের মত খণ্ডন জন্য এই ত্রিবিক্রমকেই উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। একদিন ত্রিবিক্রম রাত্রিকালে শ্রীমধ্ব প্রণীত শাস্ত্রসমূহ দর্শন করিয়া অতি বিস্ময়তার সহিত বিষ্ণুমঙ্গল দেবালয়ে শ্রীমধ্বকে অন্তরের সহিত প্রণাম করিয়াছিলেন। সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীমধ্বের সহিত শাস্ত্রবিচারে তিনি পরাজিত হন এবং শ্রীমধ্বপাদের ভক্তিপর বিচারের প্রশংসা করেন ও নিজ চপলতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শ্রীমধ্বপাদ ত্রিবিক্রমকে সূত্রভাষ্যের টীকা রচনার জন্য আদেশ করেন। ত্রিবিক্রমাচার্য্যও অতি বিনীতভাবে অনুভাষ্য বা অনুব্যাখ্যান রচনার জন্য শ্রীমধ্বপাদের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিলেন। শ্রীমধ্ব সেই প্রার্থনা স্বীকার করিয়া তাঁহার চারিজন শিষ্যের দ্বারা এককালে অনবরত চারি অধ্যায়ের শ্রুতলিপি লিখাইলেন।

কালক্রমে শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ পিতা-মাতার বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইলে নিজ অনুজকে গৃহে পাঠাইলেন; কিন্তু শ্রীহরিভজনের জন্য অনুজের

একান্ত আর্ত্তিতে তিনি নিজ জন্মভূমিতে গমন করিয়া বৈরাগ্যবান্ অনুজকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া 'বিষ্ণুতীর্থ' নামে অভিহিত করিলেন। বিষ্ণুতীর্থ শ্রীগুরু-সেবা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ তীর্থসমূহ দর্শনের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীভগবৎ প্রসন্নতা প্রাপ্ত শ্রীবিষ্ণুতীর্থকে অনিরুদ্ধ নামক এক প্রিয়শিষ্য রজতপীঠপুরে লইয়া গেলেন। কবিকুলতিলক বিদ্বজ্জন-চূড়ামণি ব্যাসতীর্থ নামক মধ্বপাদের এক প্রিয় মহাত্মা বিষ্ণুতীর্থের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের অলৌকিকত্বে আকৃষ্ট হইয়া যিনি গোদাবরীতীর্থে সমাগত হইয়াছিলেন, সেই পদ্মনাভতীর্থ মধ্বাচার্য্যের শিষ্যত্ব লাভ করিলেন। ইনিই মায়াবাদ নিরাস করিয়া 'সন্ন্যায়রত্নাবলী' নামক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। বিষ্ণুতীর্থ ও পদ্মনাভতীর্থের পূর্ব্বে ও পরে আরও অনেক সন্ন্যাসী মধ্বপাদের শিষ্যত্ব লাভ করেন। তন্মধ্যে হৃষীকেশতীর্থ, জনার্দ্দনতীর্থ, নরসিংহতীর্থ, উপেন্দ্রতীর্থ, বামনতীর্থ, রামতীর্থ, অধোক্ষজতীর্থই আদর্শস্থানীয় সেবক ছিলেন। শ্রীমধ্ব-কৃপাপ্রাপ্ত গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণের মধ্যে ত্রিবিক্রমাচার্য্য, তদনুজ শঙ্কর ও আর একজন শঙ্কর—এই তিন জনই লিকুচকুলপ্রদীপ ছিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ কন্বতীর্থের নিকট একমঠে বাস করিয়া নিরন্তর শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আচার্য্যের দিব্যগুণ-রাশিতে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইতে থাকিল। কোনও সময় শ্রীমধ্ব বেদমন্ত্র, সূক্তমন্ত্র জপ করিয়া ঔষধি বীজ হইতে বৃক্ষের প্রকট করিয়াছিলেন এবং শূদ্রজাতীয় তার্কিক রাজার বাক্ রোধ করিয়াছিলেন। একদা অন্ধকার রজনীতে নিজের শুভ্র নখ-জ্যোতির আলোকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক সময়ে সহস্র লোকেরও ধারণ-সমর্থাতীত

শিলাখণ্ড হনুমদবতার শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ অনায়াসে তুঙ্গভদ্রানদীর নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন *। ঐ শিলা তথায় বর্ত্তমান আছে। 'গণ্ডবাট্' নামক এক বলশালী ব্যক্তি তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সহ শ্রীমধ্বাচার্য্যের বল পরীক্ষার জন্য গিয়াছিল; কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও মধ্বাচার্য্যের একটি হস্তাঙ্গুলিও ভূমি হইতে উঠাইতে পারিল না। 'পারন্তী' নামক দেবালয়ে গিয়া শ্রীমধ্বপাদ অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট মহামহোৎসব করিয়াছিলেন। তথায় বারিপাত করাইয়া শুষ্ক সরোবর জলে পূর্ণ করিয়াছিলেন। 'সরিদন্ত' গ্রামের অধিপতি এক শূদ্র মধ্বপাদকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল; কিন্তু আচার্য্যের ব্যক্তিত্বে সে বিমোহিত হইয়াছিল। শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ ধন্বন্তরি নামক ক্ষেত্রে বসিয়া **'শ্রীকৃষ্ণামৃতমহার্ণব'** গ্রন্থ রচনা করেন।

---

* Rice's Mysore Gazetteer, Page 400.

"Going through Melangadi and Keeping on to the river, a Sacred bathing place, called 'Ambu-Theertha', is reached where the stream rushes very deep between some water-worn rocks. At one point, is a large boulder, a big square shaped stone, placed horizontally on another. On the former, is an inscription in Sanskrit, stating that Sri Madhvacharya brought and placed it there with one hand.

This inscription is of Kadur District, Mudgeri No. 89. It runs—'শ্রীমধ্বাচার্য্যৈরেকহস্তেন আনীয় স্থাপিতা শিলা'।"—Life of Sri Madhva, by C. M. Padmanabhachari, Madras, January, 1909, Page 211.

দুষ্টদলন, শিষ্টতোষণ ও ভুবনমঙ্গল বিধানান্তে আচার্য্যপাদ অশীতি-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে শিষ্যগণের নিকট ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। সেই সময় শিষ্যগণ শ্রীমধ্ববিজয়-স্তুতি সহকারে পুষ্প বরিষণ করিয়াছিলেন এবং প্রাণাধিক প্রিয় শ্রীগুরুদেবের বিজয়ে সকলেই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আচার্য্য-মর্য্যাদা রক্ষার্থে মধ্বশিষ্যগণের মধ্যে ক্রমান্বয়ে আচার্য্য শ্রীপদ্মনাভ তীর্থপাদ, আচার্য্য শ্রীনরহরি তীর্থপাদ এবং আচার্য্য শ্রীমাধব তীর্থপাদ আচার্য্যাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। ইহারা তিনজনেই পরস্পর শ্রীগুরুভ্রাতা ছিলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত-গ্রন্থাবলী

১। গীতাভাষ্যম্। ২। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য। ৩। অণুভাষ্য। ৪। অনু-ভাষ্য বা অনুব্যাখ্যান। ৫। প্রমাণ-লক্ষণ। ৬। কথা-লক্ষণ। ৭। উপাধি-খণ্ডন। ৮। মায়াবাদ-খণ্ডন। ৯। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমান খণ্ডন। ১০। তত্ত্বসংখ্যান। ১১। তত্ত্ববিবেক। ১২। তত্ত্বোদ্যোত। ১৩। কর্ম্ম-নির্ণয়। ১৪। শ্রীমদ্‌বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়। ১৫। ঋগ্‌ভাষ্য। ১৬। ঐতরেয়-ভাষ্য। ১৭। বৃহদারণ্যকভাষ্য। ১৮। ছান্দোগ্যভাষ্য। ১৯। তৈত্তিরী-য়োপনিষদ্ ভাষ্য। ২০। ঈশাবাস্যোপনিষদ্ ভাষ্য। ২১। কাঠকো-

পনিষদ্ ভাষ্য। ২২। আথর্ব্বণোপনিষদ্ ভাষ্য। ২৩। মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ ভাষ্য। ২৪। ষট্প্রশ্নোপনিষদ্ ভাষ্য। ২৫। তলবকারোপনিষদ্ ভাষ্য। ২৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তাৎপর্য্য নির্ণয়। ২৭। শ্রীমন্ন্যায়বিবরণ। ২৮। নরসিংহ-নখস্তোত্র। ২৯। যমক-ভারত। ৩০। দ্বাদশস্তোত্র। ৩১। শ্রীকৃষ্ণামৃত-মহার্ণব। ৩২। তন্ত্রসার-সংগ্রহ। ৩৩। সদাচারস্মৃতি। ৩৪। শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য। ৩৫। শ্রীমন্মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়। ৩৬। যতি-প্রণবকল্প। ৩৭। জয়ন্তীনির্ণয়। ৩৮। শ্রীকৃষ্ণস্তুতি। "বাদাবলী" এই সম্প্রদায়ের এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। *

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৮।১ "পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ॥ বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥" এই শ্লোকের 'ভগবত-তাৎপর্য্য' টীকায় শ্রীমধ্বপাদ বলিয়াছেন,—'ন প্রশংসেত নিন্দাংস্তু প্রশংস্যাংশ্চৈব নিন্দয়েৎ। উভয়ং য করোত্যেতদ সত্যাৎ স পতত্যধঃ॥ যঃ প্রশংস্যান্ প্রশংসেন্নিন্দ্যো যেন ন নিন্দ্যতে। সোঽপি তদ্বদধো যাতি যতোঽহরিবদ্রুদাসকঃ॥ ইতি সৎকারে।'

ইহা ছাড়া শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতাচার্য্য শ্রীপদ্মনাভতীর্থ রচিত সন্ন্যায়রত্নাবলী। শ্রীনরহরিতীর্থ রচিত গ্রন্থাবলী। শ্রীজয়তীর্থ রচিত ২১ গ্রন্থাবলী মধ্যে **'ন্যায়সুধা'** প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শ্রীত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্য্য পাঁচ গ্রন্থাবলী মধ্যে **'উষাহরণকাব্যম্'** প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

---

* '৩২ অক্ষর পরিমিত একগ্রন্থ'—এইরূপ ক্রমে গণনা করিলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩২০০০ সহস্র নির্দ্ধারিত হয়, যথা গ্রন্থমালিকা-স্তোত্রে—

"ত্রিংশৎসহস্রং দ্ব্যধিকমধিকং কৃষ্ণতুষ্টিদম্।
এতেষাং পাঠ-মাত্রেণ মধ্বেশঃ প্রীয়তে হরিঃ।"

শ্রীনারায়ণ পণ্ডিতাচার্য্য রচিত অষ্ট গ্রন্থাবলী। শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থ রচিত 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থ; শ্রীমধ্বাচার্য্য রচিত ভাগবত-তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা-স্বরূপ। শ্রীব্যাসতীর্থ রচিত অষ্টগ্রন্থ মধ্যে 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থ বৈদান্তিক সমাজের বিশেষ আদরণীয় গ্রন্থ। শ্রীবাদিরাজস্বামী রচিত একাদশ গ্রন্থ। শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থ রচিত সাতাইশ গ্রন্থ। শ্রীবিশ্বপতিতীর্থ রচিত একাদশ সংখ্যক গ্রন্থ। শ্রীযদুপতি আচার্য্য রচিত 'সুধাটিপ্পনী'। শ্রীরামাচার্য্য রচিত 'ন্যায়ামৃত টীকাতরঙ্গিণী'। শ্রীনিবাসতীর্থ রচিত ত্রয়োদশ সংখ্যক গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ।

নিম্নে শ্রীমধ্বশিষ্য-পরম্পরায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতাচার্য্যগণের নাম ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর নাম দেওয়া হইল।

১। **শ্রীপদ্মনাভ তীর্থ** (উত্তরাদি মঠীয় শ্রীমধ্ব শিষ্য), তদ্রচিত গ্রন্থ,—'সন্ন্যায়-রত্নাবলী'।

২। **শ্রীনরহরি তীর্থ** (উত্তরাদি মঠীয় শ্রীমধ্ব শিষ্য), তদ্রচিত গ্রন্থাবলী,—'মধ্বগ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত টীকা'। [অধুনা—এই সকল টীকা কোথায়ও দৃষ্ট হয় না, তবে শ্রীজয়তীর্থ-পাদের গ্রন্থে সেই সকল টীকার পরিচয় পাওয়া যায়।]

৩। **শ্রীজয়তীর্থ** (উত্তরাদি মঠীয়, অপর নাম—টীকাচার্য্য), তদ্রচিত গ্রন্থাবলী,—(১) 'ন্যায়সুধা' (২) তত্ত্ব-প্রকাশিকা, (৩-১২) দশ-প্রকরণ টীকা, (১৩) ষট্প্রশ্নটীকা, (১৪) ঈশাবাস্য-টীকা, (১৫) গীতাভাষ্য-টীকা, (১৬) গীতা-তাৎপর্য্য-নির্ণয় টীকা, (১৭) ভাগবৎ-তাৎপর্য্য টীকা, (১৮) ঋগ্ভাষ্য-টীকা, (১৯) ন্যায়বিবরণ-টীকা, (২০) প্রমাণ-পদ্ধতিঃ, (২১) **বাদাবলী**।

শ্রীজয়তীর্থপাদের **'ন্যায়সুধা'** মধ্ব-সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মধ্ব-ন্যায়ে বিশেষরূপে পারদর্শিতা না থাকিলে, যত বড় পণ্ডিতই হউন না কেন, কেহই এই গ্রন্থের মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইতে পারেন না। মধ্ব-সম্প্রদায়ে কাহার কতদূর পাণ্ডিত্য আছে তাহা জানিতে হইলে তৎসম্প্রদায়িগণ অন্য কোন প্রশ্ন না করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন,—"মহাশয়, আপনি কয়বার **'সুধা'** পান করিয়াছেন?" যিনি যত অধিকবার 'ন্যায়সুধা' পাঠ করিবেন, মধ্ব-সম্প্রদায়ের বিচারানুসারে তিনি ততদূর পণ্ডিত। অদ্যাপি "বিদ্বৎসমাজে এই উক্তিটি প্রসিদ্ধ আছে,—'সুধা' বা পঠনীয়া, বসুধা বা পালনীয়া!" 'ন্যায়সুধা' গ্রন্থ একবার মুদ্রিত হইয়াছিল; কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না।

৪। **ত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্য্য,** (গৃহস্থ, মধ্বাচার্য্য-শিষ্য), তদ্রচিত গ্রন্থমালা—(১) তত্ত্বপ্রদীপঃ, (২) সূত্রভাষ্য-টীকা, (৩) বায়ু-স্তুতিঃ, (৪) বিষ্ণু-স্তুতিঃ, (৫) উষাহরণকাব্যম্।

৫। **নারায়ণ পণ্ডিতাচার্য্য,** (ত্রিবিক্রম পণ্ডিতাত্মজ, গৃহস্থ), তদ্‌রচিত গ্রন্থমালা—(১) মধ্ববিজয়ঃ, (২) মধ্ব-বিজয়-টীকা ভাব-প্রকাশিকা, (৩) অনুমধ্ববিজয়ঃ, (৪) মণি-মঞ্জরী, (৫) নৃসিংহস্তুতিঃ, (৬) শিবস্তুতিঃ, (৭) নয়চন্দ্রিকা, (৮) সংগ্রহরামায়ণম্।

৬। **শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থ,** (পেজাবর মঠীয় যতি, শ্রীমধ্ব হইতে ৭ম অধস্তন), ইনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য রচিত ভাগবত-তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা স্বরূপ 'পদরত্নাবলী'-টীকার নির্ম্মাতা। শ্রীবিজয়ধ্বজ তীর্থ তাঁহার ভাগবতীয় টীকার মঙ্গলাচরণে গুরু-প্রণাম মুখে—স্বীয় গুরুপরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—

"চরণনলিনে দৈত্যারাতের্ভবার্ণবোত্তর সত্তরীম্।
দিশতু বিশদাং ভক্তিং মহ্যং মহেন্দ্রতীর্থযতীশ্বরঃ॥
আনন্দতীর্থ-বিজয়তীর্থৌ প্রণম্য মস্করিবরবন্দ্যৌ।
তয়োঃ কৃতিং স্ফুটমুপজীব্য প্রবাচ্ম ভাগবত-পুরাণম্॥"

৭। **ব্যাসতীর্থ,** (ব্যাসরায়মঠীয় যতি, ইনি ব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরায় শ্রীমন্মধ্ব হইতে চতুর্দ্দশ অধস্তন। ইঁহারই শিষ্য শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থ। শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থের অনুগত—শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী)। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—(১) ন্যায়ামৃতম্, (২) তাৎপর্য্য-চন্দ্রিকা, (৩) তর্কতাণ্ডবঃ, (৪) ভেদোজ্জীবনম্, (৫-৭) খণ্ডন-ত্রয়মন্দারমঞ্জরী, (৮) তত্ত্ববিবেক-মন্দার-মঞ্জরী।

৮। **শ্রীবাদিরাজতীর্থ**—ইনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে সোদে মঠীয় শিষ্য পরম্পরায় ষোড়শ অধস্তন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বদরীবিজয়ের পর প্রায় ৩০০ তিন শত বৎসর মধ্যে শ্রীবাদিরাজ তীর্থের অভ্যুদয়-কাল। ইনি মাধ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে "দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য" নামে খ্যাত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রচার ও বাদি-নিগ্রহে এইরূপ অসীম শক্তিশালী পুরুষ মধ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্বাচার্য্যের পর আর দ্বিতীয় কেহ উদিত হন নাই। রজতপীঠপুর হইতে প্রায় ১৩ ক্রোশ উত্তরে 'হুবিনকের' নামক গ্রামে কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এই দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-বালকের অতিশয় সৌম্য ও পরম লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দর্শনে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া সোদে মঠীয় বাগীশতীর্থ যতি ঐ ব্রাহ্মণ-তনয়কে স্ব-শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন এবং উহাকে সন্ন্যাস প্রদান পূর্ব্বক 'শ্রীবাদিরাজ-তীর্থ'—এই সন্ন্যাস নাম প্রদান করেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

(১) যুক্তিমল্লিকা, (২) সুধাটিপ্পনী, (৩) তত্ত্ব-প্রকাশিকা টিপ্পনী, (৪) সমগ্র-মহাভারতটীকা—লক্ষালঙ্কারঃ, (৫) সরস-ভারতী-বিলাসঃ, (৬) পাষণ্ডমতখণ্ডনম্, (৭) অধিকরণ-নামাবলিঃ, (৮) মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, (৯) রুক্মিণীশ-বিজয়-কাব্যম, (১০) তীর্থ-প্রবন্ধঃ, (১১) জৈনমতখণ্ডনম্।

৯। **শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থ** (মন্ত্রালয়মঠীয় যতি) তদ্রচিত গ্রন্থাবলী—(১) সুধা পরিমল, (২) তত্ত্বপ্রকাশিকাভাবদীপঃ, (৩) তন্ত্রদীপিকা, (৪) মন্ত্রার্থমঞ্জরী, (৫) পুরুষসূক্তটীকা, (৬-১৫) দশোপনিষৎখণ্ডার্থঃ, (১৬) গীতাবিবৃতিঃ, (১৭-২৬) দশপ্রকরণটীকাটিপ্পণী, (২৭) পদ্ধতিটিপ্পণী।

১০। **শ্রীবিশ্বপতিতীর্থ** (পেজাবরমঠীয় যতি) তদ্‌রচিত গ্রন্থাবলী (১) মধ্ববিজয় টীকা, (২) মণিমঞ্জরী টীকা, (৩) তীর্থপ্রবন্ধ টীকা, (৪) রুক্মিণীশ-বিজয়টীকা, (৫-৯) পঞ্চস্তুতিটীকা (১০) সংগ্রহ-রামায়ণটীকা, (১১) রামসন্দেশটীকা।

১১। **শ্রীবদুপত্যাচার্য্য** (গৃহস্থ), তদরচিতগ্রন্থ—(১) সুধাটিপ্পনী।

১২। **শ্রীরামাচার্য্য** (গৃহস্থ) ; তদ্‌রচিতগ্রন্থ—(১) ন্যায়ামৃতটীকা-তরঙ্গিণী।

১৩। **শ্রীনিবাসতীর্থ** (গৃহস্থ) ; তদ্‌রচিতগ্রন্থ গ্রন্থাবলী—(১-১০) দশপ্রকরণ টিপ্পণী, (১১) ন্যায়ামৃতটিপ্পণী, (১২) সুধাটিপ্পণী, (১৩) তৈত্তিরীয়-টীকা।

একবিংশতি দুর্ভাষ্য

শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য শ্রীবদরিকাশ্রম হইতে 'আনন্দ মঠে' প্রত্যাবর্ত্তন-কালে সূত্রভাষ্য রচনা শেষ হয়। তৎসঙ্গী ও তচ্ছিষ্য সত্যতীর্থ সেই সূত্রভাষ্য লিখিয়া দেন। কথিত হয় যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার সূত্রভাষ্যে একবিংশতি 'দুর্ভাষ্য' খণ্ডনপূর্ব্বক স্ব-সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। সুমধ্ববিজয় কাব্যে ৯ম সর্গের ১৬শ শ্লোকের টীকায় এই একবিংশতি ভাষ্যের নাম দৃষ্ট হয়, যথা—(১) ভারতীবিজয়, (২) সম্বিদানন্দ বা সচ্চিদানন্দ, (৩) ব্রহ্ম-ঘোষ, (৪) সতানন্দ, (৫) উদ্বর্ত্ত বা উদ্ধত, (৬) বিজয়, (৭) রুদ্রভট্ট, (৮) বামন, (৯) যাদবপ্রকাশ, (১০) রামানুজ, (১১) ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ, (১২) দ্রবিড়, (১৩) ব্রহ্মদত্ত, (১৪) ভাস্কর, (১৫) পিশাচ, (১৬) বৃত্তিকার, (১৭) বিজয়ভট্ট, (১৮) বিষ্ণুক্রান্ত, (১৯) বাদীন্দ্র, (২০) মাধ্বদাসক, (২১) সঙ্কর।

শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য

['বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস' (২য় ভাগ) শ্রীমৎস্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল ঘোষ সম্পাদিত, শঙ্করমঠ, বরিশাল **প্রথম** সং ১২৩৩ **সন**। **দ্বৈতবাদ** (স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ)। ত্রয়োদশ-শতাব্দীতে—শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য (পূর্ব্বনাম—শোভনভট্ট)]

শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য মধ্বাচার্য্যপাদের শিষ্য। মধ্বাচার্য্য হরিদ্বারে সূত্রভাষ্য প্রচার করিয়া দাক্ষিণাত্যের পথে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে চালুক্য-সাম্রাজের রাজধানী 'কল্যাণে' উপনীত হন। তথায় শোভনভট্ট নামক একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। এই স্থান তৎকালে পণ্ডিতসমাজের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। অত্রস্থ বিখ্যাত পণ্ডিত সেই শোভনভট্টের সহিত মধ্বাচার্য্যের বিচার হয়। বিচারের ফলে শোভন পরাজিত হইলে ইনি

মধ্বাচার্য্য বা আনন্দতীর্থের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তখন শোভনের নাম 'পদ্মনাভাচার্য্য' হয়। ইহাকে 'বেদগর্ভ পদ্মনাভাচার্য্য' বলা হইয়া থাকে। মধ্বাচার্য্যের অন্তর্দ্ধানে ইনিই মঠের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হন। পরম্পরাক্রমে জয়তীর্থাচার্য্য ইঁহার শিষ্য। তিনি মধ্বাচার্য্যের গ্রন্থের টীকাকার। পদ্মনাভাচার্য্য 'পদার্থসংগ্রহ' নামক প্রকরণ গ্রন্থ বিরচন করেন। এই গ্রন্থে মধ্বাচার্য্যের মতবাদ বিবৃত হইয়াছে। 'পদার্থসংগ্রহের' উপর তিনি নিজেই "মধ্ব-সিদ্ধান্তসার" নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। দ্বৈতদর্শন জানিতে হইলে এই গ্রন্থ প্রথমে পাঠ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থ বোম্বাই ও মধ্ববিলাস-বুক ডিপোতে প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্বমতের ব্যাখ্যা করাই পদ্মনাভের গ্রন্থের তাৎপর্য্য।

এই সম্প্রদায়ে যাঁহারা শাস্ত্র আলোচনা ও কীর্ত্তন-ভজনাদিতে অধিক রুচি বিশিষ্ট তাঁহারা ভজনানন্দী 'দাসকূট' বলিয়া পরিচিত। ইঁহারা অধিকাংশ গ্রন্থই কনড়ভাষায় পদ্যাত্মক রচনা করিয়াছেন। দাসকূটগণ মধ্যে শ্রীকনকদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা তথা প্রচারাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা গোষ্ঠ্যানন্দী 'ব্যাসকূট' বলিয়া পরিচিত। ব্যাসকূটগণ মধ্যে শ্রীবাদিরাজ স্বামী কনড়ভাষায় ভজনাদি বিষয়ক অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

শুদ্ধ-দ্বৈত-আম্নায়

১। শ্রীকৃষ্ণ (মতান্তরে হংসরূপী-বিষ্ণু), ২। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, ৩। নারদ (মতান্তরে চতুঃসন), ৪। ব্যাস (মতান্তরে দুর্ব্বাসা), ৫। জ্ঞাননিধিতীর্থ, ৬। সত্যপ্রজ্ঞ, ৭। প্রাজ্ঞতীর্থ, ৮। অচ্যুতপ্রেক্ষ, ৯। শ্রীআনন্দতীর্থ বা **শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণ**; শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের সাক্ষাৎ শিষ্য ১০। (ক)—* পদ্মনাভতীর্থ, (খ) হৃষীকেশতীর্থ, (গ) নরহরিতীর্থ, (ঘ) জনার্দ্দনতীর্থ, (ঙ) উপেন্দ্রতীর্থ, (চ) বামনতীর্থ, (ছ) বিষ্ণুতীর্থ, (জ) রামতীর্থ, (ঝ) অধোক্ষজতীর্থ। বিষ্ণুতীর্থ হইলেন,—বাসুদেব বা মধ্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীমধ্বপাদ শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য বলিয়াও জানা যায়। শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের শিষ্য-প্রশিষ্য-পরম্পরা নিম্নে দেওয়া হইল। এখন হইতে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস হইতে সংগৃহীত তথ্য।

---

* শ্রীপদ্মনাভতীর্থ—উড়ুপীক্ষেত্রস্থ উত্তরাদি মঠের মূল মঠাধীশ; শ্রীহৃষীকেশতীর্থ—শ্রীপলমার মঠের মূল মঠাধীশ; শ্রীনরহরিতীর্থ—শ্রীঅদমার মঠের মূল মঠাধীশ; শ্রীজনার্দ্দনতীর্থ—শ্রীকৃষ্ণাপুর মঠের মূল মঠাধীশ; শ্রীউপেন্দ্রতীর্থ—শ্রীপুত্তিগে মঠের মূল মঠাধীশ; শ্রীবামনতীর্থ—শ্রীশীরুর মঠের মূল মঠাধীশ; শ্রীবিষ্ণুতীর্থ—শ্রীসোদেমঠের মূল মঠাধীশ; শ্রীরামতীর্থ—কানুর মঠের মূল মঠাধীশ; শ্রীঅধোক্ষজতীর্থ—পেজাবর মঠের মূল মঠাধীশ। এই সকল মঠাধীশ আবার পৃথক্ পৃথক্ শিষ্য পরম্পরা রাখিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই দ্বৈতবাদী শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের অধস্তন আচার্য্য বা শিষ্য-প্রশিষ্য-পরম্পরা বলিয়া পরিচিত।

১০। **শ্রীপদ্মনাভতীর্থ** (উডুপী ক্ষেত্রস্থ উত্তরাদি মঠের মূল মঠাধীশ, সাক্ষাৎ শ্রামধ্বশিষ্য), ১০। নরহরি, ১০। মাধব, ১১। অক্ষোভ্য, ১২। জয়তীর্থ, ১৩। **বিদ্যাধিরাজ**, ১৪। কবীন্দ্র, ১৫। বাগীশ, ১৬। **রামচন্দ্র**, ১৭। বিদ্যানিধি, ১৮। শ্রীরঘুনাথ, ১৯। রঘুবর্য্য, ২০। রঘূত্তম. ২১। বেদব্যাস, ২২। বিদ্যাধীশ, ২৩। বেদনিধি, ২৪। সত্যব্রত, ২৫। সত্যনিধি, ২৬। সত্যনাথ, ২৭। সত্যাভিনব, ২৮। সত্যপূর্ণ, ২৯। সত্যবিজয়, ৩০। সত্যপ্রিয়, ৩১। সত্যবোধ, ৩২। সত্যসন্ধ, ৩৩। সত্যবর, ৩৪। সত্যধর্ম্ম, ৩৫। সত্যসঙ্কল্প, ৩৬। সত্যসন্তুষ্ট, ৩৭। সত্যপরায়ণ, ৩৮। সত্যকাম, ৩৯। সত্যেষ্ট, ৪০। সত্যপরাক্রম, ৪১। সত্যবার, ৪২। সত্যধীর, এই ধারায় ইঁহার পর আরও কয়েকজন ক্রমান্বয়ে সেবা করিতেছেন।

১৩। **বিদ্যাধিরাজতীর্থের (পদ্মনাভ-শিষ্য পরম্পরায়) অপর শিষ্য** ১৪। রাজেন্দ্র, ১৫। বিজয়ধ্বজ, ১৬। পুরুষোত্তম, ১৭। সুব্রহ্মণ্য, ১৮। ব্যাসরায়। এই মঠের পরম্পরাক্রমে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আরও কয়েকজন শ্রীমাধ্বতীর্থ হইয়াছেন।

১৬। **রামচন্দ্রতীর্থের (পদ্মনাভশিষ্য-পরম্পরায়) অপর শিষ্য**, ১৭। বিবুধেন্দ্র, তৎশিষ্য, ১৮। জিতামিত্র, ১৯। রঘুনন্দন, ২০। সুরেন্দ্র, ২১। বিজয়েন্দ্র, ২২। সুধীন্দ্র, ২৩। রাঘবেন্দ্র, এই পরম্পরায় অদ্যাবধি আরও কয়েকজন মাধ্বতীর্থ হইয়াছেন।

১০। **শ্রীহৃষীকেশতীর্থ** (শ্রীপলমার মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। বিদ্যামূর্ত্তি, ১২। শ্রীনিধি, ১৩। বিদ্যেশ, ১৪। শ্রীবল্লভ, ১৫। জগদ্ভূষণ, ১৬। রামচন্দ্র, ১৭। বিদ্যানিধি, ১৮। রাঘবেন্দ্র, ১৯। রঘুনন্দন, ২০। বিদ্যাপতি, ২১। রঘুপতি, ২২। রঘুনাথ, ২৩। রঘূত্তম, ২৪। রামভদ্র, ২৫। রঘুবর্য্য ২৬। রঘুপুঙ্গব, ২৭। রঘুবর, ২৮। রঘুপ্রবীর, ২৯। রঘুভূষণ, ৩০। রঘুরত্ন, ৩১। রঘুপ্রিয়, ৩২। রঘুমান্য, এযাবৎ ক্রমান্বয়ে আরও কয়েকজন এই পরম্পরায় অনুগত হইয়া সেবা করিতেছেন।

১০। **শ্রী নরহরিতীর্থ** (শ্রী অদমার মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। কমলেক্ষণ, ১২। রামচন্দ্র, ১৩। বিদ্যাধীশ, ১৪। বিশ্বপতি, ১৫। বিশ্বেশ, ১৬। বেদনিধি, ১৭। বেদরাজ, ১৮। বিদ্যামূর্ত্তি, ১৯। বৈকুণ্ঠরাজ, ২০। বিশ্বরাজ, ২১। বেদগর্ভ, ২২। হিরণ্যগর্ভ, ২৩। বিশ্বাধীশ, ২৪। বাদীন্দ্র, ২৫। বিদ্যাপতি, ২৬। বিবুধপতি, ২৭। বেদবল্লভ, ২৮। বেদবন্দ্য, ২৯। বিদ্যেশ, ৩০। বিবুধবল্লভ, ৩১। বিবুধবন্দ্য, ৩২। বিবুধবর্য্য, ৩৩। বিবুধেন্দ্র, ৩৪। বিবুধাধিরাজ, ৩৫। বিবুধপ্রিয়তীর্থ, (ইনি অদমার মঠের মূল মঠাধিপ এবং উডুপীস্থ মঠাধীশগণের মধ্যে বিশেষ পণ্ডিত)। এপর্য্যন্ত এই পরম্পরায় আরও কয়েকজন সেবা স্বীকার করিয়াছেন।

১০। **শ্রী জনার্দ্দনতীর্থ** (কৃষ্ণাপুর মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। শ্রীবৎসাঙ্ক, ১২। বাগীশ, ১৩। লোকেশ, ১৪। লোকনাথ, ১৫। বিদ্যারাজ, ১৬। বিশ্বাধিরাজ, ১৭। বিশ্বাধীশ, ১৮। বিশ্বেশ, ১৯। বিশ্ববন্দ্য, ২০। বিশ্বরাজ, ২১। ধরণীধর, ২২। ধরাধর, ২৩। প্রজ্ঞান, ২৪। তপোতীর্থ, ২৫। সুরেশ্বর, ২৬। সুরেশ, ২৭। বিশ্বপুঙ্গব, ২৮। বিশ্ববল্লভ, ২৯। বিশ্বভূষণ, ৩০। যাদবেন্দ্র, ৩১। প্রজ্ঞানমূর্ত্তি, ৩২। বিদ্যাধিরাজ, ৩৩। বিদ্যাবল্লভ, ৩৪। বিবুধেন্দ্র, ৩৫। বিদ্যানিধি, ৩৬। বিদ্যাসমুদ্র, ৩৭। বিদ্যাধীশ, ৩৮। বিদ্যাপূর্ণ। ইঁহার পর আরও কয়েকজন এই ধারার অনুগত হইয়া সেবা করিতেছেন।

১০। **শ্রী উপেন্দ্রতীর্থ** (পুত্তিগে মঠের মূল মঠাধীপ ও সাক্ষাৎ মঠ-শিষ্য), ১১। কবীন্দ্র, ১২। যাদবেন্দ্র, ১৩। ধরণীধর, ১৪। দামোদর, ১৫। রঘুনাথ, ১৬। শ্রীবৎসাঙ্ক, ১৭। গোপীনাথ, ১৮। রঙ্গনাথ, ১৯। লোকনাথ, ২০। রমানাথ, ২১। শ্রীবল্লভ, ২২। শ্রীনিবাস, ২৩। শ্রীনিধি, ২৪। গুণনিধি, ২৫। আনন্দনিধি, ২৬। তপোনিধি, ২৭। যাদবেন্দ্র, ২৮। কবীন্দ্র, ২৯। রাঘবেন্দ্র, ৩০। বিবুধেন্দ্র, ৩১। সুরেন্দ্র, ৩২। ভুবনেন্দ্র, ৩৩। যোগীন্দ্র, ৩৪। সুমতীন্দ্র, ৩৫। সুধীন্দ্র, ৩৬। সুজ্ঞানেন্দ্র। ইঁহার পর আরও কয়েকজন এই পরম্পরার অনুগত হইয়া সেবা করিতেছেন।

১০। **শ্রীবামনতীর্থ** (শীরুরু মঠের মূল মঠাধীশ, সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। বাসুদেব, ১২। বেদগম্য, ১৩। বেদব্যাস, ১৪। মহীশ, ১৫। বেদবেদ্য, ১৬। কৃষ্ণতীর্থ, ১৭। রাঘব, ১৮। সুরেশ, ১৯। বেদভূষণ, ২০। বেদনিধি, ২১। শ্রীধর, ২২। রাঘবোত্তম, ২৩। লক্ষ্মীনারায়ণ, ২৪। বিশ্বভূষণ, ২৫। ত্রৈলোক্যপাবন, ২৬। লক্ষ্মীকান্ত, ২৭। যাদবেন্দ্র, ২৮। কবীন্দ্র, ২৯। লক্ষ্মীনারায়ণ, ৩০। লক্ষ্মীপতি, ৩১। লক্ষ্মীধর, ৩২। লক্ষ্মীরমণ, ৩৩। লক্ষ্মী-মোহন, ৩৪। লক্ষ্মীপ্রিয়, ৩৫। লক্ষ্মীবল্লভ, ৩৬। লক্ষ্মীসমুদ্র, ৩৭। লক্ষ্মীন্দ্র। ইঁহার পর আরও কয়েকজন এই পরম্পরায় শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সেবা করিতেছেন।

১০। **শ্রীবিষ্ণুতীর্থ** (সোদে মঠের মূল মঠাধীশ মধ্ব-শিষ্য ও মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্বাশ্রমের অনুজ ভ্রাতা), ১১। বেদব্যাস, ১২। বেদবেদ্য, ১৩। পরেশ, ১৪। বামন, ১৫। বাসুদেব, ১৬। বেদব্যাস, ১৭। বরাহ, ১৮। বেদাঙ্গ, ১৯। বিশ্ববন্দ্য, ২০। বিশ্বতীর্থ, ২১। বিঠ্ঠল, ২২। বরদরাজ, ২৩। বাগীশ, ২৪। বাদিরাজ, (ইনি তত্ত্ববাদি সম্প্রদায়ে দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত; শ্রীমধ্বাচার্য্যের পরে মধ্বসম্প্রদায়ে এতবড় শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত আর উদিত হন নাই।) ২৫। বেদবেদ্য, ২৬। বিদ্যানিধি, ২৭। বেদনিধি, ২৮। বরদরাজ, ২৯। বিশ্বাধিরাজ, ৩০। বেদবন্দ্য, ৩১। বিশ্ববেদ্য, ৩২। বিশ্বনিধি, ৩৩। বিশ্বাধীশ, ৩৪। বিশ্বেশ, ৩৫। বিশ্বপ্রণব বৃন্দাবনাচার্য্য, ৩৬। বিশ্বাধীশ, ৩৭। বিশ্বেন্দ্র। ইঁহার পর আরও কয়েকজন এই ধারায় অনুগত হইয়া সেবা করিতেছেন।

১০। **শ্রীরামতীর্থ** (কানুরু মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্বশিষ্য) ১১। রঘুনাথ, ১২। রঘুপতি, ১৩। রঘুনন্দন, ১৪। যদুনন্দন, ১৫। বিশ্বনাথ, ১৬। বেদগর্ভ, ১৭। বাগীশ, ১৮। যদুপতি, ১৯। বিশ্বপতি, ২০। বিশ্বমূর্ত্তি, ২১। বেদপতি, ২২। বেদরাজ, ২৩। বিদ্যাধীশ, ২৪। বিবুধেশ, ২৫। বারিজাক্ষ্য, ২৬। বিশ্বেন্দ্র, ২৭। বিবুধবন্দ্য, ২৮। বিদ্যাধিরাজ, ২৯। বিশ্বরাজ, ৩০। বিবুধপ্রিয়, ৩১। বিদ্যাসাগর, ৩২। বাসুদেব, ৩৩। বিদ্যাপতি, ৩৪। বামন, ৩৫। বিদ্যানিধি, ৩৬। বিদ্যাসমুদ্র। ইহার পরে আরও কয়েকজন এই পরম্পরায় সেবা করিতেছেন।

১০। **শ্রীঅধোক্ষজতীর্থ** (ইনি পেজাবর মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। কমলাক্ষ, ১২। পুষ্করাক্ষ, ১৩। অমরেন্দ্র, ১৪। বিজয়, ১৫। মহেন্দ্র, ১৬। বিজয়ধ্বজ, ১৭। দামোদর, ১৮। বাসুদেব, ১৯। বাদীন্দ্র, ২০। বেদগর্ভ, ২১। অনুপ্রজ্ঞ, ২২।

বিশ্বপ্রজ্ঞ, ২৩। বিশ্বেশ্বর, ২৪। বিশ্বভূষণ, ২৫। বিশ্ববন্দ্য, ২৬। বিশ্বাধিরাজ, ২৭। বিশ্বমূর্ত্তি, ২৮। বিশ্বপতি, ২৯। বিশ্বনিধি, ৩০। বিশ্বাধীশ, ৩১। বিশ্বাধিরাজ, ৩২। বিশ্ববোধ, ৩৩। বিশ্ববল্লভ, ৩৪। বিশ্বপ্রিয়, ৩৫। বিশ্ববর্য্য, ৩৬। বিশ্বরাজ, ৩৭। বিশ্বমনোহর, ৩৮। বিশ্বজ্ঞ, ৩৯। বিশ্বমান্য। ইঁহার পর ক্রমান্বয়ে আরও কয়েকজন এই ধারায় সেবা করিতেছেন।

শ্রীপদ্মনাভতীর্থ ও শ্রীনরহরিতীর্থের আম্নায়-পরম্পরায় "ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়"-সম্প্রদায় বলিয়া জগতে প্রকটিত আছেন। গ্রন্থান্তরে এই আম্নায় বা শ্রীগুরু-পরম্পরা দ্রষ্টব্য।

ভক্তমাল টীকাকার প্রসিদ্ধ শ্রীপ্রিয়দাসজীর শ্রীগুরুদেব রসিকপ্রবর কবিবর শ্রীমৎ মনোহর দাসজী কৃত 'সম্প্রদায়বোধিনী' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—(নিমাই নামেরই ভাষান্তর—নীমানন্দ *)।

"মহাপ্রভু চৈতন্য কো, প্রথমহি নীমানন্দ।
নাম প্রগট পাছে চলো, পরনালী নিরদন্দ॥
প্রথম চলনি যাকী কঁহু 'ব্রহ্ম-সম্প্রদা' নাম।
মধ্বাচার্য্য পর্য্যন্ত সব, সন্তন কহো গুণগ্রাম॥
অবধি ঈশ্বরানন্দ তেঁ 'মাধ্ব-সম্প্রদা' খ্যান।
ইন্‌তে ভয়ো প্রসিদ্ধ অতি নীমানন্দ * জান॥"

এই উক্তি হইতে স্পষ্ট ভাবেই জানা যাইতেছে যে,—শ্রীমধ্বাচার্য্য পর্য্যন্ত নিজেদিগকে 'ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ী' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীমধ্বের পরে ঐ সম্প্রদায় 'ব্রহ্মমাধ্ব' নামে পরিচিত হয়েন এবং শ্রীঈশ্বর-পুরীপাদ পর্য্যন্ত এই নামই প্রচলিত ছিল। তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভু

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ হইতে দীক্ষা গ্রহণলীলা আবিষ্কার করিবার পর এই সম্প্রদায় "ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়" সম্প্রদায় নামে জগতে পরিচিত আছেন। ইহাই হইল আম্নায়-আচার্য্য-পরম্পরার পরিচয়। শ্রীমধ্ব হইলেন দ্বৈত বা ভেদবাদী আর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনুগত সম্প্রদায় হইলেন 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী'। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের শ্রীগুরুদেব—শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী-পাদ হইতে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ভজন-পদ্ধতির পরমোৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে।* এই সময় হইতে এই সম্প্রদায় নিজদিগকে সিদ্ধ-প্রণালীর এক অভিনব পরিচয় দিতেছেন। শ্রীমধ্বের নয়টি প্রমেয়ের সঙ্গে শ্রীগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের প্রমেয়ের অনেক সামঞ্জস্য আছে। নীমানন্দ বা নিমাই বা নিমাই-পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুজীউর বাল্য-কালের নাম। চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত, ভক্তিরত্নাকর, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্রাট্ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ-কৃত 'প্রমেয়রত্নাবলী', 'শ্রীগোবিন্দভাষ্য' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমধ্বমত-সংক্ষেপ (নয়টি প্রমেয়)

শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধন-
মক্ষাদিত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥
—ন্যায়ামৃতকার শ্রীব্যাসরায়ের রচিত।

* লোকপিতামহ শ্রীব্রহ্মাজীর হৃদয়ে যে অষ্টাদশাক্ষরীয় 'মন্ত্ররাজ শ্রীগোপাল-মন্ত্র' প্রকটিত হইয়াছিলেন ; সেই অষ্টাদশাক্ষরীয় মন্ত্ররাজই অদ্যাপি 'ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়'-সম্প্রদায়ের মুখ্যতঃ উপাস্য মন্ত্ররূপে বিরাজিত আছেন। কিন্তু শ্রীমন্মহা-প্রভুজী শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ হইতে দশাক্ষরীয় মন্ত্র গ্রহণের অভিনয় করিয়াছেন। উভয় মন্ত্রই এই সম্প্রদায়ের উপাস্য। 'ক্রমদীপিকা'-গ্রন্থে এই মন্ত্রের বিশেষ পরিচয় দ্রষ্টব্য।

১—শ্রীমধ্বাচার্য্যমতে শ্রীবিষ্ণুই পরতত্ত্ব ; ২—জগৎ সত্য ; ৩—ঈশ্বর, জীব ও জড়ে তত্ত্বতঃ নিত্যভেদ ; ৪—জীবসমূহ শ্রীহরির অনুচর ; ৫—জীবগণের মধ্যে পরস্পর অধিকারের তারতম্য বর্ত্তমান ; ৬—স্বরূপগত আনন্দের অনুভূতিই মুক্তি ; ৭—অমলা ভক্তিই সেই মুক্তিরূপ প্রয়োজনের সাধন ; ৮—শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ—এই তিনটি প্রমাণ ; ৯—শ্রীহরি অখিল-আম্নায়বেদ্য অর্থাৎ সমস্ত বেদ ও বেদমূলক-শাস্ত্রের গম্য।

পঞ্চভেদ নিত্য

জীবেশয়োর্ভিদা চৈব জীবভেদঃ পরস্পরম্।
জড়েশয়োর্জড়ানাং চ জড়জীবভিদা তথা॥
পঞ্চ ভেদা ইমে নিত্যাঃ সর্ব্বাবস্থাসু নিত্যশঃ।
মুক্তানাঞ্চ ন হীয়ন্তে তারতম্যং চ সর্ব্বদা॥
—মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয় ১।৭০, ৭১

১—জীবেশ্বরে ভেদ ; ২—জীবে জীবে ভেদ ; ৩—ঈশ্বরে জড়ে ভেদ ; ৪—জীবে জড়ে ভেদ ; ৫—জড়ে জড়ে ভেদ—এই পঞ্চভেদ বা দ্বৈত নিত্য, সত্য ও অনাদি।

ব্রহ্ম—বিষ্ণুই 'ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্য ; অন্যত্র 'ব্রহ্ম' শব্দের প্রয়োগ অসম্পূর্ণ ও উপচার মাত্র ; যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিয়মন, জ্ঞান-অজ্ঞান, বন্ধ ও মোক্ষ হয়, তিনিই 'ব্রহ্ম' ; (ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নহেন, সক্রিয়। তাঁহার ক্রিয়া অষ্টবিধ,—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, শাসন, জ্ঞানদান, স্বরূপপ্রকাশ, বন্ধ ও মুক্তি।) ব্রহ্মসূত্র,—"বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ"। আনন্দ প্রচুর বলিয়া তিনি আনন্দময় ; তিনি— অচিন্ত্য, অনন্ত ঐশ্বর্য-

শালী, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র-তত্ত্ব ; 'ঈশ্বর' ও 'ব্রহ্ম' একই তত্ত্ব। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ মাত্র, উপাদান কারণ নহেন। *

জীব—পরতন্ত্র তত্ত্বমধ্যে 'চেতন' স্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন, সত্য, অনন্ত ও অণুপরিমাণ ; শ্রীহরির নিত্য অনুচর। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ বদ্ধ জীব। জীব বিভিন্নাংশ বা প্রতিবিম্বাংশ। সাত্ত্বিক—দেবতা, পিতৃগণ, ঋষিগণ, রাজা ও সাধুগণ। রাজসিক—সাধারণ মানব। তামসিক—দৈত্য, রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি বিষ্ণু-বিদ্বেষিগণ।

জগৎ—সৎ, জড় ও অস্বতন্ত্র ; জগৎ 'সত্য' ও ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ 'ভিন্ন' ; জগৎ—সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান-পূর্ব্বিকা সৃষ্টি, সুতরাং 'সত্য' ; বিশ্ব—'সত্য,' বিষ্ণুর বশবর্ত্তী ও ইহার নিত্যতা প্রবাহক্রমে বর্ত্তমান।

মায়া—'মুখ্য'-মায়া শ্রীহরির 'শক্তি,' আর 'অমুখ্য'-মায়া—'প্রকৃতি' ; মায়া—ত্রিগুণা। †

অচিৎ ত্রিবিধ—নিত্য, নিত্যানিত্য ও অনিত্য। বেদ, পুরাণ, কাল ও প্রকৃতি নিত্য। নিত্যানিত্য ত্রিবিধ। অনিত্য দ্বিবিধ—অসংস্পৃষ্ট এবং সংস্পৃষ্ট। মহৎ, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, দশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূত অসংস্পৃষ্ট। শরীর প্রভৃতি পার্থিব বস্তুজাত সংস্পৃষ্ট। প্রকৃতি

---

* সূত্রভাষ্য—১।১।১ ; ১২-১৭ ; ৩ ; ১৩-১৫ ; ২২ ; ব্রহ্মসূত্র—১।৪।২৭ শ্রীমধ্বভাষ্য ও শ্রীজয়তীর্থ টীকা দ্রষ্টব্য।

† জীব, জগৎ ও মায়া সম্বন্ধে—মঃ ভাঃ তাৎপর্য-নির্ণয়—১।৭০-৭১, বিষ্ণুতত্ত্ব-বিনির্ণয়, ১ প ; ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২।৩।৪৭, 'অণুভাষ্য'—রাঘবেন্দ্র-যতিকৃত টীকা ২।৩।৫ ; মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১।৬৯ ; 'তত্ত্বোদ্যোত' ও মাণ্ডূক্যভাষ্য ; ভাগবত-তাৎপর্য্য—২।৫।১২-১৩ ; ঐ ১১।৩।১৭ দ্রষ্টব্য।

জগতের উপাদান কারণ; প্রকৃতি হইতে মহদাদিক্রমে জগৎ সৃষ্ট হয়। জীবের ন্যায় জগৎও ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন।

শ্রীমধ্বাচার্য্য কোথাও কোথাও **'ভেদাভেদবাদ'** ও পরতত্ত্বের **অচিন্ত্যশক্তির** কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—ভাগবত ১১।৭।৫১তম শ্লোকের মাধ্বভাষ্য-(শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য) ধৃত ব্রহ্মতর্ক-বাক্য।

অবয়ব্যবয়বানাং চ গুণানাং গুণিনস্তথা।
শক্তিশক্তিমতোশ্চৈব ক্রিয়ায়াস্তদ্বতস্তথা॥
স্বরূপাংশাংশিনোশ্চৈব নিত্যাভেদো জনার্দ্দনে।
জীবস্বরূপেষু তথা তথৈব প্রকৃতাবপি॥
চিদ্রূপায়ামতোহনংশা অগুণা অক্রিয়া ইতি।
হীনা অবয়বৈশ্চেতি কথ্যন্তে তু স্বভেদতঃ॥
পৃথগ্ গুণাদ্যভাবাচ্চ নিত্যত্বাদুভয়োরপি।
বিষ্ণোরচিন্ত্যশক্তেশ্চ সর্ব্বং সম্ভবতি ধ্রুবম্॥
ক্রিয়াদেরপি নিত্যত্বং ব্যক্ত্যব্যক্তিবিশেষণম্।
ভাবাভাববিশেষেণ ব্যবহারশ্চ তাদৃশঃ॥
বিশেষস্য বিশিষ্টস্যাপ্যভেদস্তদেব তু।
সর্ব্বং চাচিন্ত্যশক্তিত্বাদ্ যুজ্যতে পরমেশ্বরে॥
তচ্ছক্ত্যৈব তু জীবেষু চিদ্রূপপ্রকৃতাবপি।
ভেদাভেদৌ তদন্যত্র হ্যুভয়োরপি দর্শনাৎ॥
কার্য্যকারণয়োশ্চাপি নিমিত্তং কারণং বিনা। *

---

* শ্রীগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের মূলতঃ 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্তই বৈষ্ণবদর্শন-ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন। যাহা পূর্ব্ব আচার্য্য শ্রীমধ্বপাদ বীজ-রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

মধ্বের মতে, পদার্থ অথবা তত্ত্ব দ্বিবিধ—স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, এবং পরতন্ত্র বা পরাধীন। পরতন্ত্র পদার্থ দশবিধ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, বিশিষ্ট, অংশী, শক্তি, সাদৃশ্য ও অভাব। দ্রব্য দ্বিবিধ—চেতন ও অচেতন।

সাধনাবলী

অবিদ্যাই বন্ধের মূল কারণ। অবিদ্যা জড়া প্রকৃতির কার্য্যরূপে ভাব-পদার্থ, অভাব মাত্র নহে। অবিদ্যা দ্বিবিধ—জীবাচ্ছাদিকা ও পরমাচ্ছাদিকা। জীবাচ্ছাদিকা অবিদ্যা জীবের স্বরূপ, গুণ ও শক্তি আচ্ছাদিত করিয়া রাখে; পরমাচ্ছাদিকা অবিদ্যা জীবের নিকট হইতে ব্রহ্মের স্বরূপ আচ্ছাদিত করে। অবিদ্যা-ক্লিষ্ট জীব নিজেকে স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া ভ্রম করে, এবং সকাম কর্মে রত হয়। ফলে সে পুনঃ পুনঃ সংসারেই প্রত্যাবর্ত্তন করে, অথবা অনন্ত নরকবাস করে। অবিদ্যা বন্ধনের কারণ বলিয়া, বিদ্যা অথবা জ্ঞানই মুক্তির প্রথম সোপান। কিন্তু যেরূপ মলিন দর্পণে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না; সেরূপ কামনা-কলুষিত চিত্তেও জ্ঞানের উদয় সম্ভব নহে। অতএব সর্বপ্রথম সকাম-কর্ম নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট নিষ্কাম-কর্মে প্রবৃত্ত

হইতে হয়। চিত্তমল দূর হইলে, জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। শ্রীসদ্‌গুরুর নিকটে শাস্ত্রপাঠই জ্ঞানের একমাত্র উপায়। 'জ্ঞান' অর্থে স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র পদার্থদ্বয়ের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বতন্ত্রতা, জীবজগতের পরতন্ত্রতা ও ব্রহ্মাধীনতা, এবং উপরি উক্ত পঞ্চবিধ ভেদের পূর্ণ উপলব্ধি। এরূপ জ্ঞান হইতে স্বতঃই প্রগাঢ় ভগবদ্ ভক্তি বা ঈশ্বরপ্রীতির উদ্ভব হয়। ক্ষুদ্র, পরাধীন জীব সর্বতোভাবে ব্রহ্ম-মুখাপেক্ষী ও ব্রহ্মসেবক। ভক্তি ধ্যানের জনক। ঈশ্বরভক্ত সাধক নিরন্তর ঈশ্বরধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। ধ্যানই মুক্তির সাক্ষাৎ উপায়। অন্যান্য বৈষ্ণব-বৈদান্তিকের ন্যায় মধ্বও ঈশ্বরের কৃপাকে মুক্তির অত্যাবশ্যক উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রসাদ ব্যতীত, জীব সহস্র প্রচেষ্টাতেও মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। ঈশ্বর প্রসন্ন হইলেই, তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হয়। ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে হইলে, তাঁহার সেবা করিতে হয়। এরূপ সেবা ত্রিবিধ—অঙ্কন, নামকরণ, ভজন। অঙ্গে বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ বা লিখন—'অঙ্কন'। পুত্রাদির 'কেশব' প্রভৃতি বিষ্ণুর নামে নামকরণ —'নামকরণ'। ভজন দশবিধ—সত্যকথন, হিতবাক্যকথন, প্রিয়বাক্য-কথন ও শাস্ত্রপাঠ—এই চারি প্রকার বাচিক ভজন। সৎপাত্রে দান, বিপন্নের পরিত্রাণ ও শরণাগতের রক্ষণ—এই তিন প্রকার কায়িক ভজন। সর্ব্বজীবে দয়া, ভগবৎ সেবায় ঐকান্তিক স্পৃহা এবং গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা—এই তিন প্রকার মানসিক ভজন। ইহাদের প্রত্যেকটি যথাযথ সম্পাদন করিয়া ব্রহ্মে অর্পণই 'ভজন'। এই মতে যজ্ঞে পশুবলি নিষেধ করিয়াছেন। এইমতে,—

ব্রহ্ম দিব্য দেহবান্ ও অনন্তমূর্ত্তি-বিশিষ্ট। তাঁহার দেহ সচ্চিদানন্দ-ময়; কিন্তু অনন্ত গুণের আকর ও হস্তপদাদি-বিশিষ্ট হইলেও বিষ্ণু স্বগতভেদ রহিত; কারণ তাঁহার স্বরূপ, গুণ, নাম, রূপ, লীলা ও দেহ সম্পূর্ণ অভিন্ন। ব্রহ্ম সগুণ হইয়াও স্বগত ভেদশূন্য; কারণ,—তাঁহার স্বরূপ ও গুণে, এবং স্বরূপ ও দেহে বিন্দু মাত্রও প্রভেদ নাই, অতএব তাঁহার গুণ, দেহ প্রভৃতি তাঁহার স্বগতভেদ নহে।

শ্রীলক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুর নিত্যা সহচরী। লক্ষ্মী বিষ্ণু হইতে ভিন্না হইয়াও বিষ্ণুরই আশ্রিতা, নিত্যমুক্তা, বিভু, পার্থিবদেহহীনা হইয়াও বিষ্ণুরই ন্যায় অনন্তমূর্ত্তি-বিশিষ্টা। লক্ষ্মী বিষ্ণুরই ক্রিয়াশক্তি। লক্ষ্মীর সাহায্যেই তিনি প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্টি করেন। শ্রী, ভূ ও দুর্গারূপে লক্ষ্মী সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের প্রকাশিকা এবং যথাক্রমে বিশেষ ভাবে দেবতা, মনুষ্য ও দৈত্যগণের বন্ধের কারণ।

রামানুজ ও মধ্ব যাঁহাকে 'বিষ্ণু' বলিয়াছেন, নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামী তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়াছেন। প্রমাণ-শিরোমণি মহাপুরাণ ও শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতসিন্ধু শ্রীমদ্ ভাগবতের সর্ব্বোত্তম রাস-লীলার ফলশ্রুতিতে বলিয়াছেন,—'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ' (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)। এই 'বিষ্ণু' শব্দ শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করিয়াছেন। কারণ, 'শ্রীকৃষ্ণ'-মূর্ত্তিতেই শ্রীভগবান্ রাসলীলা করিয়াছেন। অন্য মূর্ত্তিতে রাসলীলা হয় নাই। কাজেই, বিষ্ণু ও কৃষ্ণ তত্ত্বতঃ একই।

রামানুজ ও নিম্বার্ক সম্প্রদায় যথাক্রমে লক্ষ্মী ও রাধাকে বিষ্ণু ও কৃষ্ণের নিত্যসহচরীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু স্বয়ং রামানুজ ও নিম্বার্ক সৃষ্টি প্রণালী প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার মধ্যে লক্ষ্মী ও

রাধাকে গ্রহণ করেন নাই। ইঁহাদের স্থান ধর্ম্মতত্ত্বে যেরূপ, দর্শনে সেরূপ নহে। সেজন্য রামানুজ ও নিম্বার্ক তাঁহাদের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে লক্ষ্মী ও রাধার উল্লেখ করেন নাই বলিয়া আমাদের ধারণা। মধ্বের মতবাদে দর্শন ও ধর্ম্মের সংমিশ্রণ সূচিত হইয়াছে; এই জন্য ধর্ম্মের দিক্ হইতে শ্রীলক্ষ্মীদেবী উপাস্যা; আর দর্শনের দিক্ হইতে জগৎস্রষ্টার সৃষ্টিশক্তি রূপে তাঁহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে।

'মহাভারত-তাৎপর্য্য'-নির্ণয় গ্রন্থের ১ম অঃ ৬-৮ শ্লোকে শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন,—ব্রহ্মকল্পারম্ভে ভগবান্ বিষ্ণু লীলাবশতঃ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যার্থ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্বিধরূপে প্রকাশিত হন। বাসুদেবরূপে তিনি জীবগণের গতি প্রদান করেন; বাসুদেবের পত্নীর নাম—'রমা' * বা 'মায়া'। সংকর্ষণ রূপে তিনি জগৎ সংহার করেন; সঙ্কর্ষণের পত্নীর নাম—'জয়া'। প্রদ্যুম্নরূপে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন; প্রদ্যুম্নের পত্নীর নাম—'কৃতি'। অনিরুদ্ধরূপে তিনি বিশ্ব পালন করেন; অনিরুদ্ধের পত্নীর নাম—'শান্তি'।

নামকীর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের উপদেশ,—

"যদভ্যর্চ্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে বর্ষশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোতি বিপুলং কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥
হে জিহ্বে! মম নিঃস্নেহে হরিং কিং নানুভাষসে।
হরিং বদস্ব কল্যাণি সংসারোদধির্ণৌ হরিঃ ॥
কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ কিম্।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥"—ব্রহ্মা।

—কৃষ্ণামৃতমহার্ণব—৬২, ৭০, ৭২ শ্লোক।

* 'রমা' শব্দ রমু ধাতু ক্রীড়ায়া=রমা শব্দ নিষ্পন্ন হইলে তাহার অর্থ হয়—'রাধা'।

—মানব সত্য যুগে শত-শত বর্ষ হরিকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চন করিয়া যে বিপুল ফল প্রাপ্ত হয়, কলিযুগে 'কেশব'-নাম-কীর্ত্তন-দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

—হে আমার রসশূন্য জিহ্বে! কেন তুমি হরি নাম করিতেছ না? হে কল্যাণি! হরিনাম কর; কারণ, ভবসংসার সমুদ্র পার হইবার নৌকাস্বরূপ একমাত্রই হরিই আছেন।

—যাঁহার জিহ্বাগ্রে 'হরি' এই অক্ষরদ্বয় বর্ত্তমান আছে, তাঁহার কুরুক্ষেত্র, কাশী এবং পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থস্থানের দ্বারা কি লাভ হইবে?

হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ ॥

—কৃষ্ণামৃত-মহার্ণব—৪৭ শ্লোক।

—যাঁহার হৃদয়ে হরির রূপ, মুখে হরিনাম, উদরে হরির নৈবেদ্য, মস্তকে হরির পাদোদক এবং নির্ম্মাল্য বর্ত্তমান, তিনি বিষ্ণুর অভিন্ন স্বরূপ।

———

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং,
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্তবেণুম্।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা,
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং ব্রহ্ম গোপাল-বেশং ॥

———

শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনা

শ্রীশ্রীনন্দনন্দন শ্রীগোবিন্দের উপাসনা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত 'শ্রীমদ্‌-দ্বাদশস্তোত্রম্' হইতে উদ্ধৃত। এই স্তোত্র আচার্য্যপাদ সমুদ্রে নৌকোপরি গোপীচন্দন মধ্য হইতে শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন 'নর্ত্তক-কৃষ্ণ-গোপাল-মূর্ত্তি' প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্থানে স্বয়ং শ্রীবিগ্রহ আনিবার পথে রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

পূর্ণানন্দস্য সুখোদ্ভাসি মন্দস্মিতমধীশিতুঃ।
গোবিন্দস্য সদা চিন্ত্যং নিত্যানন্দপদপ্রদম্॥
স্মরামি ভবসন্তাপ-হানিদামৃতসাগরম্।
পূর্ণানন্দস্য রামস্য সানুরাগাবলোকনম্॥

—শ্রীমদ্দ্বাদশস্তোত্রম্ ১ম অঃ ৯, ১০ শ্লোক।

—ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের মন্দহাস্য অদ্বিতীয় পূর্ণ সুখের উদ্ভাসক এবং নিত্যানন্দ-ধামপ্রদ, ইহা সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। ৯॥

—পূর্ণানন্দ-স্বরূপ জগদভিরাম শ্রীহরির অনুরাগময় অবলোকনভঙ্গী আমি স্মরণ করিতেছি। উহা ভবসন্তাপনাশন অমৃতসিন্ধু-স্বরূপ। ১০॥

গোবিন্দ গোবিন্দ পুরন্দর বন্দে স্কন্দ-সুনন্দন-বন্দিতপাদ।
বিষ্ণো সৃজিষ্ণো গ্রসিষ্ণো বিবন্দে কৃষ্ণ সদুষ্ণ-বধিষ্ণো সুধৃষ্ণো॥
দামোদর দূরতরান্তর বন্দে দারিতপারগ-পার পরস্মাৎ॥

—ঐ ৫ম অঃ ৪, ৮ শ্লোক।

—হে গোবিন্দ! গোবিন্দ! হে পুরন্দর! হে স্কন্দ-সুনন্দন-বন্দিত-চরণ! হে বিষ্ণো! হে সৃষ্টিশীল! হে প্রলয়শীল! হে কৃষ্ণ! হে সজ্জনপীড়ক-বিঘাতক! হে উত্তমধৃতিশীল! আপনাকে বন্দনা করি। ৪॥

—হে দামোদর! হে অসজ্জনদুর্লভ! হে ভবার্ণব পারগামি মুক্তগণের আশ্রয়! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৮॥

দেবকিনন্দন নন্দকুমার বৃন্দাবনাঞ্চন গোকুলচন্দ্র।
কন্দফলাশন সুন্দররূপ নন্দিতগোকুল বন্দিতপাদ॥
ইন্দ্রসুতাবক নন্দকহস্ত চন্দনচর্চ্চিত সুন্দরীনাথ।
ইন্দীবরোদর-দল-নয়ন মন্দরধারিন্ গোবিন্দ বন্দে॥

—ঐ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৫, ৬ শ্লোক।

—হে বৃন্দাবনবিহারিন্! গোকুলানন্দন! পূজিতচরণ! কন্দফল ভোজিন্! সুন্দরমূর্ত্তে! গোকুলচন্দ্র! নন্দকুমার! দেবকিনন্দন। ৫॥

—হে ইন্দ্রসুতপালক (অর্জ্জুনের রক্ষক), নন্দকহস্ত, চন্দনচর্চ্চিত, সুন্দরীগণনাথ, কমলদলবিলোচন, মন্দরধারিন্! গোবিন্দ! (আপনাকে) বন্দনা করি। ৬॥

উদারমাদরান্নিত্যমনিন্দ্যং সুন্দরীপতেঃ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্॥

—ঐ ১১ দশ অধ্যায় ৪র্থ শ্লোক।

—সুন্দরীগণকান্ত আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং উদার ও অনিন্দনীয়। আমি আদর পূর্ব্বক সর্ব্বদা তাঁহার বন্দনা করি ॥ ৪॥

আনন্দ-মুকুন্দারবিন্দনয়ন। আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ॥
সুন্দরী-মন্দির গোবিন্দ বন্দে। আনন্দতীর্থ-পরানন্দ বরদ॥
চন্দ্র-সুরেন্দ্র-সুবন্দিত বন্দে। ” ” ”
চন্দ্রক-মন্দির নন্দক বন্দে। ” ” ”
বৃন্দারকবৃন্দ-সুবন্দিত বন্দে। ” ” ”
মন্দার-সূন-সুচর্চ্চিত বন্দে। ” ” ”
ইন্দিরানন্দক সুন্দর বন্দে। ” ” ”
মন্দির-স্যন্দনস্যন্দক বন্দে। ” ” ”
আনন্দচন্দ্রিকা-স্যন্দক বন্দে। ” ” ”

—ঐ ১২শ অধ্যায় ১—৯ শ্লোক।

হে আনন্দময়! মুকুন্দ! কমলনয়ন! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ বরপ্রদ ॥ ১ ॥

হে সুন্দরীগণাশ্রয়! গোবিন্দ! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ২

হে ইন্দ্রচন্দ্র-বন্দিত! " " "
" " " ॥ ৩

হে কোটিচন্দ্র-নিবাস! হে আনন্দন! " "
" " " ॥ ৪

হে দেববৃন্দবন্দিত! " " "
" " " ॥ ৫

হে মন্দার-কুসুম-সুচর্চ্চিত! " " "
" " " ॥ ৬

হে ইন্দিরানন্দদায়ক! হে সুন্দর! " "
" " " ॥ ৭

হে হৃদয়মন্দিররথচালক! " " "
" " " ॥ ৮

হে আনন্দচন্দ্রিকাবর্দ্ধিন্! " " "
" " " ॥ ৯

"জয় যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ।
মদনমোহন হরে অনন্ত মুকুন্দ ॥
অচ্যুত মাধব রাম বৃন্দাবনচন্দ্র।
জয় মুরলীবদন শ্যাম গোপীজনানন্দ ॥"
—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

শ্রীগৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধ

যদ্যপি কলিযুগপাবনাবতার শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুজীউর অনর্পিতচরী প্রেমসম্পত্তি সকল জীবের পক্ষে সাধনাবস্থা হইতে সিদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত লাভের অভিনব অবদান। তথাপি জীব-শিক্ষার্থে আচার্য্য-পরম্পরা স্বীকার করিয়া লৌকিক-লীলায় তিনি পরম-মঙ্গলময় পন্থা দেখাইয়াছেন। নূতন কোন কল্পিত মত ও পথ অবলম্বন করিয়া যাহাতে আমরা ভ্রান্তমতে বা ভ্রান্তপথে প্রবেশ না করি, তজ্জন্য বিশেষ বিশেষ কয়েকটী কারণ মাত্র উল্লেখ করা হইল। শ্রীল বলদেব বিদ্যা-ভূষণ-কৃত শ্রীগোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্নম্, প্রমেয়রত্নাবলী ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ১। **আম্নায় পরম্পরা,**—(আচার্য্য-পরম্পরা)।

পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ।
তস্য শিষ্যো নারদোঽভূদ্ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাম্ ॥
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানবরোধনাৎ।
ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো **মধ্বাচার্য্যো** মহাযশাঃ ॥
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ।
অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ ॥
তস্যশিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ ॥
জয়ধর্ম্মা মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ।
(ক) **শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী** যস্ত 'ভক্তিরত্নাবলী'-কৃতিঃ ॥

জয়ধর্ম্মস্ত শিষ্যোঽভূদ্ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্॥
শ্রীমাল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥ *

---

* উক্ত আম্নায়-পরম্পরা 'ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়েশ্বর'-সম্প্রদায় চিরদিন স্বীকার করিতেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটী পরিচয় মাত্র দেওয়া হইল। ১। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বা শ্রীঘনশ্যাম দাসের 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে। ২। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত 'প্রমেয় রত্নাবলী' ও 'শ্রীগোবিন্দভাষ্য' গ্রন্থে। ৩। শ্রীরসিক-শিরোমণি শ্রীস্বামী মনোহরদাস বিরচিত 'সম্প্রদায়-বোধিনী' গ্রন্থে। ৪। গোস্বামী শ্রীহরিরাম ব্যাসজী মহোদয়-কৃত 'নবরত্ন' গ্রন্থে। ৫। শ্রীগোপীলাল গোস্বামী-কৃত 'দীক্ষামৃত শ্রুতিসার' গ্রন্থে। ৬। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় কৃত 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থে। ৭। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ কৃত—'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' গ্রন্থে। ৮। শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ কৃত—'সাধক কণ্ঠমালা' গ্রন্থে। ৯। শ্রীল গোপালগুরু-গোস্বামি-কৃত—'পদ্যে'। ১০। শ্রীকবিকর্ণপুর-কৃত 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়'। ১১। মহাকবি শ্রীল জয়দেব গোস্বামি-বংশজ ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুজীউর সাক্ষাৎ দীক্ষাশিষ্য শ্রীল রামরায় গোস্বামি-কৃত 'বেদান্তদর্শন ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থে। ১২। শ্রীনিত্যানন্দ বংশজ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী কৃত গ্রন্থে। ১৩। শ্রীল গোপালভট্ট পরিবারস্থ গোস্বামী শ্রীল মধুসূদন সার্ব্বভৌমপাদ, শ্রীল দামোদরলাল গোস্বামী, শ্রীল বনবারীলাল গোস্বামী কৃত গ্রন্থে। শ্রীমৎ হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজকৃত 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য' গ্রন্থে অনুক্রমনিকা ১ম পঃ ১০ম পৃঃ দ্রষ্টব্য। শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামি বিদ্যারত্ন কৃত 'বৈষ্ণবব্রতদিননির্ণয়' গ্রন্থ দ্রঃ। 'শ্রীনারায়ণ ভট্ট চরিতামৃত' ও তৎকৃত 'ব্রজভক্তিবিলাস' হিন্দি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য—প্রাক্-চৈতন্যযুগ, ২য় পরিচ্ছেদ, ২৬।২৭ পৃঃ দ্রঃ। নিম্নে বিশেষ দ্রষ্টব্য.—

(ক)—কাহারও মতে, শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ানুযায়ী 'তীর্থ' নামী সন্ন্যাসীগণমধ্যে 'পুরী' নামী শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী কোথা হইতে আসিলেন? অতএব শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের উর্দ্ধ-আম্নায় অজ্ঞাত বলিয়া যে কল্পনা করেন, তাহা ঠিক নহে। কারণ, (২৬৯ পৃঃ (ক) দ্রঃ) শ্রীবিষ্ণুপুরী 'পুরী' নামী সন্ন্যাসী এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীজয়-ধর্মের শিষ্য ছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপুরী লিখিত 'শ্রীবিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী' নামক গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 'বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দো করিয়া যতন। 'বিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী' যাঁহার গ্রন্থন॥'—দেবকীনন্দনকৃত বৈষ্ণববন্দনা দ্রষ্টব্য। 'শ্রীগৌর-গণোদ্দেশদীপিকা' (২২) 'শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলী কৃতিঃ॥' ও 'ভক্তমাল' —১৩শ মালায় ইঁহার জীবনচরিত আছে। শ্রীনরহরিচক্রবর্ত্তীকৃত 'ভক্তিরত্নাকর' ৫।২১৪৪ গ্রন্থে—"জয়ধর্ম্ম মুনি তাঁর অদ্ভুত চরিত। ইঁহার গণেতে বিষ্ণুপুরী শিষ্য হৈল। 'ভক্তিরত্নাবলী' গ্রন্থ প্রকাশ করিল॥" শ্রীজীব গোস্বামী তত্ত্ব-সন্দর্ভের ২৩ অনুচ্ছেদে 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী'—'নিবন্ধ'-গ্রন্থ মধ্যে ধরিয়াছেন। শ্রীল রূপপাদ তাঁহার পদ্যাবলীতে ৯, ১০ শ্লোক (ইঁহার রচিত) সমাহৃত করিয়াছেন।

২। প্রমেয় সাম্য,—

(ক) শ্রীমাধ্বমতে ৯টী প্রমেয়—(ন্যায়ামৃতকার শ্রীব্যাসরায়ের রচিত)।

শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধন-
মক্ষাদিত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥

(খ) শ্রীগৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়মতে ১০টী প্রমেয়,—(শ্রীল ভক্তি-বিনোদঠাকুর কৃত 'দশমূলের' প্রথম শ্লোক)।

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিম্
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥
স্বতঃ সিদ্ধো বেদো হরিদয়িত-বেধঃ প্রভৃতিতঃ
প্রমাণং সৎপ্রাপ্তং প্রমিতি-বিষয়ান্ তান্নববিধান্।
তথা প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতি-সহিতং সাধয়তি নঃ (নো)
ন যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা॥—ঐ ২য় শ্লোক।

বঙ্গার্থ—(ক)—১—শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব; ২—শ্রীহরির অখিলাম্নায়-বেদ্যত্ব; ৩—বিশ্ব-সত্যত্ব; ৪—ভেদ সত্যত্ব; ৫—ভগবদ্দাসত্ব; ৬—জীবতারতম্য; ৭—কৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভই মোক্ষ; ৮—অমল কৃষ্ণভজনেই মোক্ষ; ৯—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শাব্দ—প্রমাণত্রয়। (খ) গৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়ের মত উক্ত নব প্রমেয়ের অনুগত; কিন্তু ১, ৪, ৭, ৮ ও ৯ প্রমেয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তে কিঞ্চিৎ উৎকর্ষমূলক তারতম্য আছে।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভো র্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র কবি কর্ণপূর, তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী-কৃত 'চৈতন্যমত-মঞ্জুষা' ধৃত মঙ্গলাচরণ শ্লোক।

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর শ্রদ্ধাবান্ জীবকে যে দশটী মূলতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই জগতে নিখিল সৎসিদ্ধান্ত-মহৌষধি-সিন্ধু বিস্তৃত হইয়াছে। ইহাতে চিদ্বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বাকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূলসিদ্ধান্তসমূহ গ্রথিত আছে। শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ 'শ্রীব্রহ্মসূত্রের' 'শ্রীগোবিন্দভাষ্য' প্রণয়নকালে পূর্ব্ব আচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ভগবৎপাদের প্রতিপাদ্য দর্শনের সারমর্ম্ম 'প্রমেয়রত্নাবলী' গ্রন্থে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতেও যে নয়টী প্রমেয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু জীবকে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই পাওয়া যায়।

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং,
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষ-স্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং,
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥"

—(প্রমেয়রত্নাবলী ১।৮, বলদেব বিদ্যাভূষণ)

শ্রীমধ্ব বলেন,—(১) বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব, (২) বিষ্ণু অখিল-বেদবেদ্য, (৩) বিশ্ব সত্য, (৪) জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ শ্রীহরিচরণ

সেবক, (৬) জীবের মধ্যে বন্ধ ও মুক্তভেদে তারতম্য বর্ত্তমান, (৭) শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম লাভই জীবের মুক্তি, (৮) জীব-মুক্তির কারণ—শ্রীবিষ্ণুর অপ্রাকৃত ভজন, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদই প্রমাণত্রয়। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত এই নয়টী প্রমেয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

৩। **বিরুদ্ধমত খণ্ডন,—**

ইদানীং গৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়ের লেখক বলিয়া পরিচিত বৈষ্ণব-ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় (M. A., Ex-Principal) ও শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই আম্নায়-পরম্পরা বা আচার্য্য-পরম্পরা * হইতে গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক্ সম্প্রদায় স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহারা ভ্রমাত্মক-সিদ্ধান্তের অনুকূলে অনেক প্রকার শাস্ত্র, যুক্তি, প্রমাণ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্টয় মুক্ত না হওয়ায় তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থেই পুনরায় তাঁহারা ঐ আম্নায় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই প্রকার স্বীকারোক্তির দ্বারা

* 'আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মবিদ্যেতি বিশ্রুতাঃ।
গুরুপরম্পরা প্রাপ্তাঃ বিশ্বকর্ত্তুর্হি ব্রহ্মণঃ॥'—মহাজন কারিকা।
'ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥'—মুণ্ডক ১।১।১
'কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
তেন প্রোক্তা স্ব-পুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা।' —শ্রীভাঃ ১১।১৪।৩-৪

আমাদের ন্যায় অনর্থগ্রস্ত, বহির্ম্মুখ সাধক-জগতকে মহাপরাধ হইতে করুণাময় ভগবান্ ও কল্যাণ-বারিধি শ্রীগোস্বামি-আচার্য্যপাদগণ রক্ষা করিয়াছেন। 'মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুগত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।' "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"।

(ক) শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ দ্বারা প্রকাশিত **শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত** তৃতীয় সংস্করণ, চৈতন্যাব্দ ৪৬৫, বঙ্গাব্দ ১৩৫৭ প্রকাশিত। মধ্য-লীলা ২২।৬১ পয়ার (১০৭২-৭৩ পৃঃ) **শ্রীগুরুপাদাশ্রয়** (আদৌ শ্রীভক্তিমার্গে প্রবেশ দ্বার) সম্বন্ধে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাংশ দ্রষ্টব্য। ইহাতে তিনি ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াম্নায় স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন এবং স্বীকার না করিলে ভজন বৃথা হইবে; ইহাও জানাইয়াছেন।

(খ) শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-কৃত ১। **'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'** গ্রন্থ সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য। প্রকাশক-শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ; বি-এল। পুরাণাপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা। ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ সাল। ৪৮।১, ভগবৎ শাহশঙ্খনিধি রোড, পোঃ, ওয়ারী, ঢাকা—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত। ২। 'শ্রীশ্রীদশ-মূলশিক্ষা' গ্রন্থের **নিবেদন** ।/০—।৵০ পৃষ্ঠা দ্রঃ, ঐ প্রেসে ৮।১২।৪১ খৃষ্টাব্দে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত।

৪। মন্ত্ররাজ অষ্টাদশাক্ষরীয় **'শ্রীগোপাল-মন্ত্রের'**-উপাসনা,—

(ক) শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ নিজ সম্প্রদায়ের মূল গুরুতত্ত্ব প্রসঙ্গে লোক-পিতামহ **শ্রীব্রহ্মাজীকে** আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 'শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য' গ্রন্থে নিজ সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্ত্তক লোকপিতামহ শ্রীব্রহ্মাকেই শ্রীগুরুদেব বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন; কারণ, শ্রীগুরুকৃপাই সর্ব্বমূল।

(খ) শ্রীগৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়ের মূল উপাসনার মন্ত্র হইলেন,—* অষ্টাদশাক্ষরীয় মন্ত্ররাজ 'শ্রীগোপাল-মন্ত্র' ও 'দশাক্ষরীয়-মন্ত্র'। এই মন্ত্র সর্ব্বপ্রথম শ্রীলোকপিতামহ ব্রহ্মাজীর হৃদয়েই প্রকটিত হয়েন। তৎপরে ক্রমান্বয়ে জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন,—ভাঃ ১১।১৪ অঃ দ্রষ্টব্য। যে কোন মন্ত্রের উপাসনা হউক না কেন, তাঁহার পরম্পরা অবশ্যই স্বীকার্য্য। হঠাৎ আকাশ হইতে পতিত ধূমকেতুর মত যে মন্ত্র জগতে প্রকট হয়, তাহা কল্পিত মন্ত্র। তাহার দ্বারা ইষ্ট সাক্ষাৎকার কোন দিনই হইতে পারে না। কাজেই, আমাদের মঙ্গল দানকারী পূর্ব্বাচার্য্যগণ যে পরম্পরা জানাইয়াছেন—তাহাই সত্য; আর সমস্ত কল্পিত, মিথ্যা। যাঁহারা পরম্পরা রহিত কল্পিত মন্ত্র জগতে প্রচলন করেন; তাঁহারা কলির চর জানিয়া তাঁহাদের সঙ্গ দূর হইতে সর্ব্বদা পরিত্যজ্য।

"যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।"
—মুণ্ডক ১।২।১৩

অতএব,—"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥" †
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥—পদ্মপুরাণ।

---

* 'গোপালতাপনী উপনিষদ্'—(অথর্ব্ববেদান্তর্গত পিপ্পলাদ শাখাস্থিত আথর্ব্বণোপনিষৎ) পূর্ব্ব বিভাগ দ্রষ্টব্য—'ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।' দশাক্ষরীয় মন্ত্র—'গোপীজনবল্লভায় স্বাহা'। এই মন্ত্রদ্বয়ই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রচলিত বলিয়া জানা যায়।

† বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মধ্যে শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্ব যাঁহাকে **'শ্রীবিষ্ণু'** বলিয়াছেন; শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক তাঁহাকেই **'শ্রীকৃষ্ণ'** বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩৩।৩৯ সর্ব্বোত্তম রাসলীলার ফলশ্রুতি—**'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ'**, এই শ্রীবিষ্ণু নাম শ্রীকৃষ্ণেরই। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিই শ্রীরাসলীলা করিয়াছেন, অন্য মূর্ত্তিতে নহেন। এই মূর্ত্তিই অষ্টাদশাক্ষরীয় শ্রীগোপাল মন্ত্রের উপাস্য—শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদন মোহন।

'ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়'-সম্প্রদায়ের আদিগুরুদেব হইলেন লোকপিতামহ **শ্রীব্রহ্মাজী**—ইহাই হইল 'মধ্ব'-সম্প্রদায়ের সহিত 'গৌড়ীয়'-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধের দ্যোতক। 'তেনে ব্রহ্ম য আদিকবয়ে'—শ্রীভাঃ ১।১।১, শ্বেঃ উঃ ৬।১৮।

৫। শ্রীযশোদানন্দন **'নর্ত্তক-গোপাল শ্রীকৃষ্ণ'** বিগ্রহ সম্বন্ধে,—

শ্রীগৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়ের সর্ব্বোত্তম উপাসনা 'মধুর-রসাত্মক' হইলেও শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এই চারিটী রসের উপাসনাও সমভাবেই স্বীকৃত *। সমস্ত দক্ষিণভারতে এইরূপ বাৎসল্য রসের 'নর্ত্তক-গোপাল-শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ' আর কোন আচার্য্য-পীঠে দর্শন পাওয়া যায় না। এই বিগ্রহ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বাৎসল্য রসের সেব্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৯ম পরিচ্ছেদে—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুজীউ যে সময় উড়ুপীতে শ্রীমধ্ব-পীঠে গিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে,—"**মধ্বাচার্য্য** স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী। উড়ুপীতে **'কৃষ্ণ দেখি'** তাঁহা হইলা প্রেমাস্বাদী॥ **নর্ত্তক-গোপাল** দেখে পরম মোহনে। মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে॥ **'কৃষ্ণমূর্ত্তি'** দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল। প্রেমাবেশে বহুত নৃত্য-গীত কৈল॥ প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার। বৈষ্ণব-জ্ঞানে বহুত করিল সৎকার॥" তৎপরে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সহিত তত্ত্ব আলোচনা করিয়া তাৎকালিক তথাকার তত্ত্বাচার্য্য বলিতেছেন,—"শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈল অন্তরে লজ্জিত। প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হৈলা

---

* শ্রীমন্‌মহাপ্রভুজীউর উক্তি—'চারিভাব-ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম-সংকীর্ত্তন॥ দাস, সখা, পিত্রাদি, প্রেয়সীর গণ। রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥' 'পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃ-পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিং। যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥'—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আঃ ৩য় পঃ)।

বিস্মিত ॥ আচার্য্য কহে, **তুমি যেই কহ, সেই সত্য হয়।** সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥ তথাপি মধ্বাচার্য্য ঐছে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ। সেই আচরিয়ে সবে **'সম্প্রদায়-সম্বন্ধ'** ॥" এই সুখময় মিলনোৎসবের সময় হইতে প্রায় অষ্টাদশ (১৮) পুরুষ পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য-পাদের নিকট প্রকটিত হইয়াছিলেন। অদ্যাপিও সেই বাৎসল্য-রসে, শ্রীব্রজের ভাবে আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন †।

৬। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ১৮ অষ্টাদশ পরম্পরার পূর্ব্বে শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্যপাদ দধি-মন্থন দণ্ডধারী শ্রীযশোদানন্দন শ্রীনর্ত্তক-গোপালের সেবা অলৌকিকভাবে প্রাপ্ত হইয়া এই সেবা স্থাপন করেন। শ্রীগোপালদেব গৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়েরও বাৎসল্য রসের সেব্য।

শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যপাদের ষোড়শ-আম্নায় পরে সেই ধারায় শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীব্রজধামে শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীগোপাল-বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। যিনি বর্ত্তমানে শ্রীনাথদ্বারায় অবস্থান করিয়া সেবা গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ গৌড়ীয়াগণের প্রেমসম্পুটের ভাণ্ডারী নামে পরিচিত এবং ঐ শ্রীগোপাল বিগ্রহও গৌড়ীয়াগণের বাৎসল্যরসের সেব্য (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দ্রষ্টব্য)। শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদ শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। সেই জন্য হয়ত তাঁহার নামের সহিত 'পুরী' ব্যবহার করিয়াছেন। বর্ত্তমানেও এক সম্প্রদায়ে দীক্ষা ও সন্ন্যাস ভিন্ন ভিন্ন গুরু ব্যক্তির নিকট গ্রহণের প্রথা আছে। শ্রীরামচন্দ্রের দুইজন

† Life and Teachings of Shree Madhvacharyya--By C. M. Padmanavachary. Chapter XIII, Page No-145.

গুরু; শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দুইজন গুরু; শ্রীগৌরচন্দ্রেরও দুইজন গুরু। লৌকিক-লীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুজীউ শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট দীক্ষামন্ত্র ও শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও তাঁহার নামের সহিত 'পুরী' বা 'ভারতী' উপাধি ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার সন্ন্যাস নাম হইল—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। 'কৃষ্ণ জানাইয়া জগৎ কৈল ধন্য ॥' কাজেই, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ যে নির্ব্বিশেষবাদী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসী মাত্র ছিলেন না, ইহাই সত্য কথা। শ্রীশ্রীগোপাল-বিগ্রহ প্রাকট্যই তাহার প্রধান সাক্ষ্য দিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীচরণাঙ্গুষ্ঠ-লেহনকারী শ্রীল কবি কর্ণপূর গোস্বামিপাদের শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা"-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক লিখিয়াছেন—"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং, রম্যা কাচিদুপাসনা **ব্রজবধূবর্গেণ** যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥" এই ব্রজবধূ দ্বারা আরাধিত এবং শ্রীগোস্বামিগ্রন্থোক্ত 'বর্হাপীড়াভিরামং...... বন্দে **বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং ব্রহ্ম গোপাল-বেশম্।**' এই সকল প্রমাণবাক্য হইতে আমরা শ্রীব্রজগোপীগণের সেব্য 'শ্রীগোপাল'-বিগ্রহ শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথিত ব্রজবধূগণেরও সেব্য এবং সেই 'শ্রীগোপাল'-বিগ্রহই শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের তথা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের সেবিত বাৎসল্য রসের বিগ্রহ বলিয়াও জানিতে পারি। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিকট প্রকটিত শ্রীগোপালদেব এক্ষণে নাথদ্বারায় 'শ্রীনাথজীউ' নামে পরিচিত আছেন। *

* ভারতবর্ষে আমরা পাঁচজন শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ নাথের পরিচয় পাই যথা,—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ, দক্ষিণভারতে শ্রীরঙ্গনাথ, দ্বারকায় শ্রীদ্বারকানাথ, হিমালয়ে শ্রীবদ্রীনাথ, নাথদ্বারায় শ্রীনাথ।

শ্রীচৈতন্যমত ও শ্রীমধ্বমতের ভিন্নতা

শ্রীচৈতন্যমত—	শ্রীমধ্বমত—
১। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব।	১। শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব। *
২। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার, তিনি স্বয়ং ভগবান্ অন্যান্য অবতার তাঁহার অংশ। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য।	২। শ্রীভগবানের সবই পূর্ণাবতার, তাঁহাদের মধ্যে যে কাহারও উপাসনা করা যাইতে পারে। †
৩। শুদ্ধাভক্তি শ্রেয়ঃ।	৩। সকাম ভক্তি শ্রেয়ঃ।
৪। দাস্য ব্যতিরেকে শান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভক্তিতে শ্রীভগবান্ সেবা গ্রহণ করেন।	৪। দাস্য ভক্তিতে শ্রীভগবানের সেবা হয়।
৫। মাধুর্য-প্রধান প্রেম ভক্তিরই বিশেষতা।	৫। ঐশ্বর্য্য প্রধান ভক্তিরই বিশেষতা।
৬। শ্রীব্রজগোপীগণই ভক্তিতে শ্রেষ্ঠা।	৬। দেবতাগণ (ব্রহ্মা) ভক্তিতে শ্রেষ্ঠ।
৭। উচ্চ-নীচ সকল বর্ণের ভক্তই সমান ভাবে মোক্ষের অধিকারী।	৭। উচ্চবর্ণের ভক্তজনই মোক্ষ-প্রাপ্তির অধিকারী।
৮। শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র।	৮। মহাভারত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র।

* শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবিষ্ণু একই তত্ত্ব, শ্রীভাঃ ১০।৩৩।৩৯ রাসপঞ্চাধ্যায় ফলশ্রুতি—'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ **বিষ্ণোঃ**।'

† ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥—বৃহদারণ্যক।

শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞের কতিপয় উপদেশ

বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা

স নাম সুকৃতী লোকে কুলং তেনাভ্যলঙ্কৃতম্।
আধারঃ সর্ব্বভূতানাং যেন বিষ্ণুঃ প্রসাদিতঃ ॥
(কৃষ্ণামৃতমহার্ণবম্ ৫)

—এই সংসারে যিনি ভগবান বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়াছেন, তিনিই সুকৃতী, তৎকর্ত্তৃকই কুল অলঙ্কৃত হইয়া থাকে এবং তিনিই নিখিল প্রাণিগণের আশ্রয়স্বরূপ ॥

কলৌ কলিমলধ্বংসি-সর্ব্বপাপহরং হরিম্।
যেঽর্চ্চয়ন্তি নরা নিত্যং তেঽপি বন্দ্যা যথা হরিঃ ॥ (ঐ ৭)

—কলিযুগে যে মনুষ্যগণ প্রতিদিন কলিমলধ্বংসী সর্ব্বপাপ-বিনাশক শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাও শ্রীহরির ন্যায় বন্দনীয় হইয়া থাকেন।

বিষ্ণুপূজাই কর্ত্তব্য

সমস্ত-লোকনাথস্য দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
সাক্ষাদ্ভগবতো বিষ্ণোঃ পূজনং জন্মনঃ ফলম্ ॥ (ঐ ১৪)

—নিখিল প্রাণিগণের নাথ এবং দেবদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করাই জন্মগ্রহণের ফল ॥

শ্রীনাম-মহাত্ম্য

নাম্নোঽস্তি যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ ॥—ব্রহ্মা।
(শ্রীকৃষ্ণামৃত-মহার্ণবম্—৩৬)

মদীয় শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মা বলেন, জীবের পাপহরণ করিতে—শ্রীহরির নামের (আভাসের) যে পরিমাণ শক্তি আছে—পাতকী লোক সেই পরিমাণ পাপ করিতে পারে না।

হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ॥ (ঐ ৪৪)

—যাঁহার হৃদয়ে শ্রীহরির রূপ, মুখে শ্রীহরির নাম, উদরে শ্রীহরির নৈবেদ্য, মস্তকে শ্রীহরির পাদোদক এবং নির্ম্মাল্য বর্ত্তমান, তিনি বিষ্ণু হইতে অভিন্ন॥

কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ কিম্।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥ (ঐ ৭২)

—যাঁহার জিহ্বাগ্রে "হরি" এই অক্ষরদ্বয় বর্ত্তমান, তাঁহার কুরুক্ষেত্র, কাশী অথবা পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ-পর্য্যটনের কি প্রয়োজন?

সা জিহ্বা যা হরিং স্তৌতি, তচ্চিত্তং যত্তদর্পণম্।
তাবেব কেবলৌ শ্লাঘ্যৌ, যৌ তৎপূজাকরৌ করৌ॥ (ঐ ৭৪)

—সেই জিহ্বাই জিহ্বা—যে জিহ্বা হরির স্তব করে, সেই চিত্তই চিত্ত—যে চিত্ত হরিতে সমর্পিত হইয়াছে, সেই হস্তদ্বয়ই কেবল শ্লাঘ্য,—যে হস্তদ্বয় বিষ্ণুর পূজায় রত হইয়াছে।

দেবতান্তর পূজা নিষিদ্ধ

স্বধর্ম্মন্তু পরিত্যজ্য পরধর্ম্মং চরেদ্ যথা।
তথা হরিং পরিত্যজ্য যোঽন্যং দেবমুপাসতে। (ঐ ১১৫)

—শ্রীহরিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেবতার উপাসনা ও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরধর্ম্ম আচরণ তুল্য।

বিষ্ণু পূজাই কর্ত্তব্য

যাবৎ স্বাস্থ্যং শরীরেষু করণেষু চ পাটবম্।
তাবদর্চ্চয় গোবিন্দমায়ুষ্যং সার্থকং কুরু॥ (ঐ ১২১)

—যে পর্য্যন্ত শরীরে স্বাস্থ্য এবং ইন্দ্রিয় সকলে পটুতা বর্ত্তমান থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া জীবন সার্থক কর।

স্মার্তমত-নিরাস

শ্ব-দৃতৌ পঞ্চগব্যঞ্চ দশম্যা দূষিতাং ত্যজেৎ।
একাদশীং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥ (ঐ ১২৯)

—দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ কুক্কুরচর্ম্মবিনির্ম্মিত পাত্রস্থিত পঞ্চগব্যের ন্যায় **দশমী-বিদ্ধা উভয় পক্ষের একাদশী পরিত্যাগ করিবেন।**

অথবা মোহনার্থায় মোহিন্যা ভগবান্ হরিঃ।
আর্থিতঃ কারয়ামাস ব্যাসরূপী জনার্দ্দনঃ॥
ধনদার্চ্চাবিবৃদ্ধ্যর্থং মহাবিত্তলয়স্য চ।
অসুরাণাং মোহনার্থং পাষণ্ডানাং বিবৃদ্ধয়ে॥
আত্মস্বরূপাবিজ্ঞপ্ত্যৈ স্বলোকাপ্রাপ্তয়ে তথা।
এবং বিদ্ধাং পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যামুপবাসয়েৎ॥
(ঐ ১৫০-১৫২)

—অথবা ব্যাসরূপী জনার্দ্দন ভগবান্ হরি মোহিনী কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া (কামিগণের) মোহনার্থ, ধনাকাঙ্ক্ষায় অর্চ্চনার বৃদ্ধিহেতু পরমার্থের লয় সাধননিমিত্ত, অসুরগণকে মোহন করিতে, পাষণ্ডগণের বৃদ্ধির জন্য আত্মস্বরূপ না জানাইবার অভিপ্রায়ে এবং বিষ্ণুলোকের যাহাতে প্রাপ্তি না হয়, তন্নিমিত্ত ঐরূপ বিধান করাইয়াছিলেন। অতএব ঐরূপ বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করাইবে।

বরং স্বমাতৃগমনং বরং গোমাংসভক্ষণম্‌।
বরং হত্যা সুরাপানমেকাদশ্যন্নভক্ষনাৎ ॥ (ঐ ১৮০)

স্ব-মাতৃগমন, গোমাংস ভক্ষণ, হত্যা, সুরাপান প্রভৃতি কার্য্য হইতেও একাদশী তিথিতে অন্ন ভোজন নিন্দনীয় ॥

তির্য্যক্‌পুণ্ড্রং ন কুর্ব্বীত সম্প্রাপ্তে মরণেঽপি বা।
ন চান্যনাম বিক্রয়াৎ পরান্নারায়ণাদৃতে ॥ (ঐ ২২১)

—কখনও বক্রভবে পুণ্ড্রক ধারণ করিবে না অথবা প্রাণ দিতে হইলেও পরাৎপর নারায়ণের নাম ভিন্ন অন্য দেবতার নাম উচ্চারণ করিবে না ॥

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি নিষিদ্ধ

ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং ললাটে যস্য দৃশ্যতে
স চণ্ডালোঽপি শুদ্ধাত্মা পূজ্য এব ন সংশয়ঃ ॥ (ঐ ২২৩)

—যাঁহার ললাটে সরল ও সুন্দর ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র দেখা যায়, তিনি চণ্ডাল-কুলে আবির্ভূত হইলেও শুদ্ধাত্মা ; তিনিই একমাত্র পূজ্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণব-সেবার প্রাধান্য

বিষ্ণোর্ভাগবতানাঞ্চ প্রতীপস্যাকৃতিঃ সদা।
পরস্পরবিরোধে তু বিশিষ্টস্যানুকূলতা ॥
প্রিয়ং বিষ্ণোস্তদীয়ানামপি সর্ব্বং সমাচরেৎ।
ধর্ম্মমপ্যপ্রিয়ং তেষাং নৈব কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ ॥
হরিভক্তাবনুচ্চস্তু বর্ণোচ্চোঽপি ন পূজ্যতে ॥
(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ২৯।২১)

—বিষ্ণু এবং বিষ্ণুভক্তগণের অনিষ্টাচরণ কখনই করিবে না। উভয় বৈষ্ণবের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তন্মধ্যস্থ উত্তম ব্যক্তির নির্দ্দেশই অনুসরণ করিবে ॥ বিষ্ণু এবং বিষ্ণুভক্তের প্রিয়কার্য্যসমূহ অনুষ্ঠান করিবে। ধর্ম্মও যদি বৈষ্ণবগণের প্রীতিকর না হয় ; তাহা হইলে—তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও আচরণ করিবে না ॥

নীচবর্ণকুলোদ্ভূতও হরিভক্ত হইলে পূজনীয় হন ; হরিভক্ত না হইলে উচ্চবর্ণ (ব্রাহ্মণও) পূজনীয় হন না ॥

বৃত্তব্রাহ্মণতাই স্বীকার্য্য—

অর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ ॥ (ছান্দোগ্যভাষ্যে)

ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটিলতা বর্ত্তমান। হারিদ্রুমত-গৌতম এইরূপ বৃত্ত বিচার দ্বারাই সত্যকামকে উপনয়ন বা সবিত্র্য-সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমধ্ব নামের অর্থ

শ্রীমধ্বাচার্য্য-বিরচিত ভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে **'মধ্ব'**—শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ পাওয়া যায়,—

"মধ্বিত্যানন্দ উদ্দিষ্টঃ বরিতি জ্ঞানমুচ্যতে।
মধ্ব আনন্দতীর্থস্যাৎ তৃতীয়া মারুতী তনুঃ ॥"

'মধু' শব্দে আনন্দ উদ্দিষ্ট হইয়াছে এবং 'ব' দ্বারা জ্ঞান কথিত হইয়াছে। তীর্থ শব্দের অর্থ=জ্ঞান। সুতরাং 'মধ্ব' এই শব্দের অর্থ=**আনন্দতীর্থ**। আনন্দতীর্থ তৃতীয় মারুতী তনু অর্থাৎ বায়ুর তৃতীয় অবতার। অদ্যাপি শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের অধস্তনগণ শ্রীমধ্বা-চার্য্যের পরিচয় প্রদানকালে এইরূপ লিখিয়া থাকেন বা উচ্চারণ করেন,—

"স্বস্তি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যত্বাদ্যনেক-গুণগণালঙ্কৃতপদ-বাক্য-প্রমাণ-পারাবার-পারঙ্গত-সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র-শ্রীমদ্বৈষ্ণী-সত্যভামা-সমেত শ্রীগোপাল-কৃষ্ণ-পাদপদ্মারাধক-শ্রীমদ্বৈত-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠাপনাচার্য্য-শ্রীমদানন্দতীর্থাপর-নামক-**মন্মধ্বাচার্য্যঃ**।"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যানুগত উড়ুপীর অষ্টমঠের আচার্য্যের নামের পূর্ব্বে সম্প্রদায়-গৌরব-রক্ষার্থে এখনও এইরূপ লিখিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

———

'রুদ্র'-সম্প্রদায়

(আচার্য্য—শ্রীবিষ্ণুস্বামী—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ)

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাণ্ড্যদেশে (দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ সীমাবস্থিত সমুদ্র কূলবর্ত্তী একটি প্রাচীন রাজ্য। প্রাচীন দ্রাবিড়ের সর্ব্বদক্ষিণ অংশ।) পাণ্ডুবিজয় বা পাণ্ড্য-বিজয় নামে এক মহাপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। বুদ্ধের আবির্ভাবের তিনশত বৎসরকাল পরে ইঁহার আবির্ভাব হয়। এইজন্য এইসময় বৌদ্ধবিপ্লবে পাণ্ড্যদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার ক্ষীণপ্রভ হইয়াছিল। এইপাণ্ডুবিজয় রাজা বিষ্ণু-পূজা ও বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার প্রবল প্রতাপে বৌদ্ধমতবাদ বিনষ্ট হইতে থাকে এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এই পাণ্ড্যবিজয়ের শ্রীদেবেশ্বর নামে পরম বিষ্ণুভক্ত পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রণানুযায়ী রাজা সম্পূর্ণ রাজ্যকে বিষ্ণুসেবার অনুকূল করিয়া লইয়াছিলেন। পুরোহিত দেবেশ্বরের সাহায্যে রাজা শ্রীনীলাচলে নীলমাধব, বলভদ্র, সুভদ্রা বিগ্রহত্রয়কে বৌদ্ধের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া রথে আরোহণ-উৎসব করেন। বৌদ্ধগণ শ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা-দেবীর যথাক্রমে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ নাম দিয়াছিলেন। রথযাত্রা এবং পুনর্যাত্রা সময়ে নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে,* সুন্দরাচল হইতে নীলাচলে যাতায়াত-কালে শ্রীমন্দির হইতে যখন শ্রীবিগ্রহগণ রথে আরোহন করেন ও রথ হইতে শ্রীমন্দিরে অবতরণ করেন, এই যাত্রাকে 'পাহাণ্ডিবিজয়' বলা হয়। রাজা পাণ্ডুবিজয়ের নামানুযায়ী এই নাম হয় এবং শ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবকগণকে 'পাণ্ডা' বলা হয়। পুরোহিত দেবেশ্বরের অমিত

* সুন্দরপাণ্ড্যের সময় এই স্থানের নাম 'সুন্দরাচল' হয়।

তেজঃ সম্পন্ন দেবদর্শন এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম রাখা হয় 'শ্রীদেবতনু'। এই দেবতনুর জন্ম হইতেই স্বতঃসিদ্ধ শ্রীভগবদ্ভক্তি প্রকাশ পায়। দেবতনু শ্রুতিপ্রতিপাদ্য বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের বিধানানুসারে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক 'বিষ্ণুস্বামী' নামে খ্যাত হন*। পরবর্ত্তী কালে আরও দুইজন পৃথক্ বিষ্ণুস্বামী বিশেষভাবে আচার্য্যরূপে প্রতিপত্তি লাভ করায় দেবতনু আদিবিষ্ণুস্বামী নামেই বিখ্যাত। ইনি ব্রহ্মসূত্রের 'সর্ব্বজ্ঞসূক্ত' নামে ভাষ্য প্রণয়ন করেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী নিজেকে শ্রীরুদ্রের অনুগত ও শ্রীনৃপঞ্চাস্য বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। মহাভারতে কথিত হইয়াছে, শ্রীরুদ্র-সম্প্রদায় ব্রহ্মার দ্বিতীয় চাক্ষুষজন্মে শ্রীনারায়ণের কৃপায় জগতে প্রকটিত হন। এই সম্প্রদায়ের অধস্তন বালখিল্য-মুনিগণই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার ও সংরক্ষণ করেন। শ্রীশিবস্বামি-সম্প্রদায় এবং পরে লিঙ্গায়ৎ-সম্প্রদায় হইতে প্রকারভেদে সাংখ্য-দলের সম্পর্কে শ্রীশঙ্করপাদের বিচার ও সম্প্রদায় উৎপত্তি লাভ করে। 'সর্ব্বজ্ঞসূক্ত' ব্যতীত পরবর্ত্তিকালে সায়নমাধবের 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে'র অন্তর্গত 'রসেশ্বর দর্শনে'ও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর নাম ও তাঁহার উপাস্যদেব নৃপঞ্চাস্য বিষ্ণু এবং নৃসিংহ উপাসনা সম্বন্ধে বিষ্ণু-

* এই সম্প্রদায়ে ১০৮ ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী (তথা সাত শত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর) পরিচয় পাওয়া যায়। 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' ও 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা' পাত্র সংখ্যায় দ্রষ্টব্য। ইহারা সকলেই 'সর্ব্বজ্ঞসূক্তা'নুযায়ী শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা প্রচার করেন।

মতান্তরে ভবিষ্যপুরাণ, প্রতি সর্গপর্ব্বের ৪র্থ খণ্ডে ৮ম অধ্যায়ে ৫১—৫৬ তম শ্লোক, মুম্বই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর সং, ১৮৩২ শকাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে জানা যায়, —কলিঞ্জর নগরে শিবদত্তের পুত্র শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা ভাদ্রী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকেই সর্ব্বেশ্বর, বিশ্বকারণ ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে আরাধনা ও প্রচার করিয়াছিলেন ; এই জন্য তিনি শ্রীবিষ্ণুস্বামী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

স্বামি-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে। রসেশ্বর দর্শনে যথা—'বিষ্ণুস্বামিমতানুসারিভিঃ নৃপঞ্চাস্তশরীরস্য নিত্যত্বোপপাদনাৎ। তদুক্তং সাকারসিদ্ধৌ—'সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্য-পূর্ণানন্দৈকবিগ্রহম্। নৃপঞ্চাস্তমহং বন্দে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্মতমিতি॥' (—সাকারসিদ্ধি)।

শ্রীব্রজনাথের রচিত 'পূর্ব্বগুরুশংসন-বিবরণ' ও শ্রীযদুচন্দ্রের 'বল্লভদিগ্বিজয়ে' এ সকল কথার উল্লেখ আছে। সাতশত সন্ন্যাসীর শেষ আচার্য্যের নাম—শ্রীব্যাসেশ্বর।

শ্রীব্যাসেশ্বর আচার্য্যের পর আদি বিষ্ণুস্বামী পর্য্যায়ের প্রচার একরূপ লুপ্ত হইয়া যায়; তৎপরে দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামী পর্য্যায়ে বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ১১৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরাজগোপাল বিষ্ণুস্বামীর নাম পাওয়া যায়। এই রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামী কাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তথায় স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দ্বারকাতে শ্রীরঞ্ছোড়লাল-বিগ্রহ স্থাপন এবং সপ্তমোক্ষদায়িকা-পুরীতে বিষ্ণুবিগ্রহ সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়া পুনরায় শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের ঔজ্জ্বল্য প্রচার করেন।

শ্রীশিল্হন মিশ্র বা শ্রীবিল্বমঙ্গল এই রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামী বা দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর প্রশিষ্য বলিয়া শ্রুত হন। শ্রীবিল্বমঙ্গল শ্রীদেবমঙ্গলকে স্বীয় অধস্তন আচার্য্যরূপে স্থাপন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে একটি মহাবৃক্ষে যোগবলে সাতশত বৎসর বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা আস্বাদন করেন। রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামীর তৃতীয় অধস্তনের সময়ে প্রাচীন শিবস্বামি-সম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় বিরাট বিবাদ আরম্ভ করে। শিবস্বামিগণ

মায়াবাদকে আশ্রয় করিয়া রুদ্রকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর রূপে প্রচার করেন। শুদ্ধাদ্বৈতমতাবলম্বি-বিষ্ণুস্বামিগণ শ্রীরুদ্রকে পরাৎপর-পুরুষ শ্রীবিষ্ণু হইতে অভিন্ন বা তৎপ্রিয়তম জ্ঞানে দর্শন করেন।

দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর পরে যখন জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, সেই সময় শ্রীবিষ্ণু পুনরায় অপর শক্তিশালী আচার্য্য প্রেরণ করিলেন; ইনি আন্ধ্র-বিষ্ণুস্বামী বা তৃতীয় বিষ্ণুস্বামী নামে খ্যাত হইলেন। তিনি (শ্রীভর্গশ্রীকান্তমিশ্র) শ্রীগর্ভশ্রীকান্তমিশ্র, শ্রীসত্ববোধি পণ্ডিত, শ্রীসোমগিরি প্রমুখ সন্ন্যাসিগণকে শ্রীনৃসিংহ উপাসনায় রত করেন। এই বিষ্ণুস্বামিরই গৃহস্থ শিষ্যের পারম্পর্য্যে বালম্ভট্ট, প্রেমাকর, লক্ষ্মণভট্টাদির অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই লক্ষ্মণভট্টের পুত্রই **শ্রীবল্লভ ভট্ট।** বল্লভ ভট্টই শ্রীবল্লভাচার্য্য নামে খ্যাত হন। আচার্য্য শ্রীল শ্রীধরস্বামী ও তাঁহার গুরুভ্রাতা লক্ষ্মীধর উভয়েই শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রীধরস্বামী নিজেকে শ্রীরুদ্রের আনুগত্যে শ্রীনৃসিংহোপাসক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বিশুদ্ধাদ্বৈতভাষ্য ও মতবাদ-সংক্ষেপ

শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈত-মতবাদ প্রবর্ত্তক আচার্য্য ছিলেন; সেই শুদ্ধাদ্বৈতবাদ তৎপরে শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ পুনরুজ্জীবিত করেন। শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা 'ভাবার্থ-দীপিকা' ১।৭।৬ ; ৩।১২।১২ ; ১০।৮৭।২১ এবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণের 'আত্মপ্রকাশিকা' টীকায় ১।১২।৭০ ও মাধবাচার্য্য 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' রসেশ্বর দর্শন ২৫ ও ২৬ অনুচ্ছেদে শ্রীবিষ্ণুস্বামীমতের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের শ্রীরত্নগোপাল ভট্ট-কর্ত্তৃক কাশী (চৌখাম্বা) হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সকলাচার্য্য-

মত-সংগ্রহ'-নামক পুস্তকে বিষ্ণুস্বামী শ্রীরামানুজ, শ্রীনিম্বাদিত্য ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের মত সংক্ষেপে পাওয়া যায়। শ্রীবল্লভাচার্য্যের পৌত্র শ্রীযদুনাথজীর নামে আরোপিত সংস্কৃত 'শ্রীবল্লভদিগ্বিজয়'-গ্রন্থের দ্বিতীয় অবচ্ছেদে শ্রীবল্লভাচার্য্যকে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অধস্তনাচার্য্যরূপে স্থাপন করিয়া শ্রীবিষ্ণুস্বামীর একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ১।৭।৬ শ্লোক,—

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥"

এই শ্লোকের ভাবার্থদীপিকা টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"এতদুক্তং ভবতি—বিদ্যাশক্ত্যা মায়ানিয়ন্তা নিত্যাবির্ভূতপরমানন্দ-স্বরূপঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরীশ্বরঃ, তন্মায়য়া সম্মোহিতস্তিরোভূত-স্বরূপস্তদ্-বিপরীতধর্ম্মা জীবঃ, তস্য চেশ্বরস্য ভক্ত্যা লব্ধজ্ঞানেন মোক্ষ ইতি। তদুক্তং **বিষ্ণুস্বামিনা**—হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥ তথা—স ঈশো যদ্বশে মায়া, স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ। স্বাবির্ভূতপরমানন্দঃ, স্বাবির্ভূতসুদুঃখভূঃ॥ স্বাদৃগুত্থবিপর্য্যাসভবভেদজভীশুচঃ। যন্মায়য়া জুষন্নাস্তে তমিমং নৃহরিং নুম ইত্যাদি।"

শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য 'অণুভাষ্যে' বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের আলোচনা করিয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে নির্ধর্মক, নির্বিশেষ, নিরাকার ও নির্গুণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের 'সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ' (২।১।৩৭) এবং 'সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ' (২।১।৩০) ইত্যাদি সূত্রের তাৎপর্য্য নিধারণে বল্লভাচার্য্য অশুদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদ নিরসনপূর্ব্বক

বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। এই ভাষ্যে ব্রহ্মের সর্বধর্মবত্ত্ব, বিরুদ্ধসর্বধর্মাশ্রয়ত্ব, সর্বকর্ত্তৃত্ব, ব্রহ্মগতবৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যদোষ-পরিহার, ব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্যত্ব, জীবস্বরূপ, জীবের নিত্যতা, জ্ঞাতৃত্ব, পরিণাম, ভোক্তৃত্ব, অংশত্ব, জীবব্রহ্মের অভেদত্ব, জগৎসত্যত্ব, জগৎসংসার ভেদ, অবিকৃত পরিণামবাদ, আবির্ভাব-তিরোভাববাদ, ভক্তিসাধনত্ব ও পুষ্টিমার্গ * প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

ইঁহাদের মতে পরব্রহ্ম সর্ব্বধর্ম্মবিশিষ্ট, সচ্চিদানন্দ, ব্যাপক, অব্যয়, সর্বশক্তিমৎ, স্বতন্ত্র, নির্গুণ (প্রাকৃত গুণ বর্জিত), দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, স্বজাতীয়-বিজাতীয় স্বগতভেদ রহিত। নির্গুণ হইয়াও তিনি সগুণ, নিরাকার হইয়াও তিনি সাকার ইত্যাদি। শুদ্ধাদ্বৈতবাদে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব মায়াকৃত নহে, আরোপিতও নহে। নির্গুণ-ব্রহ্মের জগৎ কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব, সগুণব্রহ্ম পরতন্ত্র, পরতন্ত্রের কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না। কাজেই ব্রহ্মের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (ব্রহ্মসূত্র ১।১।২), 'অহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা' (গীতা ১০।৮)।

এইভাষ্যে জীব চিৎকণ, সূক্ষ্ম, পরিচ্ছিন্ন, চিৎপ্রধান, আনন্দস্বরূপ। জীব নিত্য, কিন্তু এই নিত্যতা অলীক। মায়াবাদিগণ জীবকে ব্রহ্ম বলেন, ইহাদের মতে জীব বিভু; কিন্তু বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদে জীব অণু। জীবের কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি ও অংশত্বাদি আলোচিত হইলেও জীব এবং

* শ্রীমদ্ভাগবত ২।১০।৪ 'পোষণং তদনুগ্রহঃ' শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ১৭ অঙ্ক, ১৮ পৃঃ "পোষণেঽপি তদেব মুখ্যং প্রয়োজনম্। পোষণ-শব্দেন হ্যনুগ্রহ উচ্যতে, তস্য চ পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ স্ব-প্রীতিদান এব।"

ব্রহ্মের অভেদ কল্পিত হইয়াছে। ব্রহ্ম চিৎ ও পূর্ণ প্রকটানন্দ, জীব তিরোহিতানন্দ হইলেও শুদ্ধজীব এবং ব্রহ্ম বস্তুতঃ একই পদার্থ। শঙ্কর মতে জগৎ মিথ্যা, কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতবাদে জগৎ সত্য ও নিত্য, ভগবদ্রূপ ও ভগবান্ হইতে অনন্য। 'ভাবে চোপলব্ধেঃ' (২।১।১৫) দ্রষ্টব্য। ইঁহাদের মতে ভক্তিই পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের সাধন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে স্থূল ও সূক্ষ্ম অচিৎ পদার্থ প্রলয়েও সূক্ষ্মাকারে অচিদ্-ভাবেই বর্ত্তমান থাকে; স্থূল ও সূক্ষ্ম জীব সম্বন্ধেও এই কথা—কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতবাদে এই দুই পদার্থ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন নিত্য সত্য। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সালোক্যাদি চতুর্বিধ মোক্ষ, কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতবাদে সাযুজ্য-মোক্ষও স্বীকৃত হইয়াছে। 'রামপটল' নামক গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশালা—বিষ্ণুকাঞ্চী, ক্ষেত্র—মার্কণ্ড, মুক্তি—সাযুজ্য, উপাস্য—কমলাসহ শ্রীজগন্নাথ, মন্ত্র—তুলসী, আচার্য্য—বামদেব, ধাম—পুরুষোত্তম, বেদ—যজুঃ, গোত্র—অচ্যুত ইত্যাদি উল্লেখিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের ন্যায় রুদ্র-সম্প্রদায়ও যে প্রাচীন ইহা অতি সত্য। শ্রীবিষ্ণুস্বামী শ্রীরুদ্র-সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্য। শ্রীবল্লভাচার্য্যকে কেহ কেহ 'বল্লভাচারী'ও বলিয়া থাকেন। 'মারুতশক্তি'-নামক টীকা গ্রন্থে ইঁহাদের গুরু-প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে, যথা—'আদৌ শ্রীপুরুষোত্তমং পুরহরং শ্রীনারদাদং মুনিং, কৃষ্ণং ব্যাসগুরুং শুকং তদনু বিষ্ণুস্বামিনং দ্রবিড়ম্। তচ্ছিষ্যং কিল বিল্বমঙ্গলমহং* বন্দে মহাযোগিনং, শ্রীমদ্ বল্লভ-

* বিল্বমঙ্গল—'সম্প্রদায় প্রদীপ' নামক এক গ্রন্থে তিন বিল্বমঙ্গলের নাম পাওয়া যায়। ২৯৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় তিন বিল্বমঙ্গলের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

নাম ধাম চ ভজেঽস্মৎসম্প্রদায়াধিপম্॥' 'শাণ্ডিল্য সংহিতা' ভক্তিখণ্ডের পঞ্চমাধ্যায় উদ্ধার করিয়া উক্ত টীকাকার সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের বদন হইতে উদিত—সর্বশ্রুতিবিশারদ শ্রীবল্লভাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়া স্ব-সম্প্রদায়ের প্রভূত কল্যাণ করিবেন। মথুরা, বৃন্দাবনে, কাশীতে ইঁহাদের মন্দির আছে। উদয়পুরের নিকটবর্ত্তী শ্রীনাথদ্বারে শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামিপাদের নিকট শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীগোবর্দ্ধনে প্রকটিত শ্রীগোপালদেব এক্ষণে ইঁহাদের সেবা অঙ্গীকার করিতেছেন।

শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের মতে—ঈশ্বর শুদ্ধ, ভগবদ্‌বিগ্রহ শুদ্ধ, ভজন-পরায়ণ জীব শুদ্ধ। জীব, জগৎ ও মায়া ঈশ্বরের আশ্রিত। এইরূপেই ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের **'শুদ্ধাদ্বৈতত্ব'** সিদ্ধ হয়।

(১) বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের আচার্য্য এবং শ্রীবল্লভাচার্য্যের দীক্ষাগুরু—দ্রাবিড় দেশীয়, দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবেন্বা নদীর পশ্চিম তীরস্থ ব্রাহ্মণ-বংশীয় পণ্ডিত এবং কবীন্দ্র। 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'-গ্রন্থ ইঁহারই রচিত। যাঁহার মঙ্গলাচরণ শ্লোক,—'চিন্তামণির্জয়তু সোমগিরির্গুরুর্মে, শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।' ইঁহার শ্রীগুরু সোমগিরি প্রদত্ত নাম **'লীলাশুক'**। এই 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থই শ্রীমন্ মহাপ্রভুজীউ দাক্ষিণাত্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহা শ্রীপুরীধামে শ্রীগম্ভীরালীলায় শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী ও শ্রীরায় রামানন্দ গোস্বামীর সঙ্গে রাত্রিদিনে আস্বাদন করিতেন। 'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি **কর্ণামৃত** শ্রীগীত গোবিন্দ। স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে গায় শুনে পরম আনন্দ॥'—চৈঃ চঃ ম। ২।৭৭।

(২) কাশীর বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীবিল্বমঙ্গল। ইঁহার রচিত সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ আছে। (৩) কোনও বিশেষ বৈষ্ণবাচার্য্যের নাম—শ্রীবিল্বমঙ্গল।

———

সাধনাবলী

মোক্ষের দুইটী উপায়—জ্ঞান ও ভক্তি। তন্মধ্যে, ভক্তিই শ্রেয়ঃ, কারণ—জ্ঞানী ব্রহ্মের নির্গুণ, অক্ষর রূপই দর্শন করেন; কিন্তু ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ রূপ সাক্ষাৎ করেন। ভক্তি দ্বিবিধা, মর্য্যাদা-ভক্তি ও পুষ্টিভক্তি। মর্য্যাদা-ভক্তিমান্-সাধক স্বপ্রচেষ্টায় শাস্ত্রের উপদিষ্ট সাধন-ভজনের দ্বারা মোক্ষ লাভ করেন; কিন্তু পুষ্টিভক্তিমান্ মুমুক্ষু অপর সাধনের অপেক্ষা করেন না—ভগবৎ প্রীতিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। পুষ্টিভক্তিই শ্রেয়ঃ ভক্তি, এবং ইহা শ্রীভগবদনুগ্রহেরই ফল। পুষ্টিভক্তি চারি প্রকার—(১) প্রবাহপুষ্টি (যাঁহারা সংসার প্রবাহারূঢ় ও ভোগলিপ্সু হইয়াও ঈশ্বরলাভের জন্য নানাবিধ কর্মে রত থাকেন, ইহা তাঁহাদেরই মার্গ)। (২) মর্য্যাদাপুষ্টি (যাঁহারা পার্থিব সুখে বিরাগী হইয়া ব্রহ্মের পঠন-পাঠন, নাম-কীর্ত্তন প্রভৃতিতে কালক্ষেপ করেন, ইহা তাঁহাদেরই মার্গ)। (৩) পুষ্টি-পুষ্টিভক্তি (এরূপ ভক্ত ভগবদনুগ্রহ লাভ করিয়া জ্ঞানলাভে অধিকারী হন; এবং স্বপ্রচেষ্টায় জ্ঞানলাভ করিয়া ভগবৎ সেবায় রত হন)। (৪) শুদ্ধপুষ্টিভক্তি (ইহাই ভক্তির উচ্চতম অবস্থা)। শুদ্ধপুষ্টিভক্তি ভগবদনুগ্রহেরই ফল, ভক্তের নিজ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। শুদ্ধপুষ্টিভক্তির অপর নাম **প্রেমভক্তি**। প্রেম, আসক্তি ও ব্যসন, প্রেমভক্তির তিনটি অঙ্গ। হরিভিন্ন অপর বস্তুতে প্রেমাভাব **'প্রেম'**, হরিভিন্ন অপর বস্তুতে বিরাগ **'আসক্তি'**, হরির প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি **'ব্যসন'**। শুদ্ধপুষ্টিভক্ত সর্ব্বাত্মভাবান্বিত। সমগ্র বিশ্ব কৃষ্ণময় দর্শনের নাম—**'সর্বাত্মভাব'**। শুদ্ধপুষ্টিভক্তের

কৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ও সেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য। সেবা দ্বিবিধা (১) ফলরূপা অথবা মানসী সেবা (স্মরণ প্রভৃতি), এবং (২) সাধনরূপা অথবা শারীরিক সেবা (অর্চনা প্রভৃতি)। শুদ্ধপুষ্টিভক্তি রাগমার্গ।

মর্য্যাদাভক্তগণ সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন, অর্থাৎ তাঁহারা হরির সহিত অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু পুষ্টিভক্তগণ-সালোক্য মুক্তি লাভ করেন, অর্থাৎ তাঁহারা হরির সহিত সমলোকস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত গোপ, গোপী ইত্যাদি ভাবে রাসক্রীড়ায় লিপ্ত হন এবং নিরবচ্ছিন্ন, অনন্ত আনন্দলাভে ধন্য হন। ইহাই শ্রেষ্ঠ মুক্তি।

শ্রীবল্লভাচার্য্য ধর্ম্মে কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তাঁহার মতে, দেহ ঈশ্বরেরই মন্দির। সুতরাং দেহক্লেশের কারণ তপস্যা, উপবাস প্রভৃতি সম্পূর্ণ অনুচিত। উপরন্তু, বিষয়সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বকই কৃষ্ণের সেবা করিতে হয়। শ্রীবল্লভাচার্য্যে দর্শন অপেক্ষা ধর্ম্মের স্থানই উচ্চতর, বস্তুতঃ দর্শন ও ধর্ম্মে সামঞ্জস্যও রক্ষা হয় নাই। দর্শনের দিক হইতে জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; অথচ ধর্ম্মের দিক হইতে মুক্ত জীবও ভগবানের দাস, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। শ্রীবল্লভের ভক্তিও সম্পূর্ণ মাধুর্য্য ও রাগমূলক, জ্ঞানমূলক নহে; এবং বল্লভের মতবাদ আবেগবহুল ও উচ্ছ্বাসময়। পরবর্ত্তীকালে এবং শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃপাপুষ্টভক্তিবাদে চেতনের সর্ব্বোত্তম ভূমিকায় রস ও ভাব সমভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এক অভিনব চমৎকারিতার আবির্ভাব হইয়াছে। ক্রমশঃ দর্শনের স্থান ধর্ম্মই সম্পূর্ণভাবে অধিকার লাভ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-ধারা সারা-জগৎবাসিকে দান করিতেছে ও করিবে। ইহারই নাম **'প্রেমভক্তি'**। যেখানে কোনও বাধা নাই। আছেন কেবল সেবা-নিরতা সখিগণসহ—**'প্রেমানন্দময়ী শ্রীরাধা'**।

শ্রীগৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধ

শ্রীবল্লভ ভট্ট—ইনি ত্রৈলঙ্গদেশে 'নিডাডাভলু' রেলষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল অন্তরে 'কাঙ্কড়বাড়' বা 'কাকুঁর পাড়'-নামক গ্রাম নিবাসী 'লক্ষ্মণ-দীক্ষিতে'র তনয়। আন্ধ্র-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পাঁচটী বিভাগ আছে,—বেল্ল নাটী, বেগী-নাটী, মুরকী নাটী, তেলগু-নাটী, কাশল নাটী। তন্মধ্যে বেল্লনাটী আন্ধ্র-ব্রাহ্মণকুলে ১৪০০ শকাব্দায় শ্রীবল্লভাচার্য্য জাত হন। কেহ কেহ বলেন,—বল্লভের জন্ম হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহ ত্যাগ করেন; পরে পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বল্লভাচার্য্যকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন।

অন্যমতে,—বিক্রমসংবৎ ১৫৩৫ অর্থাৎ ১৪০০ শকাব্দার চৈত্রী কৃষ্ণা-একাদশী-তিথিতে * ত্রৈলঙ্গদেশীয় বেল্লনাটী ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত 'খম্ভং পাটীবারু' উপাধিধারী লক্ষ্মণ-ভট্টদীক্ষিতের পুত্ররূপে বল্লভাচার্য্য 'চম্পকারণ্যে,' মতান্তরে,—মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বি, এন, আর লাইনে রাজিম ষ্টেশনের নিকট চাঁপাঝার গ্রামে প্রাদুর্ভূত হন। একাদশ বর্ষকাল পর্য্যন্ত কাশীতে বাস করিয়া বিদ্যাধ্যয়নানন্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে শেযাদ্রিতে তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি শ্রবণ ঘটে। ভ্রাতা ও মাতাকে গৃহে রাখিয়া তুঙ্গাভদ্রাতীরে বিদ্যানগরে গমন পূর্ব্বক বক্কুরাজের পৌত্র কৃষ্ণদেবের উল্লাস বিধান করেন। অতঃপর তিনবার ষড়্‌বর্ষব্যাপী দিগ্বিজয়ে অষ্টাদশবর্ষ যাপন করেন। ত্রিংশদ্‌বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে কাশীতে 'মহালক্ষ্মী'-নাম্নী স্বজাতীয়া ব্রাহ্মণ-তনয়ার পাণি গ্রহণ

* মতান্তরে ১৪৭৯ খৃঃ বৈশাখী কৃষ্ণা একাদশীতে।

করেন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অধিত্যকায় শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক প্রয়াগের নিকট আড়াইল-গ্রামে অবস্থিতি করেন। ইঁহার দুই পুত্র গোপীনাথজী ও বিঠ্‌ঠলেশ্বরজী। বিঠ্‌ঠলনাথজীর সাত পুত্র—১ গিরিধর, ২ গোবিন্দ, ৩ বালকৃষ্ণ, ৪ গোকুলনাথ, ৫ রঘুনাথ, ৬ যদুনাথ, ৭ ঘনশ্যাম। গোকুলনাথের জন্ম ১৫৫০ খৃঃ।

শ্রীগোকুলনাথেরও অপর একনাম—শ্রীবল্লভ (আচার্য্য)। ইঁহাদের নামে শ্রীমথুরায় **সাতঘরা** * নামক স্থান বর্ত্তমান আছে।

শ্রীবল্লভ শৈশবে কাশীতে মাধবেন্দ্র যতির নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দক্ষিণদেশে তীর্থ ভ্রমণ কালে ইনি বিজয়নগরে স্ব-মাতুলালয়ে উপস্থিত হন এবং তত্রত্য রাজসভায় তত্ত্ববাদাচার্য্য শ্রীব্যাসতীর্থের সহিত মিলিত হন। শ্রীবল্লভ তথায় মায়াবাদ খণ্ডন করত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিলে রাজা কৃষ্ণদেব শ্রীব্যাসতীর্থের সভাপতিত্বে বল্লভভট্টের 'কনকাভিষেক' করেন ও 'আচার্য্য' পদবী প্রদান করেন। দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়া তিনি তিনবার ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। দ্বিতীয়বার পর্য্যটন-কালে কাশীতে বিবাহ করেন। গৃহস্থ হইয়া কাশীতে অবস্থান অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া প্রয়াগে 'আড়াইল' গ্রামে বাস করেন। নানা তীর্থ পর্য্যটনক্রমে ইনি শ্রীব্রজে গোবর্দ্ধনে আগমন করত পূর্ণমল্ল-নামক তদীয় বণিক্যশিষ্যের সাহায্যে গোবর্দ্ধন-গিরির উপর মন্দির করাইয়াছিলেন। তৎপরে কাশীতে আসিয়া পঞ্চগঙ্গাঘাটে কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে

* See the 'Birth-date of Vallavacharya' by G. H. Batt, M. A., Published in the Proceedings and Transaction of the Ninth A. I. O. C., Trivandram, 1937, P. 595—599.

শাস্ত্রযুদ্ধে জয় করেন। তৎপরে আবার গোকুলে বাসস্থান নির্ম্মাণ করত শ্রীগোবর্দ্ধনস্থ নূতন শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র-পুরী-পাদের আবিষ্কৃত শ্রীগোপালকে পুনঃ স্থাপন করেন। ইহার পর সস্ত্রীক আড়াইল গ্রামে আসিলে ১৫১০ খৃঃ তাঁহার প্রথম পুত্র শ্রীগোপীনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৫১৫ খৃঃ দ্বিতীয় পুত্র বিঠ্ঠলনাথ চরণাদ্রিতে আবির্ভূত হন। আড়াইলে প্রত্যাবর্ত্তন করত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা সমাপ্ত করত একাদশের টীকা আরম্ভ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুজীউ শ্রীবৃন্দাবন গমন কালে উক্ত আড়াইল গ্রামে বল্লভভট্টের সহিত সাক্ষাৎকার ও পরিচয় হয়। † বল্লভাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিজগৃহে আনয়ন করিয়া পাদ-প্রক্ষালনান্তর সগোষ্ঠী সেই জল পান করেন এবং প্রভুকে দিব্যাসনে উপবেশন করাইয়া নূতন কৌপীন ও বহির্বাস প্রদান করেন (চৈঃ চঃ মঃ১৯)। ইঁহার পরে বল্লভাচার্য্য স্ব-মত প্রচারার্থ দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিয়া শেষে পুরীধামে উপনীত হন। তথায় প্রভুকে নিত্য দর্শন করিতে যাইতেন। প্রথম হইতে শ্রীবল্লভাচার্য্যের মনে পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব ছিল; মহাপ্রভু তাঁহার গর্ব্ব নাশ করিয়া শেষে শ্রীচরণে আশ্রয় দেন। একদিবস পুরীধামে বল্লভাচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন—'কৃষ্ণ যখন আপনাদের স্বামী, তখন তাঁহার নাম কেন উচ্চারণ করেন?' একথায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু উত্তর দিলেন,—স্বামীর আজ্ঞাই বলবতী। স্বামী তাঁহার নাম অবিরত উচ্চারণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন।

† আমেদাবাদ বীরবিজয় প্রেস হইতে লল্লুভাই ছগনমল দেশাই কর্তৃক ১৯৯০ সম্বতে মুদ্রিত 'শ্রীবল্লভাচার্য্য জী কী নিজবার্ত্তা'-নামক পুস্তকে এবং কাঁকরোলী বিদ্যাবিভাগ হইতে প্রকাশিত 'সম্প্রদায়-প্রদীপে' (৮০ পৃষ্ঠায়) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের আড়াইল গ্রামে পদার্পণের কথা লিপিবদ্ধ আছে।

অন্যদিনে বল্লভাচার্য্য বলিয়াছিলেন—'আমি স্বামীর (শ্রীধর স্বামীর) ভাগবতের ব্যাখ্যা মানি না; ইহাতে প্রভু রহস্য করিয়া বলিলেন,—স্বামীকে যিনি না মানেন, তিনি বেশ্যা। এই শ্রীধর স্বামী হইলেন, শ্রীরুদ্র হইতে প্রকটিত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের একজন প্রধান আচার্য্য। সেই শ্রীধরস্বামিকে অবমাননা করিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্য নিজ সম্প্রদায়কে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুগত বলিলেও প্রকৃতিপক্ষে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় ও বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা হইবে।

কবিরাজ শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামিপাদের রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের অন্ত্যলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়,—শ্রীবল্লভ শ্রীপুরীধামে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট যুগল-উপাসনার মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সেই সময় হইতে যুগল উপাসনায় রত হন। তৎপূর্ব্বে তিনি বালগোপালের উপাসনা করিতেন *। তবে বল্লভের শিষ্যগণ পূর্ব্বমতেই চলিতে থাকেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ স্বীয় পুত্র বিঠ্ঠলাদিকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে অর্পণ করেন। গৌড়ীয়-গোস্বামী শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথাদির সহিত ইঁহারা প্রাণাধিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়া ভজন করেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ ১৫৩১ খৃঃ আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ায় কাশীর হনুমান্ ঘাটে অন্তর্হিত হন।

* 'বল্লভভট্টের হয় বাৎসল্য উপাসন।
বালগোপাল-মন্ত্রে তেঁহো করেন সেবন ॥
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল।
কিশোর গোপাল উপাসনায় মন দিল ॥'

—চৈঃ চঃ অঃ ৭।১৪৪-৪৫

বন্দে বল্লভভট্টাখ্য-মায়রোল-নিবাসিনম্।
রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-লীলা-পারাবার-বিগাহিনম্॥
—শাখা-নির্ণয়ামৃত ৫৬

ইনি ৮৪ খানি গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি আছে। ব্রহ্মসূত্রানুভাষ্য, ভাগবত টীকা সুবোধিনী, তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ, ষোড়শ গ্রন্থ, শিক্ষা শ্লোক, শ্রুতিগীতা, মথুরা মাহাত্ম্য, মধুরাষ্টক, পুরুষোত্তম নাম-সহস্র, পরিবৃঢ়াষ্টক, নন্দকুমারাষ্টক, পঞ্চশ্লোকী, গায়ত্রীভাষ্য ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া জানা যায়।

'শাখানির্ণয়ামৃত' গ্রন্থখানি যদুনাথ দাস কৃত বলিয়া জানা যায়। এই গ্রন্থে বল্লভাচার্য্যকে গদাধর শাখাভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর 'বৈষ্ণব-বন্দনা' নামক গ্রন্থেও বল্লভাচার্য্যের বন্দনা পাওয়া যায়। কবিকর্ণপুরও তাঁহার 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে' বল্লভাচার্য্যকে গৌর-পরিকর এবং পূর্ব্বলীলায় শুকদেব ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও 'চৈতন্যচরিতামৃতে' গদাধর শাখা বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণ প্রেমময়॥" ১।১২।৮১॥ এস্থলে 'বল্লভ' শব্দে বল্লভ ভট্টকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায় যে, শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবই ছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, একদিন যমুনাতীরে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এবং বল্লভভট্টের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিচারও হইয়াছিল। এই বিচারে শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে না পারিয়া বল্লভভট্ট তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর 'শ্রীগোপালদেবাষ্টক' গ্রন্থে লিখিত আছে,—'অধিধরমনুরাগং মাধবেন্দ্রস্য তন্বং-স্তদমলহৃদয়োত্থং প্রেমসেবাং বিবৃণ্বন্। প্রকটিত-নিজশক্ত্যা বল্লভাচার্য্য-ভক্ত্যা স্ফুরতি হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ॥'

—'শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর অতি প্রবৃদ্ধ অনুরাগ বিস্তার করতঃ তাঁহারই বিশুদ্ধ হৃদয়োত্থ ভাবময়ী প্রেমসেবার আদর্শ যিনি প্রদর্শন করিয়াছেন, সুপ্রকটিত নিজের সেই শক্তির সহিত এবং বল্লভাচার্য্যের ভক্তির সহিত সেই শ্রীগোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন।' ইহা হইতে ধারণা করা যায়—শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যও শ্রীগোপাল-দেবের (গোবর্দ্ধনেশ্বর গোপালের বা শ্রীনাথের) সেবার বিশেষ আনুকূল্য করিতেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায় যে, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীগোপাল দেবের স্বপ্নাদেশে শ্রীগোপালদেবকে নিভৃত কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া গোবর্দ্ধনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দুই জন গৌড়ীয়-ব্রাহ্মণের উপরে সেবার ভার অর্পণ করেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থ হইতে জানা যায়—'সেই দুই বিপ্রের অদর্শনে। কথোদিন সেবে 'কোন ভাগ্যবন্ত জনে'॥ * শ্রীদাস গোস্বামী আদি

* 'কোন ভাগ্যবন্ত জনে'—এই কথার একটি প্রবাদ পাওয়া যায় যে,—কবিকুলতিলক শ্রীরাধামাধবৈক-জীবন-সর্ব্বস্ব শ্রীল জয়দেব-গোস্বামি-বংশজ ও প্রেমাবতার শ্রীমন্‌নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য—'শ্রীরামরায়' বা 'শ্রীরামভদ্র' গোস্বামিপাদ কিছুদিন এই সেবা করেন। তাঁহার বংশধর বর্ত্তমানে শ্রীবৃন্দাবনে আছেন। তাঁহার নাম শ্রীযমুনাবল্লভ গোস্বামিজী।

পরামর্শ করি। শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরে কৈল সেবা অধিকারী॥ পিতা বল্লভভট্ট, তাঁর অদর্শনে। কথোদিন মথুরায় ছিলেন নির্জ্জনে॥ পরম বিহ্বল গৌরচন্দ্রের লীলায়। সদা সাবধান এবে গোপাল সেবায়॥
—ভক্তিরত্নাকর—বহরমপুর সংস্করণ, ২১৪ পৃঃ।

শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের অন্তর্দ্ধানের পরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বর মথুরায় নির্জ্জনে বাস করিতে থাকেন। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-বিগ্রহের' সেবা করিতেন। রাঘব পণ্ডিতের সঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা উপলক্ষ্যে শ্রীনিবাসাচার্য্য যখন বিঠ্ঠলেশ্বরের বাসস্থান গাঁঠুলি-গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন সে স্থলে—'বিঠ্ঠলের সেবা **কৃষ্ণ-চৈতন্য-বিগ্রহ**। তাঁহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ॥'—ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, শ্রীগোবর্দ্ধনেশ্বর গোপালের (শ্রীনাথের) সেবক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদ্বয়ের দেহ রক্ষার পরে অস্থায়ীভাবে 'কোনও ভাগ্যবন্ত জনে' গোপালের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত-পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী তৎকালীন বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরের উপরে শ্রীগোপালের সেবার ভার অর্পণ করেন। শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরও অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত গোপালদেবের সেবা করিয়াছিলেন, শ্রীদাস গোস্বামীর 'গোপালরাজ-স্তোত্র' হইতে তাহা জানা যায়। দাস গোস্বামী লিখিয়াছেন—'বিবিধ-ভজন-পুষ্পৈরিষ্টনামানি গৃহ্নন্, পুলকিত তনুরিহ শ্রীবিঠ্ঠলস্তোরুসখ্যৈঃ। প্রণয়মণিসরং স্বং হন্ত তস্মৈ, দদানঃ, প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপাল-রাজঃ॥' —'যিনি শ্রীবিঠ্ঠলের সখ্য প্রধান বিবিধ ভজনরূপ পুষ্প-

দ্বারা পুলকিত হইয়া ইষ্টনাম গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত বিঠ্ঠলেশ্বরকে প্রণয়রূপ মণিমালা অর্পণ করিয়ছেন ; সেই শ্রীগোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপযুক্ত হইয়া মনোহররূপে বিরাজ করুন।'

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, গৌরলীলা-রস-রসিক বিঠ্ঠলেশ্বরকে সেবার যোগ্য পাত্র মনে করিয়া বৃন্দাবনস্থ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাগ্রগণ্যগণ তাঁহার উপরেই শ্রীগোপালের সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য এবং তাঁহার পুত্র শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বর উভয়েই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ানুরাগী ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে, সম্ভবতঃ বিঠ্ঠলেশ্বরের পরে, বল্লভাচার্য্য ও বিঠ্ঠলেশ্বরের শিষ্য-প্রশিষ্যগণই একটি পৃথক্ সম্প্রদায়-গঠন করিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদকে তাহার প্রবর্ত্তকরূপে প্রচার করেন। এই সম্প্রদায় বর্ত্তমানে 'বল্লভাচারী'-সম্প্রদায় নামে পরিচিত। দার্শনিক-মতবাদে গৌড়ীয়-সম্প্রদায় হইতে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের কিছু পার্থক্য আছে। ইহাই পৃথক সম্প্রদায় গঠিত হওয়ার এক হেতু হইবে। দ্বিতীয় হেতু—শ্রীবল্লভের পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রীরুদ্র হইতে-প্রকটিত শ্রীবিষ্ণু-স্বামি-সম্প্রদায়ের অনুগত ছিলেন ; কিন্তু বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীধরস্বামিপাদের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুজীর সম্মুখে অবজ্ঞা করার জন্য প্রমাণিত হয় যে,—শ্রীবল্লভাচার্য্য স্বতন্ত্র মত প্রচার দ্বারা পৃথক্ সম্প্রদায়ের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি পুত্র সহ নিজে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ভজনের আনুগত্য করেন। পরবর্ত্তীকালে সেই সম্প্রদায় শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় ও গৌড়ীয়-সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র 'বল্লভাচারী-সম্প্রদায়' বা 'শ্রীবল্লভকুলী' নামে পরিচয় প্রদান করিতেছেন। যাহা হউক, একটি আনন্দের বিষয় এই যে,—ইঁহারা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়

হইলেও 'বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়' ও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে'র সহিত সম্প্রীতি-ভাবই পোষণ ও রক্ষণ করিতেছেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতবাদও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈত'-মতবাদের ন্যায় '**শুদ্ধাদ্বৈতবাদ**' বলিয়া জানা যায়। যেমন শ্রীরামানুজাচার্য্যের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' এর মত শ্রীরামানন্দাচার্য্যের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'। শ্রীরামানুজ হইতে শ্রীরামানন্দের সিদ্ধান্ত-বিচার-বৈশিষ্ট্য কিছু ভিন্ন প্রতীতি হয় *। সেইরূপ 'শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়'। এক্ষণে শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীগোকুলে ইহাদের প্রধান গাদী।

সাধন সম্বন্ধে—শ্রীবল্লভাচার্য্য সাধন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অনেক সামঞ্জস্য আছে। ইহা ইহতে শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ে তিনি যে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই পরব্রহ্মের শ্রুতিপ্রোক্ত রসস্বরূপত্বের কথা সমুজ্জ্বলভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যও পরব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন। গোপাল-তাপনী শ্রুতিপ্রোক্ত 'গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই' যে রসস্বরূপত্বের পরিপূর্ণতম বিকাশ তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় আচার্য্য বল্লভপাদও স্বীকার করিয়াছেন।

সাধন-সম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভু যাহাকে 'বিধিমার্গ' বলিয়াছেন, শ্রীবল্লভাচার্য্য তাহাকে 'মর্য্যাদামার্গ' বলিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যাহাকে 'রাগমার্গ' বলিয়াছেন', শ্রীবল্লভাচার্য্য তাহাকে 'পুষ্টিমার্গ' বলিয়াছেন। ভঃ রঃ সিন্ধু—রাগমার্গকে পুষ্টিমার্গ বলিয়াছেন।

* শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়—(১) বড় গলৈ, (২) তিঙ্গলৈ ভেদে দুইটী শাখায় বিভক্ত। শ্রীরামানন্দাচার্য্যপাদ 'তিঙ্গলৈ' মত গ্রহণ করেন—'শ্রীবৈষ্ণবমতাজ-ভাস্কর' দ্রষ্টব্য।

সাধনসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ উভয় মতেই স্বীকৃত। বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু রাগমার্গে চারিভাবের ভজনের কথা জানাইয়াছেন,—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। কিন্তু শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য তাঁহার পুষ্টিমার্গে কেবল মাত্র মধুরভাবের ভজনের কথাই জানাইয়াছেন। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই মধুর ভাবের, কান্তাভাবের উপাস্য। তিনি দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ভাবের ভজনের কথা বলেন নাই। ইহাতে মনে হয়, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকটে তিনি যে মধুরভাবের গোপী-জনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রভাব।

শ্রীব্রজানুরাগ

অন্তঃকরণ ! মদ্বাক্যং সাবধানতয়া শৃণু।
কৃষ্ণাৎ পরং নাস্তি দৈবং বস্তুতো দোষবর্জিতম্॥
সর্ব্বং সমর্পিতং ভক্ত্যা কৃতার্থোঽপি সুখী ভব।
—অন্তঃকরণ-প্রবোধ ১,৮,১০।

সেবায়াং বা কথায়াং বা যস্যাঽসক্তি র্দৃঢ়া ভবেৎ।
যাবজ্জীবং তস্য নাশো ন ক্বাপীতি মতি র্মম॥
—ভক্তিবর্দ্ধিনী।

উদ্ধবাগমনে জাত উৎসবঃ সুমহান্যথা,
বৃন্দাবনে গোকুলে বা তথা মে মনসি কচিৎ।
—নিরোধলক্ষণ—৩।

শ্যামসুন্দর ! শিখণ্ডশেখ ! স্মেরহাস্যমুরলী-মনোহর !
রাধিকারসিক ! মাং কৃপানিধে ! স্বপ্রিয়াচরণকিঙ্করীং কুরু॥
সংবিধায় দশনে তৃণং বিভো ! প্রার্থয়ে ব্রজমহেন্দ্রনন্দন !
অস্তু মোহন ! তবাতিবল্লভা, জন্মজন্মনি মদীশ্বরীপ্রিয়ে॥
—শ্রীরাধাপ্রার্থনা-চতুঃশ্লোকী।

রহস্যং শ্রীরাধেত্যখিল-নিগমানামিব ধনং,
নিগূঢ়ং যদ্বাণী র্জপত সততং জাতু ন পরম্।
প্রদোষে দুগ্ধোষে পুলিনগমনায়াতিমধুরং,
বলত্তস্যাশ্চঞ্চচ্চরণযুগমাস্তাং মনসি মে॥
—শ্রীস্বামিনী-অষ্টক

ন মে ভূয়ান্মোক্ষো ন পুনরমরাধীশ-সদনম্।
ন যোগো ন জ্ঞানং ন বিষয়সুখং দুঃখকদনম্॥
ত্বদুচ্ছিষ্টং ভোজ্যং তব পদজলং পেয়মপি ত-
দ্রজো মূর্দ্ধ্নি স্বামিন্ত্বনুসবনমস্তু প্রতিভবম্॥

—সমস্ত নিগমাগমের সার, নিগূঢ় রহস্যতুল্য 'শ্রীরাধা'—এই নাম আমার বাণীতে উচ্চারণ হইতে থাকে, তদতিরিক্ত কোন নাম উচ্চারিত না হয়। সন্ধ্যাকালে মধুরপতির প্রতি চালিত চঞ্চল যুগল চরণকমল আমার মনে যেন সর্ব্বদা অবস্থান করে।—শ্রীস্বামিনী অষ্টকের অনুবাদ।

—আমি মোক্ষ চাহি না, স্বর্গের মহেন্দ্রভবন চাহি না, যোগসিদ্ধি চাহি না, জ্ঞানেরও প্রয়োজন নাই, দুঃখমিশ্রিত বৈষয়িক সুখও চাহি না। কেবল আপনার প্রসাদীদ্রব্য, চরণোদক এবং শিরোপরি আপনার চরণ-কমলের রজ প্রতি জন্মে জন্মে মিলিতে থাকে, এতটুকু কৃপা আমার উপর রাখিতে প্রার্থনা।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।২২

'সনক'-সম্প্রদায়

(আচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক-পাদ—দ্বৈতাদ্বৈতবাদী)

পূর্ব্বকালে তৈলঙ্গ দেশের অন্তঃপাতী 'বৈদূর্য্য-পত্তন' নামে একটি নগর ছিল। বর্ত্তমানে সেই নগর 'মুঙ্গের-পত্তন' বা 'মুঙ্গীপাটন' নামে পরিচিত। এই নগরে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ আরুণি মুনি সহধর্ম্মিনী শ্রীজয়ন্তী দেবীর সহিত বাস করিতেছিলেন। কথিত হয় যে, শ্রীমদ্ভাগবত (১।১৯।১১ শ্লোকে) পরীক্ষিৎ সভায় আগত যে অরুণ মুনির নামের উল্লেখ আছে, ইনি (আরুণি) সেই বংশীয়।

* সেই মুঙ্গীপাটন (১) নগরে তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ শ্রীঅরুণিমুনি (২) পিতা ও মাতা শ্রীজয়ন্তী দেবীর (৩) ক্রোড়ে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে (৪) শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের অবতাররূপে নিম্বার্ক আচার্য্য আবির্ভূত হয়েন। নিম্ববৃক্ষারূঢ় হইয়া ইনি যোগবলে সূর্য্যকে অস্তাচল গমন হইতে প্রতিরোধ করিয়া সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অতিথি যতিগণের সৎকার করায় নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্ক নামে খ্যাত হন, এইরূপ কিম্বদন্তী আছে। হায়দারাবাদের (দাক্ষিণাত্য) অন্তর্গত আদিলাবাদ হইতে ৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বদিকে অবস্থিত একটি স্থানে আবিষ্কৃত জয়নাদ বা

---

* ১। মতান্তরে তৈলঙ্গদেশে দেব-নদীর তীরস্থ সুদর্শনআশ্রমে, অন্যমতে শ্রীগোবর্দ্ধনে নিম্বগ্রামে, অন্য আর এক মতে শ্রীযমুনার তীরে বৃন্দাবনে আবির্ভাব। ডক্টর আর, জি, ভাণ্ডারকার বেলারী জেলার নিম্বপুরকে 'নিম্বগ্রাম' মনে করেন,—Vaisnavisim, Saivism and Minor Religious Systems, Page 88, Poona, 1928 ; ২। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়িগণের মতে (ভাঃ ১।১৯।১১ শ্লোক) পরীক্ষিত সভায় আগত 'অরুণ মুনির' বংশধরই এই আরুণি ; ৩। শ্রীনিম্বার্ক-আচার্য্যকৃত দশশ্লোকীর শ্রীহরিব্যাসদেবকৃত 'সিদ্ধান্ত-কুসুমাঞ্জলি' টীকায় শ্রীনিম্বার্কের পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ ও মাতার নাম শ্রীসরস্বতী বলিয়া উক্ত হইয়াছে—মুম্বই নির্ণয়-সাগর-সং ১৯২৫ খ্রীঃ। ৪। মতান্তরে বৈশাখী শুক্লা-তৃতীয়া।

জয়নাথ শিলালিপিতে দেখা যায় যে, উদয়াদিত্যের (বিক্রমসম্বৎ ১১১৬—১১৪৩= খ্রীঃ ১০৬০—১০৮৭) বিশেষ প্রিয় কর্ম্মচারী লোলার্কের (নামান্তর অর্জ্জুনের) পত্নী পদ্মাবতী ব্রহ্মত্তর-ভূমিতে 'নিম্বাদিত্যপ্রাসাদ' নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।*(৫) ইহা হইতে অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পূর্ব্বে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব কাল নির্ণয় হইতে পারে। উক্ত শিলালিপির (৬) মূলপাঠ নিম্নরূপ। ওঁ নমঃ সূর্যায়॥ অকালেঽপি রবে র্বারে নিম্বপুণ্যোদ্‌গমৈরয়ম্। প্রত্যয়ং পূরয়ন্ ভানু র্নিরত্যয়মুপাস্য-তাম্॥—যিনি সকলের অভীষ্ট পূরণ করেন, সেই এই সূর্য্যকে অকালেও অর্থাৎ নিষিদ্ধকালেও রবিবারে নিম্ববৃক্ষের পবিত্র পত্রপুষ্পাদিদ্বারা অপতিতভাবে উপাসনা কর। শিলার সর্ব্বশেষ শ্লোকটী এই,—তৎপত্নী পদ্মপত্রায়ত-নয়নযুগা পদ্মসঙ্কাশবক্ত্রা, নাম্না পদ্মাবতীতি ত্রিজগতি বিদিতা রাগতঃ শ্বেতপদ্মা। এতস্মিন্নগ্রহারে হঠহৃতকলুষে কারয়ামাস। নিম্বাদিত্যপ্রাসাদ * * * * চন্দ্রার্কা॥ (৭)।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যপাদের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে অনেক প্রকার মত-বাদ দেখা যায়। তবে, আচার্য্যপাদ নিজরচিত 'শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ' গ্রন্থে

* ৫। 'The Dynastic History of Northen India, (Early Mediaeval Period) by Dr. H. C. Roy, Vol. II, P p 876—878, C. V. Press 1936; ৬। Vide, The Annual Report of the Archaeological Department of H. E. H. the Nizam's Dominions for 1927—28 A. D. P p 23, 24 (Published in 1930) and Plate G.; ৭। তারকা চিহ্নিত অংশের অক্ষর সমূহ শিলা-লিপিতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।—গৌঃ দঃ ইতিহাস—২০১—২০৩ পৃঃ—শ্রীসুন্দরা-নন্দ বিদ্যাবিনোদ-কৃত।

*(১৯৪০ খৃঃ শ্রীনির্ম্মলচন্দ্রনাগ মহাশয়ের সম্পাদনায় আসাম শ্রীহট্ট শক্তি-প্রেসে, শ্রীবিনয়ভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ৫১পৃঃ দ্রঃ); ২২ শ্লোকে আচার্য্য শঙ্করপাদের 'দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ' নিরাসমূলক যে মত প্রকাশ করিয়াছেন,

* ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্যের স্বয়ং রচিত এই 'শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ' গ্রন্থের অপর আর একটি নাম—'সবিশেষ-নির্বিশেষ 'শ্রীকৃষ্ণ স্তবরাজ'। বাল্যাবস্থায় আচার্য্য-পাদ স্বীয় পিতার নিকট সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে দেবর্ষি নারদের উপদেশে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া পঞ্চবিংশতি শ্লোকে তাঁহার স্তব করেন। সেই স্তবের নামই 'শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ'।

এই স্তবরাজের তিনখানা সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত টীকা আছে। প্রত্যেকখানিই দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত। শ্রীপুরুষোত্তম প্রসাদ বিরচিত "শ্রুত্যন্তসুরদ্রুম" নামক টীকাই সুবৃহৎ। 'শ্রীবৃন্দাবন নিম্বার্ক লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীমৎ কিশোর দাস মহাশয় ১৯০৮ ইংরাজী সনে বেনারস চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ হইতে এই টীকাটি শ্রীযুত রত্নগোপাল ভট্টের দ্বারা প্রথম প্রকাশ করেন। উক্ত সংস্কৃত সিরিজ হইতেই শ্রীব্রজেশ্বর প্রসাদ কৃত 'শ্রুতি-সিদ্ধান্ত মঞ্জরী' নামক সংক্ষিপ্ত আর একখানা টীকা প্রকাশিত হয়। 'শ্রুত্যন্তকল্প-বল্লী' নামে আর একখানি সুপ্রসিদ্ধ টীকাও আছে। ইহা ভিন্ন হিন্দী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ 'বেদান্ততত্ত্বসুধা' নামক আর একখানি গ্রন্থ সংক্ষিপ্তাকারে পঃ শ্রীকিশোর দাসজী রচনা করিয়াছেন। ১৯১৩ ইংরাজী সনে আলোয়ার রাজপুতনা নিবাসী শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত M. Y. Sanam F. T. S. এই স্তবটি ইংরেজী অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ ও ১৯৪০ খৃঃ শ্রীযুত নির্ম্মল চন্দ্র নাগ মহাশয় এই গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ বঙ্গভাষায় প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন। তৎকালে শ্রীহট্টের জেলা জজ্ N. L. Hindley মহোদয় এই গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা করিয়াছেন। 'বেদান্ততত্ত্বসুধা' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় পঃ শ্রীকিশোর দাসজী 'সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ' গ্রন্থখানি ভগবান্ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যপাদ-রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং আচার্য্য শ্রীশঙ্করপাদের 'দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ' খণ্ডনাত্মক সিদ্ধান্ত অতি সুনিপুনতার সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তাহাতে শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদের পরবর্ত্তী বলিয়া তাঁহার কাল নির্ণয় করা যায়। শ্লোকটী এই—'দৃষ্টিসৃষ্টিরপি নৈব সম্মতা, দর্শনাত্তব ফলং যতঃ স্থিরম্॥ সার্থকো ভবতি যত্র শব্দকঃ সর্ব্ব এব পরদেবতাত্মনি॥'—পরদেবতাস্বরূপ তোমাতে বেদের কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড উভয়েই সার্থক হয়। তোমার দর্শনে স্থির ফল মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং 'দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ' শাস্ত্র সম্মত এবং সাধু সম্মত নহে! শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ তাঁহার 'সিদ্ধান্তরত্নম্' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পাদে ৭২ অনুচ্ছেদে—'অপিচ মায়িনা 'দৃষ্টিসৃষ্টিঃ' স্বীকৃতা। দৃষ্টি সময়া সৃষ্টিরিতি। সা চৈষা ক্ষনিকবিজ্ঞানপক্ষং নাতিবর্ত্ততে। তত্রার্থানামর্থাৎ ক্ষণিকত্বাৎ। ন চাত্রাক্ষণিকং বিজ্ঞানমাত্রমস্তীতি স্বীকারাৎ ততো ভেদঃ তত্র প্রমাণাভাবাৎ দর্শিতং চৈতৎ প্রাক্॥' ইত্যাদি বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন,—'প্রপঞ্চমিথ্যাত্ববাদিনো নাস্তিকত্বং অপি চেত্যাদিনা। মায়িনা শঙ্করেণ 'বাক্-সুধাখ্যেন প্রকরণেন দৃষ্টিঃ সমর্থিতা। তস্যাঃ স্বরূপমাহ-দৃষ্টিতি। যদৈব দৃষ্টিস্তদৈব সৃষ্টি র্দৃষ্ট্যভাবে সৃষ্ট্যভাব ইত্যর্থঃ। তত্রেতি ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদে যোগাচারাখ্যেন—বুদ্ধশিষ্যেণ প্রতিপাদিতে ন চাত্রেতি। অত্র চিন্মাত্রাদ্বৈতবাদে শঙ্করাভিমতে। অক্ষণিকং নিত্যং। তত্রেতি-নির্গুণ-চিন্মাত্রে। প্রাগিতি প্রামাণ্যপ্রবৃত্তেশ্চেত্যাদি পূর্ব্বোক্ত-গ্রন্থে। তস্মাৎ যোগাচার-মতাবলম্বী নির্গুণচিদদ্বৈতীতি॥৭২॥ †

† সিদ্ধান্তরত্নম্—বাং ১৩০৪ সালে কলিকাতা ৮০ নং মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট্, পিপেলস্ প্রেসে, শ্রীচন্দ্রনাথ গুহ দ্বারা মুদ্রিত। শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সংস্করণ—২১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অতঃপর ৪৬১ সম্বৎ পণ্ডিত অমোলকরাম শাস্ত্রী সম্পাদিত, বৃন্দাবনস্থ আগ্রবাল প্রেসে মুদ্রিত; নিম্বার্কাচার্য্য রচিত দশশ্লোকীর 'বেদান্তরত্নমঞ্জুষা' নাম্নী টীকাকার তদীয় চতুর্থ অধস্তনাচার্য্য শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য। ঐ বেদান্তরত্নমঞ্জুষা গ্রন্থের ২য় প্রকোষ্ঠের ভূমিকার ৭ম পৃষ্ঠায় নিম্বার্কাচার্য্য-পাদের স্বরচিত গ্রন্থ তালিকা দিয়াছেন—(১) শ্রীকৃষ্ণ-স্তবরাজ, (সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ কৃষ্ণস্তবরাজ), (২) গুরুপরম্পরা, (৩) দশশ্লোকী ঔর-সিদ্ধান্ত-রত্ন, (৪) মধ্বমুখমর্দ্দন, * (৫) বেদান্ততত্ত্ববোধ, (৬) বেদান্তপারিজাত সৌরভ, (৭) বেদান্তসিদ্ধান্তপ্রদীপ, (৮) স্বধর্মাধ্ববোধ—এই আটখানি। 'মধ্বমুখমর্দ্দন'—অর্থাৎ মধ্বের মতবাদ খণ্ডন। এই স্থানেও নিম্বার্কাচার্য্য মধ্বাচার্য্যের পরবর্ত্তী আচার্য্যই প্রমাণিত হইতেছেন। কত পরে তাহা ঠিক্ করা যায় নাই। পূর্ব্ব আচার্য্যের মতবাদই পরবর্ত্তী আচার্য্য-কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়া থাকে। নিম্নের পাদটীকা হইতেও নিম্বার্কের কাল মধ্বের পরে বলিয়া জানা যায়। 'শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ'-গ্রন্থের দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ-খণ্ডনাত্মক শ্লোকের দ্বারা আচার্য্য শঙ্করপাদের পরে যে আচার্য্য নিম্বার্কের অভ্যুদয় কাল তাহা অনায়াসেই নিরূপিত হইতে পারে।

* 1. "The North-West Provinces" Catalogue, Vedanta, 21, makes Nimbarka author of 'Madhva-Mukha-Mardan' an adverse "Criticism of Madhva's doctrines"—(Notices of Sanskrit Mss, by Dr. Rajendralala Mitra, Vol. III, Calcutta 1876, p. 187.).

2. "Again, in the catalogue of Sanskrit Manuscripts in the private Libraries of the North Western Provinces,

Part 1, Benaras, 1874 (or N. W. P. Catalogue, Ms. No. 274). 'Madhva-Mukha-Mardan' deposited in the Madanmohan Library, Benaras, is attributed to Nimbarka. This manuscript is not Procurable on loan and has not been available to the present writer, but if the account of the authors of the catalogue is to be believed. **Nimbarka is to be placed after Madhva"** ('A History of Indian Philosophy' by Dr. S. N. Dasgupta, Vol. III, Cambridge, 1940, Pp. 399—400).

3. ডাঃ রাজেন্দ্রলালা মিত্র নিম্বার্ককে রামানুজ, মধ্ব, এমনকি বল্লভাচার্য্যের পরবর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। যথা—"Nimawats have been noticed in Wilson's Eassay on the Religious Sects of the Hindus (Asiatic Researches, XVI, 108—8) He mentions Previous preceptors named Krishna, Hamsa, and Aniruddha. The four Sampradayas named after Sri, Brahma, Rudra and Sanaka are also mentioned. The mention of the first three would make him Posterior to Ramanuja who lived about the middle of the twelfth century, to Madhvacharya who lived in the begining of the fourteenth century and to Vallabacharya who lived in the begining of the sixteenth century. Dr. Hall (contributions, Pref. XXVI) classes Nimbarka among the more recent Indian Schismatics."—Notices of Sanskrit Mss' by Rajendralala Mitra, Vol. III, Published under orders of the Govt. of Bengal, Cal. 1876. p. 184.

4. মাধ্বাচার্য্যের 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে' নিম্বার্কাচার্য্যের দার্শনিক মতের উল্লেখ না থাকায়, এমন কি গৌড়ীয়-গোস্বামিগণ নিম্বার্কের কোন প্রসঙ্গ উল্লেখ না করায়, নিম্বার্ককে পরবর্ত্তী আচার্য্য বলিয়া মনে করেন,—"If Nimbarka had lived before the fourteenth century there would have been at least some reference to him in the 'Sarvadarsansangraha' or by some of the writer's of that time"—(History of Indian Philosophy, Vol, III. Dr. S. N. Dasgupta Cambridge, 1940. p. 400)—অঃ ভেদাভেদ, পরিশিষ্ট ২৪—২৫ পৃঃ, সুঃ বিদ্যাবিনোদ।

5. "Madhva-Mukha-Mardana" by Nimbarka is not doubt entered as existing with one Mr. Madan-mohan at Benaras in N. W. catalogue. I have not been able to find any other reference to it. I have searched not only several catalogues outside, but also the materials that I have regarding Benaras, but no Ms. of it is noted"—Extract from the letter dated 12.3.51. from Dr. V. Raghavan of the University of Madras to the author.—(অঃ ভেদাভেদ—১,)।

6. শ্রীমাধ্বাচার্য্য কৃত 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ' গ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণ—Printed by Ballantyne, Hanson & Co. at Paul's Wark, Edinburgh. (Review of the Different Systems of Hindu Philosophy) Translated by E. B. Cowell, M. A., professor of Sanskrit and Fellow of corpus christi college in the University of Cambridge and Honorary LL. D. of the University of Edinburgh and A. E. Gough, M.A., Professor of Philosophy in the Presidency College, and Principal of the Madras, Calcutta. (Popular Edition). London Kegan Paul, Trench, Triibner & Co. Ltd. Broadway House, 68—74 Carter Lane, E. C. [Triibner's Oriental Series—Fourth Edition, 1904, Popular Re-issue, 1914.] এই ইংরেজী গ্রন্থেও নিম্বার্কের কোন উল্লেখ নাই।

"কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সাম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥"

উপরোক্ত শ্লোক রচনার ক্রম হইতেও জানা যাইতেছে যে, সনক-সম্প্রদায় হইতেছেন,—শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র সম্প্রদায়ের শেষে। কারণ, নির্ম্মৎসর ভাগবৎ ধর্ম্মের বক্তা শ্রীব্যাসদেব মর্য্যাদানুযায়ী ক্রম রক্ষা করিয়াই উক্ত নাম চতুষ্টয় রচনা করিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাই বলিয়া সনক-সম্প্রদায়কে যেন হীন মনে না হয়, তাহা হইলে আচার্য্যচরণে মহা-অপরাধ হইবে। আচার্য্য ও শ্রীভগবান্ অভিন্ন জানিতে হইবে। আরও বিশেষ বিবেচনার বিষয়,—আমরা গোপালতাপনী উপনিষদে পাই যে,—লোকপিতামহ শ্রীব্রহ্মাজীর মানসপুত্র সনকাদি অষ্টাদশাক্ষরীয় 'শ্রীগোপালমন্ত্ররাজ' শ্রীব্রহ্মাজী হইতেই (তাঁহারা) প্রাপ্ত হন। সর্ব্বোচ্চতম শ্রীভগবত্তত্ত্ব গোলকবিহারী শ্রীগোবিন্দজীউ এই মন্ত্ররাজ লোকপিতামহ শ্রীব্রহ্মাজীর হৃদয়েই সর্ব্বপ্রথমে স্বতঃস্ফূর্ত্ত করান। *

* নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের পরমবিরক্ত পঃ শ্রীনন্দলাল দাসজী দ্বারা ১৯৯৪ সম্বতে প্রকাশিত ও অগ্রবাল মুদ্রাযন্ত্র বৃন্দাবন হইতে মুদ্রিত 'গোপাল তাপিনী উপনিষৎ'-এর শ্রীরণছোড়শরণদেবাচার্য্য কৃত 'তত্ত্ব প্রকাশিকা' ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা ৪ :—**মুনয়ঃ**—শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বমনন-শীলাঃ **সনকাদয়ো**। **ব্রহ্মাণম্**—স্বপিতরং প্রত্যূচুঃ—প্রপচ্ছুঃ। **তদুহোবাচ** ব্রাহ্মণঃ—তদুহেতি—তত্তান্ প্রতি, উ-অপি হ—স্ফুটং ব্রাহ্মণো—বেদার্থতত্ত্বজ্ঞো '**ব্রহ্মা**'—উবাচ—উত্তরং—দত্তবান্ তদাহ কৃষ্ণেতি। "**ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা**" (অষ্টাদশাক্ষরীয় মন্ত্ররাজ শ্রীগোপালমন্ত্র)। 'ব্রহ্মসংহিতা' গ্রন্থে **শ্রীজীবগোস্বামিপাদের** টীকা দ্রষ্টব্য।

এই মন্ত্রের উপাস্য দেবতা—শ্রীগোবিন্দজীউ নিজেই শ্রীব্রহ্মাজীর মাধ্যমে এই মন্ত্র জগৎকে প্রদান করেন,—এইজন্য এই মন্ত্র সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্মাজীই হইলেন—আদি শ্রীগুরুদেব। '**তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে**'—শ্রীমদ্ভাগবত ১।১।১ মঙ্গলাচরণ শ্লোক হইতেও লোকপিতামহ শ্রীব্রহ্মাজীকেই শ্রীভাগবতধর্ম্মযাজীগণের আদি শ্রীগুরুদেব বলা যাইতে পারে এবং এই শ্লোকেরই শেষে "**নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি**" বাক্যেও শ্রীব্রহ্মাজীকেই শিষ্য করণের দ্বারা শ্রীভাগতধর্ম্ম বিস্তারের উপদেশ পাওয়া যায়। 'ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের' আদি বা মূল শ্রীগুরুদেব হইলেন—**এই ব্রহ্মাজীই**। (প্রেমসেবাপ্রাপ্তির জন্য মূল শ্রীগুরুদেব হইলেন—প্রেমময়িগণসহ **শ্রীশ্রীরাধারাণী**)। ইহা হইতে শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আদি শ্রীগুরুদেব শ্রীসনকাদির কালও শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র হইতে পরে, ইহা নির্ণয় হইতে পারে। শ্রীব্রহ্মাজীই হইলেন—সনকাদির শ্রীগুরুদেব। অর্থাৎ নিম্বার্ক সম্প্রদায়েরও আদি শ্রীগুরুদেব হইলেন, **শ্রীব্রহ্মাজী**। এই অষ্টাদশাক্ষরীয় শ্রীগোপালমন্ত্র-সম্বন্ধে গৌড়ীয়াগণের সহিত নিম্বার্কিয়-গণের অবশ্যই সম্বন্ধ আছে।

ভবিষ্যপুরাণ, উত্তরপর্ব্ব ৮৮ অধ্যায়, ৫-৭ শ্লোক, বেঙ্কটেশ্বর-সংস্করণ, ১৮৩২ শকাব্দ—নিম্ববৃক্ষ ও তজ্জাত পত্র-পুষ্পাদি সূর্য্যের বিশেষ প্রিয়। তজ্জন্য নিম্বও সূর্য্যের প্রতীকরূপে নমস্য—'নিম্বঞ্চ সূর্য্যদেবস্য বল্লভং দুর্লভং তথা।'

হেমাদ্রি (১২৬০—১৩০৯ খ্রীঃ) স্ব-কৃত 'চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি' গ্রন্থের ব্রতখণ্ডে সূর্য্যব্রত প্রসঙ্গে ভবিষ্যপুরাণের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া সূর্য্য বিশেষের নামই নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য এইরূপ জানাইয়াছেন। শ্লোকটী এই,—

"উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপোষণৈঃ।
নিম্বার্কো ভগবানেষাং বাঞ্ছিতার্থ-ফলপ্রদঃ॥"
—ইতি ভবিষ্যপুরাণ-বচনাৎ। *

যাহা হউক, আরুণি মুনি ও জয়ন্তী দেবীকে মাতা-পিতারূপে স্বীকার করিয়া এই মহান্ আচার্য্যপাদ জগতের ভাগ্যে উদিত হইলে আরুণি মুনি পুত্ররত্নকে যথাবিহিত বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া লালন-পালন করিতে থাকিলেন। ক্রমে শাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করিলেন। অতি অল্প বয়সেই বালক অত্যদ্ভুত মেধা ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ, অখিল কমনীয় কলা-কৌশলাদি বিশেষতঃ অধ্যাত্মশাস্ত্রে সুপ্রবীণতা প্রকাশ করিলেন।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যধৃক্ পুরুষবর সূর্য্য-সমপ্রভ হইয়া বিরাজ করিতে থাকিলেন। সনাতন ধর্ম্ম প্রচার মানসে শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী বৈদিক ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণাবতারদর্শনোৎকণ্ঠিত হইয়া ব্রজে নন্দ-গ্রামে আগমন করিলেন। সেই স্থানে 'সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণ-স্তব' নামক পঞ্চবিংশতি পদ্যযুক্ত একটী সমধুর স্তোত্র রচনা করিয়া নিজ উপাস্যদেবের শ্রীচরণে উপহার দিলেন। শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়িগণের অভিমতানুযায়ী জানা যায় যে, শ্রীগোবর্দ্ধনের নিকট একটি পর্ণকুটীর রচনা করিয়া সেই স্থানে ঐকান্তিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনের আদর্শ প্রকট করেন। যেস্থানে ভজন করিয়াছিলেন,

* চতুর্বর্গচিন্তামণি, ব্রতখণ্ড ১১শ অ, ৭৮৪ পৃ: Published by A. S. B. 1878.

সেই স্থানের নাম বর্ত্তমানেও 'নিম্বগ্রাম'। কিন্তু ভারতবর্ষে নিম্বগ্রাম নামক আরও অনেক স্থান আছে বলিয়া জানা যায়।

কথিত হয় যে, একদা কোন এক জৈন যতি দিগ্বিজয় করিবার অভিলাষে শ্রীমথুরাপুরীতে আগমন করিয়া তদানীন্তন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-গণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। বৈদিক ধর্ম্মের নিরর্থকতা প্রতিপাদন করাই উক্ত জৈনযতির প্রবল উদ্দেশ্য ছিল। নিম্বার্কাচার্য্যপাদ অবলীলাক্রমেই উক্ত মতবাদ খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিলেন। জৈনযতি তখন নিরুপায় হইয়া আচার্য্যপাদের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। করুণাময় আচার্য্যদেবও তাঁহাকে বৈদিক বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করতঃ নিজের অনুগত করিয়া ধন্য করিলেন। শাস্ত্র বিচারান্তে যতির অবসাদ লক্ষ্য করিয়া আচার্য্যপাদ কিছু বিষ্ণু প্রসাদ দিতে ইচ্ছুক হইলেন; কিন্তু জৈনমতে সন্ধ্যা অথবা রাত্রিকালে ভোজন করা নিষিদ্ধ। সেই সময়ও সন্ধ্যা হইয়াছিল। উক্ত প্রসাদ গ্রহণে যতি সংকোচ বোধ করিলে আচার্য্যপাদ স্বয়ং আশ্রমস্থিত নিম্ববৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্ব্বক যতির ভোজন সমাপ্তি কালাবধি সূর্য্যদেবকে ধারণ করিলেন। কাহারও মতে তিনি নিম্ববৃক্ষের উপর আরোহণ পূর্ব্বক তদুপরি আকাশে শ্রীভগবানের সুদর্শনচক্র আহ্বান করিয়া স্থাপিত করেন এবং সেই চক্র সূর্য্যসম প্রভাযুক্ত বলিয়া অতিথি যতির নিকট 'সূর্য্য' বলিয়াই প্রতিভাত হন। নিম্ববৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া আদিত্য বা অর্করূপে প্রকাশিত হওয়ায় আচার্য্য 'নিম্বাদিত্য, 'নিম্বার্ক' বা 'নিম্ববিভাবসু' নামে খ্যাত হন; ইনি কোথায় কোথায় 'আরুণেয়', 'নিয়মানন্দ' ও 'হরিপ্রিয়াচার্য্য' নামেও বিদিত। কেহ কেহ বলেন,—শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র

বজ্র যে কালে মথুরামণ্ডলের অধিপতি ছিলেন, সেই সময়েই নিম্বার্কাচার্য্যের প্রাচীন গুরুগণের অভ্যুদয়কাল।

বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের অষ্টমসূত্রের বর্ত্তমান প্রচলিত নিম্বার্ক-ভাষ্যে শ্রীনিম্বার্কের গুরু-পরম্পরা এইরূপ দৃষ্ট হয়। ভাষ্য যথা—পরমাচার্য্যৈঃ শ্রীকুমারৈরস্মদ্-গুরুবে শ্রীমন্নারদায়োপদিষ্টো "ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইত্যাদি"। অর্থাৎ পরমাচার্য্য শ্রীসনৎকুমার ঋষি, তচ্ছিষ্য শ্রীমন্নারদ গোস্বামী, তচ্ছিষ্য শ্রীনিম্বার্ক।

আচার্য্য নিম্বাদিত্যের বেদান্তভাষ্য 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' নামে বিদিত। নিম্বার্ক শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য এই পারিজাত সৌরভের কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি করিয়া 'বেদান্ত-কৌস্তুভ' নামে আর এক ভাষ্য প্রচার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক কেশবকাশ্মীরী * নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে

* ১। দাক্ষিণাত্য কাঞ্চাভরম্ নিবাসী পণ্ডিতশেখর শ্রীবেঙ্কটাচার্য্য দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'শ্রীচৈতন্য-লীলা সুধানিধি' নামক পুঁথি, শ্রীবৃন্দাবন, পাথরপুরা নিবাসী শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ানুযায়ী পঃ শ্রীবাগীশ শাস্ত্রীজীর নিকট রক্ষিত গ্রন্থের 'আদিলীলায়াং সপ্তমঃ স্বর্গঃ' সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য। এই হস্ত লিখিত পুঁথিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টপাদের নবদ্বীপে মিলন ও শ্রীগঙ্গার মহত্ব সম্বন্ধীয় শ্লোকের আলোচনা আছে।

২। ১৯৩৫ সম্বতে শ্রীবৃন্দাবনস্থ দেবকীনন্দন যন্ত্রাগার হইতে মুদ্রিত শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টজী দ্বারা লিখিত গীতার 'তত্ত্ব প্রকাশিকা' নামক ভাষ্য, পণ্ডিত শ্রীকিশোর দাসজী দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকায় তৃতীয় পৃষ্ঠায়—'পুনস্ত্রীতীয়শ্চিংশ্চ দিগ্বিজয়ে সমূলমুৎপাটয়ন্ বংগস্থান-বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিদ্বেষিণোঽপ্যশু র্নবদ্বীপং চ।

**** 'সুখেনাধিবসৎ কাশ্মীরদেশম্।' শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত এই সময়ই নবদ্বীপে শ্রীকেশবকাশ্মীরীজী মিলিত হইয়াছিলেন। কারণ, এই সময়ের পূর্ব্বে বা পরে শ্রীকেশবকাশ্মীরীজী শ্রীনবদ্বীপধামে যাওয়ার আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই

প্রবিষ্ট হইয়া 'বেদান্ত কৌস্তুভের' 'কৌস্তুভপ্রভা' নাম্নী একটী চূর্ণিকা রচনা করেন। (১) 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' ব্যতীত নিম্ন লিখিত ভাষ্য ও গ্রন্থগুলি আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের রচিত বলিয়া তৎসম্প্রদায়িগণ বলিয়া থাকেন। (২) গীতাভাষ্য, (৩) সদাচার প্রকাশ (স্মৃতিগ্রন্থ) (৪) দশশ্লোকী, (৫) সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র, (৬) প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রম্ (বেদান্তগর্ভিত স্তোত্রম্)। উপরি উক্ত ষড় গ্রন্থের মধ্যে 'বেদান্ত-পারিজাত সৌরভ' (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য) 'দশশ্লোকী', 'সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তব' ও 'প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্রম্'—এই চারিখানি গ্রন্থই আধুনিক নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্বাদিত্য প্রণীত বলিয়া প্রচারিত।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীকেশবকাশ্মীরী সাক্ষাতের প্রমাণাবলী

দিগ্বিজয়ী শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টজী নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর সহিত মিলন ও গঙ্গার মহত্ব সম্বন্ধীয় শ্লোকের আলোচনার বিষয় নিম্ন লিখিত গ্রন্থসমূহে প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—

১। 'Lord Gauranga', by Sisir kumar Ghosh of Bengal, Page 54-59, Ist Vol. ২। 'অমিয়-নিমাই-চরিত'—প্রথম খণ্ড, ত্রয়োদশ সংস্করণ, সন বাং ১৩৬২, পৃষ্ঠা নং ৬৬-৭১ দ্রষ্টব্য; মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত। ৩। শ্রীশ্রীনাভাজী মহারাজ হইতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত ভক্তমাল গ্রন্থের টীকাকার শ্রীপ্রিয়াদাসজীর 'ভক্তিরস-বোধিনী' টীকা—১৭৬৯ সম্বতে লিখিত, এবং সর্ব্বপ্রথম ১৮৭৩ ইং কাশীতে এই গ্রন্থ ছাপা হয় তাহা ও ৪। শ্রীঅযোধ্যা নিবাসী শ্রীরূপকলাজী লিখিত 'বার্ত্তিক-তিলক' টীকার ৫৬৮ পৃঃ লিখিয়াছেন,

—'শ্রীকেশবভট্টের অনুযায়িগণ ৮৩৩—৮৩৬ কবিত্ব পর্যন্ত চারি লাইন নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলন প্রসঙ্গ বাদ দিয়াছেন।' ৫। পড়ৌনা নরেশ শ্রীঈশ্বরী প্রতাপ সিংহ মহারাজ লিখিত 'ভক্তকল্পদ্রুম' নামক ভক্তমালের টীকা, সন ১৯২৬ ইং লক্ষ্ণৌএ মুদ্রিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ৬। ৮বীরা নরেশ মহারাজ রঘুরাজ সিংহ কৃত 'রামরসিকাবলী' গ্রন্থ সম্বৎ ১৯৭১ লক্ষ্মী-বেঙ্কটেশ্বর কল্যাণ বোম্বাই-এ মুদ্রিত দ্রষ্টব্য। ৭। 'ভক্তমাল ভাষা' মথুরা সংস্করণ, ৩২০-৩২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ৮। শ্রীপ্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী লিখিত 'শ্রীচৈতন্য চরিতাবলী' প্রথমখণ্ড পৃঃ ১৮৬-২১৩ দ্রষ্টব্য। ৯। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিকৃত 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্যামলাল হাকিম, হিন্দি সংস্করণ দ্রঃ। ১০। শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর-কৃত—'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থ আঃ ১৩শ অঃ দ্রষ্টব্য। ১১। 'শ্রীভক্তিরত্নাকর'—শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বা শ্রীঘনশ্যাম-দাসকৃত দ্রষ্টব্য, ১২ শ-তরঙ্গ ২২৪১—২২৭৭ পয়ার পর্য্যন্ত,—এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের বিহারী শরণজীর 'মুকুটকীলটক' নামক পুস্তকের ৯ পৃঃ ও ১৯ পৃঃ লিখিয়াছেন। ১২। 'ভক্তচরিতাঙ্ক' (কল্যাণ) গোরখপুর, গীতাপ্রেস ১৯৫১ ইং সনের জানুয়ারীতে প্রকাশিত গ্রন্থের ৩৭২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ১৩। শ্রীবিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ানুগত শ্রীকৃষ্ণপদদাসজীকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মূল ও তাহার অনুবাদ ১৩৩১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের ৫৩০ পৃঃ দ্রঃ। ১৪। মারাঠী-'ভক্তমাল'। ১৫। উর্দ্দূ-ভাষায় 'নিমাইচাঁদ' দ্রঃ। ১৬। 'Sri Chaitanya Mahaprabhu', by Tridandi Bhikshu Bhaktipradip Tirtha Goswami Maharaj of Gaudiya Mission, Cal-3. India. Page—33-35. ১৭। শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কৃত 'শ্রীচৈতন্যদেব' বাংলা গ্রন্থের ৫ম সং ৯৬-১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৮। শ্রীমৎ হরিদাস বাবাজী মহারাজ (শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী-এম. এ., বেদান্তশাস্ত্রী) কৃত "শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান" গ্রন্থের ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ডের ১১৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৯। শ্রীরাধাকুণ্ড, কুসুম সরোবর, মথুরা নিবাসী পঃ শ্রীকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজ কৃত 'নম্র নিবেদন ঔর কুছ সমীক্ষা' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য; সম্বৎ ২০০৩ বসন্ত-পঞ্চমীতে হিন্দী ভাষায় মুদ্রিত।

২০। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীবলদেব উপাধ্যায় এম, এ লিখিত, ১৯৪২ ইং সনে প্রকাশিত 'ভারতীয়-দর্শন' নামক হিন্দী গ্রন্থের ৫০৫ ও ৫১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রাধে জয় জয় মাধব-দয়িতে।
গোকুল-তরুণী-মণ্ডল-মহীতে ॥
দামোদর-রতি-বর্দ্ধন-বেশে।
হরিনিষ্কুট-বৃন্দাবিপিনেশে ॥
বৃষভানূদধি-নবশশিলেখে।
ললিতা-সখিগুণ-রমিত-বিশাখে ॥
করুণাং কুরু ময়ি করুণাভরিতে।
সনক-সনাতন-বর্ণিত-চরিতে ॥—শ্রীরূপপাদ-কৃত

নিম্বার্ক প্রচারিত সিদ্ধান্ত

শ্রীনিম্বার্ক আচার্য্য দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। শ্রীনিম্বাদিত্য শ্রুতিকেই স্বতঃ প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুত্যনুগত অন্যান্য শাস্ত্রও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত। চতুঃসন শ্রীনারদ গোস্বামীকে ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে * যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই শ্রৌত-পারম্পর্য্যে শ্রীনারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া আচার্য্য নিম্বার্কপাদ জগতে প্রচার করেন। ছান্দোগ্যের সপ্তম প্রপাঠকে শ্রীনারদ গোস্বামীর প্রতি শ্রীল সনৎকুমারের উপদেশে একায়ন শাখার উল্লেখ (৭।১।২), পুরাণাদির পঞ্চম বেদত্ব (৭।১।৪), বিষ্ণুর সর্ব্বকর্তৃত্ব (৭।১৫।১), শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠারূপা ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য (৭।১৯।১ মন্ত্র), ভগবৎ প্রেমের অসমোর্দ্ধত্ব (৭।২৩।১), নিত্য ভগবদ্ধামের মাহাত্ম্য (৭।২৪।১), ভগবানের অন্যনিরপেক্ষত্ব (৭।২৪।২), পরমমুক্তগণের নিত্য ভগবৎ পরিকরত্ব ও ভগবানের সহিত চিদ্‌বিলাস-ধামে নিত্য-বিলাস (৭।২৫।২), ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাব-শক্তিমত্তা (৭।২৬।১), বৈষ্ণবের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব (৭।২৬।২), ভগবৎ প্রসাদের মাহাত্ম্য (৭।২৬।২), প্রভৃতি সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে প্রচলিত দশশ্লোকী—যাহা শ্রীনিম্বার্কের রচিত বলিয়া কথিত হয়, তন্মধ্যে হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করা যায়,—

* 'শ্রুতিরত্নমালা'—১৯৪১ ইং ১৭ ফেব্রুয়ারী, সোমবার, ঢাকা 'মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্' হইতে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম. এ, সংকলিত।

"সর্ব্বং হি বিজ্ঞানমতো যথার্থকং
শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুনঃ।
ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিন্মতং
ত্রিরূপতাপি শ্রুতিসূত্র-সাধিতা॥"

সকল বস্তুই ব্রহ্মাত্মক। বেদবিদগণের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মরূপ সদ্বস্তু হইতে অসদ্বস্তুর উদয় হইতে পারে না। বস্তু বিজ্ঞানই নিখিল বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে জানা যায়। কোন স্থানে দ্বৈত বাক্য, কোন স্থানে অদ্বৈতবাক্য এবং কোন স্থানে উভয়নিষ্ঠ বাক্য প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কেবলাদ্বৈত স্থান পায় না। শ্রুতি ও সূত্র-বিচারে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয়ই সিদ্ধ হওয়ায় **দ্বৈতাদ্বৈতবাদই** শাস্ত্র তাৎপর্য্যরূপে গ্রহণীয়।

ব্রহ্ম ও জীবজগৎ স্বরূপতঃ ও ধর্ম্মতঃ ভিন্নাভিন্ন। ব্রহ্ম-কার্যরূপে জীব ও জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মাত্মক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব, জীবের জীবত্ব ও জগতের জগত্ব পরস্পর ভিন্ন। ব্রহ্ম ব্রহ্মই, জীব বা জগৎ নহেন; জীব জীবই—ব্রহ্ম বা জগৎ নহে; জগৎ জগতই, ব্রহ্মও নহে, জীবও নহে। সুতরাং স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন। সেইরূপ ব্রহ্ম ও জীবজগৎ ধর্ম্মতঃও ভিন্নাভিন্ন। জীবজগৎ ব্রহ্মেরই ন্যায় সত্য ও নিত্য। পুনরায় জীব ব্রহ্মেরই ন্যায় চিন্ময়, আনন্দময়, কর্ম্মকর্ত্তা ইত্যাদি। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ব্রহ্মের সকল গুণ ও কার্য্য জীবজগতে নাই—যথা, বিভুত্বগুণ, জগৎসৃষ্টিকার্য্য; এবং জীবজগতের সকল গুণ ও কার্য্যও জীবজগতে নাই, যথা জীবের অনুত্ব, সকাম কর্ম্ম ও ফলভোগ, জগতের জড়ত্ব প্রভৃতি। অতএব, ধর্ম্মতঃও

ব্রহ্ম এবং জীবজগৎ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন। সুতরাং, ভেদ ও অভেদ উভয়ই সমভাবে সত্য, নিত্য, স্বাভাবিক ও অবিরুদ্ধ। 'ভেদ' ও 'অভেদের' উপরি উক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে, তাহাদের সহাবস্থিতি অসমঞ্জস হয় না। 'ভেদ' অর্থ (১) কার্য্যের দিক হইতে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ প্রভেদ। (২) কারণের দিক হইতে, স্বরূপতঃ ও গুণতঃ প্রভেদ এবং কার্য্যাতিরিক্ততা (transcendence); 'অভেদ' অর্থ (১) কার্য্যের দিক হইতে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অভেদ এবং কারণাত্মকতা ও কারণাশ্রয়িত্ব। (২) কারণের দিক হইতে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অভেদ এবং কার্য্যালীনত্ব (immanence)।

নিম্বার্কের মতবাদকে তজ্জন্য "স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদ" নামে অভিহিত করা হয়। রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতের' সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, রামানুজের মতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য হইলেও সমভাবে সত্য নহে, অভেদই ভেদাপেক্ষা অধিক সত্য। জীবজগৎ ধর্ম্মতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলেও স্বরূপতঃ অভিন্ন। কিন্তু নিম্বার্কের মতে, ভেদ ও অভেদ সমভাবে সত্য। জীবজগৎ ধর্ম্মতঃ ও স্বরূপতঃ উভয়তঃই ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন।

শ্রীরামানুজ হইতে অপর এক প্রভেদ এই যে, রামানুজ জীবজগৎকে ব্রহ্মের বিশেষণ এবং ব্রহ্মকে বিশেষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈদান্তিকেরা ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মত এই যে, বিশেষণ বিশেষ্য হইতে অপরাপর বস্তুর পার্থক্য নির্দ্দেশ করে। যথা,—নীলোৎপলের নীলত্ব নীলোৎপলকে অপরাপর বস্তু (যথা, শ্বেতোৎপল প্রভৃতি) হইতে পৃথক্ করে। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের বিশেষণ হইলে, তাহারা অন্যান্য বস্তু হইতে ব্রহ্মের প্রভেদ জ্ঞাপন করিবে। কিন্তু ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অপর কিছু নাই। তাহা হইলে, চিৎ ও অচিৎ কিরূপে ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অপর বস্তু হইতে ব্রহ্মের প্রভেদ নির্দ্দেশ করিতে পারে? অতএব, তাহারা ব্রহ্মের বিশেষণ হইতে পারে না। নিম্বার্ক রামানুজের ন্যায় ব্রহ্মকে আত্মা অথবা শরীরী এবং জীব জগৎকে দেহ অথবা শরীর বলিয়াও বর্ণনা করেন নাই। তিনি বারংবার জীবজগৎকে ব্রহ্মের কার্য্য ও শক্তিরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষণ ও দেহরূপে নহে।

সাধনাবলী

[অর্চ্চিরাদি (পদ্ধতি) মার্গানুযায়ী]

রামানুজের ন্যায় নিম্বার্কও মোক্ষে নিষ্কাম কর্ম্মের অত্যাবশ্যকতার কথা বারংবার বলিয়াছেন। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিষ্কামভাবে যথাযথ পালন, চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন করিয়া জ্ঞানোৎপত্তির সহায় হয়। নিম্বার্ক চারিটী সাধনের উল্লেখ করিয়াছেন—জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যান, প্রপত্তি, গুরূপসত্তি। (১) ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান মোক্ষের মুখ্য উপায়। নিম্বার্কের মতে জ্ঞানলাভের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ অত্যাবশ্যক নহে। মুমুক্ষু, সদাচারী গৃহস্থগণও ব্রহ্মজ্ঞানে পূর্ণ অধিকারী। (২)

জ্ঞানের ন্যায় ধ্যানও মোক্ষের প্রত্যক্ষ উপায়। ধ্যান—ব্রহ্মবিষয়ে বা আত্মবিষয়ে অনবরত চিন্তা। নিম্বার্কের মতে ধ্যানের তিনটি প্রধান প্রণালী,—(ক) জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ধ্যান, অথবা ব্রহ্মের অন্তর্য্যামী-রূপ ও জগল্লীনরূপ চিন্তা, (খ) ব্রহ্মের জগদতিরিক্তরূপ অথবা নিয়ন্তৃরূপ ধ্যান, (গ) চিদচিদ্ ভিন্ন ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপ ধ্যান। ভক্তি ধ্যানের স্বাভাবিক ও নিত্য অঙ্গ। রামানুজের মতে 'ভক্তি' শব্দের অর্থ ধ্যান বা উপাসনা। কিন্তু নিম্বার্কের মতে ভক্তি ও ধ্যান অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত হইলেও ভিন্নার্থক। ভক্তি উপাসনা নহে, প্রগাঢ় ভগবৎ-প্রীতি। নিম্বার্ক ইহাকে 'প্রেমবিশেষ-লক্ষণা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্তি ও ধ্যান জ্ঞানমূলক। ব্রহ্মের নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইলে স্বতঃই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়; শ্রদ্ধা হইতেই প্রীতির উদ্ভব, এবং এরূপ প্রীতিই ভক্তি। ভক্তি দুই প্রকার—পরা ও অপরা। উল্লিখিত জ্ঞানমূলক ভক্তি পরা ভক্তি; কিন্তু কর্ম্মমূলক ভক্তির নাম অপরা ভক্তি। শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্মের যথাযথ সম্পাদন হইতে যে পুণ্যের উদ্ভব হয়, অপরা ভক্তি সেই পুণ্যেরই ফল। ইহা মুক্তির সাক্ষাৎ সাধক নহে, কারণ ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই। (৩) প্রপত্তি বা শরণাগতি বিষয়ে নিম্বার্ক ও রামানুজের একমত। (৪) 'গুরূপসত্তি' অর্থে, গুরুতে আত্মসমর্পণ। মুমুক্ষু ব্রহ্মে সাক্ষাৎ আত্মসমর্পণ না করিয়া গুরুতেই আত্মসমর্পণ করেন, এবং গুরু তাঁহাকে ব্রহ্মসকাশে উপনীত করেন, যেরূপ যজ্ঞহবিঃ প্রথমে দর্বীতে (হাতায়), এবং তাহার পরে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়। গুরুতে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য, অন্য কোনও সাধন অভ্যাস তাহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। গুরূপসত্তিও মোক্ষের সাক্ষাৎ উপায়। উক্ত সাধন চতুষ্টয়ের মধ্যে জ্ঞান ও ধ্যানে কেবল উচ্চবর্ণের মুমুক্ষুগণই অধিকারী, কিন্তু প্রপত্তি ও গুরূপসত্তি সকল বর্ণের, সকল অবস্থার জীবের উপযোগী।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সাধারণ অর্থে, ধর্ম্ম ব্রহ্ম ও জীবের, উপাস্য ও উপাসকের পরস্পর ভেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শঙ্করের মতবাদে ধর্ম্মের স্থান ব্যবহারিক স্তরেই মাত্র। ব্যবহারিক স্তরে সগুণ ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বর জীব হইতে ভিন্ন, এবং ঈশ্বর উপাস্য ও জীব উপাসক। কিন্তু পারমার্থিক-স্তরে ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন বলিয়া উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধও লোপ পায়। সে জন্য, শঙ্করের মতে সগুণ ব্রহ্ম উপাস্য, নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞেয়। অবশ্য শঙ্কর উপাসনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নাই; কারণ অজ্ঞান-তমসাবৃত জীবের পক্ষে অকস্মাৎ পারমার্থিক স্তরে আরোহণ করা অসম্ভব এবং সেজন্য অধিকাংশ জীবই সগুণ-উপাসনার মধ্য দিয়াই ক্রমশঃ শুদ্ধজ্ঞানের স্তরে আরোহণ করে। কিন্তু রামানুজ ও নিম্বার্কের মতে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ নিত্য-সম্বন্ধ। মুক্ত জীবও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও ব্রহ্মের উপাসক। কিন্তু রামানুজ ও নিম্বার্কের মধ্যে প্রভেদ এই যে, রামানুজ উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধকে শ্রদ্ধামূলক, এবং নিম্বার্ক প্রীতিমূলক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রদ্ধা, প্রীতির জনক, কিন্তু শুষ্ক শ্রদ্ধা উপাস্য ও উপাসকের ভিতর ব্যবধানের সৃষ্টি করে; যেরূপ অনধিকারিগণের গুরুশিষ্য ও রাজা-প্রজার সম্পর্ক; কিন্তু প্রীতি উপাস্য

ও উপাসকের নিবিড়তম মিলনের সেতু। রামানুজ শ্রদ্ধার দিক এবং নিম্বার্ক প্রীতির দিকে জোর দিয়াছেন। সেজন্য, রামানুজের ভক্তি ঐশ্বর্য্য-প্রধানা (শ্রদ্ধা-প্রধানা); নিম্বার্কের ভক্তি মাধুর্য্য-প্রধানা (প্রেম-প্রধানা)। রামানুজের মতবাদ অপেক্ষাকৃত অধিক দর্শনমূলক ও বিচারবহুল। নিম্বার্কের মতবাদ অপেক্ষাকৃত অধিক ধর্ম্মমূলক ও আবেগ-প্রধান। অবশ্য, নিম্বার্কের মতবাদেও দার্শনিক তত্ত্বালোচনার অভাব নাই এবং ইহা কপট ভক্তিবাদের ফেনিল উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রেমভক্তির স্বাভাবিক ভূমিকা অতি সুনির্ম্মল।

উপাসনা ও উপাস্য

ভগবত্তত্ত্ব নির্দ্দোষ; মোহ, তন্দ্রা, ভ্রমাদি অষ্টাদশ দোষ ভগবৎ-স্বরূপে নাই। অশেষ কল্যাণরাশি ভগবৎস্বরূপে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান, সেই ভগবত্তত্ত্ব কৃষ্ণ-স্বরূপে পরমব্রহ্ম। তিনি সমস্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মূল; গোলোক চতুর্ব্যূহ, পরব্যোম-চতুর্ব্যূহ ও অন্যান্য চতুর্ব্যূহগণ তাঁহার অঙ্গ বলিয়া তিনি মূল অঙ্গী; তিনি নিত্য অপ্রাকৃত বিগ্রহবান্; তিনি প্রাকৃত-করাদি রহিত বলিয়া প্রাকৃত চক্ষুর নিকট 'নিরাকার', আবার অপ্রাকৃত করাদিবিশিষ্ট বলিয়া অপ্রাকৃত চক্ষুর নিকট 'সাকার'। তিনি স্বতন্ত্র, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অবিচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন এবং ব্রহ্ম। শিবাদি দেবগণদ্বারা নিত্য বন্দিত *। অনন্যভাবে একমাত্র ব্রহ্মা-শিবাদি বন্দিত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা কর্ত্তব্য; বিষ্ণু ব্যতীত ইতর দেবতার উপাসনায় নিন্দা ও নরকপাত শ্রুত হয়।

* শ্রুতি, শ্বেঃ উঃ ৩।১৯—অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।

"যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুত স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো,
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥"

—ভাঃ ১২।১৩।১

শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়স্থ মঠ-শ্রীমন্দিরাদিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ দর্শন পাওয়া যায়; কিন্তু স্বয়ং আদি নিম্বার্ক আচার্যপাদ রচিত দশশ্লোকীতে যে একটি শ্লোক পাওয়া যায়, তাহা নিম্নরূপ। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য-পাদের চতুর্থ অধস্তনাচার্য্য শ্রীমৎ পুরুষোত্তম আচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত 'বেদান্তরত্নমঞ্জুষা' নামক গ্রন্থে পণ্ডিত শ্রীঅমোলকরাম শাস্ত্রি-সম্পাদিত—'কুঞ্চিকা' টীকা ও তাহার ভাষানুবাদসহ বিক্রম সম্বৎ ১৯৯৮ সনে শ্রীবৃন্দাবনস্থ অগ্রবাল মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রফেসার শ্রীরামপ্রতাপ-শাস্ত্রি বিদ্যাভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের ২৪২ পৃষ্ঠায়, মূল দশশ্লোকীর শ্লোক নম্বর—৫

"অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা।
বিরাজমানামনুরূপ-সৌভগাম্॥
সখীসহস্রৈঃ পরিষেবিতাং সদা।
স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্॥"

টীকা—"অঙ্গ ইত্যাদিনা। বয়মুক্তলক্ষণস্যাঘটঘটনাপটুতরাচিন্ত্যা-নন্তবিচিত্র-শক্তিমতো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বামাঙ্গেঽনুরূপ-সৌভগাং লক্ষ্মীং রুক্মিণ্যাখ্যাং সদা স্মেরম ইত্যন্বয়ঃ। অনুরূপত্বং নাম ভগবদ্বিগ্রহ-গুণাদ্যুপমেয়-বিগ্রহগুণাদিমত্ত্বম্। অনুরূপা চাসৌ সৌভগা চ তাম্ ইতি

বিগ্রহঃ। তথাচ স্মর্য্যতে শ্রীপরাশরেণ—দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী। বিষ্ণোর্দ্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুমিতি।" ভাষানুবাদ—(বেদান্তরত্নমঞ্জুষা ২৪৩ পৃঃ) অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদেতি। অচিন্ত্য অনন্ত-শক্তি ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম কৃষ্ণচন্দ্রকে বাম ভাগমে সমান গুণরূপযুক্ত রুক্মিণী নাম লক্ষ্মী বিরাজমান হ্যা, উসকা স্মরণ কর্ত্তব্য হ্যা। 'দেবীং' শব্দের ব্যাখ্যা—দেবস্য গায়ত্রী-মন্ত্রপ্রতিপাদ্যস্য সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থ-ভূতস্য শ্রীবাসুদেবস্য পত্নী দেবী তাং, শ্রিয়ং দেবীমুপাহ্বয়ে ইত্যাদি শ্রুতেঃ। এই বাসুদেব হইলেন শ্রীদ্বারকাধীশ, আর তাঁহার পত্নী হইলেন শ্রীরুক্মিণীদেবী।

শ্রীবৃষভানুজা—শ্রীকৃষ্ণানুরূপ সৌভাগ্যবতী শ্রীরাধা, সখী-সহস্র সহ যেমন শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্তা তদনুরূপ সৌভাগ্যবতী শ্রীরুক্মিণী দেবীর কথাই এখানে স্পষ্ট বলা হইয়াছে। শ্রীরুক্মিণী-দেবী আরাধ্যা হইলে তদনুরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ শ্রীদ্বারকাধীশ-রূপেই হইতেছেন *। 'বেদান্তরত্নমঞ্জুষা' ২০৬ পৃষ্ঠার লিখিত প্রমাণ হইতে এসম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারে, যথা—'কৃষ্ণাত্মিকা জগৎ কর্ত্রী মূল-প্রকৃতি রুক্মিণী। * * * * রুক্মিণী-সত্যভামা-ব্রজস্ত্রী-বিশিষ্টঃ শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমো বাসুদেবঃ সম্প্রদায়িভি র্বৈষ্ণবৈঃ সদোপাসনীয়ঃ। দ্বিভুজশ্চতুর্ভুজশ্চ স্বপ্রীত্যনুরূপেণোভয়-বিধত্বং তস্য নাত্র তারতম্য ইতি ভাবঃ।' শ্রীমথুরা-যোগপীঠের ধ্যানে রুক্মিণী-সত্যভামা ও ব্রজস্ত্রী-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের একটী পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীযোগপীঠের ধ্যান নহে।

উপরোক্ত প্রমাণানুযায়ী দেখা যাইতেছে—শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের উপাস্য হইলেন,—'রুক্মিণী-সত্যভামা-সহ শ্রীদ্বারকাধীশ শ্রীশ্রীভগবান্

---

* নিম্বার্কীয় শ্রীরণছোড়শরণ দেব-বিরচিত 'তত্ত্ব প্রকাশিকা' টীকা সহ 'গোপাল-তাপিনী উপনিষদ্' ৫৩ পৃঃ দ্রঃ। এই টীকাতেও উপারোক্ত উপাস্য দেবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ১৯৯৪ সম্বতে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত। বিশেষতঃ 'অঙ্গেতু বামে'—এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক হইল,— "স্বভাবতোঽপাস্ত-সমস্তদোষ-মশেষকল্যাণ-গুণৈকরাশিম্ 'বৃহাঙ্গিনং' ব্রহ্ম পরং বরেণ্যং ধ্যায়েম কৃষ্ণং 'কমলেক্ষণং' হরিম্॥ ৪॥"

এই 'বৃহাঙ্গিনং' শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য 'বেদান্তরত্ন-মঞ্জুষায়' বলিয়াছেন,—'তত্র বৃহো নাম শ্রীপুরুষোত্তমো বিশ্বসৃষ্ট্যাদ্যর্থং তথাবিধোপাসনার্থং চ বৃহাত্মনাঽবস্থিতো ভবতি, বাসুদেব- সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধ-ভেদেন চতুর্বিধঃ।'

পঃ শ্রীঅমোলকরাম-শাস্ত্রীজী কুঞ্চিকা-টীকার ভাষানুবাদে বলিয়াছেন,—'অব বৃহাঙ্গিনমিতি। জিনসে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হ্যা, অতএব বৃহনকো অঙ্গী হ্যা। বাসুদেব ঔর সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এ চতুর্ব্যূহ হ্যা। ইন্‌হোঁ মেঁ অঙ্গী বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ হ্যা।....শ্রীপুরুষোত্তম ভগবান্ বিশ্বকী সৃষ্টিকে লিয়ে ঔর উপাসনাকে বাস্তে বৃহ রূপকো ধারন করতে হ্যাঁ। যে বৃহ চার হ্যাঁ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ।'

'কমলেক্ষণং' শব্দের ব্যাখ্যায় বেদান্তরত্নমঞ্জুষা—সৌন্দর্য্যবানক্তি—কমলেক্ষণ-মিতি। কমলোপমে ঈক্ষণে যস্য তম্। "সংপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং। নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে" ইতি মন্ত্রবর্ণনাৎ॥" যদ্বা **কমলয়া লক্ষ্ম্যা** ঈক্ষ্যতে ইতি কমলেক্ষণস্তং সৌন্দর্য-সীমানমিত্যর্থঃ। রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নম ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। 'সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ' গ্রন্থের ব্যাখ্যা স্বরূপ 'বেদান্ততত্ত্ব সুধা' গ্রন্থে ৫ম শ্লোকের ('ব্রহ্মরুদ্রসুররাজর্চ্চিতং পর্চ্চিতং চ **রময়াঙ্ক**-মালয়া॥ চর্চ্চিতং চ নব-গোপবালয়া প্রেমভক্তিরস-শালি-মালয়া॥') ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—'ইন্‌সে বহ সিদ্ধ হুআ কি, শ্রেয়স্কাম

হংসসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা সর্ব্বদা শ্রীলক্ষ্মী-রাধিকা তথা সত্যভামাকে সহিত শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান হয়।

উপরোক্ত তিনটি প্রমাণ হইতেও ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে,--'রমা বা লক্ষ্মীর ঈক্ষিত ও বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহের অঙ্গি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই (দ্বারকাধীশ) হইলেন নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের উপাস্য। শ্রীব্রজবধূগণ বেষ্টিত অর্থাৎ—ব্রজাঙ্গনাব্যূহ-বেষ্টিত শ্রীশ্রীরাসবিহারী বা শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এস্থানে তাঁহাদের উপাস্য-প্রসঙ্গে কোন উল্লেখই নাই। শ্রীব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেই হ্লাদিনীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরাধারাণীর মিলন সম্ভব। অন্য বিগ্রহে নহে অর্থাৎ দ্বারকাধীশ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে সম্ভব নহে।

স্বকীয়া—(উজ্জ্বল নীঃ ৩।৪) যাঁহারা বিবাহবিধি অনুসারে প্রাপ্তা, পতির আদেশ তৎপরা (পতির অসম্মতিতে কিঞ্চিৎ ধর্ম্মাংশও ত্যাগ করিতে উদ্যুক্তা) এবং যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত পাতিব্রত্য ধর্ম্মে অটলা—তাঁহারাই হন **স্বকীয়া**। ইঁহারা দ্বারকায় ১৬১০৮ মহিষী নামে খ্যাতা। ইঁহাদের সখী ও দাসীগণ স্বীয়া-জাতীয়ভাবে স্বকীয়া (উজ্জ্বলনীঃ ৩।১৩)। গোকুল-কন্যাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রীহরিতে পতিভাব বহন করিতেন, তাঁহারাও পতিভাব-নিষ্ঠত্বহেতু 'স্বকীয়া' বলিয়াই গণ্য (উজ্জ্বলনীলমণি ৩।১৭)।

পরকীয়া—(উজ্জ্বলনীঃ ৩।১৭) যে নায়িকা ইহলোক ও পরলোকের ধর্ম্মাদি উপেক্ষা করত অন্তরঙ্গ অনুরাগেই পরপুরুষকে আত্মসমর্পণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও যাঁহাকে বিবাহাত্মক ধর্ম্মে স্বীকার করেন না—কিন্তু অনুরাগেই অঙ্গীকার করেন, তিনিই 'পরকীয়া নারী'। কন্যকা ও পরোঢ়া ভেদে এই পরকীয়াও দ্বিবিধা। (ক) **কন্যকা**—(ভাঃ ১০।২।১২, যোগমায়া)। (উজ্জ্বলনীঃ ৩।১৯,৩৪-৩৫) পিতৃপালিকা, সলজ্জা, মুগ্ধাগুণান্বিতা অথচ সখীদের নর্ম্মকেলিতে বিশ্বাসিনী এবং অবিবাহিতা ধন্যা-প্রভৃতিকে 'কন্যকা' বলে। শ্রীজীব-প্রভুর মতে ইঁহারা স্বীয়াভিমানিনী, কিন্তু বিশ্বনাথ বলেন যে, পরকীয়া-প্রকরণে পঠিতা এই কন্যকাগণ নিশ্চয়ই পরকীয়াভিমানিনী। (খ) **পরোঢ়া**—(উজ্জ্বল ৩।৩৭) গোপগণ কর্তৃক বিবাহিতা হইলেও যাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রীহরির সম্ভোগ-লালসাই বহন করেন; এবম্বিধ অপ্রসূতিকা ব্রজনারীগণই পরোঢ়া। ইঁহারা তিন প্রকার—(১) সাধনপরা, (২) দেবী, (৩) নিত্যপ্রিয়া (উঃ ৩।৪১) পরোঢ়া উপপতি—সাধারণ নাট্য-শাস্ত্রে উপপতি-নায়ক ও পরোঢ়া-নায়িকার গৌণত্ব কথিত হইলেও কিন্তু অপ্রাকৃত নাট্য-শাস্ত্রে তাহা তাহাকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ ব্যতীতই রসশাস্ত্রে উহাদের অপ্রাধান্য বিশেষভাবে ধর্ত্তব্য।

নিম্বার্কমতে পরকীয়াত্ব স্বীকার

"পরতন্ত্রা স্বতন্ত্রাশ্চ প্রেয়স্যো দ্বিবিধা হরেঃ
মুকুন্দে হিতলব্ধাশাঃ পরতন্ত্রাঃ পরাশ্রিতাঃ।
নিজ চেষ্টিত-লব্ধাশা স্বতন্ত্রাস্ত্যক্ত-লৌকিকাঃ॥
তত্রাদ্যা বা-ষোড়শ-সহস্রাণি শতঞ্চৈকং তথাষ্ট চ।
সঙ্কল্প-শৃঙ্খলাশ্লিষ্টা পরতন্ত্রাঃ নৃপাত্মজাঃ।
পরস্য ভর্ত্তুঃ তন্ত্রা বা পরতন্ত্রা উদাহৃতাঃ॥"

শ্রীনিম্বার্ক-কৃত দশশ্লোকীর টীকা 'সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলি' গ্রন্থে ৩৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য—(শ্রীহরিব্যাসদেব-কৃত গ্রন্থ)।

অথ প্রেষ্ঠাঃ স্বতন্ত্রাস্তু দিদৃক্ষবঃ রিরংসবঃ।
বিবরয়িষবঃ ইতি ত্রিধা ভগবতঃ স্ফূটাঃ॥—ঐ ৩৫১ পৃঃ
তাসাং স্বতন্ত্রাণাং মধ্যে মুখ্যতমায়াঃ সৌভাগ্যমাহ—
'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতঃ যামনয়ৎ রহঃ॥'—ঐ

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ উজ্জ্বলের ২১ নং শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে, 'কেহ কেহ রাধার কন্যাত্বই স্বীকার করেন, পরোঢ়াত্ব স্বীকার করেন না; কিন্তু তাঁহাদের মত শ্রীরূপপাদের অনুমোদিত নহে।'

উপরোক্ত প্রমাণদ্বারা নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীহরিব্যাসজী শ্রীরাধার 'কন্যকা' পরকীয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।—(শ্রীহরিব্যাসকৃত 'সিদ্ধান্ত-রত্নাঞ্জলি' দ্রষ্টব্য)।

পুরুষোত্তম বাসুদেব।' কিন্তু তাঁহারা গোলোকবিহারী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-উপাসনার কথা মানেন। যেমন,—রামানুজ, রামানন্দী ইত্যাদি সম্প্রদায়িগণ মানিয়া থাকেন (ক)। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা—ঐশ্বর্য্য-প্রধানরূপে, আর শ্রীব্রজে হইলেন—মাধুর্য্য প্রধানরূপে। এত টুকুই পার্থক্য মাত্র। দিগ্বিজয়ী শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টপাদের সাক্ষাৎ শিষ্য—শ্রীভট্টজীকৃত 'যুগল শতক' গ্রন্থে, শ্রীভট্টপাদের শিষ্য—শ্রীহরিব্যাসজীকৃত 'মহাবাণী' গ্রন্থে, শ্রীভগীরথ ঝাঁ-কৃত 'শ্রীযুগ্মতত্ত্ব-সমীক্ষা' গ্রন্থে, শ্রীরসিক বিহারী যোশীকৃত 'শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন' গ্রন্থে শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণের উপাসনার কথা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু স্বকীয়া এবং পরকীয়া বিচার সিদ্ধান্তস্থলে পরকীয়া সম্বন্ধে তাঁহারা সঙ্কুচিত হইয়া স্বকীয়া-বাদেরই প্রাধান্য (নিম্বার্ক সম্প্রদায় সম্বন্ধে) গ্রহণ করিয়াছেন। সমগ্র রাসলীলা পর্য্যায় পারকীয়রসের পূর্ণ অভিব্যক্তি; কিন্তু শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায় হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীমচ্ছুকদেব-কৃত 'সিদ্ধান্ত-প্রদীপ' টীকায়ও উক্ত বিষয়ে সংকোচ প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে, শ্রীসচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের অন্তরঙ্গা শক্তি চিন্ময়ি-বিগ্রহাগণের স্বকীয়া এবং পারকীয়াবাদে কি দোষ-গুণ থাকিতে পারে? (কিম্বা নির্গুণ, তাহা কাহারও বিচার্য্য বিষয় হইতে পারে

(ক) নিজ নিজ ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়াও অন্যের ইষ্টের প্রতি সম অনুরাগ রাখাই সনাতন ধর্ম্মের প্রথা। যেমন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসক-গণও অপরাপর শ্রীরাম, শ্রীনারায়ণ, শ্রীনৃসিংহ, দ্বারকাধীশ, মথুরেশ ইত্যাদির উপাসনাকেও আন্তরিক ভক্তি করেন। শ্রীদ্বারকা-ধামও বৈষ্ণবগণের চারিধামের একটি প্রধানতম ধাম।

না)। কারণ, তিনি স্বরাট লীলা-পুরুষোত্তম; কর্ত্তুম্ অকর্ত্তুম্ অন্যথা কর্ত্তুম্ সমর্থঃ। 'লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্'—এই সূত্র দ্রষ্টব্য।

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহাতে এবং যিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, এরূপ অপ্রমেয়, অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ শ্রীভগবানের উদরের মধ্যে অবস্থান করিয়া আমাদের মত সামান্য জীব তাঁহার লীলা সম্বন্ধে কি বিচার করিতে পারে? অতএব স্বকীয়া ও পারকীয়া সবই তাঁহাতে শোভা পায়। এ সম্বন্ধে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভুর অনুগত শ্রীগোস্বামিপাদগণ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। (লেখকের নিবেদন প্রবন্ধ দ্রঃ) যে প্রেমভক্তির পরিপূর্ণতম বিকাশ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে ও হইবে।

যদ্যপি শ্রীব্রজরসসম্বন্ধে (শান্ত) দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই চারিভাবের ভক্তিই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু অঙ্গীকার করিয়াছেন। তথাপি তর-তম বিচারে উন্নত-উজ্জ্বল-মধুর রসেই শ্রীগৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়ের উপাসনা সম্বন্ধে নিম্নরূপ প্রমাণ আছে,—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভো র্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

—শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত-'শ্রীচৈতন্য-মত মঞ্জুষা'।

শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীগৌড়ীয়গণের উপাসনা সম্বন্ধে 'অঙ্গে তু বামে—।' ও 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ—।' এই দুই শ্লোকের দ্বারাই সুস্পষ্ট

হইয়াছে। * শ্রীগৌড়ীয়গণের বিশেষত্ব এই হইল যে,—† জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস ইত্যাদি বৈষ্ণব-কবিগণের দ্বারে যে সমস্ত পদ-পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছেন ; তন্মধ্যে রাস, মহারাস, বাসন্তীরাস, শ্রীরাধিকার ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, খণ্ডিতা, রূপাভিসার, বাসকসজ্জা, ঝুলন, হোলীলীলা, নৌকাবিলাস, গোষ্ঠ, নিকুঞ্জমিলন, মান, দান, কলহান্তরিতা, আক্ষেপানুরাগ, বিপ্রলব্ধা, শ্রীকুঞ্জমিলন ইত্যাদি কার্ত্তনে যে নব-নব-প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাস, উৎকণ্ঠা, আবেগবহুলতা প্রকাশিত হইয়াছে ; তাহার সহিত অন্য কোন কবিত্বের তুলনা চলে না। গৌড়ীয়গণের এই কীর্ত্তন-পদ্ধতি বর্ত্তমানে,—(১) শ্রীনরোত্তমঠাকুরের ঘরাণা—গরাণহাটী, (২) শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর ঘরাণা—রেণেটী ; (৩) শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর ঘরাণা—মনোহরসাহী লক্ষীভূত হইতেছে। আর নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের পদাবলী—ধ্রুপদ (চৌতাল), ধামার ইত্যাদি তালে গীত হইয়া থাকে। গৌড়ীয়গণের খোল, (মৃদঙ্গ) করতাল বাদ্যযন্ত্র আর নিম্বার্কের পাখোয়াজ, করতাল। বিদ্যাপতির কাব্যে সর্ব্বত্রই পরকীয়ারসের সমাবেশ দেখা যায়। যেমন,—'শুনহ নাগর কান।

---

* শ্রীগৌড়ীয়গণের শ্রীহরিনাম—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'

শ্রীনিম্বার্কীয়গণের শ্রীনাম—'রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে। রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে॥'

† শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায় হইতে ২০১৭ সম্বৎ, ইং ১৯৬০ সনে প্রকাশিত হিন্দি ভক্তমাল গ্রন্থের ৩২৪ পৃঃ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের পণ্ডিত শ্রীকিশোর দাস কৃত, 'নিজমত-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থের আচার্য্য খণ্ড ১০৬ পৃঃ কতিপয় পয়ার রচনা দ্বারা শ্রীজয়দেব কবি

রাজকুমারী রাধিকা নাম॥ জটিলা বধূ নবীন বালী।' অন্যত্র—'জটিলা শাশ ফুকরিতহি বোলত' ইত্যাদি শ্রীরাধার পরকীয়া ভাবময়ী বাণী পাওয়া যায়।

মন্ত্রসম্বন্ধে—লোকপিতামহ শ্রীব্রহ্মাজীর হৃদয়ে প্রকটিত অষ্টাদশাক্ষরীয় শ্রীগোপালমন্ত্র শ্রীগৌড়ীয়গণের উপাস্য। আর শ্রীব্রহ্মাজী হইতে প্রাপ্ত এই মন্ত্র চতুঃসনের অনুগত নিম্বার্ক সম্প্রদায়েরও উপাস্য। কিন্তু মন্ত্রের অর্থ ভেদ দুই প্রকার পাওয়া যায়। যথা গৌড়ীয়গণের—(১) "গোপীজন-বল্লভ" শব্দের অর্থ ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় আচার্য্য-মুকুটমণি শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ নিম্নরূপ করিয়াছেন,—'গোপীজনবল্লভ-

---

গোস্বামিকে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়াছেন ; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ কল্পিত ও ইতিহাস বিরুদ্ধ। শ্রীজয়দেব গোস্বামী কৃত গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গে শ্রীরাধিকা রহিত প্রথমে শ্রীগোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসবিহার বর্ণিত আছে। পরে শ্রীমতী রাধিকা যোগদান করিয়াছেন,—

"অনেক-নারী-পরিরম্ভ-সংভ্রম-স্ফুরন্মনোহারি-বিলাস-লালসম্।
মুরারি-মারাদুপদর্শয়ন্ত্যসৌ সখীসমক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্॥"
—গীঃ গোঃ ১ম সর্গ, ৩৯ শ্লোক।

শ্রীজয়দেব গোস্বামিপাদের শ্রীগুরু-পরম্পরা,—

শ্রীরাধামাধবো দেবস্তচ্ছিষ্যোঽথ চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীনারদস্ততো ব্যাসো মাধ্বাচার্য্যস্ততঃ পুনঃ॥
তস্য শ্রীপদ্মনাভস্তচ্ছিষ্যোঽক্ষোভ্যমুনিস্ততঃ।
জয়তীর্থস্ততো <u>মিশ্র ভোজদেবঃ</u> প্রসন্নধীঃ।
শ্রীভোজদেবারভ্য শিষ্য-সুতয়োরৈকয়ং॥

স্বরূপমাহ, গোপীজনেতি। গোপায়ন্তীতি গোপ্যঃ পালনশক্তয়ঃ তাসাং জনঃ সমূহঃ তদ্বাচ্যা অবিদ্যাকলাঃ চ, তাসাং বল্লভঃ স্বামী 'প্রেরক' ঈশ্বরঃ, ইতি ব্যুৎপত্ত্যা গোপীজনবল্লভস্যেশ্বরস্য সর্ববাধিষ্ঠানজ্ঞানেন সর্ববমারোপিতত্বেন বিদিতং ভবতি ইত্যর্থঃ।'—গুপ্ ধাতুর অর্থ পালন, রক্ষণ করে যে, এই অর্থে গোপী অর্থাৎ পালনী শক্তি, তাহার জন অর্থাৎ সমূহ এই অর্থে গোপীজন, ইহার বাচ্যা অবিদ্যাকলা তাহাদের বল্লভ অর্থাৎ স্বামী (ঈশ্বর) এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা গোপীজন-বল্লভ, ইনি সকলের অধিষ্ঠানরূপে বর্ত্তমান আছেন, এই জ্ঞান দ্বারা সমস্ত জগৎ

এই শ্রীভোজদেবমিশ্রের শিষ্য ও পুত্র শ্রীজয়দেব গোস্বামী, মাতার নাম বামদেবী বা বামাদেবী। ইঁহার একাদশাধস্তন শ্রীরামরায় গোস্বামী। ইনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর দীক্ষাশিষ্য। ইহার কৃত 'ব্রহ্মসূত্র-বেদান্তদর্শন' গ্রন্থে নিজসাম্প্রদায়িক বিবরণ দ্রষ্টব্য। শ্রীজয়দেব গোস্বামী বংশজ পঃ শ্রীযমুনাবল্লভ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে বর্ত্তমান আছেন।

ইং সন ১৯৬২ সালে বলদেবদাস অধিকারী প্রকাশিত নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের 'শ্রীযমুনাস্তোত্রম্' নামক হিন্দি গ্রন্থের ৫৫ পৃঃ মহান্ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য বিদ্বৎকেশরী শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদকে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্য্য বলিয়া মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বিখ্যাত আচার্য্য তাহা ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিদ্বান্‌গণই অবগত আছেন। এইরূপ অবান্তর উপহাসাস্পদ কথা লিখিয়া নিজেদের অনভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করা সঙ্গত হয় নাই। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ হইলেন—শ্রীরূপপাদের অনুগত—শ্রীরূপানুগ আচার্য্য ও পরকীয়ারসের পূর্ণসমর্থক সিংহবর। কিন্তু নিম্বার্ক সম্প্রদায়িগণ কখনও রূপানুগত্য স্বীকার করেন নাই; পরকীয়ারস সম্বন্ধেও সংশয়মুক্ত নহেন, ইহাই আমাদের ধারণা।

আরোপিত রূপে বিদিত হয়।—গোপাল তাং, শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং ১—৬ পৃঃ, বাং ১২৮০ সাল, ফাল্গুন তাং প্রকাশিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

—শ্রীনিম্বার্ক-আচার্য্যপাদ হইতে ত্রয়োদশ আচার্য্য—শ্রীসুন্দর ভট্টাচার্য্যপাদ। তিনি নিম্বার্কীয় গ্রন্থ—'মন্ত্ররহস্যষোড়শী' গ্রন্থে 'গোপীজন-বল্লভ' শব্দের অর্থ নিম্নরূপ করিয়াছেন,—(২)

"গোপীত্যাদি গাঃ ইন্দ্রিয়াণি স্ব-স্ববিষয়েষু স্বীয়ত্বেন পাতীতি গোপী প্রকৃতিস্তয়া জন্যন্তে দেহাদিভিঃ সংযুজ্যন্তে ইতি গোপীজনা জীবাত্মানস্তেষু মুমুক্ষূণাং স্ব-প্রপন্নানাং বল্লম, অজ্ঞানরূপাবরণং, তস্মাত্তাতীতি। তথা 'ল্যপলোপে' পঞ্চমী। তেষাং বল্লমজ্ঞানং ব্রহ্মবিদ্যয়া পরাকৃত্য স্ব-পরস্ব-বিষয়কং জ্ঞানং প্রকাশয়তীতি গোপীজনবল্লভো দ্বিতীয়পদার্থো গময়িতা গুরুরিতি যাবৎ।"—ইং ১৯৩৭ শ্রীব্রজেন্দ্র প্রেস, বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণব শ্রীরামচন্দ্রদাস, দতিয়াবালি বড়ীকুঞ্জ দ্বারা প্রকাশিত ও পণ্ডিত শ্রীমৎ-কিশোরদাস দ্বারা সংশোধিত—'শ্রীমন্ত্ররহস্যষোড়শী' ৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শ্রীসনকাদি মুনিগণ শ্রীব্রহ্মাজী হইতে এই অষ্টাদশাক্ষরীয় গোপাল মন্ত্র-রাজের মাহাত্ম্য সহ অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রমাণ 'গোপাল-তাপনী-উপনিষদ্' হইতে নিম্নরূপ পাওয়া যায়—

"ওঁ মুণয়ো হ বৈ ব্রহ্মাণমূচুঃ, কঃ পরমো দেবঃ, কুতো মৃত্যুর্বিভেতি, কস্য বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি, কেনেদং বিশ্বং সংসরতি, ইতি॥" সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! কে পরমদেব, কাহা হইতে মৃত্যু ভীত হয়, কাহার বিজ্ঞানে সকল জ্ঞাতরূপে প্রকাশ পায় এবং কাহা কর্ত্তৃক এই বিশ্ব উৎপন্ন হইতেছে। তানুহোবাচ ব্রাহ্মণঃ—"কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি। গোপীজনবল্লভ-

জ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি। স্বাহয়েদং সংসরতি।” ব্রহ্মা বলিলেন,—কৃষ্ণই—পরমদেবতা, গোবিন্দ হইতে মৃত্যু ভয় পায়। গোপীজন-বল্লভের জ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ গোপীজন বল্লভকে জানিতে পারিলে সমুদায় জানা হয়। স্বাহা দ্বারা এই সংসার প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তমুহোচুঃ—“কঃ কৃষ্ণো গোবিন্দঃ কোঽসাবিতি গোপীজনবল্লভঃ কঃ, কা স্বাহেতি।” মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কৃষ্ণ কে? এই গোবিন্দ কে? গোপীজনবল্লভ কে? এবং স্বাহা কে? তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ—“পাপকর্ষণো গোভূমিবেদবিদিতো বেদিতা গোপীজনাঽবিদ্যা-কলা-প্রেরকস্তন্মায়া চেতি সকলং পরং ব্রহ্মৈবেতৎ যো ধ্যায়তি, রসয়তি, ভজতি, সোঽমৃতো ভবতি; সোঽমৃতো ভবতীতি॥” ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন,—পাপকর্ষণ জন্য সচ্চিদানন্দরূপী শ্রীকৃষ্ণই পরমদেবতা। গো-শব্দ নানার্থ প্রযুক্ত ভূমি এবং বেদ ইহাতে যিনি বিখ্যাত ও দ্রষ্টা, তিনি গোবিন্দ, মৃত্যু ইঁহাকে গো-শব্দের অধিষ্ঠান-রূপে জ্ঞাত হইয়া ভয়প্রাপ্ত হয়। ‘গুপ্’ ধাতুর অর্থ পালন, রক্ষণ করে যে, এই অর্থে গোপীজন, ইহার বাচ্য। অবিদ্যাকলা তাহাদের বল্লভ অর্থাৎ স্বামী (ঈশ্বর)। ৩৩৭ পৃঃ (১), ৩৩৯ পৃঃ (২) দ্রঃ *।

এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা গোপীজনবল্লভ, ইনি সকলের অধিষ্ঠানরূপে বর্ত্তমান আছেন, এই জ্ঞান দ্বারা সমস্ত জগৎ আরোপিত রূপে বিদিত হয়। এবং পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে ঈশ্বরের অধীনা যে মায়া তিনিই স্বাহা; তাহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইতেছে। কলা শব্দে মায়া

* উপর্য্যুক্ত সিদ্ধান্তদ্বয় হইতে অষ্টাদশাক্ষরীয় মন্ত্ররাজ ‘গোপালমন্ত্রের’ অর্থও পৃথক্ পৃথক দেখা যাইতেছে—গৌড়ীয়গণের একরূপ, নিম্বার্কের অন্যরূপ।

তাঁহার সহিত এই অর্থে সকল, অর্থাৎ পরমেশ্বর ইনিই পরব্রহ্ম এবং মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা। ইঁহার ধ্যানাদির ফল বলিতেছেন,—“যে ব্যক্তি এই কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান করেন এবং কামবীজের (ক্লীঁ) সহিত পঞ্চপদী গোপালবিদ্যা জপ দ্বারা ইহাকে রসন অর্থাৎ সুখী করেন এবং ইহার ভজন অর্থাৎ পূজা করেন, তিনি অমৃত হয়েন অর্থাৎ মৃত্যু হইতে বিমুক্ত হন।” ইহার পর সনকাদি মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, ধামাদি সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্মাজীর নিকট প্রশ্নোত্তর মুখে শ্রবণ করিয়াছেন। *

এই ‘পঞ্চপদী’ অষ্টাদশাক্ষরীয় শ্রীগোপালমন্ত্ররাজ ছাড়া শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ে আরও দুইটী মন্ত্র প্রচলিত ছিল। (১) শ্রীমুকুন্দশরণ মন্ত্র; (২) বংশগোপাল মন্ত্র। শ্রীমুকুন্দশরণ মন্ত্র এখনও প্রচলিত আছে বলিয়া জানা যায়; কিন্তু বংশগোপালমন্ত্রটী হইল মনঃকল্পিত। এজন্য ১৯৩৭ ইংরেজী সালে কুম্ভের সময় শ্রীবৃন্দাবনস্থ দতিয়াবালী বড়ী কুঞ্জ (বনখণ্ডী মহাদেব) হইতে ১৩ই মে তারিখে বৈশাখ শুক্লা অক্ষয়-

* ‘ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়’-সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীব্রহ্মাকেই শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ স্বীকার করিয়াছেন। ‘তেনে ব্রহ্ম হৃদা যঃ আদিকবয়ে’—ভাঃ ১।১।১। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আদিগুরু সনকাদিও এই ব্রহ্মাজীর শিষ্যত্ব লাভ করিয়া মন্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া হেতু তাঁহারাও এই সম্প্রদায়েরই অনুগত বলা যায়। বিশেষতঃ শ্রীহংসভগবান্ চতুঃসন-পরম্পরায় নিম্বার্ক-সম্প্রদায়কে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মাধুর্য্য রসের কথা সেরূপ স্পষ্টতঃ নাই; কিন্তু ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বারা প্রপঞ্চিত রসতত্ত্বের প্রার্থী বলিয়া ইঁহাদিগকে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়া অনেকে ধারণা করেন। এই সম্প্রদায়েরও তিলক হইল,—গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের শ্রীগদাধর ও শ্রীশ্যামানন্দ পরিবারের মত।

তৃতীয়া তিথিতে শ্রীরামচন্দ্র বৈষ্ণব দ্বারা প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীমন্ত্ররহস্য-ষোড়শী' (শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীব্রজেন্দ্র যন্ত্রালয়ে পণ্ডিত শ্রীনথীলাল কৌশিক দ্বারা মুদ্রিত) নামক গ্রন্থের 'সমর্পণ' (২য় পৃঃ) 'স্ব-সম্প্রদায়ী মহানুভাব-বোঁকী সেবা মেঁ নম্র নিবেদন' (A—b পৃঃ) 'ভূমিকা' (১—৪ পৃঃ) ঐ বংশগোপাল মন্ত্রটী সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া যাহাতে অষ্টা-দশাক্ষরীয় ও মুকুন্দশরণ মন্ত্র গ্রহণ করা হয় তজ্জন্য নিম্বার্কীয় সমস্ত বৈষ্ণবগণকে অনুরোধ করিয়াছেন এবং অষ্টাদশাক্ষরীয় মন্ত্র দুর্দ্দৈববশতঃ পরিত্যাগ হেতু পূর্ব্ব আচার্য্য চরণে যে মহদ্ অপরাধ হইয়াছে, তাহার ক্ষমা প্রার্থনার জন্য পুনঃ পুনঃ বিনম্র নিবেদন করা হইয়াছে। শ্রীরহস্য-মীমাংসান্তর্গত প্রপন্নকল্পবল্লীব্যাখ্যানুরূপা 'প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরী' নামক গ্রন্থে শ্রীমুকুন্দশরণ মন্ত্রের রহস্য বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়স্থ কেহ কেহ মনঃকল্পিত "বংশগোপাল" মন্ত্রের প্রচলন করায় সম্প্রদায়ে মহান্ অনর্থের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া উক্ত 'মন্ত্ররহস্য-ষোড়শী' গ্রন্থে আক্ষেপ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই মূলগ্রন্থ আদ্যাচার্য্য শ্রী ১০০৮ শ্রীভগবন্নিম্বার্ক-মহামুনীন্দ্র কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধি।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ধামক্ষেত্র

(রমেশ আর্ট প্রেস, অযোধ্যা হইতে প্রকাশিত "শ্রীরামপটল" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ৪৩—৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) সংস্কৃত ভাষার অনুবাদ—

"শ্রীনিম্বাদিত্য গুরুকা প্রমাণ হ্যা, জিন্‌কে মথুরা ধর্ম্মশালা, গোমতী ক্ষেত্র, বৃন্দাবন সুখবিলাস, গোবর্দ্ধন পরিক্রমা, দ্বারাবতী (দ্বারিকাপুরী) ধাম, রুক্মিণী ইষ্ট, বংশগোপাল মন্ত্র,* গোপাল গায়ত্রী, হংস শাখা, সারূপ্য মুক্তি, নাসিকা দ্বার, সনকাদি আচার্য্য, শ্রীনারদজী মুনি, দুর্বাসাজী ঋষি, গরুড় দেবতা, সামবেদ, শ্রীভটমহাপ্রসাদ মন্ত্র, অচ্যুত গোত্র, শুক্লবর্ণ, হরিনাম আহার, সুযেন পার্যদ। শ্রীবৃন্দাবনস্থিত কানপুর মন্দিরে অবস্থানকারী বৈষ্ণব উড়িষ্যাবাসী পণ্ডিত শ্রীমৎ মনোহর দাস বাবাজী মহারাজ নিজ হস্ত লিখিত পুঁথিতেও এইরূপ ধাম-ছত্রের বিবরণ লিখিয়াছেন ; ইনিও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের একজন বিশেষ বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনস্থ বুঁদেলবাগ (সেবাকুঞ্জ) শ্রীরাধেশ্যাম দাস বাবাজী মহাশয়ের গ্রন্থাগার হইতে প্রাপ্ত—এই পুঁথিতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় অতিরিক্ত পাওয়া গিয়াছে যথা,—বংশীবট পূজা, হরিমন্দির তিলক, অনন্ত শাখা, কামধেনু কল্পবৃক্ষ, অম্বিকা দেবী, মালাধারী আখ্‌ড়া, গোকুলবাস লীলা, নিমগ্রাম আশ্রম।"

---

* ১। গোপালতাপনী উপনিষদে—অষ্টাদশাক্ষরীয় শ্রীগোপাল-মন্ত্ররাজ,—'ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা'।

২। প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরীতে—শ্রীমুকুন্দশরণমন্ত্র,—(১) 'শ্রীমন্ মুকুন্দচরণৌ সদা শরণমহম্' ; (২) 'শ্রীমন্ মুকুন্দচরণৌ শরণমহম্ প্রপদ্যে'।—এই দুইটী মন্ত্রের সহিত ক্লীং বা ওঁ বীজ ব্যবহার হইয়া থাকে।

৩। রামপটল গ্রন্থে—বংশগোপালমন্ত্র—'ওঁ ক্লীং গোপালায় গোচরায় বংশী-শব্দায় নমো নমঃ'। ৩নং মন্ত্র পরিত্যাগের জন্য তাঁহারা অনুরোধ করিয়াছেন। এই মন্ত্রের অধিকারী সম্বন্ধে ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"অতএব ভগবৎ-প্রেষ্ঠাধিকারিক-ত্বেনান্যাস্তানধিকারিত্বসূচনাদন্যস্মৈ ন দাতব্যমিতি। অধিকারিণি সংস্কাররূপং গুণং বিধত্তে। ঋতে শিষ্যান্ন দেয়ং চেতি। শিষ্যোঽপ্যত্রোক্তলক্ষণোঽন্তরঙ্গতম এব

বিবক্ষিতঃ, তস্যৈব প্রকরণত্বাৎ। অন্যশিষ্যস্যাপি ব্যাবৃত্তিঃ ফলিতা বোধ্যা। এতদুক্তং ভবতি—শিষ্যবিবেকস্তাবচ্চতুর্বিধঃ। শিষ্যমাত্রান্তরঙ্গান্তরঙ্গতরান্তরঙ্গতমভেদাৎ। তেষ্বন্তরঙ্গতম এবাধিকারী, অন্যেষাং ব্যাবৃত্তিঃ।" —'মন্ত্ররহস্য-ষোড়শী' ৫৯—৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিশেষ—'কুরুপাণ্ডব ন্যায়ানুসারে' নিম্বার্ক এবং গৌড়ীয় পৃথক্ দেখা গেলেও, পাণ্ডবগণ কুরুবংশ্য হইলেও কুরু ও পাণ্ডব যেমন ভাষার দ্বারা পৃথক্ বলা হয়—তদ্রূপ। বর্ত্তমান নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ানুযায়িগণ যেরূপ মধুররস আস্বাদনের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন, এরূপ এই সম্প্রদায়ে পূর্ব্বে ছিল না। বরং অনেক স্থলে ব্যভিচার দোষের আশঙ্কাই করিয়াছেন। কারণ, আদি আচার্য্য চতুঃসনের সম্বন্ধে 'শান্ত'রসের কথা শোনা যায়। ক্ষুদ্র মানব শ্রীভগবানের অনুকরণ করিতে গিয়া আজ সাধকসমাজ যেমন শাস্ত্রবিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু তদ্রূপ অসমোর্দ্ধ লীলা-পুরুষোত্তমের চিন্ময়লীলায় দোষারোপবুদ্ধিও অত্যন্ত অহিতকর। শ্রীগৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়ের ভক্তিগ্রন্থ বিশেষভাবে আলোচনা করিবার সৌভাগ্য হইলে,-উভয়প্রকার ভ্রমই ক্রমান্বয়ে অপনোদন হইতে পারে।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুজীউর প্রকট-লীলা কালে কেবলাদ্বৈতবাদী—শ্রীপ্রকাশানন্দ-সরস্বতী, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য; বিষ্ণুস্বামী অনুযায়ী শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য, শ্রী-সম্প্রদায়ানুগ শ্রীবেঙ্কটভট্ট ও তৎপুত্র শ্রীগোপালভট্ট; শ্রীরামভক্ত শ্রীরূপ-সনাতনের ভ্রাতা ও শ্রীজীব গোস্বামীর পিতৃদেব শ্রীঅনুপম; নিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীকেশব-কাশ্মীরী ভট্টজী শ্রীব্রজরস-উপাসনার কথা জানিয়াছিলেন—ইহা শ্রীমন্ মহাপ্রভু-জীউর অসমোর্দ্ধ প্রভাব বলিয়া অনেকের বিশ্বাস হয়।

শ্রীব্রজধাম সম্বন্ধে

আচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক-পরম্পরায় শিষ্য শ্রীঔডুম্বরাচার্য্য কৃত 'ঔডুম্বর-সংহিতা' গ্রন্থে 'ব্রজবলয়-বিহারং নিত্য-বৃন্দাবনস্থম্' ইত্যাদি বাক্য পাওয়া যায়। দিগ্বিজয়ী আচার্য্য শ্রীকেশব-কাশ্মীরী-পাদের সাক্ষাৎ-শিষ্য শ্রীশ্রীভট্টজী মহারাজ 'যুগল শতক' গ্রন্থে মধুর উসাসনার বিষয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিয়াছেন *। শ্রীভট্টপাদের শিষ্য শ্রীহরিব্যাসদেবজী 'মহাবাণী' গ্রন্থেও মধুর উপাসনার কথা অতি সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন। এই দুইখানি গ্রন্থই এই সম্প্রদায়ের মধুর উপাসনা সম্বন্ধীয় আকর গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। যুগল শতকে, দোহা—(একশত পদ বিভিন্ন রাগরাগিণী সংযোগে প্রকাশিত হইয়াছেন)।

লেকর বীরী পিয় প্রিয়া, বদন মনোহর দেত।
লেত নহীঁ জব লাড়িলী, বিনে করত সুখ হেত॥
পদ—প্যারী জী কোঁ বীরী স্ববাবত মোহনা।
সুন্দর মুখ সুখ দেখ্যো চাহত নন্দনন্দন পিয় সোহনা॥
যদপি ন লেত লডেতী করতে বিনে করত পরি গোহনা।
জৈ শ্রীভট নিপট দীন তন দেখ্যো মুস্থকি দিয়্যো মুখ চোহনা॥

---

* 'যুগলশতকে'র পুষ্পিকায় লিখিত আছে—'নয়ন বান পুনিরাম শশি গণৌ অঙ্কগতিবাম। প্রগড ভয়ো শ্রীযুগলশত, যহ সম্বৎ অভিরাম॥' 'পুনি রাম'—পাঠান্তর=পুনিরাগও পাওয়া যায়। 'পুনিরাম' হইলে—১৩৫২ সম্বৎ হয় আর 'পুনিরাগ' হইলে—১৬৫২ সম্বৎ হয়। বিদ্বান্ গবেষকগণ 'পুনিরাগ' শব্দকে স্বীকার করিয়া ১৬৫২ সম্বতেই 'যুগল-শতক' গ্রন্থের রচনা সমাপ্তি কাল বিবেচনা করিয়াছেন। নিম্নরূপ হইলে, উক্ত গ্রন্থ রচয়িতা আচার্য্যের প্রকট কালের সঙ্গেও সমঞ্জস্য রক্ষা হয়। শ্রীধাম-বৃন্দাবন, শ্রীসর্বেশ্বর প্রেস হইতে লালা ছাজুরাম বাণীলাদ্বারা বিক্রমাব্দ ২০১৩ শ্রীরাধাষ্টমী তিথিতে মুদ্রিত এবং শ্রীমুকুন্দদেবাচার্য্য পীঠাধিপতি বর্ত্তমান মহান্ত শ্রীসনৎ কুমার দাস মহারাজকী আজ্ঞাসে লালা

মহাবাণী—

জয় মৃগ-নয়নী রাধিকে, রংগরংগীলী বাল।
গোরী কাঞ্চনবেলি জ্যো, লপটী শ্যাম-তমাল॥

মহাবাণীতে (১) সেবাসুখ, (২) উৎসাহসুখ, (৩) সুরতসুখ, (৪) সহজসুখ, (৫) সিদ্ধান্তসুখ—এই পাঁচটি বিভাগে ক্রমান্বয়ে সুন্দর রাগ-রাগিণী পরিচয় দ্বারা পদ বর্ণিত হইয়াছে।

লক্ষ্মীনারায়ণ, লুধিয়ানা দ্বারা—নিম্বার্ক সম্প্রদায় হইতে প্রকাশিত হিন্দি 'যুগল শতক' গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় 'দো-শব্দ' শীর্ষক প্রবন্ধে 'শ্রীভট সুভট প্রগটে অঘট রস রসিকন্ মন মোদ ঘন।'—যহ নিশ্চিত হ্যা কি ব্রজভাষা সাহিত্য মেঁ মাধুর্য্যো-পাসনাকী সর্ব্ব প্রথম রচনা আপকী 'যুগল-শত' হী হ্যা।

ঐ ১৩ পৃঃ 'ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে যুগল শতকের কাল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"দোহে কে অনুসার বিক্রমসম্বৎ ১৩৫২ মেঁ হি ইস্‌কী রচনাকা সময় নিশ্চিত হোতা হ্যা। কুছ সজ্জন **রাম** কে স্থান মে **রাগ** পাঠ মানকর বিক্রমসম্বৎ ১৩৫২ ইস্‌কা রচনা কাল সিদ্ধ করতে হৈঁ। * * * * তৎকালীন খোজ অধ্যক্ষ ডঃ হীরালাল জৈন নে রামকে স্থান মেঁ **রাগ** পাঠ মাননে কা বাত উঠাই। কুছ সজ্জন ভাষা কী দৃষ্টি সে ইসে ১৩৫২ কী রচনা বতাতে হৈঁ।"

উপরোক্ত প্রমাণদ্বয় হইতে জানা যায় যে,—নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে মাধুর্য্যোপাসনার সর্ব্বপ্রথম রচনা গ্রন্থ এই 'যুগল শতকই' এবং ১৩৫২ বিক্রম সম্বতে এই গ্রন্থের রচনা কাল। ইহার পূর্ব্বে মাধুর্য্যোপাসনার কথা এই সম্প্রদায়ে ছিল কিনা সন্দেহ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর সহিত বঙ্গদেশে নবদ্বীপে দিগ্‌বিজয়ী শ্রীকেশব কাশ্মীরীর সাক্ষাত হইবার পূর্ব্বে হয়ত তিনি অন্য সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। পরে শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কৃপায় সেই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করতঃ আচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাধুর্য্য রসের কথা প্রচার করেন এবং তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীভট্টপাদকে সেই সকল কথা উপদেশ করেন, তদনুযায়ী শ্রীভট্টপাদ 'যুগলশতক' ও তাঁহার শিষ্য শ্রীহরিব্যাসদেব 'মহাবাণী' গ্রন্থদ্বারা জগতকে রসমাধুর্য্য দান করিয়াছেন।

এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীললিত কৃষ্ণ গোস্বামী-কৃত 'শ্রীনিম্বার্ক-বেদান্ত' গ্রন্থের ১০৯—১১৩ পৃঃ (পূর্ব্বার্দ্ধ) দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থেও উক্তমত স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীকেশব ভারতী ও শ্রীকেশব কাশ্মীরী

শ্রীকেশব ভারতী (শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগুরুদেব) বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান্ জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীন খাটুন্দী গ্রামে শ্রীকেশব ভারতীর পূর্ব্বাশ্রম ছিল; ইনি আন্ধ্র দেশীয় বা কাশ্মীরবাসী নহেন। শ্রীকেশব ভারতীর ভ্রাতা শ্রীবলভদ্রের বংশধরগণ অদ্যাপি বঙ্গদেশে বর্ত্তমান আছেন। সেই খাটুন্দির পাটবাড়ীর অধিকারী সূত্রে যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন; এখনও তাঁহারা তথায় দেবসেবা নির্ব্বাহ করিতেছেন *। শ্রীকেশব ভারতী সন্ন্যাসের নাম। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের উদাসীন সন্ন্যাসী এবং ভক্তি-কল্পতরুর নয়টী মূলের অন্যতম। বঙ্গদেশ জন্মস্থান। পূর্ব্বপরিচয় ও ভ্রাতৃ বংশ পরম্পরা বর্ত্তমান আছেন। যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। অসংখ্য প্রমাণ সমর্থিত সুপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্ববাদি সম্মত। ইনি-বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শ্রীপাট কুলিয়া। পূর্ব্বাশ্রমের নাম—শ্রীকালীনাথ আচার্য্য। "শ্রীশ্রীভারতী মহাশয়ও শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য"—(গৌঃ গঃ ৫২,১১৭) পূর্ব্বলীলায় শ্রীকৃষ্ণের উপবীত দাতা সন্দীপনি, মতান্তরে অক্রূর। "বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিল কালীনাথ আচার্য্য। কুলিয়াবাসী বিপ্র সর্ব্বগুণে বর্য্য॥ মাধবেন্দ্র শিষ্য হঞা করিলা সন্ন্যাস। **'কেশব ভারতী'**—নামে জগতে প্রকাশ॥" —(প্রেম-২৩) নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ সবিধে সন্ন্যাসদিবস ও সন্ন্যাসদাতা

---

* বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি, ২য় সংখ্যা, ৪৩৬ গৌরাব্দ, ১৭—২৬ পৃঃ 'কেশব-ভারতী' অঙ্ক দ্রষ্টব্য। গৌঃ বৈঃ অভিধান ২-৩-৪র্থ খণ্ড ১১২৪—২৫ পৃঃ দ্রঃ।

শ্রীকেশব ভারতীর নামোল্লেখ—(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।১০)। কাটোয়াতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আগমন, ভারতী মহাপ্রভুকে দেখিয়া জগদ্‌গুরুরূপে ধারণা করেন (ঐ ২৮।১০৫—১২৬); ছলে ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাস মন্ত্রদান ও তৎপরে প্রভুর সেই মন্ত্রগ্রহণ—(ঐ ২৮।১৫৪—১৫৯), প্রভুর নাম করণে চিন্তান্বিত হইয়া পরে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম প্রদান (ঐ ২৮।১৬৯—১৭৪)। মহাপ্রভুর আলিঙ্গন লাভে ভারতীর প্রেম ও প্রভুর অনুগমনাদি (ঐ অন্ত্য ১।১৩—৫২)। অদ্বৈত মন্দিরে জনৈক সন্ন্যাসি কর্তৃক ভারতীর সহিত প্রভুর সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা, অদ্বৈতের উত্তরে বালক অচ্যুতের ক্রোধাবেশে মহাপ্রভুর তত্ত্বকথনাদি (ঐ অন্ত্য ৪।১৩৯—১৮৮)। ভারতীর স্থানে জ্ঞান-ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রভুর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও ভারতীর উত্তর (ঐ অন্ত্য ৯।১৩০—১৫০)। ইঁহার ভ্রাতার নাম—বলভদ্র। কেহ কেহ বলেন—মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির বংশে কেশব ভারতীর জন্ম হয়। অন্যমতে ইনি উমাপতি ধরের বংশধর। চুঁচুড়া নিবাসী 'চুঁচুড়ার ব্রহ্মচারীগণ' কেশব ভারতীর বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুড়ে 'ভারতীর পুষ্করিণী' আছে। দেনুড়ের ব্রহ্মচারী-গোষ্ঠীবর্গ কহেন—তাঁহারা ডিংশাইসতের সন্তান, কেশব ভারতীর ধারা। নদীয়ার কালাবাড়ী, গোপালপুর ও মুর্শিদাবাদ বাগপুরের শিমসায়ীগণ, মেদিনীপুর শ্রীবরার ভট্টাচার্য্যগণ, গুপ্তিপাড়ার ভট্টাচার্য্যগণ, মামযোয়ানীর ও কৃষ্ণনগরের সরকার গোষ্ঠীগণ কেশবভারতীর বংশীয় সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন।

শ্রীমুরারী গুপ্ত ও শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চা শ্রীচৈতন্যলীলার আদি এবং সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শ্রীলোচন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"মুরারী গুপত বেজা প্রভুতত্ত্ব জানে। দামোদর পণ্ডিত পুছিলা তাঁর স্থানে॥ দামোদর পণ্ডিত সব পুছিল তাঁহারে। আদ্যপান্ত যতকথা কহিল প্রকারে॥ শ্লোকছন্দে হৈল পুথি গৌরাঙ্গ-চরিত। দামোদর সংবাদ মুরারি মুখোদিত॥" শ্রীমুরারী গুপ্তের কড়চা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' নামে স্বর্গীয় শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহোদয় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে কেশব ভারতীর সম্বন্ধীয় বিবরণ এইরূপ,—২য় প্রক্রমে ১৮শ সর্গঃ বঙ্গানুবাদ, ৭—১৫ শ্লোকের—'তারপর কয়েকদিন গেলে নবদ্বীপে ন্যাসিশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ কেশব ভারতী আসিলেন। তিনি মহাতেজস্বী সূর্য্যবৎ কান্তিমালা বিস্তার করিতেছিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সকল পুণ্যের ফলে তিনি স্বয়ং আসিয়া ভাগ্যবশতঃ নবদ্বীপে গলিত-স্বর্ণের বর্ণ পুণ্ডরীকনয়ন প্রেম-বিহ্বল শ্রীহরিকে দর্শন করিলেন। ঐ ন্যাসিবর প্রভুকে দেখিয়াই আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। ন্যাসিপ্রবরকে সম্মুখে দেখিয়া ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান্ প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ ও দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রভুকে কৃষ্ণ-প্রেমাশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইতে দেখিয়া সেই মহাবুদ্ধি শ্রীল কেশব ভারতী তুষ্ট হইয়া বলিলেন—**"আমার মনে হয়, তুমি নিশ্চয়ই শুক বা প্রহ্লাদ হইবে। অথবা তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্ ঈশ্বর ও সকলের কারণ।"** স্বীয় প্রশংসা শুনিয়া মহামতি সর্ব্বনাথ ব্যথিত হইয়া দ্বিগুণ রোদন করিতে লাগিলেন এবং প্রেমাশ্রুধারায় সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চিত করিলেন। তারপর প্রভুর ভাবকৈবল্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া ন্যাসি-চূড়ামণি প্রভুকে বলিলেন, **'আপনি ঈশ্বর কৃষ্ণই বটেন, ইহাতে আর সংশয় নাই।'** মহা-আত্ম-প্রশংসা শুনিয়া প্রভু বিক্লব-

গ্রস্ত হইয়া ন্যাসিবরকে প্রণাম করত নিজমন্দিরে গমন করিলেন।” ৩১—৩২ শ্লোকে—“অনন্তর অন্য একদিনে শ্রীগৌরকৃষ্ণ ধন্য কণ্টক নগরে (কাটোয়ায়) গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। **তিনি ব্রহ্মবিদ্যাপারদর্শী মহাপুরুষ শ্রীমৎ কেশবভারতীকে গুরুরূপে অঙ্গীকার করিয়া কৃতার্থই করিলেন।”** ঐ কড়চা তৃতীয় প্রক্রমে ২য় সর্গঃ, ৭—১২ শ্লোকের বঙ্গানুবাদ—“অনন্তর জগদীশ্বর গুরুর হিতার্থে তাঁহার সমীপে গিয়া কর্ণকুহরে বলিলেন—‘আমি স্বপ্নে যে মন্ত্রবর প্রাপ্তি করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করিয়া বলুন, উহা আপনার সম্মত কি না।’ তখন শ্রীকেশব ভারতীর কর্ণতটে তিনবার সেই বিশুদ্ধ সন্ন্যাসমন্ত্র বলিলেন, তৎশ্রবণে তিনিও বলিলেন—‘অহো! ইহাই শ্রীহরির পরম পবিত্র সন্ন্যাস মন্ত্র!!’ লোকৈকনাথ গুরু অব্যয়াত্মা সেই গৌরাঙ্গ প্রভু ছলে গুরুকে দীক্ষা দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিলেন ‘হে গুরুদেব! এক্ষণে আমার বাঞ্ছিত সন্ন্যাস দান করুন।’ তৎপরে মাঘমাসের শেষ দিনে শুভ সংক্রান্তিতে রবিসংক্রমণ-ক্ষণে বিধানবৎ মহাত্মা শ্রীকেশব শ্রীগৌরহরিকে সন্ন্যাস মন্ত্র দান করিলেন। তারপরে রোমাঞ্চিত দেহে ও আনন্দাশ্রুধারায় প্লাবিত বক্ষ হইয়া স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গদেব সগদ্‌গদ বাক্যে বলিলেন—‘**আমার সন্ন্যাস হইল**।’ শ্রীহরিকে গমনোন্মুখ দেখিয়া গুরু স্বয়ং ত্বরা করিয়া তাঁহার হস্তে দণ্ড ও অরুণ-বস্ত্র দান করিলেন এবং বলিলেন,—‘ওহে! এগুলি ধারণ কর।’ গুরুর বাক্য শ্রবণে গুরুভক্তি-লম্পট প্রভু তাহা গ্রহণ করিলেন।” মতান্তরে *।

* চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস। তা'র শুক্ল পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥—(চৈঃ চঃ)।

শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টজী (নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের দিগ্বিজয়ী)—আন্ধ্র দেশীয় শ্রীমুকুন্দ ভট্টের পুত্র ও শ্রীগাঙ্গল্য ভট্টের শিষ্য। তাঁহার জ্যৈষ্ঠ শুক্লা চতুর্থীতে জন্ম হয় (সালিমাবাদ হইতে সংগৃহীত)। গৃহস্থ আশ্রমস্থিত ভট্ট উপাধি। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ২৯ শৎ অধস্তন আচার্য্য। সংস্কৃত-সাহিত্যে বহুসংখ্যক কেশব ভট্টের নাম পাওয়া যায়। বিশ্বকোষ অভিধানে এগার জন কেশব ভট্টের নাম দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ক্রমদীপিকার রচয়িতা কেশব ভট্ট বলিয়া প্রবাদিত ব্যক্তি হইতে শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীকেশব কাশ্মীরী এবং শ্রীকেশব ভারতীর পার্থক্য সম্প্রকাশিত রহিয়াছে *। পঃ শ্রীকেশব ভট্টজীর

* বিশ্বকোষ অভিধানে ‘কেশব-ভট্ট’ শব্দ দ্রষ্টব্য। ‘দিগ্বিজয়ী’ উপাধি আচার্য্য ললিতকৃষ্ণ গোস্বামী-কৃত ‘শ্রীনিম্বার্ক-বেদান্ত’ গ্রন্থের পূর্বার্দ্ধ ১০৯ পৃঃ দ্রঃ। “গাঙ্গল ভট্টের শিষ্য কেশব কাশ্মীরী। সরস্বতী দেবীর করিয়া মন্ত্র জপ। হৈল সর্ব্ববিদ্যাস্ফূর্ত্তি, বাড়িল প্রতাপ॥ সর্বদেশে জয় করি ‘দিগ্বিজয়ী’ খ্যাতি। কাশ্মীরদেশস্থ অতিশিষ্ট বিপ্রজাতি॥ বিদ্যাবলে দিগ্বিজয়ী কাহুকে না গণে। হস্তী-অশ্ব-দোলা-বহুলোক তার সনে॥”—(ভঃ রঃ ১২।২২৫৫-৭৩,২২৪৩)। ‘কেশব কাশ্মীরী দিগ্‌বিজয়ী’ লজ্জা ইথে! বর্ণি লীলা ভোগ ‘**লঘুকেশব**’ নামেতে॥—ভঃ রঃ ১২।২২৭৬) ইঁহার রচনা ‘লঘুকেশব’ বেদান্তকৌস্তভ প্রভা, তত্ত্ব-প্রকাশিকা (গীতার টীকা), গোবিন্দশরণাগতি স্তোত্র, যমুনা স্তোত্র। ইনি কৌস্তভ প্রভার মঙ্গলাচরণে—শ্রীমুকুন্দকে এবং গীতার টীকায় মঙ্গলাচরণে গাঙ্গল ভট্টকে গুরু বুদ্ধিতে প্রণাম করিয়াছেন। সলিমাবাদ গাদীতে ‘ভূচক্রদিগ্‌বিজয়ী’—নামক পুঁথিটী ইহার নামে আছে। ‘ক্রমদীপিকার’ রচয়িতা ‘শ্রীকেশবাচার্য্যকে অনেকে কেশব কাশ্মীরী মনে করিয়া ভুল করেন। (হঃ ভঃ বিঃ ৫।২, ১৭।১৬; উঃ ১৪।৮০) ক্রমদীপিকার উল্লেখ আছে। এসিয়াটিক সোসাইটির হস্ত লিখিত ছয়টী পুঁথির বিবরণে ও নবদ্বীপ হরিবোলকুটীরের শ্রীল হরিদাস বাবাজী মহাশয় সংগৃহীত সটীক পুঁথিতেও কেশবাচার্য্যের **নামই** আছে। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য্য ললিত কৃষ্ণ গোস্বামী কৃত ‘**নিম্বার্ক-বেদান্ত**’

দিগ্বিজয়ের উপাধি 'দিগ্বিজয়ী' আর কাশ্মীর দেশে নিবাস হেতু 'কাশ্মীরী' বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়স্থ পণ্ডিত শ্রীনন্দলাল দাস দ্বারা বৃন্দাবনস্থ আগ্রবাল প্রেসে ১৯৯৪ সম্বতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'গোপালতাপিনী' উপনিষদের প্রথম পৃষ্ঠায় শ্রীআচার্য্য-পরম্পরায় শ্রীহংসনারায়ণ ভগবান্ হইতে তেত্রিশ সংখ্যক আচার্য্যের নামোল্লেখে **'জগদ্বিজয়ী শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য্য'** এইরূপ আছে। জগদ্বিজয়ী, দিগ্বিজয়ী, বিশ্ববিজয়ী, ভুবনবিজয়ী—ইত্যাদি শব্দ অভিধানে একই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া পাওয়া যায়। অদ্যাবধি এই সম্প্রদায়ের অন্য কোন আচার্য্যের নামের সঙ্গে **জগদ্বিজয়ী** বা দিগ্বিজয়ী শব্দের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ চৌত্রিশ সংখ্যক পরবর্ত্তী আচার্য্যই হইলেন দিগ্বিজয়ী শ্রীকেশব কাশ্মীরী-জীর শিষ্য শ্রীশ্রীভট্টদেবাচার্য্য। যিনি 'যুগল শতক' গ্রন্থ লিখিয়াছেন। যুগল শতকের অব্দ হইল ১৬৫২ সম্বৎ এবং শ্রীভট্টজীর শিষ্য শ্রীহরি-ব্যাসদেবাচার্য্য কৃত 'মহাবাণী' এই দুই গ্রন্থই হইল—এই সম্প্রদায়ের যুগল উপাসনার আদি বা মূল গ্রন্থ। এই গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী-কালে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও প্রকটলীলা-কাল হইল—১৪০৭—১৪৫৫ শক। ইং ১৯৬০ সাল ও ২০১৭ সম্বতে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের পণ্ডিত শ্রীমৎ ব্রজবল্লভশরণজী বেদান্তাচার্য্য, পঞ্চতীর্থ মহোদয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হিন্দি সংস্করণ 'ভক্তমাল' গ্রন্থের

গ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধ ১০৯-১১ পৃঃ লিখিয়াছেন,—'ক্রমদীপিকা' গ্রন্থ কেশবকাশ্মীরীর রচিত নহে, এই গ্রন্থ উৎকল দেশীয় কোনও আচার্য্য কেশবের রচনা। কারণ, বিদ্যাবিনোদ শ্রীগোবিন্দ ভট্ট ক্রমদীপিকার যে টীকা করিয়া-ছেন, তাহার প্রথম পটল ২৪ শ্লোকে যে গুরু-পরম্পরা দিয়াছেন, তাহা

৫০৭ পৃষ্ঠা—(১) 'মদ্য-মৎস্যাহারী বঙ্গালকে শাক্ত-কোল মতাবলম্বী-য়োঁকো পরাস্ত কর (দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরীজী) ভগবদ্ভক্তিমেঁ প্রবৃত্ত কিয়া' এবং এই সম্প্রদায় হইতে 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' টীকা সহিত প্রকাশিত (১৯৩৫ সম্বতে দেবকীনন্দন যন্ত্রাগার হইতে) গীতার 'ভাষাভূমিকা' ৩য় পৃষ্ঠায় (২) 'কুছ দিনো কে পীছে তৃতীয় দিগ্বিজয়কা প্রারম্ভ কিয়া ঔর বৈষ্ণবধর্ম্ম কে প্রবন্ধ বিরোধী বঙ্গদেশীয় শাক্তোঁকো নির্ম্মূল করতে করতে নবদ্বীপ পহোঁচে ঔর বহাঁ সমস্ত বিদ্বানো-কোঁ বিজয় কর × × × × আপ কাশ্মীর মেঁ নিবাস করনে লগে।' আরও শ্রীব্রজবল্লভজী ভক্তমাল ৪৮৮-৪৯০ পৃঃ 'ভক্তিরস বোধিনী' টীকার অর্থে লিখিয়াছেন, "গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, কড়চা ইত্যাদিতে শ্রীকেশব-কাশ্মীরীজীর পরাজয়ের কথা নাই, কেবল

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের শ্রীগুরুপরম্পরা নহে। ক্রমদীপিকা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সর্বমান্য গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধি। আরও লিখিয়াছেন, সহজিয়া সম্প্রদায়ের সহিত নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ আছে; কিন্তু উক্ত গ্রন্থের গুরুপরম্পরার সহিত নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কোন সম্বন্ধ নাই। ক্রমদীপিকার অষ্টাদশাক্ষর, দশাক্ষর এবং অন্য মন্ত্র যাহা আছে; তাহা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের দীক্ষা-পরম্পরায় প্রচলিত আছে; কিন্তু নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে নাই; এই জন্য এই গ্রন্থ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কি না এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ 'ক্রমদীপিকা' গ্রন্থের লেখক শ্রীকেশবের 'আচার্য্য' উপাধি থাকায় অনেকেরই বিশ্বাস যে এই লেখক পূর্ব্বে শ্রী বা শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত থাকা কালে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; পরে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার জন্য গৌড়ীয় গোস্বামিগণ তাঁহাদের শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি গ্রন্থে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া থাকিবেন।

আছে—(৩) "হেন কালে দিগ্বিজয়ী তাহাই আইলা।" ইনি অন্য কোন দিগ্বিজয়ী হইবেন, যিনি গঙ্গার মহত্ব বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভুর নিকট পরাজয় লাভ করিয়াছিলেন।" উপরোক্ত তিনটী প্রমাণই নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেও প্রমাণিত হইতে পারে যে, দিগ্বিজয়ী শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টজী বঙ্গদেশে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং গঙ্গার মহত্ব সম্বন্ধীয় শ্লোক আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দি ভক্তমাল ৫০৮ পৃঃ নিম্বার্ক সং—'ধর্ম্মপ্রচার, দিগ্বিজয়, বিধর্ম্মীয়োঁকো দমন ওর কাশ্মীরমেঁ অধিক নিবাস করনেকে কারণ—'ভট্ট' ওর 'কাশ্মীরীভট্টাচার্য্য' আদি বিশেষণ উনকে বিশেষ পরিচায়ক হ্যা। স্বয়ং তো লাঘবতা পূর্ব্বক আপ্ আপনা নাম 'কেশব' হী ব্যক্ত করতে থে।"—এই প্রকার পরিচয় দ্বারা জানা যাইতেছে,—যিনি কেশব, তিনিই কাশ্মীরী ভট্টাচার্য্য, তিনিই দিগ্বিজয়ী শ্রীকেশব কাশ্মীরীজী। নিম্বার্কাচার্য্যপাদের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য হইতে শ্রীদেবাচার্য্য পর্য্যন্ত ১২ জন আচার্য্য ও শ্রীদেবাচার্য্যের শিষ্য শ্রীসুন্দর ভট্ট হইতে শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য্য পর্য্যন্ত ১৭ জন ভট্ট। শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টের শিষ্য শ্রীশ্রীভট্টদেবাচার্য্য হইতে বর্ত্তমান শ্রীরাধাসর্ব্বেশ্বর শরণ দেবাচার্য্য পর্য্যন্ত ১৫ জন দেবাচার্য্য। শ্রীকেশবকাশ্মীরীজীর মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুদেব ছিলেন শ্রীগাঙ্গল ভট্টাচার্য্য; তাঁহার মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুদেবের নামও শ্রীকেশব ভট্টাচার্য্য ছিল; কিন্তু দিগ্বিজয়ী উপাধি তাঁহার ছিল না। শ্রীসুন্দর ভট্টাচার্য্যের শ্রীগুরুদেব শ্রীদেবাচার্য্য, এই দেবাচার্য্যের পৃথক্ শাখায় স্বামী ললিত মোহনী পর্য্যন্ত ৫৩ জন মহান্ত। শেষোক্ত শাখার স্থান শ্রীবৃন্দাবনস্থ টাটাস্থান, শ্রীরসিক-

বিহারীজী, শ্রীগোরেলালজী-কুঞ্জ ইত্যাদি। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের এই দুইটী শাখার মধ্যে দিগ্বিজয়ী * কেশব কাশ্মীরী ছাড়া অন্য আর কাহারও 'জগদ্‌বিজয়ী' বা 'দিগ্বিজয়ী' উপাধি আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। দিগ্বিজয়ী বলিলেই শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টকে কেন বুঝাইবে? তাহার একটী উত্তর হইল,—এই সময়ে ভারতবর্ষে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য,

* নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে এই দুই শাখায় বারটী প্রধান স্থানে মহান্তগণ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমদায়িত্বে সম্প্রদায়ের সেবা করিতেছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু "শ্রীনিম্বার্ক-বেদান্ত" লেখক শ্রীযুত আচার্য্য ললিত কৃষ্ণ গোস্বামীজী তাঁহার গ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে 'সাধন-সিদ্ধান্ত' প্রবন্ধের ৮৮—১২৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পরম্পরার বিস্তৃত আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়া প্রকৃত পরম্পরা সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমস্ত আলোচনা তাঁহার মনঃকল্পিত বলিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অগ্রাহ্য হইয়াছে। কখনও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে জৈন, বৌদ্ধ, সুফী, ইসাই ইত্যাদির সিদ্ধান্তের অন্তর্গত বলিবার জন্য প্রয়াস করিয়াছেন। বিষ্ণুর অনাদিত্ব হেতু বিষ্ণুর নিত্যসেবক বৈষ্ণবসম্প্রদায় বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মও অনাদি; ইহা তিনি সরল প্রাণে স্বীকার করিতে পারেন নাই। শাস্ত্র কিছু অধ্যয়ন করিয়াও যিনি প্রকৃত তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে অজ্ঞান অথচ নিজেকে শাস্ত্রজ্ঞ, মূল পীঠাধীশ রূপে পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ এইরূপ দুর্ভাগা ব্যক্তিকে 'শাস্ত্রান্ধ' বলিয়া ঘোষণা করিয়া জগৎকে সতর্ক করিয়াছেন। অজ্ঞ-সরকারী প্রতিষ্ঠা লাভের আশা একটি মহা-অন্যাভিলাষ। শাস্ত্র বলেন,—

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥"—ভাঃ ৭।৫।৩১

প্রকাশানন্দ সরস্বতী ইত্যাদি অনেক ধুরন্ধর পণ্ডিতগণ নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ; কিন্তু দিগ্বিজয় কার্য্যটী সহজসাধ্য নহে। ইহা একমাত্র শ্রীকেশব কাশ্মীরীজীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। কাজেই **'দিগ্বিজয়ী'** বলিলে এই বিদ্বদ্‌কুলবর্য্য আচার্য্য-মার্ত্তণ্ডাগ্রণী শ্রীকেশব কাশ্মীরী-জীকেই সার্ব্বভৌমিকরূপে তখন সকলে জানিতেন। যেমন,—ইতঃপূর্ব্বে ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে 'পণ্ডিতজী' বা 'নেহরুজী' বলিলেই অনেক পণ্ডিত বা অনেক নেহরু থাকিলেও একমাত্র পঃ শ্রীজওহরলাল নেহরু-(প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী)জীকেই সর্ব্বসাধারণে বুঝিতেন। যেমন—'মহাত্মা' বা 'গান্ধীজী' বলিলে একসময়ে যিনি ভারতের জাতীর নায়ক (পিতা) বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন ; সেই শ্রীমোহনচান্দ করমচান্দ গান্ধী-জীকেই সর্ব্বসাধারণে জানিয়াছিলেন। যদিও ভারতে সাধু-মাহাত্মা বা গান্ধী উপাধিধারী আরও অনেকেই আছেন ; কিন্তু মহান্ কার্য্যের প্রভাবে তাঁহার নামই ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বলভাবে লিখিত হইয়াছে। সেইরূপ দিগ্বিজয়ী শ্রীকেশব কাশ্মীরীজীর নামও লিখিত হইয়াছে। কাজেই, **দিগ্বিজয়ী** বলিলে সেই সময় একমাত্র শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টাচার্য্যকেই সর্ব্বসাধারণে জানিতেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয়। তবে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার পরে হয়ত তিনি

—'স্তেহপীশতন্ত্র্যাম্' স্থানে পাঠান্তর 'বাচীশতন্ত্র্যাম্' আছে। 'বাচীশ'—ঈশ্বরের বাক্য বেদ বা শাস্ত্রবাক্য। যাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য শ্রীবিষ্ণু নহেন, তাঁহারা বেদাদি নানাশাস্ত্র-বাগাড়ম্বর দেখাইলেও ঈশ্বরের সেই শব্দরূপ মায়াজালে (বাক্যজালে) অধিক আবদ্ধ হইয়া পড়েন।

উন্নত উজ্জ্বল রসের কথা প্রচারের জন্য নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত হইয়া থাকিবেন।

এক্ষণে **"হেন কালে দিগ্বিজয়ী তাহাই আইলা"** এই দিগ্বিজয়ীর সহিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'গঙ্গার মহত্ত্ব'—সম্বন্ধীয় শ্লোকটীর আলোচনা করা হইতেছে ; যেরূপভাবে আলোচনা সেই সময়ে হইয়াছিল। এই শ্লোক সম্বন্ধে নিম্বার্কীয় 'ভক্তমাল' হিন্দি গ্রন্থেও স্বীকৃত হইয়াছে, ৪৮৮—৪৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দিগ্বিজয়ী, শ্রীনিমাই পণ্ডিতের (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুজীউর) সম্মুখে শ্রীগঙ্গাদেবীর মহত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত শ্লোক বায়ুবেগে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটীর দোষ-গুণ লইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু আলোচনা করিলে, দিগ্বিজয়ী লজ্জিত হইয়া পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন এবং শ্রীসরস্বতী দেবীর কৃপাদেশে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া উত্তম প্রকারের তত্ত্বোপদেশলাভ করতঃ ধন্যাতিধন্য হইয়াছিলেন,—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩শ অধ্যায় ও চৈঃ চঃ আঃ ১৬শ পরিচ্ছেদ।

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি-সুভগা।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুর-নরৈরর্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥" *

* অর্থাৎ শ্রীগঙ্গাদেবীর এই মহত্ত্ব সর্ব্বদা নিশ্চিতরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে যে, ইনি শ্রীবিষ্ণুর চরণ-কমল হইতে উৎপত্তি লাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন ; দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীর ন্যায় ইহার চরণ সুর-নরগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হন এবং ভবানীভর্ত্তার (শ্রীশিবের) মস্তকে ধৃত হইয়া অদ্ভুত গুণশালিনী হইয়াছেন।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত দিগ্বিজয়ি-কৃত উক্ত শ্লোকের দোষগুণ বিচার করিতে বলিলে, দিগ্বিজয়ী স্বকৃত শ্লোকের সমস্ত গুণই বর্ণনা করিলেন। তখন শ্রীনিমাই পণ্ডিত দিগ্বিজয়িকে বলিলেন,—"যদি আপনি অসন্তুষ্ট না হ'ন, তবে আপনার কবিত্বের সম্বন্ধে কিছু বিচার করিতেছি,—আপনার উচ্চারিত শ্লোকটীতে 'অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ' (বা 'বিধেয়াবিমর্শ')—নামক দোষ দুইটী, 'বিরুদ্ধমতি' (বা 'বিরুদ্ধমতিকৃৎ')—নামক দোষ একটি, 'ভগ্নক্রম' (বা 'ভগ্নপ্রক্রমতা')—নামক দোষ একটি, 'পুনরাত্ত' (বা 'সমাপ্তপুনরাত্ততা')—নামক দোষ একটি—সর্ব্বসমেত এই পাঁচটী দোষ হইয়াছে। ইহাতে 'অনুপ্রাস' ও 'পুনরুক্তবদাভাস'—এই দুইটী শব্দালঙ্কার এবং 'উপমা,' 'বিরোধাভাস' ও 'অনুমান'—এই তিনটী অর্থালঙ্কার—সর্ব্বসমেত এই পাঁচটী অলঙ্কার আছে। শ্লোকস্থ এই পঞ্চদোষ ও পঞ্চ অলঙ্কারের বিচার ক্রমশঃ বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

(১) 'ইদং' (এই)—এই 'উদ্দেশ্য', অংশ বা 'অনুবাদ'—পদটী 'মহত্বং গঙ্গায়াঃ' (গঙ্গার মহত্ব)—এই মূল 'বিধেয়'-অংশের পূর্ব্বে উক্ত না হইয়া পরে উক্ত হওয়ায় 'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ'-দোষ ঘটিয়াছে। 'অনুবাদ' বা জ্ঞাত বস্তুর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ না করিয়া তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত বিষয় বা 'বিধেয়'র কথা পূর্ব্বে বলিলে বাক্যের অর্থবোধে বাধা জন্মে। (২) 'দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব' (দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায়) এই পদের সমাসে বিধেয়-বাচক 'দ্বিতীয়' শব্দের পরে অনুবাদ-বাচক 'শ্রীলক্ষ্মী' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ইহাতে 'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ' দোষ ত' হইয়াছেই অধিকন্তু সমাস করায় অর্থ গৌণ হইয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীগঙ্গার তুল্যতা বোধক বিবক্ষিত অর্থও বিনষ্ট হইয়াছে। (৩) 'ভবানী' শব্দে

ভব-পত্নী বা শিব-পত্নী সতীকে বুঝায়। সুতরাং 'ভবানীভর্ত্তা' পদে শিবকে বুঝাইলেও 'শিবপত্নীর ভর্ত্তা' অর্থাৎ শিব-পত্নী ভবানীর শিব-ব্যতীতও অপর একজন স্বামী আছেন, এইরূপ নিরুদ্ধ বা প্রতিকূল অর্থ ব্যঞ্জিত হওয়ায় 'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' নামক দোষ হইয়াছে। (৪) শ্লোকের চতুর্থপাদে 'ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবতি' (যিনি মহাদেবের মস্তকে বিরাজিত আছেন)—এই স্থলে 'বিভবতি' ক্রিয়াপদের উল্লেখেই বাক্য সমাপ্তি হইয়াছে; বাক্য সমাপ্তির পরে আবার 'অদ্ভুতগুণা' (অদ্ভুত-গুণ-শালিনী)—এই বিশেষণ পদের প্রয়োগ করায় 'সমাপ্তপুনরাত্ততা'—নামক দোষ হইয়াছে। (৫) শ্লোকের প্রথমপাদে 'ত'-এর অনুপ্রাস, তৃতীয়পাদে 'র'-এর অনুপ্রাস এবং চতুর্থপাদে 'ভ'-এর অনুপ্রাস আছে, কিন্তু দ্বিতীয়পাদে কোন অনুপ্রাস না থাকায় শ্লোকের আদ্যন্ত একরূপ হয় নাই। সুতরাং ইহাতে 'ভগ্নক্রম' নামে দোষ হইয়াছে। শ্লোকে এই পাঁচটী দোষ আছে। 'যদেযা' স্থলেও ভগ্নক্রম দোষ হইয়াছে।

এখন পঞ্চ অলঙ্কারের বিচার শ্রবণ করুন। (১) শ্লোকের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ—এই তিনপাদে 'অনুপ্রাস' অলঙ্কার আছে। (২) 'শ্রী' শব্দের একটি অর্থ 'লক্ষ্মী'। সুতরাং 'শ্রীলক্ষ্মী' বলিলে এক লক্ষ্মী-শব্দই যেন পুনরুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বস্তুতঃ ইহা পুনরুক্তি নহে। এ-স্থলে 'পুনরুক্ত-বদাভাস'—নামক অলঙ্কার হইয়াছে। (৩) 'দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব' পদে উপমান লক্ষ্মীতে এবং উপমেয় গঙ্গায় অর্চনীয়ত্ব-রূপ সমান ধর্ম্মের সম্বন্ধ থাকায় 'উপমা'-লঙ্কার হইল। (৪) সাধারণতঃ গঙ্গাতেই (জলেই) কমল জন্মে, কখনও কমল হইতে গঙ্গার (জলের) উৎপত্তি হয় না।

শ্লোকস্থ 'এষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি-সুভগা' (শ্রীবিষ্ণুর চরণ-কমল হইতে উৎপন্না বলিয়া এই গঙ্গা সৌভাগ্যবতী)—এই বাক্যে সাধারণ নিয়মের সঙ্গে বিরোধ মনে হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এস্থলে কোনও বিরোধ নাই; কারণ, ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তি প্রভাবে শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণকমল হইতে গঙ্গার জন্ম সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে 'বিরোধাভাস'-অলঙ্কার হইয়াছে। (৫) শ্রীবিষ্ণুপাদোৎপত্তিরূপ সাধন দ্বারা গঙ্গার মহত্ত্বরূপ সাধ্যবস্তুর সাধনে 'অনুমান' অলঙ্কার হইয়াছে।

এইভাবে যদিও এই শ্লোকটিতে পাঁচটি অলঙ্কার দেখা যাইতেছে, তথাপি পূর্ব্বকথিত পাঁচটি দোষ থাকায় সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। কারণ, ভরত মুনি বলেন,—

"রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্ বিভূষিতম্।
স্যাদ্ বপুঃ সুন্দরমপি শিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্ ॥"

—"নানা ভূষণে ভূষিত সুন্দর দেহ একমাত্র শ্বেতকুষ্ঠের দ্বারা দূষিত হইলে যেরূপ অনাদৃত হয়, তদ্রূপ কাব্য নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়াও উহাতে একটি মাত্র দোষ থাকিলে অনাদৃত হইয়া থাকে"।

'নিম্বার্কীয়' সংস্করণ হিন্দী 'ভক্তমাল' গ্রন্থের ৫১৫ পৃষ্ঠায় শ্রীব্রজবল্লভশরণজী লিখিয়াছেন,—"কেশবভারতী' এবং 'কেশব-কাশ্মীরী' দোনো নামসাম্য আদিকে আধার পর (দোনো) একহী মানে জা সক্তে হ্যা"—এই ভ্রম দ্বারা লেখকের ইতিহাস অনভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শ্রীকেশব ভারতী ও শ্রীকেশবকাশ্মীরী পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি তাহা দেখান হইল।

হে সুধী পাঠক ও শ্রোতাগণ! আপনারা নির্ম্মৎসর হৃদয়ে বিচার করিতে প্রার্থনা যে,—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব, দিগ্বিজয়ী-কেশব কাশ্মীরীজীর শিষ্য কিম্বা **দিগ্বিজয়ী শ্রীকেশব-কাশ্মীরীজীই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিষ্য বা শরণাগত হইয়াছিলেন**।

নিম্বার্ক-গুরু-পরম্পরা এবং তাঁহাদের আবির্ভাব তিথি

(সলিমাবাদ হইতে সংগৃহীত)

১। শ্রীহংস ভগবান্। ২। (লোকপিতামহ শ্রীব্রহ্মাজীর মানসপুত্র) শ্রীসনক ভগবান্—কার্ত্তিক শুক্লা নবমী। ৩। শ্রীনারদ—মাঘ শুক্লা দ্বাদশী। ৪। শ্রীনিম্বার্ক-ভগবান্, কার্ত্তিক শুক্লা পূর্ণিমা। ৫। শ্রীনিবাসাচার্য্য, মাঘ শুক্লা পঞ্চমী। ৬। বিশ্বাচার্য্য, কার্ত্তিক শুক্লা চতুর্থী। ৭। পুরুষোত্তমাচার্য্য, চৈত্র শুক্লা পঞ্চমী। ৮। বিলাসাচার্য্য, বৈশাখ শুক্লা সপ্তমী। ৯। স্বরূপাচার্য্য, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা সপ্তমী। ১০। মাধবাচার্য্য, আশ্বিন শুক্লা দশমী। ১১। বলভদ্র, শ্রাবণ শুক্লা তৃতীয়া। ১২। পদ্মনাভাচার্য্য, ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশী। ১৩। শ্যামাচার্য্য, আশ্বিন শুক্লা ত্রয়োদশী। ১৪। গোপালাচার্য্য, ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশী। ১৫। কৃপাচার্য্য, মাঘী পূর্ণিমা। ১৬। দেবাচার্য্য মাঘী শুক্লা পঞ্চমী। ১৭। সুন্দর ভট্টাচার্য্য, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া। ১৮। পদ্মনাভ, বৈশাখ কৃষ্ণা পঞ্চমী। ১৯। উপেন্দ্র, বৈশাখ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। ২০। রামচন্দ্র, বৈশাখ কৃষ্ণা পঞ্চমী। ২১। বামন ভট্ট, জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা ষষ্ঠী। ২২। কৃষ্ণ ভট্ট, আশ্বিন কৃষ্ণা নবমী। ২৩। পদ্মাকর ভট্ট, শ্রাবণ কৃষ্ণা অষ্টমী। ২৪। শ্রবণ ভট্ট, কার্ত্তিক কৃষ্ণা নবমী। ২৫। ভূরিভট্ট,...... দশমী। ২৬। মাধব ভট্ট, কার্ত্তিক কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। ২৭। শ্যামভট্ট, চৈত্র কৃষ্ণা দ্বাদশী। ২৮। গোপাল ভট্ট, পৌষ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। ২৯। বলভদ্র ভট্ট, মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। ৩০। গোপীনাথ ভট্ট, শ্রাবণ কৃষ্ণা সপ্তমী। ৩১। কেশব ভট্ট, চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ।

৩২। গাঙ্গল্য ভট্ট, চৈত্র কৃষ্ণা দ্বিতীয়া। ৩৩। জগদ্‌বিজয়ী শ্রীকেশব কাশ্মীরী, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা চতুর্থী। ৩৪। শ্রীভট্টজী, আশ্বিন শুক্লা চতুর্থী। ৩৫। শ্রীহরিব্যাস দেবজী, কার্ত্তিক কৃষ্ণা দ্বাদশী। ৩৬। পরশুরাম, ভাদ্র কৃষ্ণা পঞ্চমী। ৩৭। হরিবংশ, মাঘ কৃষ্ণা সপ্তমী। ৩৮। নারায়ণ, পৌষ শুক্লা নবমী। ৩৯। বৃন্দাবন, ভাদ্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। ৪০। গোবিন্দ দেবজী, কার্ত্তিক কৃষ্ণা পঞ্চমী। ৪১। গোবিন্দশরণ, কার্ত্তিক অষ্টমী। ৪২। সর্ব্বেশ্বর শরণ, পৌষ কৃষ্ণা অষ্টমী। ৪৩। নিম্বার্কশরণ, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা পঞ্চমী। ৪৪। ব্রজরাজশরণ। ৪৫। গোপেশ্বর শরণ, মাঘ কৃষ্ণা দশমী। ৪৬। ঘনশ্যাম শরণ, আশ্বিন কৃষ্ণা ষষ্ঠী। ৪৭। বালকৃষ্ণ দেবজী, চৈত্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।

এই সম্প্রদায়ে বর্ত্তমান মহান্ত শ্রীরাধা-সর্ব্বেশ্বরশরণ দেবাচার্য্য, সম্বৎ ১৯৮৬ বৈশাখ শুক্লা প্রতিপদ (১) শুক্রবার; সম্বৎ ১৯৯৭ আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া রবিবার, ১১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীনিম্বার্ক-পীঠাধিপতি শ্রীবালকৃষ্ণশরণদেবাচার্য্য মহারাজ নিজ বৈষ্ণবপরম্পরা অনুযায়ী নৈষ্ঠিক দীক্ষা প্রদান করেন। সম্বৎ ২০০০, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দ্বিতীয়া শনিবার তারিখে অখিল ভারতীয় শ্রীনিম্বার্ক আচার্য্য পীঠাধীশরূপে অভিষিক্ত হইয়া রাজস্থান, পরশুরামপুর (সলেমাবাদ) গদীতে মহান্তপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। (শ্রীহরিব্যাসদেবাচার্য্যের পর হইতে শ্রীমৎ স্বভুরাম দেবাচার্য্যের একটি পৃথক্ পরম্পরা আছে)।

———

গুরু-প্রণালী-সম্বলিত একটি হিন্দিপদ

(শ্রীনিম্বার্কশরণ দেবজী কৃত)

১
ভজমন শ্রীহরি শ্রীহরিব্যাস ॥ ধ্রু ॥

২ ৩ ৪ ৫
শ্রীসনকাদিক শ্রীনারদ শ্রীনিম্বার্ক শ্রীনিবাস।

৬ ৭ ৮
বিশ্বাচার্য্য শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য-বিলাস ॥

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
শ্রীস্বরূপ মাধব বলভদ্রজী পদ্ম শ্যাম সুখরাস।

১৪ ১৫ ১৬ ১৭
শ্রীগোপাল কৃপাল দেব প্রভু শ্রীসুন্দর ভট্টপাশ ॥

১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২
পদ্মনাভ উপেন্দ্র রামচন্দ্র বামন কৃষ্ণ প্রকাশ।

২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭
শ্রীপদ্মাকর শ্রবণেশ ভূরিভট্ট মাধব শ্যামস্বভাষ ॥

২৮ ২৯ ৩০
শ্রীগোপাল বলভদ্র ভট্টজিউ গোপীনাথ অঘনাশ।

৩১ ৩২
শ্রীকেশবভট্ট শ্রীগঙ্গলজিউ মঙ্গলরূপ উল্লাস ॥

৩৩ ৩৪ ৩৫
কাশ্মীর-কেশব শ্রীভট্টজিউ জয় জয় শ্রীহরিব্যাস।

৩৬ ৩৭
পরশুদেব হরিবংশদেবজিউ সুমূরতি ভক্তিপ্রকাশ ॥

৩৮ ৩৯
নারায়ণদেব শ্রীবৃন্দদেবজিউ কিরতি বিমল উজাস।
৪০ ৪১
গোবিন্দদেব শ্রীগোবিন্দশরণজিউ মেটত ভবকি ত্রাস।
৪২
শ্রীসর্ব্বেশ্বর শরণদেবজিউ পূরও মনকি আশ ॥

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ব্রজবিদেহী মহান্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহান্ত শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয় দাসজী **কাঠিয়া** বাবা তর্ক-তর্ক ব্যাকরণ-তীর্থ মহারাজের লিখিত 'নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা ৩য় পৃষ্ঠায়—"বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায়ের অন্যতম 'নিম্বার্ক সম্প্রদায়'। স্বষ্টির আদিতে সর্ব্ব প্রথম সত্যযুগে আবির্ভূত শ্রীহংসভগবান্ শ্রী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আদিগুরু বা আদি আচার্য্য। **তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মার মানস পুত্র চতুঃসন—সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার।**" ৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ। **শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরা**—১। শ্রীশ্রীহংস ভগবান্, ২। সনকাদিভগবান্ (সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার), ৩। শ্রীনারদ ভগবান্, ৪। শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্, ৫। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যজী মহারাজ, ৬। শ্রীবিশ্বাচার্য্যজী, ৭। শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যজী, ৮। শ্রীবিলাসাচার্য্যজী, ৯। শ্রীস্বরূপাচার্য্যজী, ১০। শ্রীমাধবাচার্য্যজী, ১১। শ্রীবলভদ্রাচার্য্যজী, ১২। শ্রীপদ্মাচার্য্যজী, ১৩। শ্রীশ্যামাচার্য্যজী, ১৪। শ্রীগোপালাচার্য্যজী, ১৫। শ্রীকৃপাচার্য্যজী, ১৬। শ্রীদেবাচার্য্যজী, ১৭। শ্রীসুন্দর ভট্টাচার্য্যজী, ১৮। শ্রীপদ্মনাভ ভট্টাচার্য্যজী, ১৯। শ্রীউপেন্দ্র ভট্টাচার্য্যজী, ২০। শ্রীরামচন্দ্র

ভট্টাচার্য্যজী, ২১। শ্রীবামন ভট্টাচার্য্যজী, ২২। শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যজী, ২৩। শ্রীপদ্মাকর ভট্টাচার্য্যজী, ২৪। শ্রীশ্রবণ ভট্টাচার্য্য, ২৫। শ্রীভূরী ভট্টাচার্য্যজী, ২৬। শ্রীমাধব ভট্টাচার্য্যজী, ২৭। শ্রীশ্যাম ভট্টাচার্য্যজী, ২৮। শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যজী, ২৯। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যজী, ৩০। শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য্যজী, ৩১। শ্রীকেশব ভট্টাচার্য্যজী ৩২। শ্রীগাঙ্গল ভট্টাচার্য্যজী, ৩৩। '**জগদ্বিজয়ী**'-শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য্যজী মহারাজ, ৩৪। শ্রীশ্রীভটাচার্য্যজী, ৩৫। শ্রীহরিব্যাসদেবাচার্য্যজী, ৩৬। শ্রীস্বভুরাম দেবাচার্য্যজী, ৩৭। শ্রীকর্ণহর দেবাচার্য্যজী, ৩৮। শ্রীপরমানন্দ দেবাচার্য্যজী, ৩৯। শ্রীচতুর চিন্তামণি দেবাচার্য্যজী * (নাগাজী), ৪০। শ্রীমোহন দেবাচার্য্যজী, ৪১। শ্রীজগন্নাথ দেবাচার্য্যজী মহারাজ; ৪২। শ্রীমাখন দেবাচার্য্যজী, ৪৩। শ্রীহরিদেবাচার্য্যজী, ৪৪। শ্রীমথুরা দেবাচার্য্যজী, ৪৫। শ্রীশ্যামলদাসজী, ৪৬। শ্রীহংসদাসজী, ৪৭। শ্রীহীরাদাসজী, ৪৮। শ্রীমোহনদাসজী, ৪৯। শ্রীনেনা দাসজী মহারাজ (ব্রজবিদেহী), ৫০। শ্রীইন্দ্রদাসজী মহারাজ কাঠিয়া বাবা—(কাষ্ঠ-কৌপীন প্রবর্ত্তক); ৫১। শ্রীবজরং দাসজী, ৫২। শ্রীগোপাল দাসজী, ৫৩। শ্রীদেবদাসজী, ৫৪। ব্রজবিদেহী মহান্ত ও চতুঃ সম্প্রদায় শ্রীমহান্ত শ্রীরামদাসজী কাঠিয়া বাবা; ৫৫। ব্রজবিদেহী শ্রীমহান্ত ও চতুঃসম্প্রদায় শ্রীমহান্ত শ্রীসন্তদাসজী কাঠিয়া বাবা; ৫৬। ঐ ঐ শ্রীস্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা। ৫৭। মহান্ত শ্রীজানকী দাসজী।

* শ্রীচতুরচিন্তামণি দেবাচার্য্যের পর শ্রীদ্বারকা দেবাচার্য্য হইতে একটি পৃথক্ পরম্পরা আছে।

সলিমাবাদ

জয়পুরাধিপতি পরলোকগত শৈব, মহারাজ রামসিংহ যে কালে বৈষ্ণবগণের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মহান্ত শ্রীমান্ গোপেশ্বর শরণ জয়পুর পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনা ১৯২২ বিক্রম সম্বতের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। শৈব-মহারাজ রামসিংহের পুত্র জয়পুরাধিপতি মহারাজ মাধোসিং সিংহাসনে আরোহণের পর বৃন্দাবনের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব শ্রীগোপাল ব্রহ্মচারীর নিকট দীক্ষিত হন। সলিমাবাদের 'শ্রীরাধামাধববিগ্রহ' মহারাজ মাধোসিংহের স্থাপিত। শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের এক কিম্বদন্তী আছে যে, চনক পরিমিত শালগ্রাম-শিলা শ্রীনারদের নিকট হইতে শ্রীশুকদেব লাভ করিয়াছিলেন, সেই শিলা শ্রীনিম্বাদিত্য সনৎকুমারদিগের নিকট হইতে লাভ করেন। ক্রমশঃ উহা শ্রীনিবাস আচার্য্য হইতে গুরুপারম্পর্য্যক্রমে সেবিত হইয়া শ্রীহরিব্যাস আচার্য্যদ্বারা সেবিত হন। শ্রীহরিব্যাসাচার্য্য হইতে একাদশ শিষ্যপরম্পরায় শ্রীগোপেশ্বর শরণ ঐ শিলার সেবাধিকার লাভ করেন। শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কিম্বদন্তী এই যে, যিনি এই শিলার সেবাধিকার লাভ করেন, তিনিই এই সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্যপদে বৃত হন। রাজস্থানের কিষণগড় রেলষ্টেশন হইতে এই সলিমাবাদে যাওয়া যায়। এখানে সাধু-বৈষ্ণবদের বিশেষ সেবার ব্যবস্থা আছে। জায়গীর ভূ-সম্পত্তির আয় এক সময় বার্ষিক প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা পরিমাণ হইয়াছিল।

সলিমাবাদের গ্রন্থাগার

১। মথুরা মাহাত্ম্য—শ্রীল রূপ-গোস্বামিকৃত ; ২। শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ সম্পূর্ণ। ৩। নিম্বার্ক-প্রাদুর্ভাব (103), ৪। ভবিষ্যবাণী, ৫। বেদান্তভাষ্য সমগ্র (কেশবকাশ্মীরী), ৬। কুচক্রদিগ্বিজয়ী (কেশবকাশ্মীরী), ৭। নিম্বার্কস্তবরত্নাঞ্জলী (111), ৮। তত্ত্বপ্রদীপ—শ্রীবিষ্ণুস্বামিকৃত (125), ৯। শ্রীহরিব্যাসদেব-চরিত, ১০। শ্রীরাধাকৃপা-কটাক্ষস্তোত্র (140), ১১। গৌতমী তন্ত্র, ১২। ভক্তিরত্নাকরে মুক্তাবল্যাঃ (160), ১৩। সম্প্রদায় সারপ্রকরণ, ১৪। নারদ নিম্বানন্দ-গোষ্ঠীরহস্যম্, ১৫। শ্রুতিসিদ্ধান্তম্—নিম্বার্ক, ১৬। মহাত্মচরিতাবলী—শ্রীনিবাসাচার্য্য, ১৭। * শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ—নিম্বার্ক,

* এই 'শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ' গ্রন্থের শ্রীপুরুষোত্তম প্রসাদ বিরচিত 'শ্রুত্যন্তসুরদ্রুম' নামক বৃহৎ টীকা গ্রন্থে স্তবরাজের বিংশতি শাখা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—১ম—ভগবানের লক্ষণ ; ২য়—সগুণ-নির্গুণের বিরোধ পরিহার ; ৩য়—শরণাগতি ; ৪র্থ—ভগবান দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত হইতে বিলক্ষণ এবং 'নেতি-নেতি' এই উপনিষদ বাক্যের আশ্রয় ; ৫ম—'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বাক্যার্থ ; ৬ষ্ঠ—শ্রীহরির জন্মাদির বিচার ; ৭ম—শ্রুতি প্রমাণানুযায়ী প্রত্যক্তত্ত্ব বিবরণ ; ৮ম—ভগবৎপ্রাপ্তির পদ্ধতি অর্থাৎ **অর্চ্চিরাদিমার্গের বিষয়** ; ৯ম—ফল ; ১০ম—পুরুষোত্তম শ্রীহরিতে সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় ; ১১শ—সংক্ষেপে কুযুক্তি খণ্ডন, ১২শ—শ্রীহরির ধাম ; ১৩শ—ভক্তিযোগের উৎকর্ষ ; ১৪শ—শ্রুতির প্রামাণ্য ; ১৫শ—ভগবদ্ধ্যানের উৎকর্ষ, ১৬শ—অহমর্থের নির্ণয় ; ১৭শ—**দৃষ্টি-**

১৮। বেদান্ততত্ত্ববোধ—অনন্তরাম, ১৯। সনৎকুমার সংহিতা, মূল (খণ্ডিত), ২০। বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা, ২১। বৈষ্ণবধর্ম্ম মীমাংসা, ২২। কেশব বিপ্রর্ষি-চরিত, ২৩। সদ্ধর্ম্মাববোধ—রামচন্দ্রভট্ট, ২৪। সংক্ষেপ-পদ্ধতি—নিম্বার্কশরণ দেবাচার্য্য, ২৫। নিবন্ধসিদ্ধান্ত, ২৬। শ্রীবৃন্দাবন-রহস্য, কৃষ্ণদাস, ২৭। ভাগবতামৃতকর্ণিকা (বেদান্ত), ২৮। চৌষট্টি প্রশ্ন, (১৯২২ সম্বতে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরুদ্ধে ৬৪টী প্রশ্ন বিরুদ্ধবাদীরা করিয়াছিল। শ্রীগোপেশ্বরশরণ দেবজী ঐ ৬৪টী প্রশ্নের উত্তর দিয়া বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই ৬৪টী প্রশ্ন ও উত্তর লইয়া এই 'চৌষটি প্রশ্ন' গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে)। আরও অনেকানেক গ্রন্থ আছে।

সৃষ্টিবাদ নিরাস, (দৃষ্টিসৃষ্টিনিরাসশ্চ সপ্তদশ্যাং প্রমাণতঃ। আশ্রয়ত্বং গোচরত্বম-জ্ঞানস্য যদীরিতম্ ॥); ১৮শ—ভগবান্ অজ্ঞানের অবিষয়; ১৯শ—সমূহসাধনের মধ্যে ধ্যানই অন্তরঙ্গ; ২০শ—অন্বয় এবং ব্যতিরেক মুখে শ্রীহরিই সর্ব্বদা সেব্য নিরূপণ করা হইয়াছে।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময়।
তাঁহার করুণাশক্তি সর্ব্বজগতে হয় ॥
শক্তিদ্বারে কৃপা করেন তিনি সর্ব্বলোকে।
যোগমায়া, মহামায়া, নানারূপে থাকে ॥
এ-জগত মোহিত হয় তাঁহার মায়ায়।
তাঁহার করুণাবলে আচার্য্য প্রকটয় ॥
আচার্য্যেতে ভেদবুদ্ধি কভু না করিবে।
তাঁহাদের কৃপা বলে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাবে ॥—গ্রন্থকার।

'শ্রীরামানন্দী'-সম্প্রদায়

শ্রীরামানন্দাচার্য্য—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী

সাম্প্রদায়িক বিদ্বদ্‌গণের মতানুযায়ী বিক্রমসম্বৎ—১৩৫৬, ১২২২ শকাব্দে মাঘ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি বৃহস্পতিবারে প্রয়াগক্ষেত্রে কান্যকুব্জের কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ পিতা শ্রীপুণ্যসদন এবং মাতা শ্রীসুশীলা দেবীর ক্রোড়ে যে দিব্য বালকের আবির্ভাব হয়, ইনিই স্বামী শ্রীরামানন্দজী নামে জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন। ইঁহার জন্মনাম—রামদত্ত ছিল। ইঁহার খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া সকলেই অলৌকিক প্রভাব সম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া জানিয়াছিলেন।

একসময় ইঁহার পিতৃদেব শ্রীরামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন; সেই সময় বালক শ্রীরামদত্ত শ্রবণ করিতে করিতে সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপ মেধাবী বালক দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কাশীতে গমন করেন এবং অধ্যয়ন সমাপ্ত করিবার পর তথায় শ্রীরাঘবানন্দের উপদেশে স্বীয় আয়ুর পূর্ণতা জানিয়া ব্যর্থ পাণ্ডিত্যার্জ্জন-স্পৃহা ত্যাগ করত শ্রীরাঘবানন্দজীর নিকট ষড়ক্ষর শ্রীরামমন্ত্র গ্রহণ করিয়া 'শ্রীরামানন্দ' নাম প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে আবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজক রূপে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও রামভক্তির কথা প্রচারে ব্রতী হইলেন। এই রাঘবানন্দ স্বামী হরিয়ানন্দের শিষ্য। শ্রীরামানন্দ সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী অধস্তনগণ শ্রীরামানন্দকে শ্রীরামচন্দ্রের

অবতার বলিয়া এই সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় মানিয়া থাকেন। ভবিষ্য-পুরাণের প্রতিসর্গপর্ব্বে ৪।৭ অধ্যায়ে শ্রীরামানন্দের জন্মকাহিনী বিবৃত আছে *।

কোন কোন গবেষকের মতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রীরামানন্দের আবির্ভাব কাল †।

সন্ন্যাস সম্বন্ধে কোন মতে—তিনি প্রয়াগ হইতে কাশীতে গমন করিয়া শঙ্কর-বেদান্ত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শঙ্কর সম্প্রদায় হইতে একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'রামভারতী' নামে পরিচিত হন ‡। তৎপরে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের শ্রীরাঘবানন্দস্বামীর সঙ্গফলে শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া শ্রীরাঘবানন্দের নিকট হইতে ষড়ক্ষর রামমন্ত্রে দীক্ষা ও পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া 'রামানন্দদাস' নাম প্রাপ্ত হন। শ্রীরামানন্দ যোগসাধনার দ্বারা অনেক প্রকার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গারোণগড়ের রাজা পীপাজী (১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে

* ইহা নাভাজীকৃত হিন্দী ভক্তমালের 'বার্ত্তিক-প্রকাশ'-টীকাকার (২৭৩ পৃঃ) ও শ্রীরামানন্দ-দিগ্বিজয়ের (১৪ পৃঃ) রচয়িতা ত্রিবেদী ভগবদ্দাস ব্রহ্মচারীর মত; কিন্তু শ্রীরামানন্দের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ আছে।

† ডক্টর ফর্কুহার ১৪০০—১৪৭০ খৃঃ নিরূপণ করিয়াছেন—Vide, An Outline of Religious Literature of India by Dr. J. N. Farquhar, 1920, P. 381.

‡ শ্রীগোপালদাসজীকৃত 'বৈষ্ণবধর্ম্মরত্নাকর' (সংস্কৃত ও হিন্দী)—মুম্বই লক্ষ্মী-বেঙ্কটেশ্বর সং, ১৮৫৪ শকাব্দা ৮৪ ও ৯৮ পৃঃ, দ্রষ্টব্য।

জন্ম) * শ্রীরামানন্দের আশ্রিত হইয়া রাজ্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীরামা-নন্দের অনুগমন করেন।

যখন তৈমুরলঙ্গের দ্বারা হিন্দুদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার সাধিত হইতেছিল। এই সময় কিছু ধার্ম্মিক ব্যক্তি শ্রীরামানন্দের নিকট প্রতিকারের প্রার্থনা করেন। আচার্য্য শ্রীরামানন্দজী মহারাজ সকলকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ করেন। দ্বিতীয় দিবসে সকলে শুনিতে পাইলেন যে,—দৈবশাসনের দ্বারা মুসলমানদের মসজিদে আজানের সময় মোল্লার গলা হইতে শব্দ বাহির হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় মুসলমানগণ আচার্য্য শ্রীরামানন্দের নিকট অতি কাতর ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তখন আচার্য্যদেব বলিলেন—জিজিয়া কর, হিন্দু মন্দির নির্ম্মাণের নিষেধাজ্ঞা, মসজিদের সামনে দিয়া হিন্দুদের ধার্ম্মিক শোভাযাত্রা যাইতে নিষেধাজ্ঞা এবং গো-হত্যা ইত্যাদি যতদিন তোমরা বন্ধ না করিবে, ততদিন মোল্লাদের এই দুর্দ্দশাই হইতে থাকিবে। স্বামীজীর এই আদেশে মুসলমানগণ শীঘ্র বাদশাহ গিয়াসউদ্দিন তোগলকের নিকট লিখিত প্রার্থনা পত্রদ্বারা অনুরোধ করিলে, বাদশাহ শ্রীরামানন্দাচার্য্য স্বামীর প্রসন্নতার জন্য অতি শীঘ্র দ্বাদশ সর্ত্তযুক্ত এক (ফর্মাণ) আদেশ দস্তখত করিয়া প্রকাশ্যে জারি করিয়া দিলেন। তখন মুসলমানগণ ধর্ম্মবিপদ হইতে রক্ষা পাইল এবং স্বামী শ্রীরামানন্দের প্রভাবে হিন্দু-ধর্ম্মের মহান্ সেবা হইল।

* Vide, An Outline of the Religious Literature of India by Dr. J. N. Farquhar 1920, p. 381.

স্বামিজী দিগ্বিজয়ের সময় বিজয়নগর ইত্যাদির কয়েক জন রাজাকেই সন্মার্গ প্রদর্শন করাইয়া মহান্ উপকার করেন। বিজয়নগরে নয়দিবস উপদেশ করার ফলে তথাকার রাজার মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তন হয় এবং তিনি পরমভক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে জৈনাদি অবৈদিক মতসমূহ খণ্ডন করেন এবং পরে কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথায় স্থায়িভাবে বাস করেন। 'বাত্তিকপ্রকাশ' ও 'রামানন্দ-দিগ্‌বিজয়ে'র মতে শ্রীরামানন্দ ১৪৮ বৎসর জগতে প্রকট ছিলেন। ১৫০৫ বিক্রম সম্বতে (=১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে) বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় অযোধ্যায় তাঁহার তিরোভাব হয়। শ্রীরামানন্দ জন্মোৎসব লেখকের মতে * ১৪৬৭ বিক্রম সম্বতে (=১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে) চৈত্রী শুক্লা তৃতীয়ায় শ্রীরামানন্দের নির্য্যাণ হয়।

স্বামীজীর জীবন কেবল ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিচিত নহে; রাজনীতি ক্ষেত্রেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সমস্ত হিন্দুকে এক সূত্রে ধর্ম্ম যাজন করিবার অভিপ্রায়ে জাতি-পাঁতির বন্ধন শিথিল করিবার উপদেশ করিয়াছেন। সকল বর্ণের মানুষকে তিনি নিজেও শিষ্য করিয়া শ্রীভগবদ্ভক্তিমার্গে প্রবেশ করাইয়াছেন। শ্রীকবীরজী, রৌদাসজী ইত্যাদিকে ইঁহার প্রধান শিষ্য মধ্যে পাওয়া যায়।

যে রকম দক্ষিণ ভারতে শ্রীরামানুজাচার্য্য দ্বারা শ্রীসম্প্রদায়ের প্রচার হইয়াছে। সেই প্রকার উত্তর ভারতে শ্রীরামানন্দস্বামী করিয়াছেন।

* 'শ্রীরামানন্দ জন্মোৎসব' (অগস্ত্য-সংহিতান্তর্গত) পণ্ডিত রামনারায়ণ দাসজীকৃত ভাষাটীকাসহ, ৪৯ পৃঃ, রণহর পুস্তকালয়, ডাকোর ১৮২৮ শকাব্দা; এবং 'ভক্তিসুধাস্বাদতিলক' সন ১৯৫১ সংস্করণ, পৃঃ ২৮২, ২৯৩, ২৯৪ দ্রষ্টব্য।

ইঁহার অনেক শিষ্যের মধ্যে দ্বাদশজন প্রধান এবং শ্রীরামানন্দ সম্প্রদায়ের লেখকগণের মতে বিভিন্ন দেবতা ও দিব্যসূরির অবতার যথা,—(১) অনন্তানন্দ, (২) 'সুরানন্দ', (৩) সুখানন্দ, (৪) নরহরি, (৫) যোগানন্দ, (৬) পীপা, (৭) কবীর, (৮) ভবানন্দ, (৯) সেনভক্ত, (১০) ধনা, (১১) গালব ও (১২) রমাদাস বা রৌদাস। মতান্তরে পদ্মাবতী, সুরানন্দ বা সুর-সুরানন্দের পত্নী সুরসরি। এই ধারার অনুযায়ী শিষ্যগণ জগতে বর্ত্তমান থাকিয়া জীব উদ্ধারের কার্য্য করিতেছেন। এই সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তিকা শ্রীসীতাদেবীকে বলা যায়। এই কারণে এই সম্প্রদায়কেও 'শ্রী-সম্প্রদায়' বলা হইয়া থাকে।

শ্রীরামানুজাচার্য্য মুখ্যরূপে শ্রীনারায়ণ-মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণ ভারতে শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা প্রচার করেন; তদ্রূপ শ্রীরামানন্দাচার্য্য শ্রীরামমন্ত্র দ্বারা পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীজানকীজীবন শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের উপাসনার কথা উত্তর ভারতে প্রচার করিয়াছেন। মন্ত্র, উপাসনাদির বিভেদ থাকিলেও উভয়সম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত একই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলিয়া জানা যায়। "বিশিষ্টঞ্চ, বিশিষ্টঞ্চ বিশিষ্টেতয়োরদ্বৈতম্" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সূক্ষ্ম চিদচিদ্বিশিষ্ট (কারণ-ব্রহ্ম) আর স্থূল চিদচিদ্বিশিষ্ট (কার্য্য-ব্রহ্ম) দুই অভিন্ন; যদিও কিছু বিভেদ আছে। তবে,—কার্য্যত্ব এবং কারণত্ব সম্বন্ধেই হইতে পারে। সংক্ষেপে শ্রীআনন্দভাষ্যের অনুযায়ী 'ভক্তি'-ই মোক্ষের একমাত্র উপায় *।

* শ্রীমদ্ভাগবতে মোক্ষাভিসন্ধি রহিত ভক্তিরই সাধ্যত্ব স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাঃ ১।১।২ শ্লোকে 'প্রোজ্ঝিত-কৈতব' শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

বৈদিক-কর্ম্ম ভক্তির অঙ্গ। জীবে জীবে ভেদ বর্ত্তমান। এবং সেই জীব অনেক প্রকারের। জীব নিজস্বরূপে কর্ত্তা, ভোক্তা, অনুজ্ঞাতা, নিত্য আদি। জীব এবং ব্রহ্ম এক তত্ত্ব নহে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মাননীয়। অদ্বৈতবাদীর বিবর্ত্তবাদ শ্রীরামানন্দাচার্য্য খণ্ডন করিয়াছেন।

শ্রীরামানন্দাচার্য্যের মতবাদ

শ্রীরামানন্দস্বামী বলেন,—ব্রহ্ম-মীমাংসাবিষয়ে বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তই সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদি-শাস্ত্রে সমন্বিত হয়; কেবলাদ্বৈত-মতে সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় হয় না। "এবঞ্চাখিলশ্রুতি-স্মৃতীতিহাস-পুরাণ-সামঞ্জস্যাদুপপত্তিবলাচ্চ বিশিষ্টাদ্বৈতমেবাস্য ব্রহ্ম-মীমাংসা-শাস্ত্রস্য বিষয়ো ন তু কেবলাদ্বৈতম্।"—ব্রহ্মসূত্র ১।১।১—আনন্দভাষ্য।

এই মতে শ্রীরামচন্দ্রই ব্রহ্ম-শব্দবাচ্য; তিনি মহাপুরুষাদি শব্দের দ্বারা বিদিত, নিখিল দোষ হইতে নিত্য নির্ম্মুক্ত এবং অসমোর্দ্ধ, অশেষ, অসংখ্য কল্যাণগুণের আকর শ্রীভগবান্। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্, জগতের কারণ এবং একাধারে নির্গুণ ও সগুণ। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-সূত্রে সেই শ্রীরামই জগৎকারণ ব্রহ্মরূপে উক্ত হইয়াছেন। সগুণ বলিতে তিনি দিব্য বা অতিমর্ত্ত্যগুণশালী, আর 'নির্গুণ' বলিতে তাঁহা হইতে সত্ত্বাদি-প্রাকৃতগুণ সমূহ নিত্য নির্গত, ইহাই বুঝায়। নিকৃষ্ট অর্থাৎ প্রাকৃত গুণের রাহিত্যই তাঁহার নির্গুণতা, আর দিব্যগুণশালিতাই তাঁহার সগুণতা। নির্গুণতা—প্রাকৃতগুণনিষেধক এবং সগুণতা—অপ্রাকৃত-গুণব্যঞ্জক। এইরূপে সমগ্র বেদান্তদর্শনে সগুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। যথা,—

"ব্রহ্মশব্দশ্চ মহাপুরুষাদিপদবেদনীয়-নিরস্ত-নিখিলদোষমনবধিকাতিশয়াসঙ্খ্যেয়-কল্যাণগুণগণং ভগবন্তং **শ্রীরামমাহ**।

এবঞ্চ সর্ব্বজ্ঞ-সর্বশক্তিমজ্জগৎকারণ-নির্গুণ-সগুণাদি-পদবাচ্যং **শ্রীরামতত্ত্বং** তদেব জগৎকারণং ব্রহ্মেত্যুচ্যতেঽনেন সূত্রেণ।

নির্গতা নিকৃষ্টাঃ সত্ত্বাদয়ঃ প্রাকৃতা গুণা যস্মাত্তন্নির্গুণমিতি ব্যুৎপত্তেনিকৃষ্টগুণরাহিত্যমেব নির্গুণত্বম্।

দিব্যগুণবত্ত্বেন চ সগুণত্বমিত্যুভয়থৈকস্যৈব ব্রহ্মণো নির্দ্দেশ ইতি ন কিঞ্চিদনুপপন্নম্।

এবাঞ্চাস্যাঃ শারীরক-ব্রহ্মমীমাংসায়া উপক্রমোঽপসংহারয়ো র্ব্রহ্মণঃ শেষিত্ব-সগুণত্বাদি-প্রতিপাদকতয়া তন্মধ্যভূতানামপি সূত্রাণাং সন্দংশপতিত-ন্যায়েন তৎপ্রতিপাদকত্বমেবেতি মন্তব্যম্।" *

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।৩৩-৩৪ শ্লোক "ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং, তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্। ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধি-পোতং, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং, ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্। মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিত-মন্বধাবদ্, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥" এই শ্লোকদ্বয় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের মহিমাও ঘোষণা করিতেছেন।

---

* ব্রহ্মসূত্র ১।১।১—২ আনন্দভাষ্য। রামদাসগৌড়-সম্পাদিত হিন্দুত্ব নামক হিন্দীগ্রন্থে 'স্বামী-রামানন্দজী'-প্রবন্ধধৃত আনন্দভাষ্যের উদ্ধৃতি, কাশী, ১৯৯৫ সম্বৎ, ৬৮৫, ৬৮৬, পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শ্রীগুরু-পরম্পরা

—শ্রীরামানন্দীসম্প্রদায়ের প্রাচীন প্রমাণিত পরম্পরা (১) সর্ব্বেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রজী, (২) জগজ্জননী শ্রীজানকীজী, (৩) শ্রীহনুমানজী, (৪) শ্রীব্রহ্মাজী, (৫) শ্রীবশিষ্ঠজী, (৬) শ্রীপরাশরজী, (৭) শ্রীব্যাসজী, (৮) শ্রীশুকদেবজী, (৯) শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যজী, (১০) শ্রীগঙ্গাধরাচার্য্যজী, (১১) শ্রীসদাচার্য্যজী, (১২) শ্রীরামেশ্বরাচার্য্যজী, (১৩) শ্রীদ্বারানন্দজী, (১৪) শ্রীদেবানন্দজী, (১৫) শ্রীশ্যামানন্দজী, (১৬) শ্রীশ্রুতানন্দজী, (১৭) শ্রীচিদানন্দজী, (১৮) শ্রীপূর্ণানন্দজী, (১৯) শ্রীশ্রিয়ানন্দজী, (২০) শ্রীহর্য্যানন্দজী, (২১) শ্রীরাঘবানন্দজী, (২২) **শ্রীস্বামী রামানন্দজী**। *

---

* ১। আচার্য্যপরম্পরার এক লিপি বিক্রম সম্বৎ ১৯০৭ সনে মির্জাপুরের রঘুবর দাস লিখিয়াছিলেন। পুনরায় তথায় মহান্ত বিট্‌ঠলদাসজী সম্বৎ ১৯১৮ সনে তাহার প্রতিলিপি করেন। পাহী স্বরজপুর জিলা বহরাইচ (অবধ) প্রাপ্ত ঐ প্রতির আদি-অন্তের বিবরণ নাগরী প্রচারিণীর সন্ ১৯২৩—২৫ এর গবেষণা-রিপোর্ট প০ ১১৮৬ সং ৩৩৩ বি০ প্রকাশিত হয়। ৭ × ৪ ইঞ্চি সাইজের তিন পাতায় ৪০ শ্লোক পরিমিত ঐ পরম্পরায় শূন্য-মহাশূন্য এবং তুলসী মুনি আদি অনেক নাম এই পরম্পরা হইতে অধিক আছে। অন্য পরম্পরায় রামানুজ নামও পাওয়া যায়।—ডঃ ভগবতী সিংহের—'রামভক্তি মেঁ রসিক সম্প্রদায়' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২। সীতারামশরণ ভগবান্ প্রসাদ কৃত 'বার্ত্তিক প্রকাশ' (নাভাজীকৃত হিন্দী ভক্তমালের উপর প্রিয়াদাসজীর 'ভক্তিরসবোধিনী' বা কবিত্ত টীকার টীকা) —সটীক শ্রীভক্তমাল, লক্ষ্ণৌ নবলকিশোর প্রেস, ১৯১৩ খ্রীঃ ২৬৬ পৃঃ, দ্রষ্টব্য।

(২৩) শ্রীঅনন্তানন্দাচার্য্যজী, (২৪) শ্রীকৃষ্ণদাসজী (পয়োহারীজী,) (২৫) শ্রীসাকেতনিবাসাচার্য্য (টীলাজী), (২৬) শ্রীভাগীরথদাসজী, (২৭) গঙ্গাধরদাসজী, (২৮) শ্রীরামদাসজী, (২৯) শ্রীঅঙ্গদপরমানন্দদাসজী, (৩০) শ্রীরামছবিলদাস, (৩১) শ্রীগোবর্দ্ধনদাসজী, (৩২) শ্রীজানকীদাসজী, (৩৩) শ্রীসহজরামদাসজী, (৩৪) শ্রীস্বামী মঙ্গলদাসাচার্য্যজী (ডাকোর) (৩৫) শ্রীভরতদাসজী, (৩৬) শ্রীমথুরাদাসজী, (৩৭) শ্রীদামোদরদাসজী, (৩৮) শ্রীসরযূদাসজী, (৩৯) শ্রীনৃসিংহদাসজী * (পহাড়ীবাবা) খাক্‌চৌক্, (বৃন্দাবন), (৪০) শ্রীগোপালদাসজী, (৪১) স্বামী শ্রীবৈষ্ণবদাসজী শাস্ত্রী (উপনিষদ্ভাষ্যকার, ন্যায়বেদান্তকেশরী, ন্যায়রত্ন, বেদান্ততীর্থ, তর্কবাগীশ, 'শ্রীবৈষ্ণব')।

শ্রীরামানন্দাচার্য্য লিখিত 'শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জভাস্কর'-গ্রন্থের শ্রীরামার্চ্চন-পদ্ধতি—১২০ পৃঃ (শ্রীসীতারামদাস ওঁঙ্কারনাথ শ্রীরামাশ্রম, ডুমুরদহ, ৩০শে মাঘ ১৩৫৪ বাং, শুক্রবার তৃতীয়া তারিখে প্রকাশিত) দ্রষ্টব্য। তাহাতে নিম্নরূপ শিষ্টাচার দেখা যায়। ৩।৪।৫ শ্লোকের অনুবাদ।

---

* হিন্দী 'প্রশ্নোপনিষদ'—৯।১।১৯৪২ ইং তারিখে শ্রীবৃন্দাবনধাম, শ্রীকৃষ্ণ-প্রিন্টিং প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের কভার ২য় পৃষ্ঠায় উপরোক্ত পরম্পরা মুদ্রিত আছে। শ্রীনৃসিংহদাসজী (পহাড়ীবাবা) মহারাজের প্রথম শিষ্য খাকৃচৌক, বংশীবট, শ্রীবৃন্দাবন-স্থানের মহান্ত শ্রীলক্ষ্মণদাসজী মহারাজ ছিলেন। তাঁহার চারিজন শিষ্য (১) মহান্ত শ্রীদেবাদাসজী, (২) অধিকারী শ্রীসিয়ারাম-দাসজী, (৩) পূজারী শ্রীসীতারাম দাসজী, (৪) শ্রীভগবদ্দাসজী। মহান্ত শ্রীদেবা-দাসজী হইতে উক্ত 'প্রশ্নোপনিষদ্' গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

আমি শ্রীরামানন্দাচার্য্য, দয়ার সাগর শ্রীরাঘবানন্দাচার্য্য, শ্রীহরিয়ানন্দাচার্য্য, শ্রীশ্রিয়ানন্দাচার্য্য, শ্রীদেবানন্দাচার্য্য, শ্রীদ্বারানন্দাচার্য্য, শ্রীরামেশ্বরাচার্য্য, শ্রীগঙ্গাধরাচার্য্য, শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য, শ্রীদেবাধিপাচার্য্য, শ্রীবোপদেবাচার্য্য, শ্রীমাধবাচার্য্য, শ্রীকুরেশাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীযামুনমুনি, শ্রীরামমিশ্রাচার্য্য, শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষাচার্য্য, শ্রীনাথমুনিস্বামী, শ্রীশঠকোপস্বামী, শ্রীবিষ্বক্‌সেনজী, শ্রীসীতা, শ্রীরাম পর্য্যন্ত সমস্ত গুরুগণকে সর্ব্বদা সম্যক্ আশ্রয় করিতেছি—শাস্ত্রোক্ত-রীতিতে কায়িক, বাচিক, মানসিক সেবা করিতেছি।

'শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জভাস্বরঃ' গ্রন্থের উপসংহারে শ্রীরামানন্দ আচার্য্যপাদ নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা নিজেকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী-শ্রী-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়স্থ বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

"রামানন্দীয়ঃ শ্রী-বৈষ্ণবপূর্ব্বো মতাব্জভাস্কর আ।
হৃত্বাজ্ঞানস্থতিমিরং জ্ঞানাব্জং হৃদি বিকাশয়তু ॥"—বৈঃ মঃ ভাঃ১৯২।

অন্বয়—রামানন্দীয়ঃ 'শ্রী'-বৈষ্ণবপূর্ব্বো মতাব্জভাস্করঃ অজ্ঞানস্থতিমিরং হৃত্বা হৃদি জ্ঞানাব্জং বিকাশয়তু আ।

শ্রুত্বা সুরসুরানন্দো রামানন্দাদশেষতঃ।
পৃষ্টোত্তরাণি চ প্রশ্নান্ গুরূনত্বাপ সদ্‌গতিম্ ॥—বৈঃ মঃ ১৯০।

অন্বয়—সুরসুরানন্দঃ গুরূন্ নত্বা প্রশ্নান্ পৃষ্টা রামানন্দাৎ অশেষতঃ উত্তরাণি শ্রুত্বা সদ্‌গতিম্ আপ।

—শ্রীসুরসুরানন্দ আচার্য্যের সেবা-পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম এবং তত্ত্ব কি ইত্যাদি দশটী প্রশ্ন করিয়াছিল—জগৎপ্রসিদ্ধ, শ্রী-সম্প্রদায়ের প্রচারকাচার্য্য শ্রীশঠকোপস্বামী, শ্রীনাথমুনি, শ্রীস্বামী রামানুজাচার্য্য, শ্রীকুরেশ

স্বামী প্রভৃতির পরম রহস্যরূপ যে রামোপাসনা, উহার প্রচারক শ্রীরামানন্দের (আমার) নিকট ঐ প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম শ্রীরামতত্ত্বের উত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে।—বৈঃ মঃ ভাঃ ১৯০।

শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জ-ভাস্করের এইরূপ স্পষ্ট উক্তি হইতে জানা যায় যে,—'শ্রী'-সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের 'তিঙ্গল' এবং 'বড়গল' নামক দুইটি শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বে সকলেই তিঙ্গল ছিলেন। কোনও সময় এই সম্প্রদায়ে দুই মহান্ বিদ্বান্ আচার্য্যের মধ্যে শ্রীভগবৎ-প্রপত্তি ও নিজের সাধন-ভজন সম্বন্ধে মতভেদ হয়। তখন হইতে নাসা-মূলের বিন্দুহীন হইয়া উত্তর ভারতের বড়গল সম্প্রদায় ললাটের তিলক ব্যবহার করিতে থাকেন। উভয় সিদ্ধান্তের শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতভেদ নিম্নে বিবৃত হইল। ('বৈষ্ণবমতাব্জভাস্করের' ৯২—১০৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য। *) কথিত হয়, শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের শ্রীতোতাদ্রী আচার্য্য ও আচার্য্য শ্রীবেদান্তদেশিকের সময় হইতে এই মতভেদ হয়।

তিঙ্গল	বড়গল
১। নির্হেতুক কৃপা।	১। সহেতুক কৃপা।
২। মোক্ষে তারতম্য নাই।	২। মোক্ষে তারতম্য আছে।
৩। কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তিযোগ মুক্তির স্বতন্ত্র সাধন।	৩। কর্ম্ম এবং জ্ঞানযোগ ভক্তির সহায়ক, কেবল ভক্তিযোগই মুক্তির স্বতন্ত্র সাধন।

* 'শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জ ভাস্করঃ' শ্রীসীতারাম দাস ওঁকারনাথ সংস্করণ, ৫৯—৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪। শ্রীসীতা অণুরূপ।	৪। শ্রীসীতা বিভু।
৫। শ্রীসীতা পুরুষকার।	৫। শ্রীসীতা উপায়।
৬। ভক্তের দোষসমূহ স্বয়ং ঈশ্বরের ভোগ করাকে বাৎসল্য বলে।	৬। ভক্তের দোষ ঈশ্বর কর্ত্তৃক না দেখার নাম বাৎসল্য।
৭। অপরের দুঃখ সহন করিতে না পারার নাম দয়া।	৭। অপরের দুঃখ নিরাকরণ করিবার নাম দয়া।
৮। স্বীয় ভরণ-পোষণাদির জন্য কোন চেষ্টা না করিয়া শ্রীভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া অবস্থানের নাম—ন্যাস।	৮। জগৎকর্ত্তা শ্রীরামের উপর আপনার এবং আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণের ভার সমর্পণ করিয়া দেওয়ার নাম—ন্যাস।
৯। প্রপত্তিতে সমর্থ-অসমর্থ, সকলেই অধিকারী।	৯। প্রপত্তিতে কেবল অসমর্থই অধিকারী।
১০। স্বরূপতঃ কর্ম্মের পরিত্যাগকে ত্যাগ বলে।	১০। কর্ম্মের এবং ফলের পরিত্যাগকে ত্যাগ বলে।
১১। কর্ম্ম, যোগাদি প্রপত্তির বিরোধী।	১১। কর্ম্ম, যোগাদি প্রপত্তির বিরোধী নহে।
১২। শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান লোকসংগ্রহের জন্য করিতে হয়।	১২। শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ভগবদাজ্ঞা মনে করিয়া করা উচিত।

১৩। ন্যাসের ছয়টি অঙ্গের মধ্যে এক বা অর্দ্ধের হানি হইলেও শরণাগতির ন্যূনতা হয় না।	১৩। ন্যাসের ছয়টী অঙ্গের মধ্যে এক বা অর্দ্ধের হানি হইলে পর শরণাগতির ন্যূনতা হয়।
১৪। উপযুক্ত ন্যাসকে শ্রীরামের প্রসন্নতার হেতু বলে।	১৪। উপযুক্ত ন্যাসকে মোক্ষের কারণ বলিয়া মানা হয়।
১৫। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত, কৃত-প্রপত্তির স্মরণকে বলে।	১৫। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত পুনঃ প্রপত্তি করাকে বলে।
১৬। নিকৃষ্টবর্ণ ভগবদ্ভক্তের আরাধনা উৎকৃষ্টবর্ণের বৈষ্ণবের করা কর্ত্তব্য।	১৬। নিকৃষ্টবর্ণ ভগবদ্ভক্তের আরাধনা উৎকৃষ্টবর্ণ বৈষ্ণবের করিবার প্রয়োজন নাই।
১৭। ভগবান্ জীবে অণুরূপে এবং অন্য সর্ব্বত্র বিভুরূপে ব্যাপ্ত আছেন।	১৭। ভগবান্ জীবে এবং সর্ব্বত্র বিভুরূপেই ব্যাপ্ত আছেন।
১৮। কৈবল্য বিরজা পার হইবার পরে হয়।	১৮। কৈবল্য, বিরজার এপারে অবগাহন করিলেই হয়। *

———

* 'শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জভাস্কর' শ্রীসীতারামদাস ওঁঙ্কারনাথ সংস্করণ ৬০—৬১ পৃষ্ঠার পাদটীকা (Footnote) দ্রষ্টব্য।

স্বামী শ্রীরামানন্দাচার্য্যের গ্রন্থাবলী

শ্রীরামানন্দিগণ বলেন,—শ্রীরামানন্দ স্বামী বিশিষ্টাদ্বৈতমত প্রতিপাদক 'আনন্দভাষ্য'-নামে ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য রচনা করেন। 'বৈষ্ণবমতাব্জভাস্কর'-নামক একটি দার্শনিক গ্রন্থও তিনি লিখিয়াছেন। শ্রীমদ্-ভগবদ্ গীতার একটি ভাষ্য, 'রামরক্ষা'-নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ তাঁহারই বলিয়া কেহ কেহ বলেন। রামকবীর হিন্দীতে উক্ত গ্রন্থের ভাষা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'রামতাপিন্যুপনিষদ্', বাল্মীকি-রামায়ণ, অগস্ত্য-সংহিতা, অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ, রামপটল, রামপদ্ধতি, রামসহস্রনাম, রামস্তবরাজ প্রভৃতি গ্রন্থ এই সম্প্রদায়ের মত-পোষকরূপে প্রামাণিক বলিয়া জানা যায়। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি সাত্বত পঞ্চরাত্র-কেও শ্রীরামানন্দ গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা হিন্দীভাষা-তেই রামানন্দি-সম্প্রদায়ের সাহিত্য দৃষ্ট হয়। শ্রীরামানন্দের শিষ্য পীপা, রৌদাস, সেন প্রভৃতির লিখিত স্তোত্র এবং পরবর্ত্তীকালে প্রসিদ্ধ কবি শ্রীতুলসীদাস (১৫৩২—১৬২৩ খ্রীঃ) লিখিত দোঁহা, গীতাবলী, রামচরিত মানস, বিনয়-পত্রিকা প্রভৃতি হিন্দীগ্রন্থ. শ্রীনাভজী (১৬০০ খ্রীঃ)-লিখিত হিন্দী ভক্তমাল, মুলুকদাস (১৫৭৪—১৬৮২ খ্রীঃ) লিখিত কবিতাবলী, প্রিয়াদাস (১৭১২ খ্রীঃ) লিখিত নাভাজীর হিন্দী ভক্তমালের উপর 'ভক্তিরসবোধিনী-টীকা' প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক-গ্রন্থ বলিয়া জানা যায়।

শ্রীরামানন্দাচার্য্য রচিত 'বৈষ্ণবমতাব্জভাস্কর' গ্রন্থের ১৫৮ শ্লোকের তৃতীয়চরণে 'সৎস্থানে মথুরাভিধাশ্রমবরে শ্রীবালকৃষ্ণং পরং' * এবং ১৫৯—১৬০ শ্লোকে এইরূপ পাওয়া যায়—

কাশ্যাং ভোগিশয়ং সনাতনমথাবন্ত্যামবন্তীপতিং
শ্রীমদ্বারবতীতি নাম্নি শুভদে শ্রীযাদবেন্দ্রং মুদা।
রম্যে শ্রীব্রজনামকে সুরনুতং গোপীজনানাং প্রিয়ং
ব্রহ্মেশাদিকিরীট-সেবিত-পদাম্ভোজং ভুজঙ্গাশ্রয়ম্॥ ১৫৯।

---

* অন্বয়—'সংস্থানে মথুরাভিধাশ্রমবরে শ্রীবালকৃষ্ণং পরং; অনুবাদ—শ্রেষ্ঠস্থান শ্রীমথুরাতীর্থে শ্রীবালকৃষ্ণ পরমাত্মা।'

(১) ত্রেতাযুগে শ্রীহনুমান্ সহ শ্রীশ্রীশত্রুঘ্নজী শ্রীমথুরাধামে আগমন করিয়া (লবণাসুর) অসুরগণকে বধ করতঃ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অপার মহিমা স্থাপন করেন। সেই সময় হইতেই শ্রীব্রজের নানাস্থানে শ্রীহনুমান্ মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছেন বলিয়া কিম্বদন্তী। তৎপূর্ব্বে শ্রীহনুমান্‌জী লঙ্কা-বিজয়ের উদ্দেশ্যে সমুদ্র বন্ধনের জন্য সুদূর হিমালয় হইতে যে পাহাড় হস্তে ধারণ করিয়া আনিতেছিলেন; সমুদ্র তটে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ইচ্ছায় সমুদ্র বন্ধন কার্য্য শেষ হইয়া যায়, এই জন্য আর পর্ব্বত-শ্রেণীর প্রয়োজন হয় না। শ্রীহনুমান্‌জী মথুরা মণ্ডল পর্য্যন্ত পৌঁছিলে "আর পর্ব্বতের প্রয়োজন নাই" এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ঐ মহা-সৌভাগ্যবান্ পর্ব্বতকে মথুরামণ্ডলেই রাখিয়া শ্রীহনুমান্‌জী প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণে পৌছেন। সেই সময় হইতেই ব্রজবাসিগণ যাবতীয় যজ্ঞ, ধর্ম্ম কার্য্যাদি ঐ পর্ব্বতের পাদদেশেই করিয়া আসিতেছিলেন। দ্বাপরযুগে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের শ্রীচরণস্পর্শে তাহা অভিন্ন শ্রীভগবদ্বিগ্রহরূপে সেবিত হইতেছেন। ভগবান্

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন অতিপ্রিয়-ভক্ত শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রাহ্মণের সমাধি ঐ পর্ব্বত-প্রান্তে আছে। এই ব্রাহ্মণ প্রতিদিন নিজপালিত গাভীর সম্পূর্ণ দুগ্ধ দ্বারা গোচারণরত ক্ষুধার্ত্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রভুদ্বয় প্রসন্ন হইয়া সেই পরমপ্রিয় ভক্তের নামানুযায়ী পর্ব্বত মালার নাম রাখেন "গোবর্দ্ধনপর্ব্বত"—ইহা প্রভুর ভক্তবৎসলতার পরিচয়। শ্রীগোবর্দ্ধনের সমাধি এই পর্ব্বতের প.দদেশে হয়। শ্রীহনুমান্ কর্ত্তৃক আনীত সেই পর্ব্বতমালা সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণ স্পর্শ লাভ করায় গিরিগণমধ্যে 'রাজ' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এই খ্যাতি লাভ করিতঃ "গিরিরাজ গোবর্দ্ধন"নাম ধারণ করিয়া বিরাজিত আছেন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের বিজয় ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে অদ্যাবধি শ্রীব্রজবাসিগণ পরস্পর সাক্ষাৎ হইবার সময়—'রাম রাম" বলিয়া মাঙ্গলিক নাম উচ্চারণ করেন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা শ্রীশত্রুঘ্নজী অসুর বধ করিয়া যখন 'শ্রীরামসীতা'-ভক্তির বিজয় পতাকা স্থাপন করেন ; তখন এতদ্দেশীয় জনসাধারণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া শ্রীশত্রুঘ্নজীর শ্রীচরণে প্রার্থনা করেন,—'আমরা আপনার সেবার জন্য কি করিতে পারি ?'—আজ্ঞা করুন। তখন শত্রুঘ্নজী বলেন, 'আমার জন্য কিছুই প্রয়োজন নাই। অক্ষয়-অব্যয়-নিত্য-সনাতন-পরমানন্দ-আনন্দকন্দ শ্রীভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা আপনারা চিরদিন কীর্ত্তন করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতে থাকুন।' গর্গসংহিতায় 'গিরিরাজ গোবর্দ্ধন' পর্ব্বত সম্বন্ধে প্রসঙ্গ অন্যরূপ পাওয়া যায়।

(১) **শ্রীগিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন** সম্বন্ধে 'গর্গসংহিতায়' বর্ণিত আছে যে—শ্রীগোলকপতি শ্রীকৃষ্ণ ভূলোকে অবতীর্ণ হইবার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকাকেও ভূলোকে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিলে, তাহাতে শ্রীরাধিকা বলিলেন,—'যত্র বৃন্দাবনং নাস্তি ন যত্র যমুনা নদী। যত্র গোবর্দ্ধনো নাস্তি তত্র মে ন মনঃ সুখম্॥' শ্রীরাধিকার এই ইচ্ছানুযায়ী গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ গোলোক হইতে চৌরাশি ক্রোশ পরিমিত ভূমি, গোবর্দ্ধন ও যমুনা নদীকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন। গোলোক হইতে চৌরাশি ক্রোশ পরিমিত

ভূমি পৃথিবীতে আসিয়া চতুর্ব্বিংশতি বন সমাবৃত হইয়া পরিশোভিত হইল এবং জগতের সর্ব্বলোক এই ভূমিকে পূজা করিতে লাগিল।

ভারতবর্ষের পশ্চিম দিক্‌স্থিত শাল্মলী দ্বীপে দ্রোণাচলের পুত্র হইয়া গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত জন্ম গ্রহণ করেন। গোবর্দ্ধন জন্মগ্রহণ করিলে দেবগণ পরম আনন্দে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন এবং হিমালয়, সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। হিমালয়, সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতবৃন্দ গোবর্দ্ধনকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন এবং যথাবিধি পূজা করিয়া নানাভাবে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীগিরীন্দ্র শ্রীগোবর্দ্ধন শাল্মলী দ্বীপে দ্রোণপর্ব্বতের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলে একদিন পুলস্ত্যঋষি তীর্থ ভ্রমণ ব্যপদেশে শাল্মলীদ্বীপে গমন করিয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে দর্শন করতঃ আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে বারানসী-ক্ষেত্রে আনিবার ইচ্ছা করিয়া দ্রোণাচলের নিকট বলিলেন—'হে দ্রোণ! তুমি পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ এবং দেবতাগণকর্ত্তৃক পূজিত, তুমি দিব্যৌষধি দ্বারা সর্ব্বজীবের জীবন প্রদান কর। আমি একজন কাশীবাসী মুনি, সেখানে কোনও পর্ব্বত নাই, সেজন্য আমি সেই গঙ্গা ও শ্রীবিশ্বেশ্বর সমন্বিত কাশীক্ষেত্রে তোমার পুত্র গোবর্দ্ধনকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি, তুমি দান কর। তাঁহার অঙ্গে বৃক্ষ-লতাদি পূর্ণ নিভৃত স্থানে আমি অবস্থান করিয়া তপস্যা করিব। 'অতি কষ্টের সহিত দ্রোণাচল পুত্র গোবর্দ্ধনকে দান করিলেন ; কিন্তু গোবর্দ্ধন তখন পুলস্ত্য ঋষিকে বলিলেন—হে ঋষি! তুমি এত ভার আমাকে কিভাবে লইয়া যাইবে? ঋষি বলিলেন—আমি এই শাল্মলীদ্বীপ হইতে কোশলদেশ পর্য্যন্ত তোমাকে অনায়াসে হস্তোপরি ধারণ করিয়া লইয়া যাইব। তখন গোবর্দ্ধন বলিলেন—যদি পথি মধ্যে কোথাও আমাকে ভারবোধে স্থাপন কর, তাহা হইলে আমি তথা হইতে আর উঠিব না। এই কথায় উভয়েই স্বীকৃত হইয়া গোবর্দ্ধনকে হস্তে ধারণ করতঃ ঋষি কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীব্রজমণ্ডল পর্য্যন্ত

আসিয়া গোবর্দ্ধনের সেই গোলোকবিহারী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ইচ্ছার কথা স্মরণ হওয়ায় শ্রীব্রজমণ্ডল ছাড়িয়া আর যাইতে ইচ্ছা করিলেন না। তাই অতি ভার হইয়া ঋষির উদ্বেগের কারণ হইলেন। ঋষিও নিজেকে পরিশ্রান্ত মনে করিয়া নিজ হস্ত হইতে গোবর্দ্ধনকে রাখিয়া বিশ্রাম ও স্নান আহ্নিক ইত্যাদি কৃত্য সমাপনান্তে পুনঃ গোবর্দ্ধনকে হস্তে তুলিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আর সমর্থ হইলেন না। গোবর্দ্ধন বলিলেন,—হে ঋষি! আমাদের ত' পূর্ব্ব হইতেই কথা ছিল যে, তুমি পথিমধ্যে আমাকে যেখানে রাখিবে সেখান হইতে আমি আর অন্যত্র যাইব না। এই কথা শুনিয়া পুলস্ত্য ঋষি গোবর্দ্ধনকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন যে—"তুমি আজ হইতে প্রতিদিন তিল পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।" এই বলিয়া ঋষি ক্রোধান্বিত হইয়া কাশীক্ষেত্রে দ্রুত গতিতে গমন করিলেন। (গোবর্দ্ধন পর্ব্বত তখন হইতে প্রতিদিন তিলপরিমাণ ক্ষয় হইতেছেন বলিয়া মিথ্যা প্রবাদ।) সূর্য্যবংশবিভূষণ শ্রীভগীরথ কর্ত্তৃক আনীতা শ্রীগঙ্গা ও এই শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থান করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত কখনও কলির প্রভাব ব্যক্ত হইবে না এবং মনুষ্য-লোকের অমঙ্গল হইবে না। গর্গসংহিতায় শ্রীগোবর্দ্ধন সম্বন্ধে আরও অনেক মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। মিথিলাপতি বহুলাশ্বরাজা দেবর্ষি নারদের নিকট গোবর্দ্ধনের তীর্থ সমুহের নাম শ্রবণ করেন যথা,—গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের সর্ব্বাঙ্গেই তীর্থ বিরাজমান, অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বলিয়া শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন; তন্মধ্যে শ্রীব্রজবাসিগণ যেখানে অন্নকূট-মহোৎসব করিয়াছিলেন, সেই শৃঙ্গার মণ্ডলের অধোবর্ত্তি স্থান 'গোবর্দ্ধনের মুখ' মানসী গঙ্গা গোবর্দ্ধনের নেত্র, চন্দ্রসরোবর নাসিকা, গোবিন্দকুণ্ড অধর এবং কৃষ্ণকুণ্ড চিবুক। রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনের জিহ্বা, ললিতাকুণ্ড কপোল, গোপালকুণ্ড কর্ণ, কুসুমসরোবর কর্ণবিবর। শ্রীকৃষ্ণের মস্তক চিহ্নিত শিলাখণ্ড গোবর্দ্ধনের ললাট, চিত্রশিলা-তীর্থ গোবর্দ্ধনের মস্তক, বাদনশিলা গ্রীবা, কন্দুকতীর্থ পার্শ্বদেশ, ঔষ্ণীষতীর্থ কটি, দ্রোণতীর্থ পৃষ্ঠ, লৌকিকতীর্থ উদর, কদম্বখণ্ড বক্ষস্থল এবং শৃঙ্গার-মণ্ডল

বৃন্দাবনে সুন্দরনন্দসূনুং
গোবিন্দমেবং ত্বথ কালিয়ে হ্রদে।
গোবর্দ্ধনে গোপসুবেশধারিণং
তথা ভবদ্বেঽপি চ পদ্মলোচনম্॥ ১৬০।

অন্বয়—কাশ্যাং সনাতনং ভোগিশয়ম্ অথ অবন্ত্যাম্ অবন্তীপতিং শুভদে শ্রীমদ্দ্বারবতীতি নাম্নি (তীর্থে) শ্রীযাদবেন্দ্রং, রম্যে ব্রজনামকে ব্রহ্মেশাদি-কিরীট-সেবিতপদাম্ভোজং ভুজঙ্গাশ্রয়ং গোপীজনানাং প্রিয়ম্।

গোবর্দ্ধনের জীবনীশক্তি। শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নিতস্থান গোবর্দ্ধনের মনঃ, শ্রীকৃষ্ণের হস্তচিহ্নিত স্থান গোবর্দ্ধনের বুদ্ধি, ঐরাবত পদচিহ্নিতস্থান—পদ, সুরভির পদ-চিহ্নিতস্থান—পক্ষ। পুচ্ছকুণ্ড নামকস্থান গোবর্দ্ধনের পুচ্ছ, বৎসকুণ্ড বল, রুদ্র-কুণ্ড ক্রোধ, ইন্দ্রসরোবর কাম, কুবেরতীর্থ উদ্যোগ, ব্রহ্মতীর্থ প্রসন্নতা, যমতীর্থ অহঙ্কার।

শ্রীগোলোকে শ্রীগোবর্দ্ধন প্রকট সম্বন্ধে এই বৃত্তান্ত পাওয়া যায়,—যখন শ্রীরাধার প্রার্থনা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'তথাস্ত' বলিয়া অনুমোদন করিলেন এবং রহোলীলার সুযোগ্যস্থানের বিষয় চিন্তায় মগ্ন হইলেন, এই সময় নয়নকমল দ্বারা নিজ-বক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং গোপীগণের সম্মুখে তাঁহার হৃদয়স্থিত শ্রীরাধানুরাগের অঙ্কুর সদৃশ সজল তেজঃ নির্গত হইয়া রাসস্থলীতে পতিত হইল ও দেখিতে দেখিতে তাহা পর্ব্বতাকৃতি ধারণ করিল। ক্রমান্বয়ে লক্ষযোজন, শতকোটি যোজন, পঞ্চাশৎ কোটি যোজন উর্দ্ধ, পঞ্চাশত কোটিযোজন বিস্তৃত হইয়া করীন্দ্র-বরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল এবং কোটি যোজন দীর্ঘাঙ্গ শত শত শৃঙ্গ স্ফুরিত হইয়া স্বর্ণ কুম্ভ পরিশোভিত রাজপ্রাসাদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এইজন্য শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে কেহ কেহ 'শতশৃঙ্গ' বলিয়া থাকেন। 'গর্গসংহিতা' গ্রন্থে আরও অনেক বৃত্তান্ত ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

বৃন্দাবনে সুন্দরনন্দসূনুম্ অথ কালিয়ে হ্রদে তু গোবিন্দমেবং গোবর্দ্ধনে গোপসুবেশধারিণং তথা ভবঘ্নেঽপি চ পদ্মলোচনম্।

বঙ্গানুবাদ—কাশীধামে সনাতন ভোগিশয়, অবন্তিকায় শ্রীঅবন্তী-পতি, শ্রীদ্বারাবতীতে শ্রীযাদবেন্দ্র, সুন্দর শ্রীব্রজধামে ব্রহ্মা শিবাদির কিরীট-সেবিত চরণকমল ভুজঙ্গাশ্রয় (শেষাসন) গোপীজনপ্রিয়। বৃন্দাবনে সুন্দর শ্রীনন্দদুলাল, কালিয়হ্রদে শ্রীগোবিন্দ, গোবর্দ্ধনে শ্রীগোপবেশধারী, ভবঘ্নতীর্থে শ্রীপদ্মলোচন।

স্বামী শ্রীরামানন্দাচার্য্যপাদের তৃতীয় অধস্তনাচার্য্য শ্রীতুলসী দাসজী (১। শ্রীরামানন্দাচার্য্যস্বামী, ২। শ্রীনরহরিদাস, ৩। গোঃ শ্রীতুলসীদাসজী), ১। রামগীতাবলী, ২। কৃষ্ণগীতাবলী (সম্বৎ ১৬২৮), ৩। রামচরিত-মানস (সং ১৬৩১), ৪। দোহাবলী, (সং ১৬৪০), ৫। রামসতসই (সং ১৬৪২), ৬। বিনয়পত্রিকা (সং ১৬৪২), ৭। রামললানহছু (সং ১৬৪৩), ৮। পার্বতীমঙ্গল (সং ১৬৪৩), ৯। বৈরাগ্য-সন্দীপনী, ১০। রামাজ্ঞাপ্রশ্ন, ১১। বরবৈ রামায়ণ (সং ১৬৬৯), ১২। কবিতা-বলী ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা ছাড়া কুণ্ডলিয়া রামায়ণ, ছন্দাবলী, রোলা রামায়ণ, ছপ্পয়-রামায়ণ, রামসলাকা, হনুমান বাহুক, কড়য়া রামায়ণ, ঝুলনা রামায়ণ, সঙ্কটমোচন প্রভৃতি আরও কয়েক-খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'কৃষ্ণগীতাবলী' গ্রন্থে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথা লিখিয়াছেন। (বাবা শ্রীবেণীমাধব দাসের মতানুযায়ী উপরোক্ত পরিচয় পাওয়া যায়)।

গোস্বামী শ্রীতুলসীদাসজী—অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ লেখকগণের মত শ্রীতুলসীদাসজী মহারাজ নিজের জন্ম সম্বৎ এবং জাতি ও কুল ইত্যাদি

বিষয়ে নিজ-গ্রন্থে কিছুই লেখেন নাই। এরূপ পরিস্থিতিতে কিম্বদন্তী এবং সাঙ্কেতিক তথ্যের আধারের উপর বিদ্বদ্গণ তাঁহার জীবনী লিখিয়াছেন। জন্ম-সম্বৎ সম্বন্ধে সকল লেখক একমত নহেন। শ্রীজগমোহন বর্ম্মা 'রামমুক্তাবলী'র আধারের উপর জন্মসম্বৎ ১৫৬০ বিক্রম মানিয়াছেন। 'মানস-ময়ংক' লেখকের মতানুসারে ১৫৫৪ সম্বৎ। উইল্সন সম্বৎ ১৬০০ বিক্রম বলিয়াছেন। ডাঃ গ্রিয়ার্সন এবং রামগোলাম দ্বিবেদী সম্বৎ ১৫৮৯ বিক্রম বলিয়াছেন। যাহা হউক, এই সকল মতভেদ মধ্যে অধিক মত হইল সম্বৎ ১৫৫৪ বলিয়া জানা যায়। * অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে প্রায় সকলেই সম্বৎ ১৬৮০ বা

* সম্বৎ হইতে ৫৭ বাদ দিলে খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন ১৫৫৪ হইতে ৫৭ বাদ দিলে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীতুলসীদাসের জন্ম হয়। শ্রীগোস্বামী তুলসী-দাসজী মহর্ষি বাল্মীকির অবতার বলিয়া ভবিষ্যপুরাণে পাওয়া যায়।

"বাল্মীকিস্তুলসীদাসঃ কলৌ দেবি! ভবিষ্যতি।
রামচন্দ্রকথাং সাধ্বীং ভাষারূপাং করিষ্যতি॥"

হে দেবি! কলিযুগে শ্রীবাল্মীকিজী শ্রীতুলসীদাস হইবে, এবং ইনি শ্রীরামায়ণের পবিত্র কথা ভাষায় প্রকাশিত করিবেন।

শ্রীনাভাজী কৃত সংস্কৃত শ্লোক,—

"জীবান্মন্দমতীন্ সুভাগ্যরহিতান্ জ্ঞাত্বা কলে দোঁষত-
স্তৎকল্যানঃ পরায়ণঃ পরকবিঃ শ্রীমন্মহর্ষিঃ স্বয়ম্।
বাল্মীকিঃ কৃপয়া সুহৃৎসু তুলসীদাসেতি নাম্না কলা-
বাবির্ভূয় চকার রামচরিতং ভাষাপ্রবন্ধেন বৈ॥"

মূল তুলসীদাসজী সম্বন্ধে 'ভক্তমাল' গ্রন্থ—

"ত্রেতা কাব্য নিবন্ধ করিব শত কোটি রামায়ণ।
ইক অচ্ছর উদ্ধরে ব্রহ্মহত্যাদি (করী জিন হোত) পরায়ন॥

১৬২৩ খ্রীঃ শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী ; অন্যমতে শ্রাবণ শুক্লা তৃতীয়া শনিবার **কাশীধামে** বলিয়া বলেন। শ্রীতুলসীদাসের পরমমিত্র টোডরদেবের বংশজ এখনও গোস্বামীজীর নামে তৃতীয়াতেই 'সীধা' বাহির করিয়া থাকেন। জন্মস্থান সম্বন্ধে কোন কোন বিদ্বান্ তারী, চিত্রকূটকেই জন্মস্থান বলেন, কেহ 'রাজাপুর', অন্য কেহ 'সোরোঁ'-ক্ষেত্র বলিয়া থাকেন। ভাষার ভিত্তির উপর আলোচকগণ প্রায় রাজাপুরের পক্ষেই একমত। "ম্যাঁ পুনি নিজগুরু সন সুনৌ, কথা জো শূকর খেত" এই আধারের উপর কোন কোন বিদ্বান্ 'সোরোঁ'-ক্ষেত্র জন্মস্থান বলেন, এবং এই কথার বলে 'হরিগঙ্গা' (হাড়পুর) তটের উপর জনসাধারণ শ্রীগোস্বামীজীর এক স্মারকও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বংশ এবং জাতি—'শিবসিংহ সরোজ' এর আধারে ইনি 'সরযূপারীণ-ব্রাহ্মণ' ছিলেন ; আর 'ভক্তকল্পদ্রুম' গ্রন্থের আধারে 'কান্যকুব্জ'। 'দিয়ো সুকুল জনমশরীর সুন্দর হেতু কেবল চারি কো' এই পদের আধারে সোরোঁ ক্ষেত্রের বিদ্বদ্গণ গোস্বামীজীকে শুক্ল-গোত্রীয় সনাঢ্য-ব্রাহ্মণ বলিয়া মানেন ; কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বান্ তাঁহাকে সরযূপারীণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

মাতা-পিতা ও মূল নাম—মাতার নাম হুলসী এবং পিতার নাম আত্মারাম দুবে। ইহার প্রমাণ—'গোদ লিয়ে হুলসী ফিরে, তুলসী সো সুত হোয়', এই দোহা প্রায় উদ্ধৃত করা হয়। নাম সম্বন্ধে কেহ 'রাম বোলা', কেহ 'তুলারাম' বলিয়া থাকেন। 'নাম তুলসী প্যে ভোঁড়ে ভাগ সোঁ কহায়ো দাস,' তথা 'নাম জপত মরা তুলসী তুলসীদাস' * এই অনুসারে গোস্বামীজীর নাম 'তুলসীদাস' বলিয়াই জানা যায়। কেহ কেহ বলেন, ইহার জন্ম অভুক্ত মূলা নক্ষত্রে হইবার জন্য জন্ম হইবার সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন। 'মাতপিতা জগ জায় তজ্যো, বিধিহু ন লিখ্যো কছু ভাল ভলাই।' এই পরিত্যক্ত বালকের জ্ঞান (হোঁশ) হইবার বয়স পর্য্যন্ত কত কত সঙ্কট আসিয়াছে, তাহা ধারণা করা যায় না। নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় আশ্রয়ের অভাবে তাঁহাকে কত কষ্টই যে সহ্য করিতে হইয়াছে! এই দুঃখ-কষ্টের পরিণতি-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বময়ী বৈষ্ণবী-দৈন্যযুক্ত উপাসনার ফলে 'রামচরিতমানস' গ্রন্থ জীবলোক পাইয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছে। সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থ-ভ্রমণ করিবার পর অযোধ্যায় আসিয়া ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীরামচরিতমানস' গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। †

অব ভক্তনি সুখ দেনে বহুরি (বপুধরি) লীলা বিস্তারী।
রামচরণ রসমত্ত রটন অহনিসি ব্রতধারী॥
সংসার অসারকে পার-কো সুগম নৌকা লয়্যো।
কলি কুটিল জীব নিস্তার হিত বাল্মীক তুলসী ভয়্যো॥"

শ্রীকৃষ্ণগীতাবলীতে শ্রীব্রজমাধুরী

'সূর সূর তুলসী শশী' এই সুপ্রসিদ্ধ উক্তি হইতে জানা যায় যে, সূরদাসজীর কবিতা সূর্য্যের প্রকাশবিশিষ্ট প্রভাপূর্ণ আর তুলসীদাসের কবিতা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুখদ, প্রভাবান্ এবং শীতল। শ্রীতুলসীদাসের

* "কিহি গিন্‌তি মাহ-গিন্‌তি
জেশি বন ঘাস।
রাম জপত ভৈয়ে তুলসী
তুলসী দাস॥"—বরবৈ রামায়ণ

† কাশীতে বিদ্যাধ্যয়ন ও তৎপরে বিবাহ করেন। কিম্বদন্তী যে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মজীবনের অনুকূল না হওয়ায় তিনি সংসার ত্যাগ করেন।

কবিতা কেবল মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই ; মাধুর্য্যলীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মহিমা বর্ণনা করিয়া শ্রীব্রজরস আস্বাদনের অপূর্ব্ব সুযোগ দান করিয়াছেন। এইগ্রন্থে ৬১টী পদ পাওয়া যায়।

তুলসী প্রভু প্রেম বশ্য মনুজ রূপধারী।
বালকেলি লীলারস ব্রজজন হিতকারী।
তুলসী নিরখি হরষত বরষত ফূল,
ভূরিভাগী ব্রজবাসী বিবুদ্ধ সিদ্ধ সিহাত।—(কৃষ্ণগীতাবলী—১-২)

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের রূপমাধুরী পান করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া বলিতেছেন,—

'জ্যাসে হো ত্যাসে সুখদায়ক ব্রজনায়ক বলিহারী'
(কৃষ্ণগীতাবলী—৬)

শ্রীব্রজগোপী আসিয়া ফুকার করিতেছেন,—

'মহরি তিহারে পাঁয় পর্য়ো আপনো ব্রজ লীজ্যে'
(কৃষ্ণ গীঃ—৭)

মাতার কথা শুনিবার পর শ্যামসুন্দর বলিতেছেন,—

'য়্যা ব্রজ মেঁ লরিকা ঘনে হোঁ হী অত্যাই'
(কৃষ্ণগীতাঃ—৮)

ম্যেয়া ! ইস্ ব্রজমেঁ বহুতসে বালক হ্যা। ক্যা ম্যঁা হী অত্যাই (উৎপাতী) হুঁ ?

শ্রীগোস্বামীজী কয়েক স্থানেই 'ব্রজশব্দ' দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনকে উল্লেখ করিয়াছেন।

'অব ব্রজবাস মহরি কিমি কীবো।' (কৃঃ গীঃ ৯)।
'ব্রজ পর ঘন ঘমণ্ড করি আয়ে।' (কৃঃ গীঃ ১৮)।
'টেরি কাহ্ন গোবর্দ্ধন চড়ি গেইয়া।'

এই সকল পদে বাল-লীলা, গো-চারণ, গোবর্দ্ধন-ধারণ, ইন্দ্রের অভিমান ভঙ্গ আদি বর্ণিত হইয়াছে।

'গাবত গোপাল লালনীক্যে রাগ নট হ্যা।'

শ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীমুখচন্দ্রের অনুপম ছটা এবং অনির্বচনীয়তা শ্রীগোস্বামীজী নিম্নোক্ত পদদ্বারা বর্ণন করিয়াছেন।

'দেখি সখী হরিবদন ইন্দু পর ....।'
× × × ×
নন্দনন্দন মুখ কী সুন্দরতা,
কহি ন সকত শ্রুতি শেষ উমাবর।
তুলসীদাস ত্রৈলোক্য বিমোহন,
রূপ কপট নর ত্রিবিধ শূল হর ॥
(কৃঃ গীঃ ২১)
× × × × ×
'আজু উনীদেঁ আয়ে মুরারী।'
× × × × ×
যদুপতি মুখ ছবি কল্পকোটি লগি,
কহি ন জাই জাকে মুখচারী।
তুলসীদাস জেহি নিরখ গবালিনী,
ভগিজাত পতি তনয় বিসারী ॥

বাল্যলীলা বর্ণনের পর তিনি শ্রীযুগল-কিশোরের শ্রীবৃন্দাবন-বিহার বর্ণন করিয়াছেন।

গোপাল গোকুলবল্লবী-প্রিয় গোপ গোসুত বল্লভম্।

× × × × ×

অপহরণ তুলসীদাস ত্রাস বিহার বৃন্দাকাননম্॥

এখানে বল্লবী-প্রিয় শব্দ দ্বারা শ্রীকিশোরীজীর নামের সংকেত করিয়াছেন। তারপর শ্রীশ্যামসুন্দরের নিরতিশয়তা বলিতেছেন,—

'করী হ্যা হরি বালক কী সী কে লি।

বই বনায় বারি বৃন্দাবন প্রীতি সঞ্জীবনি বেলি॥'—২৬।

× × × ×

তুলসী জগ দূজো ন দেখিয়ত কাহ্নকুঁবর অনুহারি॥ ২৭।

শ্রীবৃন্দাবনবাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পদ পাওয়া যায়,—

'কোউ সখি নই চাহ সুন আই।'

× × × ×

'চাহত কিয়ো বাস বৃন্দাবন বিধিসোঁ কছু ন বসাই।'

গোস্বামীজী গোপীগণের দ্বারা ভ্রমরকে কথিত সম্বাদ উত্থাপিত করিয়া বলিতেছেন,—

গোপী কহতী হ্যাঁ, 'মধুকর তুম জো চাহো সো কহো। তুম্হে ক্যা দোষ দিয়া যায়? যদি তুম ব্রজ (বৃন্দাবন) মেঁ রহ কর নন্দনন্দনকা বাল-বিনোদ ঔর রাস-রসিক কো লীলা কা রস চাখ লেতে তো কভী এ্যসে পত্থর ন ফেঁক্‌তে' :—

মধুকর কুহহু-কহন জো পারো।

× × × ×

নহিঁ তুম ব্রজবসি নন্দনন্দন-কো,

বাল-বিনোদ নিহারী।

নাহিঁন রাস রসিক রস চাখ্যো,

তাতেঁ ডেল সো ডারো॥ (৩৪)

'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।' এই সিদ্ধান্তের উপরও এক পদ পাওয়া যায়।

কব ব্রজ তজ্যো জ্ঞান কব উপজ্যো

কব বিদেহতা লহী হ্যা। (৪২)

সর্ব্বব্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরায় যাইতে পারেন; কিন্তু আমার মন হইতে ত' কোথায়ও যাইতে পারেন না। সেই মন আমার সঙ্গেই আছে,—

গয়ে করতেঁ ঘরতেঁ আঁগন তেঁ,

ব্রজহু তেঁ ব্রজনাথ।

তুলসী প্রভু গয়ো চহত মনহু তেঁ,

সো তো হ্যা হমারে সাথ॥ (৪৩)

ধান কো গাঁব পয়ার তেঁ জানিয়,

জ্ঞান বিষয় মন মোরে।

তুলসী অধিক কহে ন রহ্যে রস,

গূলরি কৌ ফল ফোরে॥

ব্রজ (বৃন্দাবন) এমন মধুর রসের মনোহর লীলাস্থলী ছাড়াইয়া কেহ অন্যত্র লইয়া যায়, ইহা আমি কিরূপে সহ্য করি?

কৌন সুন্যো অলি কী চতুরাই।
আপনিহি মতি বিলাস অকাশমহঁ,
চাহত সিয়নি চলাই॥

কাশী নাগরী-প্রচারিণীসভা-দ্বারা সম্বৎ ২০০৪ এ, ৩২নং 'তুলসী-গ্রন্থাবলী' (দুস্‌রা খণ্ড) রামচন্দ্র শুক্ল ভগবানদীন ব্রজরত্নদাস সম্পাদকতায় প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণগীতাবলী' নামক দশম সংখ্যক গ্রন্থে—৬১ পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের বর্ণনা হইয়াছে। ইহাতে কিছু পদ সুরদাসজীর রচিত বলিয়া মনে হয়। ইহা কোন ক্রমানুযায়ী পদ বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু বিভিন্ন সময়ের তৈয়ারী পদের সংগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের কিছু লীলা বর্ণনের পর বিরহ, গোপী-উদ্ধব-সংবাদ, ভ্রমরগীত তথা শ্রীদ্রৌপদীকে বস্ত্ররূপে কৃপা করার কথা আছে। *

"বাল বোলি ডহকি বিরাবত, চরিতলখি,
গোপীগণ মহরি মুদিত পুলকিত গাত।
নূপুর কী ধুনি কিঙ্কিনি কলরব সুনি,
কুদি কুদি কিলকি কিলকি ঠাঢ়ে ঠাঢ়ে খাত॥
তনিয়াঁ ললিত কটি, বিচিত্র টেপারী শীষ,
মুনি-মন হরত বচন কহ্যে তোতরাত।
তুলসী নিরখি হরষত বরষত ফূল ভূরিভাগী,
ব্রজবাসী বিবুধ সিদ্ধ সিহাত॥" ২॥

"জব তেঁ ব্রজ তজি গএ কাহ্নাই।
তব তেঁ বিরহরবি উদিত একরস সখি
বিছুরনি বৃষ পাই॥" ২৯॥

"কোউ সখি নই চাহ সুনি আই।
যহ ব্রজভূমি সকল সুরপতি সোঁ মদন মিলিক
করি পাই॥" ৩২॥

* 'শ্রীরাগরত্নাকর' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সরল সুলভ হরিভক্তি সুধাকর,
নিগম পুরাণনি গাই।
তজি সোই সুধা মনোরথ করি-করি,
কো মরিহ্যা রী মাই॥
যদ্যপি তাকো সোই মারগ প্রিয়,
জাহি জহাঁ বনি আই।
ম্যান কে দশন কুলিশ কে মোদক,
কহত সুনত বৌরাই।
সগুণ ক্ষীর-নিধি তীর বসত ব্রজ,
তিহুঁ পুর বিদিত বড়াই।
আক দুহন তুম কহ্যো সো পরিহরি,
হম যহ মতি নহি পাই॥
জানত হ্যাঁ যদুনাথ সবনি কী,
বুধি বিবেক জড়তাই।
তুলসীদাস জনি বকহিঁ মধুপ শঠ,
হঠ নিশি দিন অঁবরাই॥
শ্যামঘন গুণবারি ছবিমণি মুরলীতান্ তরঙ্গ।
লাগ্যো মন বহু ভাঁতি তুলসী হোই ক্যাউ রসভঙ্গ॥

———

শ্রীঅগ্রদাস স্বামিজীর বসন্ত পদ—
"এক বোল বোলো নন্দনন্দন তো খেলু তুম্ সংগ"।

[রীমানরেশ শ্রীরঘুরাজসিং হিন্দি ভাষায় 'রাসপঞ্চাধ্যায়' গ্রন্থ লিখিয়াছেন।]

'ভক্তমাল'-গ্রন্থকার শ্রীনাভাদাসজী

শ্রীনাভাদাসজী কৃত 'ভক্তমাল' গ্রন্থখানি সমস্ত হিন্দুজাতির আদরণীয়। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতের,—'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্' (ভাঃ ১।১।২) এই শ্লোকের মূর্ত্ত-বিগ্রহ-রূপে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন। সমস্ত গ্রন্থখানি ভগবান্ ও ভক্তের গুণমহিমায় পরিপূর্ণ। নিন্দা-মন্দ-বাদ-হীন বর্ণসমূহ অতুলনীয় গুণগরিমায় বিভূষিত হইয়া যেন পরম আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অক্ষয়-অব্যয়-রূপে চিরদিন ভক্ত ও ভগবানের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই গ্রন্থ ও গ্রন্থ-কর্ত্তাকে কোটি কোটি প্রণাম জানাইতেছি।

শ্রীনাভাদাস—শ্রীরামানন্দী বৈষ্ণব। শ্রীঅগ্রদাসের শিষ্য। তৈলঙ্গ-দেশে গোদাবরীতটে রামভদ্রাচলের নিকট রামদাস নামক জনৈক মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ হনুমানের অংশাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। সেই বংশে 'লখাভক্ত' গীতিবিদ্যাজীবী বলিয়া অদ্যাবধি খ্যাত। এই বংশেই নাভাজীর জন্ম হয়। ইনি * জন্মান্ধ ছিলেন; কিন্তু পাঁচবর্ষকালে দিব্যনেত্র লাভ করেন। সেই দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে তদীয় জননী দূরদেশে গমন কালে ক্ষুধায় অচলা হইয়া পথে ইঁহাকে ত্যাগ করেন। এই সময় অগ্রদাস ও কিল্‌হদাসের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং কিল্‌হদাসের কমণ্ডলুর জলসেকে দৃক্‌শক্তি প্রকট হয়। অগ্রদাস ইঁহাকে দীক্ষা দিয়া

* কথিত হয় যে,—গো-বৎস হরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাজীকে অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে আজ্ঞা করেন এবং পঞ্চমবৎসর বয়সে সাধুকৃপায় পুনঃ চক্ষু পাইবার জন্য কৃপা করেন। কথিত হয় তিনিই এই শ্রীনাভাদাসজীরূপে।

'নারায়ণদাস' নাম রাখেন; জয়পুরের নিকট গল্‌তা বা গালবাশ্রমে লইয়া যান এবং তত্রত্য আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদীয় ভক্তমালে ১৯৫ ষট্‌পদী এবং ২১৩টি কবিত্ব আছে। **অগ্রদাস** শ্রীরামানন্দী সম্প্রদায়ের কিল্‌হদাসের শিষ্য এবং নাভাজী বা নাভাদাসের শ্রীগুরু। স্মরণে নিরত অগ্রদাসকে নাভাজী বীজন করিতেছেন—এমন সময়ে তদীয় কোন শিষ্যের নৌকা আটকাইয়া গেলে নাভাদাসজি সেই শিষ্যকে রক্ষা করত গুরুকে জানাইলেন। গুরু তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'ভক্তমাল' রচনা করিতে আজ্ঞা করেন। কীল্‌হদেবজী বালকরূপী নাভাদাসকে প্রশ্ন করেন—(১) বালক! তুমি কে? (২) তুমি কোথা' হইতে আসিয়াছ? (৩) তোমার পালন কর্ত্তা কে? ক্রমান্বয়ে বালক উত্তর দিলেন—(১) মহারাজ! আমি জানি না, আমি কে? (২) এ প্রশ্নতো ভুল; কারণ জীব নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী যাতায়াত করিতেছে? (৩) যিনি সকলের পালক, তিনিই আমারও পালক *।

* ভক্তমালের এক টীকাকার রাজা শ্রীরঘুরাজ সিংহের মতানুযায়ী শ্রীনাভাজী লাঙ্গুলী-ব্রহ্মাণ ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে ডোমবংশজ বলেন। উত্তর ভারতে ডোমের গণনা শূদ্রজাতিতে; কিন্তু কিছু বিদ্বানের উক্তি এই যে, পশ্চিম মারবাড় আদি দেশে ডোম কথকের সমকক্ষ বলিয়া মান্য হয় এবং সেই দৃষ্টিতেই দেখা হয়। নাভাজীর জন্ম নিম্নজাতিতে হওয়ার প্রসঙ্গে আর একপ্রকার কথা আছে,—একবার রাজা মানসিংহ অগ্রদাসকে অনেক প্রার্থনা করিয়া শ্রীনাভাজীকে নিজরাজ্যে বিশেষ আদর শ্রদ্ধার সহিত লইয়া যান। মৎসর রাজপণ্ডিতগণ নাভাজীকে হীন করিবার জন্য সভা মধ্যে তাঁহার জাতিকুলের প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তরে নাভাজী বলেন,—'মৃতক চীর জ্‌ঠনি বচন, কাগবিষ্ট আরু মিত্র। শিব নিরমালয় আদি তে, যে সব বস্তু পবিত্র॥' অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত যে কুলেই আবির্ভূত হউন না কেন, তিনি সর্ব্বদা পবিত্র।

'ভক্তমাল'—শ্রীলালদাস (কৃষ্ণদাস) বিরচিত এক নিরবদ্য গ্রন্থরত্ন। ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা নাভাজী নিখিল মানবের হিতাভিলাষে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে ভগবদ্ ভক্তের জীবনী রচনা করিয়া জনসাধারণের উষর ক্ষেত্রেও ভগবদ্ ভক্তির অখণ্ড অব্যয় বীজ বপন করিবার উদ্দেশ্যে এই পরম উপাদেয় গ্রন্থরত্নের প্রণয়ন করিয়াছেন। চরিত্র-মাধুর্য্যে ইঁহার এক একটি ভক্ত সর্ব্বথাই অতুলনীয় ও অনর্ঘ্য মন্দার কুসুম। এই দেবভোগ্য কুসুমরাজি ভক্তিসূত্রে গ্রন্থ পূর্ব্বক তিনি যে অপ্রাকৃত মাল্য রচনা করিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই মর্ত্ত্যলোকে একান্ত দুর্লভ। নাভাজী-কৃত ভক্তমাল প্রিয়াদাসকৃত টীকার অবলম্বনে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, সন্দর্ভ ও লঘুভাগবতামৃত প্রভৃতি শ্রীগোড়ীয়গোস্বামিগ্রন্থসমূহ হইতে বিবিধ তত্ত্ব সঙ্কলন পূর্ব্বক ভক্তবীর লালদাস (নামান্তর কৃষ্ণদাস) মহারাজ এই 'বাঙ্গলা ভক্তমাল' প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পঞ্চম অধস্তন বলিয়া জানা যায়। ইহার মূলাতিরিক্ত সন্নিবেশ যথা,—তৃতীয় মালায় গৌরগণতত্ত্ব ও গুরু প্রণালী, (১৩) হরিদাস বৈরাগী (১৭) গোবিন্দ কবিরাজ, চাঁদ রায় ও দেবকী-নন্দন এবং (১৮) রবীন্দ্র নারায়ণের চরিত্রাদি। ইহাতে ২৭টী মালা ও পরিচ্ছেদ আছে। ইহাতে প্রসঙ্গতঃ ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ তথ্য ও ভক্তচরিত্রের আনুষঙ্গিক-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য এই বাঙ্গলা-ভক্তমালে চরিত্র ও তাত্ত্বিক —দুইটী বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। চরিত্র-বিভাগটী শ্রীনাভাজীকৃত মূল ও প্রিয়াদাসকৃত টীকা হইতে এবং তাত্ত্বিক অংশটী শ্রীচরিতামৃতাদি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থনিচয় হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ভক্তি—ভক্ত-সঙ্গবাহনা বা ভক্তকৃপাবাহনা বলিয়া শ্রীজীবপাদের নির্দেশ; কিন্তু এই ঘোর কলিতে ভক্তসঙ্গই দুর্লভ। কাজেই ভক্তমালের বিবিধ ভক্তচরিত্রের সান্নিধ্যে আসিয়া প্রকৃত সাধু-সঙ্গাস্বাদন করা যায়। তাই কুঞ্জরার সিদ্ধ-মহাজন মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন; 'যদি থাকে (মনের) গোলমাল, তবে পড় ভক্তমাল।' প্রকৃত পক্ষে ভক্তমালের এই বিশেষত্ব যে অনন্তরস-বিলাসী শ্রীভগবানকে অনন্তভাবে অনন্ত ভক্ত আস্বাদন করিয়াছেন, নিজের বশবর্ত্তী করিয়াছেন—তাঁহাদের পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে আমরাও শ্রীভগবৎ-প্রেমভক্তি লাভে কৃতার্থ হইতে পারি। ওঢ্র ভাষায় 'দার্ঢ্যতা-ভক্তি' ও হিন্দীতে রচিত 'ভক্তমাল' গ্রন্থে এইরূপ বহু ভক্ত জীবনী আছে। (বাংলাদেশে বরাহনগর পাটবাড়ী পুঁথি কা ২৩, ১২৫৪ সন) ইহাতে ইষ্টনিষ্ঠ, ভক্তনিষ্ঠ ও গুরুনিষ্ঠ—এই ত্রিবিধ ভক্তের কথা আছে। বস্তুতঃ এই ত্রিবিধ নিষ্ঠাই পারমার্থিক মঙ্গল দান করেন।

শ্রীচন্দ্রদত্ত-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীনাভাজীর ভক্তমালকে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া বোম্বাই নগরীতে ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস পুস্তকালয় হইতে (মূল ভক্তমালকে) বিষ্ণু, শিব ও শক্তি খণ্ড নামে পৃথক্ পৃথক্ তিন ভাগে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম বৈষ্ণবখণ্ড ১৪৯ সর্গে ৬৭০০ শ্লোকে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে মূল হইতে অতিরিক্ত সংযোজনা এবং স্থলবিশেষে স্বকপোলকল্পিত বহু অবান্তর, অশ্রাব্য ও ভক্তগণের হৃৎকর্ণশূল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা ইহার বিচার বিশ্লেষণে বিরত হইলাম। শ্রীবৃন্দাবনে ইং ১৯৬০ সনে নিম্বার্ক সম্প্রদায় হইতে হিন্দীভাষায় যে ভক্তমাল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও অনেক

অবান্তর কথা থাকায় সমস্ত হিন্দু সমাজের এক প্রকার পীড়াদায়ক হইয়াছে *। মঙ্গলময় শ্রীভগবানের কি ইচ্ছা, তাহা তিনিই জানেন।

* সমস্ত সম্প্রদায়ের পীড়াদায়ক অবান্তর ও কল্পিত কথা হিন্দী 'ভক্তমাল' গ্রন্থের সহিত প্রকাশ করায় নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ শরণ বেদান্তাচার্য্য পঞ্চতীর্থ মহোদয় নিরুপায় হইয়া নিজ ভ্রম স্বীকার করতঃ নিম্নলিখিত পত্রদ্বারা সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হিন্দী শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৬ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ (২৭০ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। শ্রীশ্যামলাল হাকিম সংস্করণ ইং, ১৯৬২ সন।

শ্রীরামকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

"শ্রীশ্রীজীকে অধিকারী ব্রজবল্লভশরণজীনে মাফী মাঁগলী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভক্তমালাঙ্কমেঁ জহাঁ ম্যানে ক্রটীয়াঁ কী হ্যাঁ উন্‌কে লিয়ে চতুঃসম্প্রদায় এবং অনীআখাড়োঁকে মহান্ত সন্তোঁ সে ক্ষমা চাহতা হুঁ। ওঁর উনসে প্রাপ্ত সংশোধনোঁকো ছাপ্‌কর উন ক্রটীয়োঁকা (অবশ্যহি) পরিমার্জ্জন কর দিয়া জায়েগা, যহ 'ভক্তমালাঙ্ক-সংশোধনাঙ্ক নাম সে রহেগা, জো সভী গ্রাহকোঁকে পাস ভিজবা দিয়া জায়গা ....।"

হস্তাক্ষর—'ব্রজবল্লভ শরণ' অধিকারী—শ্রীজীকী বড়ীকুঞ্জ বৃন্দাবন। দিনাঙ্ক —৫।১।৬১ ইংরেজী।

"ভক্তমাল গ্রন্থ হয় অমৃত মধুর।
প্রেমামৃত দান করে, মৎসরতা দূর॥
এ-জীবনে যদি কেহ শান্তি নাহি পায়।
শান্তিময় পদ পাবে এ-গ্রন্থ কৃপায়॥
ভক্তমালে আছে যত ভক্তের মহিমা।
গোবর্দ্ধন দাস বন্দে তাঁদের গরিমা॥"—গ্রন্থকার।

গৌড়ীয়ার সহিত সম্বন্ধ

১। শ্রীমন্ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে পুরীধামে যে 'ষড়ভুজ-মূর্ত্তিতে' দর্শন দিয়াছিলেন। তাহাতে প্রথমে মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের ধনুর্ব্বান্‌সহ দুই হস্ত, তন্নিম্নে—লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশীধারীরূপে দুই হস্ত, তন্নিম্নে—প্রেম-পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ দুই হস্তে দণ্ড-কমুণ্ডলু-ধারীরূপে দর্শন দিয়াছিলেন। পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সকল জগতেরই আরাধ্য; কিন্তু গৌড়ীয়গণের নিকট কিছু বিশেষত্ব আছে। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ নিরম্বু উপবাস থাকিয়া শ্রীরামনবমী ব্রত করেন ও শ্রীসীতানবমী ব্রত পালন করেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পালন করেন, তদ্রূপ।

২। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাপতি নিখিল-বৈষ্ণব-সম্রাটকুল-মুকুটমণি শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদের পিতৃদেব শ্রীবল্লভের (অনুপমের) শ্রীরামভক্তি অতুলনীয়। ইনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুজীউর শাখা বলিয়া পরিচিত। শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পিতার নাম— শ্রীকুমারদেব। অনুপম গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের অধীনে টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। "শ্রীরূপের অনুজ বল্লভ বিজ্ঞবর। **'অনুপম'** নাম থুইল, শ্রীগৌরসুন্দর॥ **রঘুনাথ বিনে,** যেঁহো অন্য নাহি মানে। সদা মত্ত শ্রীরঘুনাথ-বিগ্রহ-সেবনে॥ সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনাথ চৈতন্য-গোঁসাঞি। আপনা মানয়ে ধন্য' ঐছে প্রভু পাই॥" (ভক্তিরত্নাকর—১। ৬৬৫—৬৬৭ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

শ্রীসনাতন গোস্বামী পুরীধামে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট ইঁহার ইষ্ট-নিষ্ঠার কাহিনী বলিয়াছিলেন। অনুপম বাল্যকাল হইতে শ্রীশ্রীরঘুনাথকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া ভজনা করিতেন। একদিবস সনাতন বলিলেন; 'অনুপম! রঘুনাথ-ভজন ছাড়িয়া দাও, তিন ভাই মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিব।' অগ্রজের আজ্ঞায় অনুপম প্রথমতঃ স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু রাত্রিকালে তাঁহার প্রাণ অত্যন্ত অস্থির হইল। রঘুনাথকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেই তাঁহার প্রাণের মধ্যে অরুন্তুদ ব্যথা হইতে থাকে। এদিকে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা অবহেলা হইয়া যায়!! নিরুপায় হইয়া সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনুপমের মনোভাব বুঝিয়া শ্রীগোস্বামী তখন—'সাধু, দৃঢ়ভক্তি তোমার কহি' প্রশংসিল॥'—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৪৩। শ্রীরূপ ও অনুপম দুই জনে গৌড়ে গমন করিবার সময় গঙ্গাতীরে 'অনুপম' লীলা সংবরণ করেন। 'শ্রীরূপ বল্লভে লৈয়া আইলা গৌড় দেশ। শ্রীবল্লভ অপ্রকট হৈলা গঙ্গাতীরে। নীলাচলে গেলা রূপ কিছুদিন পরে।'—(ভক্তিরত্নাকর ১।৬৬৮—৬৬৯)।

৩। 'ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়'-সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য শ্রীমধ্বপাদকে হনুমদবতার বলিয়া এই সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ মানেন। শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসবের তিথিতে শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব তিথি পূজিত হইয়া থাকেন *। এই দিন আশ্বিন বিজয়া দশমী তিথি।

৪। শ্রীমন্ মহাপ্রভুজীউ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে বিরহাতুর কণ্ঠে সর্ব্বদা নিম্নলিখিত শ্লোক গান করিতেন। চৈঃ চঃ ম ৭।৯৬। দ্রষ্টব্য।

* বায়ুপুরাণোক্ত প্রমাণ। এই গ্রন্থে 'দ্বৈতবাদী শ্রীমধ্বাচার্য্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

"কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্॥
রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! পাহি মাম্॥"

—'এই শ্লোক পথে পড়ি' চলিলা গৌরহরি।
লোক দেখি' পথে কহে, বল হরি হরি॥'—চৈঃ চঃ

"জয় শ্রীরঘুপতি রাঘব রাজা রাম।
পতিত পাবন সীতা-রাম॥
জয় রঘুনন্দন জয় ঘনশ্যাম।
জানকীবল্লভ, সীতারাম॥" *

লৌকিক সিদ্ধি হইলেও এই শ্রীরামনামের মহিমাদ্বারাই ৺মহাত্মা মোহনচান্দ-করমচান্দ গান্ধীজী দুইশত বৎসরের প্রতিষ্ঠিত দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজ-জাতিকে ভারতবর্ষ হইতে সমূলে উৎপাটন করতঃ সমুদ্র পার করিয়া দিয়াছেন। তাহা হইলে অলৌকিক মাহাত্ম্য যে আরও কত উর্দ্ধে তাহা ধারণা করা অসম্ভব। কলিযুগে একমাত্র করুণাময় শ্রীনামেরই প্রভাব।†

৫। "শ্রীমদ্ভাগবতম্ প্রমাণমমলং" কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি অনুযায়ী শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রমাণ-শিরোমণি শাস্ত্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন।

* ইহা বহু প্রাচীন গীত। † কিছু রাজনীতিবিদ্‌গণের মত যে,—মহাতেজস্বী শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের চেষ্টাতেই ইংরেজগণ ভারত ত্যাগ করিয়াছে।

সেই শ্রীমদ্ভাগবতে ৫।১৯।১—৮ শ্লোকে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীসীতাদেবী, শ্রীলক্ষ্মণজী, শ্রীহনুমানজীর গুণ-প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছেন। বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে—শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এই চারিজনকে, যথাক্রমে 'বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। আবার পদ্মপুরাণে, শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান্ নারায়ণের অবতার; লক্ষ্মণাদি তিনজন যথাক্রমে শেষ, চক্র ও শঙ্খের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্রাট্ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ টীকায় "তদিদং কল্পভেদেনৈব সম্ভাব্যম্" (কোন কল্পে বাসুদেবাদি, কোন কল্পে নারায়ণাদি 'রাম-লক্ষ্মণ' প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন) বলিয়া উভয় বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ লঘু-ভাগবতামৃত গ্রন্থের মন্বন্তরাবতারণ নিরূপণে ২০—২১ শ্লোকে লিখিয়াছেন,—

"বাসুদেবাদিরূপাণামবতারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে রামলক্ষ্মণাদ্যাঃ ক্রমাদমী॥
পাদ্মে তু রামো ভগবান্ নারায়ণ ইতীরিতঃ।
শেষশ্চক্রঞ্চ শঙ্খশ্চক্রমাৎ স্যু র্লক্ষ্মণাদয়ঃ॥
মধ্যদেশস্থিতাযোধ্যাপুরেঽস্য বসতিঃ স্মৃতা।
মহাবৈকুণ্ঠলোকে চ রাঘবেন্দ্রস্য কীর্ত্তিতা॥"

শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের বসতিস্থল—মধ্যদেশস্থিত অযোধ্যাপুরী ও মহাবৈকুণ্ঠে॥

শ্রীশুক উবাচ—

"কিম্পুরুষে বর্ষে ভগবন্তমাদিপুরুষং লক্ষ্মণাগ্রজং সীতাভিরামং রামং তচ্চরণসন্নিকর্ষাভিরতঃ পরমভাগবতো হনূমান্ সহ কিম্পুরুষৈ-রবিরতভক্তিরুপাস্তে ॥ ১॥ বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—(হে রাজন্,) কিম্পুরুষবর্ষে জগৎকারণভূত লক্ষ্মণাগ্রজ সীতাপতি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণ সান্নিধ্যে নিবিষ্টচিত্তে উপবিষ্ট হইয়া পরমভাগবত শ্রীহনূমান্ অপ্রতিহত ভক্তিসহকারে কিম্পুরুষবর্ষবাসিগণের সহিত তাঁহার উপাসনা করিতেছেন॥ ১॥ ভাঃ ৫।১৯।১।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ 'শ্রীবৃহৎভাগবতামৃত' গ্রন্থে শ্রীগোপ-কুমারের প্রসঙ্গে শ্রীবৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউ (শ্রীনারায়ণ চতুর্ভুজমূর্ত্তি) হইতে শ্রীঅযোধ্যাধিপতি শ্রীশ্রীসীতারামজীউর (দ্বিভুজ-শ্রীরামমূর্ত্তি) মহিমাই অধিক বর্ণন করিয়াছেন।

———

"রাম-কৃষ্ণ অভেদ জানহ সর্ব্বকাল।
আত্ম নিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥
মায়াবদ্ধ জীব সদা সাবধান হ'বে।
অপার করুণাবলে রসসিন্ধু পাবে॥
সচ্চিদ্ আনন্দময় নানারূপ ধরে।
অধিকার অনুযায়ী জীবে কৃপা করে॥
মর্য্যাদা-মাধুর্য্য-প্রেম-লীলাময় তিনি।
রাম-কৃষ্ণ-গৌররূপে প্রকটেন যিনি॥"—গ্রন্থকার

ভক্তের দৃষ্টিতে শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অভেদ-তত্ত্ব

রস সম্বন্ধে গোস্বামী শ্রীতুলসী দাসজীর এক প্রসিদ্ধি আছে যে,—এক সময় গোস্বামী শ্রীতুলসী দাসজী (যিনি শ্রীরামানন্দ সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ সন্ত শ্রীনরহরিয়ানন্দজী মহারাজের শিষ্য ছিলেন।) শ্রীবৃন্দাবন-ধামে আগমন করেন। সেই সময় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের শ্রীপরশুরাম দাস নামক এক সন্ত অবস্থান করিতেছিলেন। গোস্বামী শ্রীতুলসী দাসকে শ্রীবৃন্দাবনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে দেখিয়া তিনি নিজ স্বভাবানুযায়ী এক দোহা পাঠ করিয়া গোস্বামী শ্রীতুলসী দাসজীকে ব্যঙ্গ করেন,—সেই দোহা এইরূপ—"আপ্‌নে আপ্‌নে দৃষ্টিকো মনন করে সব কোয়। পরশুরাম দুস্‌রে দৃষ্টিকো নমে সো মুরখ্ হোয়॥" এই প্রকার ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে ভেদ বুদ্ধির কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা স্বরূপ গোস্বামী তুলসী দাসজী এক দোহা বলেন,—"কহা কহুঁ ছবি আজকী ভল বনে হো নাথ। তুলসী মস্তক নবত হ্যা ধনুষবান্ লো হাথ। কিত মুরলী, কিত চন্দ্রিকা, কিত গোপীয়নকে সাথ। অপ্‌নে জনকে কারণ শ্রীকৃষ্ণ ভয়ো রঘুনাথ॥" এই প্রকার ভাবনাযুক্ত প্রার্থনা শ্রবণ মাত্রেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামরূপ ধারণ করিয়া সমস্ত লোককে দর্শন দান করেন। ব্যঙ্গকারী পরশুরামদাসের মুখে কালি পড়িয়া গেল। পূর্ব্ব কথিত ব্যঙ্গ বাক্যের জন্য গোস্বামী শ্রীতুলসী দাসের শ্রীচরণে প্রণত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ পরশুরামদাসজী নিজ অন্যায় আচরণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অনেকবার শ্রীরামরূপে দর্শন দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণের এক কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে,—এক সময় শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকাপুরীতে বিরাজমান্ ছিলেন, ঐ সময় শ্রীগরুড়জী (যাঁহাকে নিত্য পার্ষদ বলিয়া জানা যায়) এবং শ্রীচক্রসুদর্শনের এরূপ মোহ হইয়া যায় যে, তাঁহারা মনে করেন, আমাদের চেয়ে অধিক বলবান্ আর কেহই নাই ; বেগবান্, তেজবানও আর কেহ হইতে পারে না। এই প্রকার অভিমান দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক লীলা রচনার ইচ্ছা করেন এবং শ্রীগরুড়জীকে বলেন, তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাও, তথায় শ্রীহনুমানজী আছে। তাহাকে বল যে, দ্বারকা পুরীতে শ্রীরামজী আপনাকে শীঘ্রই যাইতে আদেশ করিয়াছেন। এই প্রকার গরুড়জীকে আদেশ করিয়া এদিকে মুখ্য দরজায় খাড়া প্রহরী শ্রীসুদর্শনচক্রকে ভগবান্ আদেশ দিলেন যে,—দেখ ! আজ আমার বিনা আজ্ঞায় কাহাকেও আমার নিকট আসিতে দিবে না। গরুড়জী যখন কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়াছেন, সেই সময় শ্রীহনুমান্‌জী নিজের নিত্যনিয়ম পাঠ-পূজা-ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তৎপর উভয়ে উভয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার পর শ্রীগরুড়জী শ্রীহনুমান্‌জীকে বলিলেন যে, 'আপনাকে শ্রীরামজী দ্বারকা-পুরীতে শীঘ্রই ডাকিয়াছেন।' এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া শ্রীহনুমানজী শ্রীগরুড়জীকে বলিলেন,—'তুমি যাও আমি নিত্যনিয়ম শেষ করিয়া তোমার পূর্ব্বেই দ্বারকায় আসিতেছি।' এই কথা শ্রবণের পর শ্রীগরুড়জী পূর্ণবেগে দ্বারকায় আসিবার জন্য ধ্যান দিলেন। এদিকে শ্রীহনুমান্‌জী মনোবেগের সহিত (অর্থাৎ মন যেরূপ শীঘ্রগতিতে চলে) শ্রীদ্বারকাপুরীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ এই রহস্য

জানিয়া শ্রীরুক্মিণী দেবীকে শ্রীসীতা দেবী রূপে এবং নিজে শ্রীরামরূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীহনুমান্‌জী লীলাময় স্বরূপ দর্শন করতঃ অতি বিনম্রভাবে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলেন,—প্রভো! আজ কি কার্য্য বশতঃ এই দীনকে স্মরণ করিয়াছেন?

অন্তঃপুরে প্রবেশের পূর্ব্বে আর এক ঘটনা হয়। তাহা এই যে, পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুযায়ী চক্রসুদর্শন মুখ্য দরজায় খাড়া প্রহরী ছিলেন এবং শ্রীহনুমানজী আসিলে তাঁহাকে প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় বাধা প্রদান করেন। শ্রীহনুমান্‌জী চক্রসুদর্শনকে নিজের বগলে চাপিয়া শ্রীসীতারামজীউর দর্শন জন্য অন্তঃপুরে চলিয়া যান। হনুমান্‌জী প্রভুকে প্রণাম করিলে প্রভু বলিলেন যে, 'তোমার ভজন-পূজন তো ঠিক মত চলিতেছে? এই জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি।' হনুমান্‌জী বলিলেন —'প্রভো! যাহার প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি পতিত হয় তাহাকে কে বিঘ্ন করিতে পারে?'

চোপাই—"সীমকি চাপি সকে কোউ তাসু।
বর রখবার রমাপতি জাসু॥"—শ্রী রামচরিতমানস

নানা প্রকার কথাবার্ত্তা ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীভগবানের নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা পূর্ব্বক শ্রীহনুমানজী যখন কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন শ্রীভগবান্ শ্রীহনুমানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—'হনুমান বলত তুমি যখন এই পুরীর মুখ্য দ্বারদেশে প্রবেশ কর তখন তোমাকে কি কেহ বাধা প্রদান করিয়াছিল?' তখন শ্রীহনুমান নিজ কুক্ষিদেশ (বগল) হইতে চক্রসুদর্শন বাহির করিয়া বলিলেন— 'প্রভো! ইনি আমাকে মুখ্যদ্বারে প্রবেশ পথে বাধা প্রদান করিয়া-

ছিলেন। আমি ইহাকে এই বগলে দাবিয়া লইয়া আপনার দর্শন জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলাম।' এই বলিয়া পুনঃ প্রণাম করিয়া শ্রীহনুমান কিষ্কিন্ধ্যায় যাত্রা করিলেন*। এদিকে কিছুক্ষণ পরেই শ্রীগরুড়জী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পৌঁছিয়া বলিলেন, 'প্রভো! শ্রীহনুমানজী বলিলেন—তুমি চলো আমি নিত্য-নিয়ম সমাপন করিয়া তোমার পূর্ব্বেই দ্বারকায় আসিতেছি।' এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন—'দেখ গরুড়, হনুমানজী তো আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা পর্য্যন্ত হয়ত' এতক্ষণ পৌঁছিয়া গিয়াছে।' এই প্রকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গরুড় ও চক্রসুদর্শনের অভিমান দূরীভূত করিয়াছিলেন।

এইরূপ শ্রীআনন্দরামায়ণ গ্রন্থে শ্রীঅর্জ্জুনের কথায় পাওয়া যায়। এক সময় শ্রীঅর্জ্জুন ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীরামেশ্বর পৌঁছেন; তথায় সমুদ্রে স্নান করিবার জন্য যখন শরীরের বস্ত্রাদি খুলিতেছিলেন তখন তাঁহার দৃষ্টি সেতুর কিছু পাথরের উপর পতিত হয় এবং ঐ পাথরের উপর এক বানরকে বসিয়া থাকিতে দেখেন—যিনি শ্রীহনুমান নামে প্রসিদ্ধ। অর্জ্জুন, হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে? উত্তরে হনুমানজী সগর্ব্বে বলেন যে, আমি সেই ব্যক্তি যাহার বলে শ্রীরামচন্দ্র শত যোজন লম্বা সেতু সমুদ্রের উপর বন্ধন করিয়া বানর সেনা সহিত স্বয়ং লঙ্কাপুরী আক্রমণ করেন এবং রাবণকে বিজয় করেন। শ্রীহনুমানজী এই প্রকার বলিলে শ্রীঅর্জ্জুনও গর্ব্বের সহিত বলিলেন যে, যদি আমি হইতাম তবে পাথরের সেতু তৈয়ারীর প্রয়োজন হইত না, আমি বাণের দ্বারাই সেতু প্রস্তুত করিয়া সমস্ত বানর সেনা সহ শ্রীরাম-

* শ্রীহনুমান্ কিষ্কিন্ধ্যায় গমনকালে শ্রীসুদর্শনচক্রকে অব্যাহতি দিলেন।

চন্দ্রকে সমুদ্র পার লইয়া যাইতাম। শ্রীহনুমানজী ও শ্রীঅর্জ্জুনজীর মধ্যে এই প্রকার তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হয় এবং শ্রীহনুমানজী বলেন যে, তুমি বাণের দ্বারা সেতু প্রস্তুত কর, সমস্ত বানর সেনাত' দূরের কথা আমার অঙ্গুলি মাত্রই স্পর্শ দ্বারা তোমার সেতু ডুবিয়া যাইবে। যদি তাহা না হয় তবে আমি জীবনাবধি তোমার রথের ধ্বজার উপর বসিয়া তোমার সহায়তা করিতে থাকিব। তখন সেই সর্ত্ত শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনও সর্ত্ত করিলেন যে, তোমার অঙ্গুলি স্পর্শে যদি আমার বাণের দ্বারা প্রস্তুত সেতু ডুবিয়া যায় তবে জানিবে তোমার সম্মুখেই অগ্নিচিতা প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে আমি প্রবেশ করিব। উভয় পক্ষে এই সর্ত্ত ঠিক হইবার পর অর্জ্জুন বাণের দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হনুমানজীর অঙ্গুলি স্পর্শ দ্বারা সেতু ডুবিয়া গেল। অর্জ্জুনজী নিজের পরাজয় জানিয়া সর্ত্ত অনুযায়ী অগ্নিচিতা প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ঠিক এমন সময় শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী রূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনের চিতায় প্রবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন যে, তোমাদের সর্ত্ত রাখিবার সময় মধ্যস্থ কেহ ছিলেন না; যিনি তোমাদের হার-জিত বিচার করিবেন। এই জন্য আমার সম্মুখে অর্জ্জুন পুনরায় সেতু প্রস্তুত করিলে হার-জিত বিচার হইবে। শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় উভয়েই ব্রহ্মচারীর বেশধারী ভগবানের কথা মানিয়া নেন। তখন অর্জ্জুন পুনরায় বাণের দ্বারা সেতু প্রস্তুত করিলেন এবং হনুমান অঙ্গুলি স্পর্শ দূরের কথা সমস্ত শরীরের বল প্রয়োগ করিয়াও সেতুর বিন্দুমাত্র কিছুই করিতে না পারায় নিজে পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং ব্রহ্মচারী

বেশধারী ভগবানের আজ্ঞানুযায়ী ও হনুমানের পূর্ব্ব সর্ত্ত অনুযায়ী অর্জ্জুনের রথের ধ্বজায় সহায়ক রূপে অবস্থানের জন্য হনুমান স্বীকার করিয়া লইলেন। দ্বিতীয় বার পরীক্ষায় সেতু না ডুবিবার কারণ এই যে—ভগবান্ সুদর্শনচক্র দ্বারা সেতুর নিম্ন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই হইল শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁহাদের ভক্তগণের প্রকৃত তথ্য। কাজেই ভগবৎতত্ত্বের কে বড়, কে ছোট একথা লইয়া কাহারও বাদ-বিবাদ করা কর্ত্তব্য নহে। সকলেই পূর্ণ, সকলেই সত্য, সকলেই চিন্ময় এবং সকলেই আনন্দময়। যুগধর্ম্মপালক ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র ষড়ভুজ-মূর্ত্তিতে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীগৌরচন্দ্র এই তিন মূর্ত্তি নরাকৃতিধারণকারী ভগবৎ তত্ত্বের সমন্বয় সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে তথা শ্রীভগবানে ভেদ বুদ্ধিকারিগণকে অপরাধ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। যুগানুযায়ী শ্রীভগবানের লীলা জগতে প্রকটিত হন। বেদান্তে "লোকবত্ত্ব লীলাকৈবল্যম্" সূত্র দ্রষ্টব্য।

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"—ঈশোপনিষৎ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ বলিতেছেন,—"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে। সেই সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥" শ্রীভাঃ ১০।১৪।২৯—"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্॥"

**"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"—শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৮।১৫**

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু (প্রভু শ্রীসীতানাথ)—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

শান্তিপুরের পরিচয়

শান্তিপুর বঙ্গদেশের মধ্যে অতি বিখ্যাত স্থান। ইহা এক্ষণে নদীয়া জেলান্তর্গত পরগণা উখুড়ার অধীন একখানি গ্রাম, ক্রমান্বয়ে শহরে পরিণত হইতেছে। শ্রীমহাবিষ্ণু অবতার বা সদাশিবাবতার বলিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট প্রকাশিত এবং কলিযুগপাবনাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুজীউর লীলার প্রথম ও প্রধান সূত্রধাররূপে অবতীর্ণ শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর সাধনার স্থান বলিয়া এক মহান্ তীর্থ। এইস্থানে লুপ্তপ্রায় ও ব্যক্তভাবে বহু প্রাচীন কীর্ত্তির স্মৃতি আছে। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সময়ে শান্তিপুর এক যোজন পরিমাণ ছিল। তৎকালে শান্তিপুরের তিনদিকে গঙ্গাপ্রবাহ বিদ্যমান ছিল। শ্রীহরিচরণ দাস লিখিয়াছেন,—

"শান্তিপুর গ্রাম হয় যোজন প্রমাণ।
প্রভু কহে নিত্যধাম মথুরা সমান॥
বৈকুণ্ঠে বিরজা নদী বহে চতুর্দ্দিকে।
শান্তিপুরে দ্রবময়ী * বহে তিন ভাগে॥"—অদ্বৈতমঙ্গল

* দ্রবময়ী—শ্রীগঙ্গাদেবী।

ইংরেজী ১৮২২ খৃঃ,—অঃ হিল্, ওয়ারডেন্, টাইন্ নামক তিনজন লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর সাহেব এইস্থানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থে আগমন করিয়া এখানকার তাৎকালিক জনসমাজের ধার্ম্মিক-ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহারাও প্রভু শ্রীসীতানাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রশংসা করিতে করিতে অন্যত্র গমন করেন *।

শান্তিপুরের উত্তরে—গোবিন্দপুর ও বাবলাগ্রাম ; পূর্ব্বে কন্দখোলা, ছোট রাণাঘাট, বাতনা ঘোড়ালিয়া, বেহারিয়া ও ফুলিয়া ; দক্ষিণে—সুরধুনী শ্রীগঙ্গানদী ; দক্ষিণ-পূর্ব্বে বদরিকা (বয়রা) ; পশ্চিমে হরিপুরের খাল, হরিপুর, ব্রহ্মশাসন, রঘুনাথপুর ও উত্তর-পশ্চিমে বাগাঁচড়া গ্রাম।

কৃষ্ণনগর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীভবানন্দ মজুমদার সম্রাট্ আকবর কর্ত্তৃক মহৎপুর নদীয়া প্রভৃতি চৌদ্দটী পরগণার জমিদারী ও ৪ খানি ফরমান প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময় হিজরী ১০১৫, (১৬০৬ খৃঃ)। ইহার সাত বৎসর পর উখুড়া, ভালুকা প্রভৃতি কয়েকখানি পরগণা প্রাপ্ত হন। ফরমানের সময় হিজরী ১০২২, (১৬১৩ খৃঃ) ভবানন্দ মজুমদারের মধ্যম পুত্র গোপাল চন্দ্র রায় উত্তরাধিকারী হইয়া সম্রাটের নিকট (সম্ভবতঃ জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট) শান্তিপুর, সাহাপুর, ভালুকা, রাজপুর প্রভৃতি কয়েক পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন †।

* কলিকাতা রিভিউ, ১৮৪৬ পি, পি, ৪১৬—৪১৮ পৃঃ ; নদীয়াকাহিনী, ১ম সংস্করণ, ৩১৮ পৃষ্ঠা।

† ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত ৮০—৮১ পৃষ্ঠা।

শান্তিপুরের শ্রেষ্ঠতা

শান্তিপুরের হিন্দুদের শ্রীঠাকুর-ভোগের রান্না বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। শান্তিপুরের বঙ্গভাষা পরম মধুর ও আনন্দদায়ক। শান্তিপুরের চিনি ও সূক্ষ্মবস্ত্র ভারতের বাহিরে ইউরোপ, এ্যামেরিকা ইত্যাদি দেশেও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইত। বিলাসী দেশের পক্ষে এই সকল দ্রব্য পরম আদরের ছিল। শান্তিপুরের তাঁতবস্ত্র ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে সর্ব্বোন্নত স্থান লাভ করিয়াছিল †। শান্তিপুরে বহু পণ্ডিত, বিদ্বান্, মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সর্ব্বরকম জাতি থাকিলেও শান্তিপুর ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান ছিল। শান্তিপুরের বৃক্ষ-লতা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখী, মনুষ্য ও ভূমি ইত্যাদি পারমার্থিক উদ্দীপনায় উদ্ভাষিত। শান্তিপুরনাথ প্রভু শ্রীসীতানাথের কাতরক্রন্দনে, প্রেম-হুঙ্কারে, শ্রীতুলসী-গঙ্গাজলে শ্রীশালগ্রাম-শিলায় মহান্ তপস্যাপর অর্চ্চনানুষ্ঠানে পরম করুণাময় শ্রীগোলোকপতি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর রূপে অবতীর্ণ হইয়া কলিযুগের ধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তনের মাধ্যমে আপামরে, সর্ব্বজীবের অন্তরে অনির্ব্বচনীয় শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের উন্মাদনা দান করিয়াছেন। সেই তপস্যার স্থান,—"বাব্‌লাবন" এখনও বর্ত্তমান আছেন। ভারতীয় ধর্ম্মক্ষেত্রে নির্ম্মল আনন্দময় বৈষ্ণবধর্ম্মের যে স্মৃতিচিহ্ন আমরা বর্ত্তমানে দর্শন পাই ; তাহার মূল বীজ এই স্থান হইতেই জানিতে হইবে। প্রভু শ্রীল অদ্বৈতচন্দ্রের বংশধরগণ এখনও সেই প্রাচীন স্মৃতি দান করিতেছেন। প্রভুপাদ শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একজন আদর্শ সাধক ছিলেন। রাঢ়ীয় গোস্বামী, উড়িয়া গোস্বামী, রাঢ়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কুলে বল্লভী, সর্ব্বানন্দী চৈতল, নপাড়ী এবং বারেন্দ্র কাশ্যপ ভট্টাচার্য্য, আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি দেশমান্য বংশধরগণও বর্ত্তমানে প্রাচীন স্মৃতি দান করিতেছেন। দেবদেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ ইত্যাদি মৃৎশিল্পেও মালাকার তথা আচার্য্য-ব্রাহ্মণগণের আদর আজও বিদ্যমান্। প্রতিমা সাজাইবার সাজ বিদেশীয় উপাদানে তৈরী "ডাকের সাজ" নামে এবং কুম্ভকার নির্ম্মিত মাটীর তৈরী "মেটে-সাজ" তথা দেশী উপাদানে তৈরী "দেশী সাজ" নামে বিখ্যাত। দেবমন্দিরাদির কারুকার্য্য ও মসজিদ আদির কারুকার্য্যও অতিসুন্দর। কাঠের উপর কারুকার্য্য অতি সুন্দর ; খাট, পালঙ্ক, জীবজন্তুর মুখাকৃতি প্রভৃতিতে তাহা দেখা যায়। পিতল, কাংস্য নির্ম্মিত তৈজসপত্রাদি এবং ধাতুনির্ম্মিত দেব-বিগ্রহাদি শিল্পনৈপুণ্যের চরমোৎকর্ষের সাক্ষ্য দান করিতেছেন। লৌহ নির্ম্মিত গৃহাদি নির্ম্মাণের সরঞ্জাম একসময় প্রসিদ্ধ ছিল। এইরূপে এককালে শান্তিপুর সর্ব্বসমৃদ্ধিশালী নগর ছিল।

"সুরপুর সমপুর শান্তিপুর ধাম।
গায় গায় অট্টালিকা শোভা অবিরাম॥
অশান্তি দূরে যায় যে শান্তিপুর নামে।
মহাপুণ্যবান্ দেখে শান্তিপুর ধামে॥"—সুরধুনী কাব্য।

পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূরে ফুলিয়ায় অমর কবি শ্রীকৃত্তিবাসের আশ্রম ছিল। শ্রীনামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর এই ফুলিয়ায় ভজন করিতেন।

† ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার নদীয়া ১৯১০ খৃঃ ; নদীয়া কাহিনী ১ম সংস্করণ ৭১ পৃঃ, ৩১৭ পৃঃ ; কলিকাতা রিভিউ ১৮৪৬ পি, পি, ৪১৬—৪১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

"গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী॥"

—কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

শান্তিপুর নাম

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীউদয়নাচার্য্য, শ্রীবল্লভাচার্য্য, শ্রীপুষ্করাক্ষ আচার্য্য, শ্রীমহেশ্বর আচার্য্য ও শ্রীমাধবাচার্য্য—এই ছয় আচার্য্যের সেবায় একসময় এই ধাম শান্তিপুর হিন্দুধর্ম্মের মহা-মিলন ক্ষেত্ররূপে ভারতের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীশান্তমুনির পাট এই—**"শান্তিপুর"**। অদ্বৈত-বিলাস, নদীয়া-কাহিনী, সম্বন্ধ-নির্ণয় এই তিনখানি গ্রন্থে ক্রমান্বয়ে ফুলিয়া, বাব্‌লা, শান্তিপুর এই তিনস্থানেই শান্তমুনির আশ্রমের কথা জানা যায়। কিন্তু 'শান্ত' নামে একাধিক ব্যক্তির পরিচয়ও পাওয়া যায়। যথা,—অদ্বৈতবিলাস প্রথম খণ্ড ৭৪ পৃঃ—ফুলিয়ায় পণ্ডিত শান্তাচার্য্য বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বাল্যকালে (তৎকালে কমলাক্ষ নাম) নবগ্রাম হইতে শান্তিপুরে আসিয়া (ফুলিয়ায়) বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ **'বেদ-পঞ্চানন'** উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নিজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। ফুলিয়ার অপর নাম—ফুল্লবাটী। অদ্বৈত প্রভুর বৃদ্ধ প্রপিতামহ নরসিংহ নাড়িয়াল (নৃসিংহ মিশ্র) প্রায় সার্দ্ধ পঞ্চ-শতবর্ষ পূর্ব্বে রাজা গণেশের রাজত্বকালে শান্তিপুর আসিয়া বাস করেন। কাজেই ফুলিয়ার পণ্ডিত শান্তাচার্য্যের জন্মেরও অনেক পূর্ব্বে শান্তিপুর নাম ছিল। (১) বাল্যলীলাসূত্র পদ্যানুবাদ ১১৬ পৃষ্ঠা ও (২) অদ্বৈত-প্রকাশ ২২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে,—

(১) অনন্তর কমলাক্ষ পিতার আজ্ঞায়।
পূর্ণবাটী গিয়া শান্ত বিপ্রে প্রণময়॥
(২) প্রভু কহে পড়িতে যাইব পূর্ণবাটী *।
বেদান্ত-বাগীশ শান্ত দ্বিজবরের বাটী॥

রাজা প্রচণ্ডদেব সিংহ রাণাঘাটের দক্ষিণে আনুলিয়া নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি বৈরাগ্যবশতঃ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া শান্তিকর সিদ্ধাচার্য্য নামে পরিচিত হন। কাহারও কাহারও ধারণা, ইঁহারই নামানুযায়ী শান্তিপুর নাম হইয়া থাকিবে; কিন্তু ইঁহারও অনেক পূর্ব্বে শান্তিপুর নাম পাওয়া যায়। অদ্বৈত প্রভুর সময় একজন শান্ত নামে মহান্ত ছিলেন।

গৌড়েশ্বর সম্রাট আদিশূরের রাজত্বকালেও শান্তিপুরের নামোল্লেখ দেখা যায়। যে সময় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য তিনি কান্যকুব্জ † হইতে পঞ্চ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনেন, সেই সময় শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে বাব্‌লায় "শান্তিপণ" নামক একজন প্রসিদ্ধ মুনি বাস করিতেন। পঞ্চ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অন্যতম শ্রীবেদগর্ভ গুপ্তপল্লীতে (গুপ্তিপাড়ায়) চতুষ্পাটি স্থাপন করেন এবং শান্তিপণ মুনির দর্শন ও কৃপা লাভের জন্য তথায় যাতায়াত করিতেন। গুপ্তিপাড়া শান্তিপুরের নিকটেই ছিল।

---

* পূর্ণবাটীরই চল্‌তি ভাষায় ফুল্লবাটী নাম এবং ফুল্লবাটীরই গ্রাম্য ভাষায় ফুলিয়া নাম।

† কান্যকুব্জ—কনৌজ দেশ, যুক্ত প্রদেশের ফরাক্কাবাদ জেলার প্রাচীন আর্য্য গৌরব মণ্ডিত তহশীল। ইতিহাস—রাজা কুশনাভের একশত পরমা রূপবতী কন্যাকে পবনদেব বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, কন্যাগণ অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তাহাতে পবনদেব ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবল ঝটিকা প্রবাহের দ্বারা তাহাদের মাজা ভাঙ্গিয়া কুজা করেন তাই—কন্যা-কুজা শব্দ হইতে কান্যকুব্জ নাম হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, **শান্তমুনির** নামানুসারেই **"শান্তিপুর"** নাম প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং তৎকালে যে গঙ্গার ধারা প্রবাহিত ছিলেন, তাহারই তটে "বাব্‌লা" সাধনার একটি উত্তম একান্ত স্থান বলিয়া মুনিবর সেই স্থানেই অবস্থান করিতেন ও গঙ্গার অপর পারে গুপ্তিপাড়া বা গুপ্ত-পল্লীতে সশিষ্য অবস্থান করিয়া বেদগর্ভ মহর্ষি বেদবিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিতেন। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই হয়ত' শ্রীল অদ্বৈত প্রভুও এই স্থানেই তাঁহার কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত থাকিয়া কলিজীবের পরম ও চরম মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

বঙ্গে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ

প্রসঙ্গক্রমে কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের জন্য মহারাজ আদিশূর যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা উল্লেখ করিতেছি,—অধুনা পরিস্থিতি সহ।*

১। ভট্ট নারায়ণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, জীবিকার্থ বাসস্থান পঞ্চকোটী, বর্ত্তমান নাম পঞ্চকোট বা মালভূমি, তীর্থবাস ও চতুষ্পাটী কালীঘাট।

২। শ্রীহর্ষ, ভরদ্বাজ, কঙ্কগ্রাম, বাণকুণ্ডা (বাঁকুড়া) অগ্রদ্বীপ।

৩। দক্ষ, কাশ্যপ, কামকোটী, বীরভূম, তর্ত্তীপুর।

৪। বেদগর্ভ, সাবর্ণিক, বটগ্রাম, বর্দ্ধমান, গুপ্তপল্লী (গুপ্তিপাড়া)।

৫। ছান্দড়, বাৎস্য, হরিকোটী, মেদিনীপুর, ত্রিবেণী।

---

* পণ্ডিত ৺লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত—সম্বন্ধ-নির্ণয়—৩য় পরিশিষ্ট ১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (১—৫=নাম, গোত্র, বাসস্থান, বর্ত্তমান নাম, চতুষ্পাটি)।

এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য বংশীবদন বিদ্যারত্ন প্রদত্ত কুল-পঞ্জিকার বচনে নিম্নরূপ পাওয়া যায়,—

"ছান্দড়স্য চতুষ্পাটী ত্রিবেণ্যাং পরিকীর্ত্তিতা।
কৌশিক্যাঃ পাদমূলে চ বিদ্যা নারায়ণী স্থিরা॥
মেদিন্যা বর্দ্ধিতাংশো বৈ বটগ্রামঃ সমীরিতঃ।
নদীমাতৃকদেশোঽয়ং শস্যপূর্ণো মনোরমঃ॥
গঙ্গা ভাগীরথী যত্র তত্র দক্ষস্য মাতৃকা।
অগ্রদ্বীপো মহাতীর্থো গঙ্গা যত্রোত্তরা মুখী॥
কাশীতুল্যো সদাপূতো মুক্তিক্ষেত্রং ন সংশয়ঃ।
তত্রাবাসে মতিশ্চক্রে হর্ষো বেদ-প্রচারণে॥
শান্তিপণমুনে র্বাসাৎ শান্তিপুরমিতি স্মৃতম্।
তস্য দাক্ষিণ্য-গুপ্তিত্বাৎ গুপ্তপল্লীতি যা বভৌ॥
ত্রিষু সীমসু ত্রিস্রোতা দিশন্ত বারুণীং বিনা।
তয়ো র্ভাগীরথী নিত্যমন্তরাবর্ত্ততে গুণৈঃ॥
যত্র দ্বিজাঃ সুখায়ন্তে দুঃখায়ন্তে ন কর্হিচিৎ।
বেদো বিবিচ্য রম্যান্তামধ্যুবাস সশিষ্যকঃ॥"

এ সম্বন্ধে বাংলা পয়ারে আর একটী কুলাচার্য্য বচন উদ্ধৃত হইল,—

—পূর্ব্বভূপ আদিশূর আনে পঞ্চজন। দেন তিনি পঞ্চগ্রাম, যার যাতে মন॥ হরিকোটী, পঞ্চকোটী, কামকোটী তিন। কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম, সবে পায় ভিন॥ হরিকোটী ছান্দড়ে, পঞ্চকোটী যে ভট্টে। কামকোটী দক্ষে, কঙ্কগ্রাম হর্ষে অট্টে॥ বেদগর্ভে বটগ্রাম রাজা দিলা বাসে। পুত্রে ছাপ্পান্ন গ্রাম রাজার অভিলাষে॥ রাঢ়দেশে ব্রাহ্মণ্য করিবারে

প্রচার। চুনি চুনি দেয় গ্রাম, যাহা হয় সার॥ হরিকোটী (১) কংসাবতীর তীরে গোপ নিকট। ত্রিবেণী গঙ্গাবাস, ত্রিপথগা সঙ্কট॥ পঞ্চকোটী সীমা মল্ল, বরাহ শিখর। সিংহভূম আদি মাল ক্ষেত্রের নগর॥ তীর্থা-বাসে কালীঘাটে দেয় যে নিবাস। কামকোটী বীরভূমি জানিবে নির্য্যাস॥ গঙ্গাবাসে জাহ্নবী নগর তর্ত্তীপুর (২)। রামায়ণে আছে নাম প্রমাণ প্রচুর॥ কঙ্ক-গ্রাম (৩) বাণকুণ্ডা গঙ্গা হ'তে দূর। গঙ্গাবাসে অগ্রদ্বীপ নিকট গাঙ্গনীর॥ বটগ্রাম বর্দ্ধমানে গঙ্গাত' প্রদীপ। গঙ্গাবাসে গুপ্তপল্লী অম্বিকা সমীপ॥ পরপারে থাকে শান্তিপণ মুনিবর। সে তীর্থ দর্শনে যাতায়াত নিরন্তর॥ মুনিস্থত ছাপ্পান্ন যুড়িল রাঢ়দেশ। পুত্র-পৌত্রাদিতে সুখে প্রণয় বিশেষ॥ (৪)।

আদিশূরের কথা

আমরা নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয়, আদিশূর কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে বিভিন্ন সময়ে যে যে হিন্দু নরপতি হিন্দু-সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছেন, কুলগ্রন্থকারগণ সেই নরপতিকেই * **"আদিশূর"** নাম দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণের বীজ-পুরুষ ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি, সৌভরি পঞ্চ-গোত্রীয় এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ যাঁহার যজ্ঞ করিতে আসেন, তিনিই প্রথম আদিশূর।

---

(১) মেদিনীপুর। (২) ছাপঘাটীর মোহনা। (৩) কাঁকিনা বিষ্ণুপুর। (৪) শ্রীমাধব সেনের রাজ্যসীমা ও মহেশ্বর মিশ্র কুলাচার্য্যের পরিচয়। 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' গ্রন্থ—১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* আদিশূর = শ্রেষ্ঠ দেবরাজ ; প্রথম বা উত্তম দেবতা।

সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকলদিগের বাসভূমি পঞ্চ-গৌড়। এরূপ স্থলে কান্যকুব্জ গৌড়াধিপের অধিকারভুক্ত ছিল। খুব সম্ভব তিনিই শূরবংশ মধ্যে প্রথম পঞ্চ-গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তীকালে **"আদিশূর"** নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

আমরা 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ,' 'বাঙ্গলার ইতিহাস', 'রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী', 'বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা,' 'সম্বন্ধ-নির্ণয়,' 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত,' 'বল্লাল-চরিত,' 'বেণের মেয়ে,' 'বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস,' 'রঘুবংশম্' গ্রন্থ এবং অধ্যাপক লাসেন শাহেবের মত, লঘুভারত প্রণেতা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত, বংশীবদন বিদ্যারত্ন কুলাচার্য্যের মত, রমাপ্রসাদ চন্দের মত, নগেন্দ্রনাথ বসুর মত, কুলাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের মত ইত্যাদি আলোচনা করিলে আদিশূরের রাজত্বকালে গৌড়ে শ্রীহর্ষ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণাগমন কাল ৬৫৪ শকাব্দ নির্ণয় করিতে পারি। বর্ত্তমানে ১৮৮৭ শকাব্দ, ১৯৬৫ খৃঃ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ চলিতেছে। (১৮৮৭—৬৫৪ = ১২৩৩) এখন হইতে ১২৩৩ বৎসর পূর্ব্বে গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন করেন। তাহারও অনেক পূর্ব্ব হইতে শান্তিপণ মুনি বা শান্তমুনি যে স্থানে ভজন করিতেন, তাঁহার নামানুসারে সেই স্থানের নামই **'শান্তিপুর'** হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বের ইতিহাস সংগ্রহ করিবার উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় তবে তিনি জানাইতে প্রার্থনা।

আসীৎ পুরা মহারাজ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
আনীতবান্ দ্বিজান্ পঞ্চ পঞ্চগোত্র-সমুদ্ভবান্॥

মিশ্র শ্রীনরসিংহ নাড়িয়ালের শান্তিপুর আগমন

১৩২৯ শকে রাজা গণেশ নারায়ণ গৌড়েশ্বর সম্রাট্ হন *। এই সমসাময়িক কালে (মতান্তরে ১২৯১ শকে) শ্রীনরসিংহ নাড়িয়াল গঙ্গাবাস কামনায় শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন। নরসিংহ নাড়িয়াল রাজা গণেশের প্রধান মন্ত্রণা দাতা ছিলেন এবং তাঁহারই মন্ত্রণাবলে তদানীন্তন গৌড়াধিপতিকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া গণেশ গৌড়ের সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে রাজা গণেশ বারেন্দ্রভূমে ভাতুড়িয়া এক-টাকিয়া রাজবংশের রাজা ছিলেন।

মন্ত্রীর মন্ত্রণা প্রভাবে গণেশ—
গৌড়ের দস্যু প্রায়।
যবন রাজাকে রণে পরাভবি
গৌড়ের স্বামিত্ব পায়॥
ত্রয়োদশ শত ঊনত্রিশ শকে
গণেশ সুবুদ্ধিমান।
যবনে জিনিয়া গৌড়দেশের
একচ্ছত্র রাজ্য পান॥

—বাল্যলীলাসূত্র (পদ্যানুবাদ)।

---

* কাহারও মতে রাজসাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংস নারায়ণ ও রাজা গণেশ একই ব্যক্তি। নামের সহিত 'নারায়ণ' শব্দ থাকায় কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইঁহারা দিনাজপুরের রাজবংশ। তাঁহাদেরও নামের সহিত নারায়ণ শব্দ আছে, যেমন কুমার শরদিন্দু নারায়ণ ইত্যাদি। আইন আকবরীতেও এইরূপ দেখা যায়—কংশ নারায়ণের পুত্র যদু জালালউদ্দিন নামে গৌড়ের সম্রাট্ হন। রাজা গণেশের পুত্র যে যদু ইহাও সত্য ইতিহাস। গ্রহ-পক্ষাক্ষি-শশ-ধ্বতিমিতে শাকে সুবুদ্ধিমান্। গণেশো যবনং জিত্বা গৌড়ৈকচ্ছত্রধ্বগভূৎ। গ্রহ—৯, পক্ষ—২, অক্ষি—৩, শশধর—১=১৩২৯ শক। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস বিরচিত "শ্রীশ্রীবাল্যলীলা সূত্র"—৫২ পৃষ্ঠা।

শ্রীহট্টের নিকট লাউড় গ্রামে বাস হেতু শ্রীনরসিংহ নাড়ুলি বা নাড়িয়াল বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার পিতার নাম শ্রীপ্রভাকর মিশ্র; ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে লাউড়িয়া ব্রাহ্মণ নামে খ্যাতি লাভ করেন। শান্তিপুরে আসিয়া ইঁহাদের বাসের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। রাজাগণেশের ১৩২৯ শক বা ১৪০৭ খৃঃ গৌড়েশ্বর হইবার সময় ধরিলে এখন (১৯৬৫ খৃঃ) হইতে ৫৫৮ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার শান্তিপুর আগমনের কাল হয়; কিন্তু 'লঘু ভারতে' নিম্নলিখিত শ্লোক পাওয়া যায়,—

যথা,—"শূন্য-সপ্ত-বেদ-বেদ-মিতেঽব্দে বিগতে কলেঃ। দোষাঘাতে কুলীনানাং বিবাদো হ্যভবন্মহান্। তৎপ্রাক্ শান্তিপুরে হ্যাসীন্নরসিংহো দ্বিজোত্তমঃ॥" * অর্থাৎ যে সময়ে দোষাঘাতে কুলীনদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে (কলির ৪৪৭০ বৎসর অতীত হইলে) দ্বিজোত্তম নরসিংহ শান্তিপুর আগমন করেন। বর্ত্তমান সময়ে কলির গত ৫০৬৬ বর্ষ হইল ৫৯৬ বৎসর পূর্ব্বে (৫০৬৬—৪৪৭০= ৫৯৬) অর্থাৎ ১৩৬৯।৭০ খৃঃ তাঁহার শান্তিপুর আগমনের কাল নিরূপিত করা যাইতে পারে। ১৩৬৯ খৃঃ+৫৯৬=১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ বর্ত্তমানে। তিনি দাতা, আর্ত্তবন্ধু, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী ও ধার্ম্মিক ছিলেন।

---

* শূন্য=০, সপ্ত=৭, বেদ=৪, বেদ=৪ কলির ৪৪৭০ বৎসর অতীত হইলে।

যশস্বী বিনয়ী দাতা আর্ত্তবন্ধু
জিতেন্দ্রিয় উপকারী।
লাউড় হইতে গৌড়ভূমে যায়
নরসিংহ ব্রতধারী॥
চতুর্দ্দশ শাস্ত্রে ম্লেচ্ছ ভাষা আদি
ভট্ট কবিতাদি করি।
"জটাধর" হ'তে অধ্যয়ন লভে
উপাধি সর্ব্বাধিকারী॥

—বাল্যলীলাসূত্র (পদ্যানুবাদ)।

কেহ কেহ বলেন, নরসিংহ নাড়িয়ালের শান্তিপুর অবস্থান কালে তৎকালীন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের মুখ্য কুলীন শ্রীমধু মৈত্রের সহিত নিজপরমাসুন্দরী কন্যা "কুলোজ্জ্বলাদেবীর" বিবাহ দিয়াছিলেন। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বিবাহের কথা আছে। 'অদ্বৈত-বিলাস' গ্রন্থে ১২৯১ শকে এই বিবাহের কথা আছে। তৎকালে কুলীন সমাজের শ্রেষ্ঠ ধোয়ী বাক্‌চির চেষ্টায় ও মধ্যস্থতায় মধু মৈত্রের প্রথম পক্ষের পুত্রগণ মধ্য আনাই ও অর্জ্জুনাই ব্যতীত অপর পুত্রগণ পিতার পক্ষে আনন্দে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র ছিল। ধোয়ী বাক্‌চি ক্রুদ্ধ হইয়া মধুর বিরোধী পুত্রগণকে "কাপ্" সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। এই সময় হইতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে "কাপের" উৎপত্তি হইয়াছে।

কুলীনের শিরোরত্ন গাঞীকর্ত্তা 'ধোয়ী' যে।
তাঁহার যতনে মৈত্র পুনঃ উঠে সমাজে॥
তখনি আনাই আর অর্জুনাই ব্যতীত।
বাকী পুত্রগণে হয় পিতৃপদে পতিত॥
আনাই ও অর্জ্জুনাই পিতা হ'তে পৃথক্।
হ'লে ধোয়ী খ্যাতকার ব'লে "কাপ্" বালক॥

—বাঃ লীঃ সূত্র।

শ্রীপ্রভাকর মিশ্রের তিন পুত্র—বিদ্যাধর, শকটারি ও নরসিংহ। নরসিংহের পুত্র কুবের আচার্য্য। কুবের আচার্য্যের পুত্র কমলাক্ষ বা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য।

প্রভাকরাভিধ-স্তস্মাদ্বভূব জ্ঞানিনাম্বরঃ,
ঋগ্বেদী সত্যবাদী চ ভরদ্বাজস্য গোত্রজঃ।
তস্যাত্মজাস্ত্রয়োশ্চাসন্ শ্রীবিদ্যাধর-সংজ্ঞকঃ,
শকটারি র্নৃসিংহশ্চ পুত্রত্রয়মুদাহৃতম্॥

—বাল্যলীলা সূঃ ১ম সর্গ।

"কুলগ্রন্থ" ও "সম্বন্ধ-নির্ণয়" গ্রন্থে—প্রভাকরের পুত্র নরসিংহ, নরসিংহের পুত্র বিদ্যাধর, বিদ্যাধরের পুত্র ষট্‌কড়ি, ষট্‌কড়ির পুত্র কুবের আচার্য্য, কুবের আচার্য্যের পুত্র কমলাক্ষ বা অদ্বৈতাচার্য্য। এরূপ পাওয়া যায়।

"শ্রীপতি হইতে জ্ঞানী কুলপতি
তাহা হ'তে বিভাকর।
তা হ'তে জনমে ভরদ্বাজ গোত্রী
ঋক্‌বেদী প্রভাকর॥
প্রভাকরাত্মজ হয় তিন জন
—তাহাদের নাম শুন—
'বিদ্যাধর' এক 'শকটারি' আর
'নরসিংহ' অন্যজন।।"—বাঃ লীঃ সূত্র (পদ্যানুবাদ)

প্রথমোক্ত মতানুযায়ী নরসিংহ নাড়িয়াল শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর পিতামহ, দ্বিতীয় মতানুযায়ী প্রপিতামহ। ঈশান নাগর রচিত 'অদ্বৈত-প্রকাশে' যেরূপ ইতিহাস পাওয়া যায়—অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা কুবের আচার্য্য, কুবের পণ্ডিতের পিতা নরসিংহ নাড়িয়াল বা নৃসিংহ ওঝা। ইনি সুবিখ্যাত 'আরু ওঝার' বংশধর। (১) বাল্যলীলা সূত্র, (২) সম্বন্ধ নির্ণয়, (৩) শান্তিপুরস্থ শ্রীঅদ্বৈত সন্তান বড় গোস্বামিদের বাটীতে রক্ষিত বংশ-তালিকানুযায়ী নিম্নে এই তিনটী বংশতালিকা দেওয়া হইল।

গৌড়ে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ এবং পঞ্চ মহর্ষির অন্যতম মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষ ও গৌতম। শ্রীহর্ষ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ এবং শ্রীগৌতম বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

শ্রীঅদ্বৈত পূর্ব্ব বংশধারা

(১) গৌতম—গুণাকরাচার্য্য (অন্য নাম আকাশবাসী)—নারায়ণ—বিষ্ণুমিশ্র—কাকুৎস্থ—প্রাজাপত্য অগ্নিহোত্রী—মাতঙ্গাখ্য-উপাধ্যায়—

জিষ্মণি—ভাস্কর—আরুওঝা—শ্রীযদুপণ্ডিত—শ্রীপতি দত্ত—কুলপতি—বিভাকর—প্রভাকর—নরসিংহ—কুবের—কমলাক্ষ (শ্রীঅদ্বৈত)।

(২) গৌতম—বিভাকর—প্রভাকর—বিষ্ণুমিশ্র—কাকুৎস্থ—গোপীনাথ—বাচস্পতি—আকাশবাসী—অগ্নিহোত্রী বর্দ্ধমান—পৃথ্বিধর—শরভাচার্য্য—মাতঙ্গ—জিষ্মণি—ভাস্কর বৈদান্তিক—সায়ণাচার্য্য—আরুণি—যদুপণ্ডিত—শ্রীপতি—কুলপতি—বিভাকর—প্রভাকর—নৃসিংহ নাড়ুলি—বিদ্যাধর—ছকড়ি—কুবেরাচার্য্য—শ্রীঅদ্বৈত।

(৩) গৌতম—বিভাকর—প্রভাকর—বিষ্ণুমিশ্র—কাকুৎস্থ—গোপীনাথ—বাচস্পতি—আকাশবাসী—অগ্নিহোত্রী—পৃথ্বিশ্বর—শরভাচার্য্য—মাতঙ্গ—জিষ্মণি—ভাস্কর—সায়ণাচার্য্য—আরুণি—যদুনাথ—শ্রীপতি—কুলপতি—বিভাকর—প্রভাকর—নৃসিংহ নাড়ুলি—বিদ্যাধর—ছকড়ি—কুবের আচার্য্য—শ্রীঅদ্বৈত।

'বাল্যলীলা সূত্র' রচয়িতা লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস, ইনি প্রথম জীবনে শ্রীহট্টের রাজা দিব্যসিংহ নামে অভিহিত ছিলেন। শেষ জীবনে ইনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে বাস করেন ও বাল্য-লীলাসূত্র গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন, কুবেরাচার্য্যের সমসাময়িক। কুবের আচার্য্য রাজা দিব্য-সিংহের সভা পণ্ডিত ছিলেন। পাঠকগণ উপরোক্ত বংশ তালিকার সম্বন্ধে বিচার করিলে আশা করি প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন।

———

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কুবেরাচার্য্যের পরিচয়

গৌড়াধিপতি সম্রাট্ আদিশূরের যজ্ঞ সম্পাদন জন্য শ্রীহর্ষ প্রভৃতি পঞ্চ মহর্ষির গৌড়ে আগমন হয়। যজ্ঞ সম্পাদনান্তে তাঁহারা রাঢ় প্রদেশে বসবাস করেন। তাহার কিছুকাল পরে মেধাতিথি প্রভৃতি পঞ্চজনের অপর পঞ্চপুত্র গৌড়ে সমাগত হইয়া আদিশূরের নিকট হইতে বাসোপযোগী ভূমি প্রাপ্ত হন এবং বরেন্দ্রভূমে বাস করেন। তদবধি গৌতম বরেন্দ্র ভূমে * বাস করিতে থাকেন, তদীয় বংশধরগণ কালে "বারেন্দ্র"-ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন। গৌতমের বংশে গৌতম হইতে অধস্তন ১৪শ পুরুষ ভাস্কর-বৈদান্তিক। ইনি গৌড়াধিপতি বল্লালসেনের সভাসদ্ ছিলেন। বরেন্দ্রভূমে বাস হেতু বারেন্দ্র বলা হইত। ভাস্কর বৈদান্তিকের পুত্র সায়ণাচার্য্য। † সায়ণাচর্য্যের পুত্র আরুণি বা আরু ওঝা। ইনি পণ্ডিত ছিলেন। কোন কোন গ্রন্থে আরুণিকে ভাস্কর বৈদান্তিকের পুত্র বলিয়াছেন। যদু পণ্ডিতের পুত্র শ্রীপতি দত্ত। ইনি 'স্মৃতিসার'-

---

* বর = শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্র = দেবরাজ = শ্রেষ্ঠ দেবরাজের বাসযোগ্য ভূমি বা বরেন্দ্রভূমি = আর্য্য ব্রাহ্মণজাতির বাসযোগ্য শ্রেষ্ঠ বরণীয় ভূমি। বঙ্গদেশীয় রাজসাহী বিভাগকে এই বরেন্দ্রভূমি বলা হয়। সেই ভূমিতে যে ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া সদাচার ও শাস্ত্রনিষ্ঠ হইয়া স্বধর্ম্ম যজন-যাজন করেন, তাঁহারাই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নামে কথিত হন।

† বেদের ভাষ্য রচয়িতা সায়ণাচার্য্য হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং রাজাজ্ঞায় লাউড় হইতে নবগ্রামে আসিয়া বাস করেন। প্রভাকরের পুত্র নৃসিংহ ওঝা বা নৃসিংহমিশ্র। ইনিই রাজা গণেশকে মন্ত্রণা দিতেন। যাঁহার মন্ত্রণাবলে রাজা গণেশ দ্বিতীয় সামস্-উদ্দীনকে নিহত করিয়া গৌড়াধিপতি হইয়াছিলেন।

যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত।
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার বংশজাত ॥
যেই নরসিংহ যশঃ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ ॥
যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ীয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈল রাজা ॥

—অদ্বৈত প্রকাশ।

নরসিংহের প্রপৌত্র কুবের আচার্য্য। ইনিই শ্রীহট্টের রাজা দিব্যসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কুবেরাচার্য্যের উপাধি ছিল 'তর্ক পঞ্চানন'। বাল্যলীলাসূত্র ও অদ্বৈতপ্রকাশে নরসিংহের পুত্র কুবের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

'নাম তার হৈল শ্রীমান্ কুবের আচার্য্য।
ধর্ম্ম বিদ্যাবলে হৈলা সকলের পূজ্য ॥
তান গুণ বর্ণিতে মোহর শক্তি নাই।
নৃসিংহ সন্ততি বলি লোকে যারে গায় ॥
সেইবংশ-উদ্দীপক শ্রীকুবেরাচার্য্য।
রাজধানীতে ছিল তাঁর দ্বারপণ্ডিতের কার্য্য ॥'

—অদ্বৈত-প্রকাশ।

শ্রীকুবেরাচার্য্যের শান্তিপুর আগমন

কুবের আচার্য্যের পর পর ছয়টী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া পরলোক গমন করিলে পত্নী লাভাদেবী সহ কুবেরাচার্য্য শান্তিপুর গঙ্গাতীরে জীবনের অবশিষ্টকাল সাধনা করিয়া কাটাইবেন বলিয়া স্থির করেন।

লক্ষীকান্ত, শ্রীকান্ত, শ্রীহরিহরানন্দ।
কুশল ও সদাশিব আর কীর্ত্তিচন্দ ॥
এই ছয় পুত্র আর কনিষ্ঠ দুহিতা—
স্বর্গত হইলে লাভা হইলেন দুঃখিতা ॥—বাল্যলীলাসূত্র।

'অদ্বৈত-মঙ্গল' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"চারিপুত্র সন্ন্যাস করি গেলা তীর্থ পর্য্যটনে।
পুনঃ না আসিলা তারা কুবের ভবনে ॥
দুই পুত্র ঘরে রহিলা সংসার করিলা।
সেই দুই পুত্র পূর্ব্ব দেশেতে আছিলা ॥"

"শ্রীকুবের বিপ্রবর আকর্ণিয়া বাক্য তাঁর
লাউড় বাস সুখ পরিহরি।
গঙ্গাতটে শান্তিপুরে স্ত্রীসহ গমন করে
ভজে পদকমল শ্রীহরি ॥"

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের আবির্ভাব

"শান্তিপুর ধামে গেলে কিয়ৎকাল অন্তরে,
রত্নগর্ভা লাভাদেবী গর্ভ ধরে উদরে।
ধীমান্ কুবের হেরি ভার্য্যা গর্ভলক্ষণ,
ইষ্ট নারায়ণে পূজি দেয় দ্বিজে ভোজন ॥"—বাল্যলীলাসূত্র।

রাজা দিব্যসিংহের অনুমতি লইয়া কুবের আচার্য্য লাউড় গ্রাম হইতে শান্তিপুরে আগমন করেন; কিন্তু পুনরায় লাউড় গ্রামে ফিরিয়া যাইবার জন্য রাজা অনুরোধ পত্র প্রেরণ করিলে, অনুরোধের মর্য্যাদা রক্ষণার্থে কুবেরাচার্য্য রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধ বয়সে শ্রীনারায়ণের কৃপায় শান্তিপুর বাসকালে তাঁহার সহধর্ম্মিনীর গর্ভসঞ্চার হইয়াছে বলিয়া নিবেদন করেন। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হন। 'অদ্বৈত প্রকাশে'—এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ পাওয়া যায়।

"আচার্য্য কহেন ভূপ তুয়া গণনিধি। দরিদ্র ব্রাহ্মণে দয়া কর নিরবধি ॥
গঙ্গাতীরে পুণ্যভুমি অতিরম্য স্থান। তাঁহা বাস হয় স্বর্গবাসের সমান ॥
তাঁহা হৈতে আসিতে মনে নাহি ভায়।
তবে সে আইলু চলি তোমার আজ্ঞায় ॥
ঈশ্বর কৃপায় পুনঃ হৈল গর্ভাধান।
অদৃষ্টের ফল যেই হয় মূর্ত্তিমান ॥
রাজা কহে পুণ্যস্থানে হৈল গর্ভাধান।
মঙ্গল হইবে সত্য করি অনুমান ॥
পূর্ব্ব শোক পাশরিয়া ঈশ্বরেরে ডাক।
তাঁহার কৃপায় হৈব অপূর্ব্ব বালক ॥"

শ্রীকমলাক্ষ-নাম

মাঘ মাস, শুক্লপক্ষ, সপ্তমী তিথি শুভযোগে শুভক্ষণে পরম পবিত্র বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশজাত শ্রীকুবের-পুত্র **'কমলাক্ষ'** আবির্ভূত হইলেন। ১৩৫৫।৫৬ শকে মাঘী-শুক্লা-সপ্তমী তিথি শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের আবির্ভাব কাল।

"পুণ্যময় লাউড়েতে—মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে।
মহাশুভক্ষণে—তেরশত ছাপান্ন শকেতে॥
আবির্ভূত হন **কমলাক্ষ** করুণাতে।
গৌরকৃষ্ণ নামপ্রেমে জগত ভরিতে॥"—বাল্যলীলাসূত্র
"কমল-নয়নের তেঁহো, যাতে 'অঙ্গ', 'অংশ'।
'কমলাক্ষ' বলি' ধরে নাম অবতংস॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ৬।৩০

"শাকে রস-প্রাণ-গুণেন্দু-মানে
শ্রীলাউড়ে পুণ্যতমেহথ মাঘে,
শ্রীসপ্তমী-পুণ্যতিথৌ সিতেহভূ-
দদ্বৈতচন্দ্রঃ কৃপয়াবিরাসীৎ।" * বাল্যলীলা সূত্র ৩।২৫ পৃঃ।

বাল্যলীলা ও জীবনচরিত

যথাকালে জ্যোতিষী-ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের কৃপা নির্দ্দেশে শিশুর অন্নপ্রাশন ও **'কমলাক্ষ'** নামকরণ হইল এবং পঞ্চমবর্ষ বয়সে হাতে খড়ি, বিদ্যারম্ভ হইল। রাজা দিব্যসিংহের পুত্র ইঁহার সহাধ্যায়ী হইলেন। শ্রুতিধর বালক কমলাক্ষ কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করিলেন এবং পরবর্ত্তী অধ্যয়নের জন্য মনোযোগী হইলেন।

* রস=৬, প্রাণ=৫, গুণ=৩, ইন্দু=১,=১৩৫৬ শকে শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব কাল। শ্রীনিমাই-বিশ্বম্ভর, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব আবির্ভূত হন—১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। ১৪০৭—১৩৫৬= শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রায় ৫১ একান্ন বৎসর অধিক বয়স শ্রীমন্ মহাপ্রভুজীউ হইতে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপ্রকটের ২৫ বৎসর পর ১২৫ বৎসর বয়সে ১৪৮০।৮১ শকে ইনি অপ্রকট হন। 'সওয়াশত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে। অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে॥'—(অদ্বৈত বিঃ)।

শ্রীকমলাক্ষের মাতৃভক্তি ও শ্রীহরিভক্তি

একদিন মাতা লাভাদেবী স্বপ্নে সর্ব্বতীর্থে স্নান করিতেছেন,—এই বৃত্তান্ত পুত্র কমলাক্ষকে বলিলে, মাতার অভিলাষ পূরণ জন্য গ্রামের নিকটে পর্ব্বতের পার্শ্বে সর্ব্বতীর্থের আবাহন করিয়া চৈত্র মাসে কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথিতে **"পণাতীর্থ"** প্রকাশ করেন। লাভাদেবী উক্ত তীর্থে স্নান করিয়া পরিতৃপ্তা হইলেন।

"চৈত্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী যোগে পণাতীর্থ। সমস্ত জগৎ পূত করিবে অব্যর্থ॥ শুদ্ধচিত্ত ভক্তিযুত হইয়া যে জন। বারুণী যোগেতে **পণাতীর্থেতে** মজ্জন॥ করিবেক, সেইজন পাবে সুনিশ্চয়। বিষ্ণুর পরমপদ—সেই ধন্য হয়॥" —বাল্যলীলা সূত্র।

কমলাক্ষ ও রাজা দিব্যসিংহের পুত্র একদিন রাজপুরী মধ্যে জাগ্রতা কালিকামূর্ত্তি দর্শনে যান; কিন্তু রাজকুমার দেবীকে প্রণাম করিলেন, কমলাক্ষ প্রণাম না করিয়া দর্শন করিলেন। তাহাতে রাজপুত্র অসন্তুষ্ট হইয়া ভর্ৎসনা করিলে কমলাক্ষ সতেজ গম্ভীর হুঙ্কার করেন। সেই হুঙ্কারে রাজপুত্র মৃতবৎ মূর্চ্ছিত হয়। রাজা সংবাদ পাইয়া আসিবার পূর্ব্বেই কমলাক্ষ দূরে চলিয়া যান। কমলাক্ষের নিকট গিয়া রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর পুত্রের প্রাণভিক্ষা চাহেন। শ্রীনারায়ণ-চরণামৃত দ্বারা কমলাক্ষ রাজপুত্রকে সুস্থ করেন। এ-সম্বন্ধে বাল্যলীলাসূত্রে,—

"শিবরূপী কমলাক্ষ হরিপদামৃত।
রাজপুত্র সর্ব্বাঙ্গেতে করিলে সিঞ্চিত॥
ততক্ষণে চৈতন্য লভিয়া রাজসূত।
কমলাক্ষ পদধরি প্রণমে প্রভূত॥"

পৌগণ্ড বয়সে কমলাক্ষের উপনয়ন সংস্কার হইল। এই সময়ে,—

"পৌগণ্ড বয়সে হৈল দ্বিজাতি সংস্কার।
প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি হৈল অতি চমৎকার॥
শ্রীঅদ্বৈত পড়ে তবে সাহিত্যাভিধান।
অলঙ্কার জ্যোতিষাদি কৈল সমাধান॥" —অদ্বৈত প্রকাশ

দীপান্বিতা অমাবস্যা রাত্রিতে রাজপুরীস্থ কালিকাদেবীর বিশেষ সমারোহে পূজা, নৃত্যগীতাদিকালে রাজা দিব্যসিংহ নিজে তথায় উপস্থিত। ইতি মধ্যে কমলাক্ষ তথায় গিয়া দেবীকে প্রণামাদি না করিয়াই সভামধ্যে উপবেশন করিলেন। রাজা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"হেরি কার্য্য বিগর্হিত নরপতি রাগান্বিত
বলে যমভয় নিবারণী,
ব্রহ্মরূপা সর্ব্বপূজ্যা শৈল মুর্ত্তি শ্রীকালিকা
কেন নতি না কর আপনি?
কে দেখাল পথ, কিবা নিজ মত,
দ্বিজ সুত বল শুনি।"

কমলাক্ষ উত্তর দিলেন,—

"যদি কালী ব্রহ্ম হ'ন তবে ভব ব্যাপি র'ন
শুধু শৈল মূরতিতে ন'ন;
শুধু এমূর্ত্তিতে তবে, কেন বা ভাবেন সবে
হে দেব,—তা করুণ বর্ণন।
এ-সহিতে নারি,— প্রমাণ তাহারি,
গীতাশাস্ত্রে আছে হে রাজন্।"

রাজার সহিত এরূপ বাদানুবাদ কালে কুবেরাচার্য্য রাজপক্ষ অবলম্বন করিয়া পুত্র কমলাক্ষকে অনেক বুঝাইলেন। পিতার আজ্ঞা পালন জন্য কমলাক্ষ দেবী মন্দিরে প্রণাম করিবার জন্য উপনীত হইলে, দেবী দুই একটী বাক্য বলিয়া তথা হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। দেবী বলিলেন,—"পূর্ণরূপে ছিনু হেথা হেতু তব দরশনে। রাজালয় ত্যজি এবে যাব করি পলায়নে॥"

কমলাক্ষ কহিলেন,—(বাল্যলীলাসূত্র—৬ সর্গ, ৪৫ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। যথা,—"ভক্তিরূপে মহামায়ে ভবতী মানুষীতনু-মাশ্রিত্য গৌড়বিষয়ে মৎসহায়া ভবিষ্যতি। নবদ্বীপে স্বয়ং কৃষ্ণো গৌরমূর্ত্তি র্ভবিষ্যতি। প্রেমভক্তিং হরে র্ণাম দাতুং জীবেষু যাস্যতঃ॥ স্থিত্বা শান্তিপুরে দেবি! পরব্রহ্ম স্বয়ং হরিং। আনেষ্যামি ধ্রুবং তেন জগন্নিস্তারিতং ভবেৎ॥" "এরূপে কহিলে শিবা উত্তরে ভক্তাবতার। অন্তর যামিনী শক্তে! মন জানত আমার॥ ভক্তিরূপে মহামায়ে ধরিয়া মানুষী দেহ। গৌড়-দেশে হবে মম সহধ্যায়িনী নিঃসন্দেহ॥ হরিনাম প্রেমভক্তি প্রদানিতে সবজীবে। স্বয়ং কৃষ্ণ নবদ্বীপে গৌররূপে প্রকটিবে॥ এই বলিতেই সেই তেজোদীপ্তা ভবানী। বিদারিয়া মূর্ত্তি, হ'ন অন্তর্হিতা তখনি॥"

শ্রীকমলাক্ষের শান্তিপুর বাস

রাজা দিব্যসিংহ এরূপাবস্থা দর্শন করিয়া রাজ্যের অকল্যাণ আশঙ্কায় হাহাকার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কমলাক্ষ পিতা-মাতার আদেশ প্রার্থনা করিয়া শান্তিপুরে চলিয়া আসেন। মতান্তরে, সকলের অজ্ঞাতসারে শান্তিপুরে চলিয়া আসেন, পরে সংবাদ প্রেরণ করেন। অদ্বৈত-মঙ্গলে—"এথা না রহিব চল যাই শান্তিপুরে। আমার স্বদেশ

সেহি গঙ্গার সহরে ।। পৌগণ্ডলীলায় কৈল দিব্যসিংহ দণ্ড। শান্তিপুর আগমন প্রকাশ প্রচণ্ড ।। মাতা-পিতা লইয়া করিলা গঙ্গাবাস। শাস্ত্র অধ্যয়ন আর বিদ্যার প্রকাশ ।।"

কমলাক্ষ দ্বাদশ বর্ষ বয়সে শান্তিপুরে আসিয়া উপনীত হন। সে সময় তিনি ষড়দর্শন অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তাঁহার অদর্শনে পিতা-মাতা অত্যন্ত শোকাতুর হন। একদিন রাত্রিতে স্বপ্নযোগে কমলাক্ষের শান্তিপুর আগমনের কথা শ্রীগোপাল তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিয়া, শোক পরিহারের জন্য কৃপা করেন। তৎপরে শান্তিপুর হইতে একজন লোক মারফত কমলাক্ষ পিতা-মাতার নিকট পত্র প্রেরণ করেন।

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগতে সংসারে ।।
পতিত পাবন হেতু তব অবতার।
মো-সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ।।
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী ।।
দয়াকর সীতাপতি অদ্বৈত গোঁসাই।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই ।।
হা হা স্বরূপ-সনাতন রূপ-রঘুনাথ।
ভট্টযুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ ।।
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাঁগে নরোত্তম দাস ।।"

কুবের আচার্য্যের শান্তিপুর বাস

কুবের আচার্য্য ও লাভাদেবী উভয়ে পুত্রের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সহর্ষে শান্তিপুরে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। অত্যন্ত দুঃখের সহিত রাজা দিব্যসিংহ অনুমতি দান করিলেন।

"কুবের কহে হেথা থাকি কিবা আর ফল।
গঙ্গাতীরে যাও যাঁহা পাও মোক্ষ ফল ।।
লাভা কহে মোহর মনের ঐছে সে ভাব।
তাঁহাই করিমু বাস যাবৎ মোরা জীব ।।
দম্পতি চলিলা তবে তরী আরোহিয়া।
শান্তিপুর ধামে আইলা আনন্দিত হইয়া ।।"

—(অদ্বৈত প্রকাশ)

কমলাক্ষের অধ্যয়ন

পত্নীসহ কুবের আচার্য্য শান্তিপুর আগমন করিয়া পুত্রের কুশল ও বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে অনুসন্ধান করিলেন। কমলাক্ষ কহিলেন; আমার ষড়্দর্শন সমাপ্ত প্রায়। এখন কি অধ্যয়ন করিব অনুমতি করুন। কুবের আচার্য্য অত্যন্ত হর্ষচিত্তে চারিখানি বেদ * অধ্যয়নের অনুমতি করিলেন। পিতৃ আজ্ঞায় কমলাক্ষ বেদ পাঠের জন্য ফুলিয়া গ্রামে অধ্যাপক শান্তাচার্য্য বেদান্তবাগীশের নিকট গমন করিলেন।

* চারিবেদ—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব।

"কুবের কহে পড় এবে বেদ চারিখান।
অবশ্য পাইবা তবে ব্রহ্মানুসন্ধান॥
প্রভু কহে পড়িতে যাইব পূর্ণবাটী।†
বেদান্তবাগীশ শান্ত দ্বিজবরের বাটী॥
তবে প্রভু পিতামাতা পদে প্রণমিয়া।
চলিলা শ্রীহরি স্মরি পুঁথি সঙ্গে লইয়া॥
পূর্ণবাটী গ্রামে শীঘ্রগতি উত্তরিলা।
শান্তমূর্তি শান্ত দ্বিজবরে প্রণমিলা॥"

শান্তাচার্য্য অত্যন্ত প্রীতির সহিত দুই বৎসর কাল মধ্যে ষড়্‌দর্শন, চার বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করান। কমলাক্ষের যোগ্যতার প্রতি সম্মান দেখাইয়া সেই সময়ের পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে **'বেদ-পঞ্চানন'** উপাধি প্রদান করেন।

"গুরু সদৃশ তব জন্মিয়াছে জ্ঞান।
বেদপঞ্চাননোপাধি করিলাম দান॥"—বাল্যলীলাসূত্র

কিছুকাল পরে কমলাক্ষের পিতামাতা স্বধাম গমন করেন। সেই সময় কমলাক্ষের পিতামাতার বয়স নব্বই বৎসরের অধিক হইয়াছিল। পিতামাতা বিয়োগে কমলাক্ষ মহাশোকে অভিভূত হইয়া সর্বদা বিলাপ করিতে থাকেন। পিতৃ আদেশ স্মরণ করিয়া গয়ায় শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্মে পিতা মাতার কৃত্য সমাপন করেন। তৎপরে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, সেতুবন্ধ রামেশ্বর ইত্যাদি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া উড়ুপী ক্ষেত্রে শ্রীমন্‌-মধ্বাচার্য্য স্থানে উপনীত হন এবং এখানে শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত

† পূর্ণবাটী=ফুল্লবাটী=ফুলিয়া একই গ্রামের নাম।

তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পুরীপাদ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে,—"প্রভু কহে কমলাক্ষাচার্য্য মোর নাম। ভাগীরথী তীরে শান্তিপুর গ্রামে ধাম॥"

মিথিলায় শ্রীবিদ্যাপতি মিলন

মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট অনন্ত-সংহিতা গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া কমলাক্ষ তাহা লিখিয়া লন। তথা হইতে ক্রমান্বয়ে দণ্ডকারণ্য, নাসিক, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম ও গোমুখী প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া মিথিলায় উপনীত হন। তথায় বৃদ্ধ ও প্রেমিক কবি বিদ্যাপতি নিজ রচিত সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করাইয়া কমলাক্ষকে পরমানন্দিত করেন।

এমন সুন্দর কবিত্ব, সুন্দর ভাব এবং ভক্তিপ্রবণতা তিনি কখনও দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। সঙ্গীত শ্রবণে অদ্বৈত প্রভু বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় স্তম্ভিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহাভাগ! আপনি কে?' ব্রাহ্মণ দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া উত্তর দিলেন,—'বিপ্র কহে—মোর নাম দ্বিজবিদ্যাপতি। রাজান্ন-ভোজনে মোর বিষয়েতে মতি॥ বাতুলতা করি মুঞি রচিনু এ-গীত। সারগ্রাহী সাধু তুঁহু, তেঁই ইথে প্রীত॥ তোমা আকর্ষিতে শক্তি ধরে কোন জনে। নিজগুণে হইল মোর উদ্ধার সাধনে॥' অদ্বৈত প্রভু কহিলেন,—'অদ্ভুত তোমার রচিত এই গীতামৃত। জীব কোন্ ছার, কৃষ্ণ হয় আকর্ষিত॥ ভাগ্যে মোর প্রতি দয়া কৃষ্ণ প্রকাশিল। তেঁই পদকর্ত্তা বিদ্যাপতির সঙ্গ হইল॥' অদ্বৈত বিঃ। ১৩৩০ শকে বিদ্যাপতি শিবসিংহ রাজার নিকট হইতে বিসফী-গ্রাম প্রাপ্ত হন। বিদ্যাপতি আনুমানিক ১৩০৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন। **চণ্ডীদাস,** বিদ্যাপতি

সম-সাময়িক। চণ্ডীদাস ১৩২৫ শকে গীত রচনা করেন। তাঁহারই পদে আছে,—'বিধুর নিকটে বসি নেত্র-পক্ষ-বাণ। নবহু নবহু রস গীত-পরমাণ' *॥ বিদ্যাপতির স্বহস্ত লিখিত একখানি ভাগবত আছে; তাহাতে প্রতিলিপির তারিখ ১৩৭৯ শক লেখা আছে। বিদ্যাপতির ১৪০১ শকাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমানতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজেই শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইবার ইতিহাস—সত্য। ১৪০৭ শকে ৫২ বৎসর বয়সে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মলীলা দর্শন করিবার জন্য শ্রীশচীদেবীর সূতিকাগৃহে আসেন।

শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ প্রাপ্তি

তৎপরে মিথিলা হইতে অর্যোধ্যা, কাশী, প্রয়াগ ইত্যাদি দর্শন করিয়া পরম আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগে শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপনীত হন। কাম্যবন নিবাসী শ্রীকৃষ্ণদাসের সহায়তায় শ্রীব্রজমণ্ডল ও শ্রীবৃন্দাবনের লীলা স্থান সমূহ অতি আগ্রহের সহিত দর্শন করেন। একদিন রাত্রিতে এক বট-বৃক্ষ মূলে শায়িত অবস্থায় তন্দ্রায় দেখিলেন,—"শ্রীনন্দনন্দন বলিতেছেন, হে কমলাক্ষ! আমি তোমার অপেক্ষায় পথ পানে চাহিয়া আছি। এখানে মৃত্তিকা গর্ভে 'মদনমোহন' নামে আমার এক মণিময় সুন্দর বিগ্রহ আছে, তুমি তাহার সেবা প্রকাশ করিয়া জগতকে ধন্য কর।"

"মোর এক দিব্য মূর্তি মহা মণিময়।
মদনমোহন নাম কুঞ্জ মধ্যে রয়॥
দ্বাদশাদিত্যতীর্থে যমুনার তীরে।
অল্প মৃত্তিকাতে আচ্ছাদিত কলেবরে॥"—অদ্বৈত প্রকাশ।

* বিধু—চন্দ্র = ১; নেত্র = ৩; পক্ষ = ২; বাণ = ৫ = ১৩২৫ শক।

কমলাক্ষ স্বপ্নে এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরদিন প্রাতে নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ অতিযত্নে আবিষ্কার করতঃ অভিষেক অন্তে এক সদাচারী বৈষ্ণবব্রাহ্মণকে সেই সেবায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমায় বহির্গত হন। একদিন সেই পূজারী বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ পূজা করিতে আসিয়া দেখেন, কুটিরে শ্রীবিগ্রহ নাই। তিনি শীঘ্রই কমলাক্ষের নিকট এই সংবাদ দেন। এই সংবাদ শ্রবণে কমলাক্ষ অনাহারে অনিদ্রায় ও কাতর ব্যাকুল ক্রন্দনে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। দয়াময় প্রভু পুনঃ স্বপ্নে আদেশ করিলেন,—"কমলাক্ষ! আমি ম্লেচ্ছ স্পর্শ ভয়ে পুষ্পরাশির মধ্যে গোপাল মূর্ত্তিতে লুক্কায়িত আছি! তুমি আসিবামাত্র আমি প্রকাশিত হইব।" এই কথা শ্রবণে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া যথাস্থানে পুষ্প মধ্যে শ্রীমদনগোপাল-মূর্ত্তির দর্শন পাইয়া শান্তি লাভ করিলেন। শ্রীবিগ্রহের নাম তখন হইতে '**শ্রীমদনগোপাল**' হইল। যে বটবৃক্ষের নীচে কমলাক্ষ স্বপ্ন পাইয়াছিলেন, তাহার নাম হইল—"**অদ্বৈত বট**।" ঐ স্থান বর্ত্তমানেও শ্রীবৃন্দাবনে দর্শন হয়।

শ্রীমদনগোপাল চিত্রপট

কোন কোন গ্রন্থের মতে কমলাক্ষ উক্ত মদনগোপাল বিগ্রহ লইয়া শান্তিপুরে চলিয়া আসেন। কোন মতে উক্ত বিগ্রহ মথুরার জনৈক চৌবে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া নিজ গৃহে লইয়া গিয়া পূজা করিতে থাকেন। কমলাক্ষ স্বপ্নাদেশে নিকুঞ্জবন হইতে উক্ত শ্রীবিগ্রহের অনুরূপ চিত্রপট প্রাপ্ত হইয়া নিজ দেশে লইয়া আসেন। উক্ত চিত্রপট সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত ইতিহাস পওয়া যায়,—

"পূরব বৃত্তান্ত এক করহ স্মরণে।
শ্রীবিশাখারূপে যাহা কৈলা নিরমানে ॥
সেই চিত্রপট মোর অভিন্ন বিগ্রহ।
সেইরূপ দেখি শ্রীরাধিকা হইলা মোহ ॥
নিত্যসিদ্ধ বস্তু সে নিকুঞ্জবনে রয়।
তাঁহা চল অনায়াসে পাইবা নিশ্চয় ॥
সেই চিত্রপট লইয়া যাই নিজ দেশে।
জীব নিস্তারহ সেবা করিয়া প্রকাশে ॥
নিত্যসিদ্ধ চিত্রপট লইয়া যতনে।
শান্তিপুরে আইলা প্রভু নিজ নিকেতনে ॥"

—অদ্বৈত-প্রকাশ

এই চিত্রপট সম্বন্ধে 'অদ্বৈত-মঙ্গল' ও 'অদ্বৈত-প্রকাশ' গ্রন্থে কুব্জার সেবিত বলিয়া জানা যায়।

"কৃষ্ণ কহে কুব্জা তুমি মুদহ নয়ান।
এথায় থাকিব আমি না যাব অন্য স্থান ॥
কৃষ্ণের বচনে কুব্জা নয়ন মুদিলা।
অন্তর্দ্ধান করি কৃষ্ণ তথা হইতে গেলা ॥
আপন দ্বিভুজ মূর্ত্তি প্রতিমার ছলে।
কুব্জা ঘরে রাখি গেলা **মদন-গোপালে** ॥"

মথুরার সেই চৌবেও কুব্জার সেবিত মূর্ত্তির কথাই বলিয়াছেন।

"সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তুঁহুঁ দেব অবতার।
কুব্জা সেবিত মূর্ত্তি করিলা উদ্ধার ॥"

কুব্জাদেবী যতদিন মথুরায় ছিলেন তিনি স্বয়ং এই মদন-গোপালের সেবা করেন। তাঁহার অপ্রকটে কোন পূজারী-ব্রাহ্মণ সেবা করেন। কালক্রমে যবনের অত্যাচার ভয়ে নিভৃত নিকুঞ্জ মধ্যে রাখিয়া পূজারী-ব্রাহ্মণ পলায়ন করেন। পরে কমলাক্ষ বা অদ্বৈত প্রভু বৃন্দাবনে আগমন করিলে তাঁহার একান্ত ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় এই শ্রীমদনগোপালদেব কৃপা আদেশ করেন,—

"অদ্বৈত প্রভু বট তলে ধ্যান করে বসি।
কিছু তন্দ্রা হয় গোপাল কহে আসি।
স্বপ্নে গোপাল আজ্ঞা অদ্বৈতচন্দ্রে দিলা।
দ্বাদশাদিত্য কুঞ্জে করি রাধা সঙ্গে লীলা ॥
আজ্ঞা পাইয়া **মদনগোপাল দেব** লইয়া।
দ্বাদশাদিত্য-কুঞ্জেতে সেবা সংস্থাপিলা ॥"

—অদ্বৈত-মঙ্গল

কিছুকাল পরে পুনরায় মদনগোপালদেবের আজ্ঞা হইল,—'তুমি শীঘ্র গৌড়দেশে গিয়া আমার সেবা প্রকাশ কর।'

"পুনর্বার অদ্বৈতে গোপাল আজ্ঞা হইল।
গৌড়দেশে শীঘ্র যাহ আজ্ঞা যে করিল ॥
গৌড়দেশে গিয়া গোপালের প্রকট করিল।
রাধা-মদনগোপাল সেবা সংস্থাপিল ॥
ব্রজে পুনর্বার যবনের উৎপাত হইল।
সেই কুঞ্জে পুনঃ শ্রীগোপাল লুকাইল ॥"

—অদ্বৈত-মঙ্গল

এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীমদনগোপাল ব্রজের ঠাকুর, কিরূপে পুনরায় ব্রজে আসিলেন,—

"ব্রজের ঠাকুর গোপাল কহিলা আপনে।
কি মতে ব্রজস্থ হইলা কহ সর্বজনে ॥"

অদ্বৈত প্রভু দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন প্রসঙ্গে কহিতেছেন,—সেই কৃষ্ণই আমার "**মদনগোপাল**"।

"তবে দোঁহে সচকিত চলে নিজ ঘর।
সেই কৃষ্ণ মদনগোপাল যে আমার ॥
সেই গোপালের মূর্ত্তি লিখিয়া আনিল।
শ্রীভাগবত-গ্রন্থে আছে, পট দেখাইল ॥
এই কহিল মদন গোপাল বিবরণ।
প্রসঙ্গে কহিলা প্রভু এতেক বচন ॥"—অদ্বৈত-মঙ্গল

দারুময়-বিগ্রহ ও চিত্রপট-মূর্ত্তি লইয়া অদ্বৈত গোস্বামি-সন্তানগণের মধ্যে মতভেদ শোনা যায়। কিন্তু শাস্ত্র প্রমাণ দৃষ্টে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে পট-মূর্ত্তি 'মদন-গোপাল' লইয়াই শান্তিপুরে আগমন করিয়াছিলেন। তাহার একটি বিশেষ কারণ, সেই সময় বৃন্দাবন হইতে বঙ্গদেশে শান্তিপুরে যাতায়াত রাস্তায় অহিন্দুগণের দ্বারা বিঘ্ন ইত্যাদি অনেক প্রকার অসুবিধার জন্য শ্রীবিগ্রহ লইয়া আসা অসম্ভব ছিল।

———

শান্তিপুরে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর আগমন

শ্রীল অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীমদন গোপালের সেবা, তপস্যা ও ভাগবতাদি গ্রন্থ আলোচনাতে দিবারাত্র অতিবাহিত করিতেন। এমন সময় একদিন শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তথায় শুভাগমন করেন এবং অদ্বৈত প্রভুর সহিত কুশলাদি অনেক কথা আলোচনা করিবার পর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ বলিলেন,—"শ্রীমদন-গোপাল তোমাকে স্বপ্ন দিয়া যেরূপ প্রকটিত হইয়াছেন; সেইরূপ শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল আমাকেও স্বপ্নে আদেশ করিয়া প্রকটিত হইয়াছেন। তাঁহারই কৃপাদেশে মলয়চন্দন-সংগ্রহ নিমিত্ত বহির্গত হইয়া শান্তিপূর্ণ এই শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।" অদ্বৈত প্রভু আনন্দের সহিত শ্রীপুরী গোস্বামীকে মদন-গোপালের বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া দর্শন করাইলেন এবং শুভদিন দেখিয়া শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর নিকট দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীশ্রীরাধার সহিত শ্রীশ্রীমদন-গোপালের সেবা উপাসনা সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া উপদেশ করিলেন। আরো দেবসেবা এবং জীব উদ্ধারের জন্য গৃহস্থ আশ্রম স্বীকার করিবার উপদেশও করিলেন। তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী শ্রীল অদ্বৈত প্রভু ব্যাবহারিক এবং পারমার্থিক জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়া বিচরণ করিতেন। এইরূপভাবে শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যা-নিধি পাদও শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের দর্শন ও কৃপা লাভ করেন। তৎপরে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ উড়িষ্যায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, কটক,

ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল হইয়া শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে মলয়চন্দন সংগ্রহ জন্য উপস্থিত হন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলা—চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

শ্রীঅদ্বৈত-নাম ও শ্রীহরিদাস

একদিন অদ্বৈত আশ্রমে এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত আগমন করিয়া শ্রীল অদ্বৈত প্রভুকে শাস্ত্র বিচারে পরাজিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। দিগ্‌বিজয়ীর প্রতি দৈববাণী হইল ইঁহাকে তুমি পরাজিত করিতে পারিবে না। ইনি স্বয়ং **"সদাশিব"**। দিগ্‌বিজয়ী অদ্বৈত প্রভুর চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। দিগ্‌বিজয়ী দৈববাণী শ্রুত হইয়া তাঁহাকে **"অদ্বৈত"** নামে জানিতে পারেন। শ্রীহট্টের রাজা দিব্যসিংহ লাউড় হইতে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্ব শান্তিপুর আসিয়া শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং 'কৃষ্ণদাস' নাম গ্রহণ করিয়া ফুলবাড়ী নামক স্থানে ভজন কুঠীর নির্ম্মাণ করিয়া ভজন করিতে থাকিলেন। ইনি প্রথম জীবনে ঘোর শাক্ত ছিলেন। লাউড় গ্রামে বাস ছিল বলিয়া ইঁহাকে লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস বলিয়াও অনেকে জানিতেন। ১৪০৯ শকে বৈশাখ মাসে শান্তিপুরে অবস্থান কালে অদ্বৈতপ্রভুর বাল্যলীলা অবলম্বন করিয়া "বাল্যলীলা সূত্র" গ্রন্থ রচনা করেন। শেষ জীবন তিনি বৃন্দাবনে গিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে ভক্তপ্রবর নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর 'বুড়ন' গ্রাম হইতে শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শরণাগত হন।

ইনি ব্রাহ্মণ কি যবন কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এ-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতান্তর পাওয়া যায়। শ্রীহরিদাস ফুলিয়ায় গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া প্রতিদিন তিনলক্ষ নাম জপ করিতেন। সম্ভবতঃ এই সময় শান্তিপুরের কাজী কর্ত্তৃক বাইশ বাজারে প্রহৃত ও মৃতপ্রায় অবস্থায় গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনামের কৃপায় তাঁহার কোনই ক্ষতি হয় নাই।

শ্রীঅদ্বৈতের পত্নীদ্বয়

শ্রীগুরুদেব শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর আদেশে গৃহস্থ আশ্রম স্বীকার জন্য শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু ফুলিয়া নিবাসী শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ীর সীতা ও শ্রী-নাম্নী কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন।

"এই সীতাদেবী হয় তব যোগমায়া।
সীতার এক আত্মা শ্রী ভিন্নমাত্র কায়া॥
এই দুই কন্যা তুহুঁ কর পরিণয়।
তাহাতে ভাণ্ডার তব হইবে অক্ষয়॥"—অদ্বৈত-প্রকাশ।

'অদ্বৈত-মঙ্গল'-গ্রন্থে এই বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, —"সীতার বিবাহ হৈল অদ্বৈতের সনে। নৃসিংহ ভাদুড়ী তবে ভাবে মনে মনে॥ প্রভুকে যৌতুক ধন দিব এ সময়ে। কিবা বা যৌতুক দিব ঘরে কি আছয়ে॥ শ্রী-ঠাকুরাণী সীতার কনিষ্ঠা ভগিনী। নৃসিংহ ভাদুড়ী প্রভু অগ্রে দিল আনি॥ ঈশ্বরে পাইয়া ঘরে আর কোথা যাব। মনুষ্যকে এই কন্যা আমি সমর্পিব? আর কোথা যাব প্রভু পাত্র যে আনিতে। এহো কন্যা তোমারে দিল সেবা যে করিতে॥ তবে তারে বিভা কৈল সীতার

পশ্চাতে। সীতা অদ্বৈতের চরণ সেবেন এইমতে॥" এই প্রসঙ্গে অদ্বৈতমঙ্গল-গ্রন্থে আরও লিখিয়াছেন যে,—'শ্রী'-ঠাকুরাণী নোকড়ি গ্রাম নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের কন্যা। সেই ব্রাহ্মণ একদিন কন্যাকে সঙ্গে করিয়া অদ্বৈত আশ্রমে আগমন করেন এবং কন্যার ইচ্ছানুযায়ী শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর শ্রীচরণে কন্যাকে সমর্পণ করিলে সীতা-ঠাকুরাণী আনন্দিত মনে তাঁহাকে নিজ ভগ্নীজ্ঞানে গ্রহণ করিলেন ও সেই রাত্রেই সীতানাথ বিবাহ করিলেন। নানা প্রকার মতভেদ থাকিলেও সকল গ্রন্থেই শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের **সীতা** ও **শ্রী**—নামে দুই সহধর্ম্মিণীর কথাই পাওয়া যায়।

শ্রীঅদ্বৈতের তপস্যা

এই সময়ে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র একটি সংস্কৃত টোল খুলিয়া ছাত্রগণকে সদাচার শিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষা দান করিতেছিলেন। জগত বিষ্ণুভক্তি-শূণ্য দুঃখময় দেখিয়া জীবের উদ্ধারের জন্য শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল এবং লীলাময়-স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব করাইবার জন্য তিনি কঠোর তপস্যা-ব্রত আচরণ তথা শ্রীগঙ্গাজল তুলসী দিয়া শ্রীশালগ্রাম-পূজা করিতে করিতে কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

"স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ-সকল জীবের উদ্ধার॥
তবেত' "অদ্বৈত-সিংহ" আমার বড়াঞি।
বৈকুণ্ঠবল্লভ যদি দেখাও এথাঞি॥

আনিঞা বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাহিব সর্ব্ব জীব উদ্ধারিয়া॥
শুন শ্রীনিবাস! গঙ্গাদাস! শুক্লাম্বর!
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন-গোচর॥
সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনি আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লৈয়া॥"
—চৈঃ ভাঃ আঃ ২ অধ্যায়।

"গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে তুলসীবেদী করি।
ধ্যান করেন শ্রীঅদ্বৈত বোলে কৃষ্ণ হরি॥
আইস প্রভু ব্রজ হইতে মোরে কৃপা করি।
শচী-গর্ভে জনমহ বিশ্ব ধন্য করি॥
চৌদ্দশত সাত শকের ফাল্গুনী-পূর্ণিমা।
সেই দিনে রাহু আসি গ্রাসিল চন্দ্রমা॥
সিংহ রাশি সিংহ লগ্নে সর্ব্ব শুভযোগে।
পৃথ্বী পুলকিত হৈলা কৃষ্ণ অনুরাগে॥"—অদ্বৈতমঙ্গল।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রসঙ্গ

১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ কালে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের মধ্যে নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচী-জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শ্রীগোলোকপতি শ্রীহরি নিমাই-বিশ্বম্ভর-নামে আবির্ভূত হইলেন। অদ্বৈত-মঙ্গল মতে ১৪১৪ শকের বৈশাখী পূর্ণিমাতে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের শ্রীঅচ্যুত নামক এক পরমভক্তিমান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মতান্তরে ১৪২৫ বা ১৪২৮

শকে শ্রীঅচ্যুতের জন্ম হয়। ইহার কারণ এইরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে যথা—শ্রীমন্ মহাপ্রভু নীলাচল হইতে যে বর্ষে রামকেলি হইয়া বৃন্দাবন গমনে মানস করেন, সেই বর্ষে অর্থাৎ ১৪৩৩।৩৪ শকাব্দে অচ্যুতানন্দের বয়ঃক্রম পঞ্চবর্ষ মাত্র ছিল,—চৈঃ ভাঃ অঃ ৪ অধ্যায়ে,—তিনি 'পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে আগমন করেন, তখন ১৪৩১ শকাব্দ; অচ্যুতানন্দের তখন তিন বৎসর বয়স। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ১ম অঃ "দিগম্বর শিশুরূপ অদ্বৈত তনয়। শ্রীগৌরসুন্দরকে দেখিয়া,—আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র পদতলে। ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে॥ প্রভু বলে,—অচ্যুত, আচার্য্য মোর পিতা। সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় (হই) দুই ভ্রাতা॥" শ্রীমন্ মহাপ্রভু নবদ্বীপে মহাপ্রকাশের পূর্ব্বে অদ্বৈতকে আনিবার জন্য শ্রীরাম পণ্ডিতকে শান্তিপুরে পাঠান। তখন অচ্যুতানন্দের পিতামাতার সহিত আনন্দ ক্রন্দনের কথা পাওয়া যায়,—"অদ্বৈতের তনয় অচ্যুতানন্দ নাম। পরমবালক, সেহো কান্দে অবিরাম॥" অদ্বৈত প্রভু জ্ঞানব্যাখ্যা কালে শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রহার করিতেছেন, সেস্থানেও অচ্যুতানন্দ বর্ত্তমান। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা—(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯ অঃ) "অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈত তনয়।" শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব,—১৪০৭ শকাব্দ, ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস ১৪৩১ শকাব্দায়, নীলাচল গমনেচ্ছা ১৪৩৩ শকাব্দায়। এই সময় অচ্যুতানন্দের বয়স পাঁচ বৎসর হইলে, খুব সহজেই ১৪২৮ শকে ইহার জন্ম নির্ণয় করা যায়। যদুনন্দনদাস-

কৃত 'শাখা নির্ণয়ামৃত' গ্রন্থে—"মহারসামৃতানন্দমচ্যুতানন্দকম্। গদাধর-প্রিয়তমং শ্রীমদদ্বৈতনন্দনম্॥" "অচ্যুতানন্দ-অদ্বৈত আচার্য্যতনয়। নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয়॥"—(চৈঃ চঃ আঃ ১০।১৫০ পয়ার)। প্রতিবারেই রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তন প্রসঙ্গে—(চৈঃ চঃ মধ্য ১৩।৪৫ দ্রঃ) "শান্তিপুর আচার্য্যের এক সম্প্রদায়। অচ্যুতানন্দ নাচে তাহাঁ, আর সব গায়॥" এই সময় বালকের ছয় বৎসর বয়স। শ্রীকবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়,—"তস্য পুত্রোঽচ্যুতানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্য-বল্লভঃ। শ্রীমৎপণ্ডিতগোস্বামি-শিষ্যঃ প্রিয় ইতি শ্রুতম্,। যঃ কার্ত্তিকেয়ঃ প্রাগাসীৎ ইতি জল্পন্তি কেচন। কেচিদাহু রসবিদোঽচ্যুতা নাম্নী তু গোপিকা। উভয়ন্ত সমীচীনং দ্বয়োরেকত্র সঙ্গতাৎ॥"—পণ্ডিত গোস্বামির শিষ্য এবং কার্ত্তিক ও অচ্যুতানাম্নী গোপিকা বলিয়াছেন। শ্রীনরহরিদাসের 'নরোত্তম বিলাস' গ্রন্থে—শ্রী অচ্যুতানন্দের ক্ষেতরি মহোৎসবে আগমনের কথা আছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির নিকট ইনি শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাস করেন। শেষে শান্তিপুরে বাসের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। তিনি বিবাহ না করায় তাঁহার বংশ পরম্পরার ইতিহাস পাওয়া যায় না; তবে শিষ্য-পরম্পরা আছে বলিয়া শুনা যায়। ইঁহার রচিত—"শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরাষ্টক" আছে।

ক্রমে ক্রমে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ নামক ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণমিশ্র 'শ্রী' ঠাকুরাণীর পালিত পুত্র। কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়,—শ্রী-ঠাকুরাণীর একটি পুত্রসন্তান হইয়া নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি

সর্ব্বদা শোকাভিভূতা হইয়া থাকিতেন, সেইজন্য শ্রীসীতাঠাকুরাণী কৃষ্ণ-মিশ্র নামক পুত্রকে শ্রী-ঠাকুরাণীকে সমর্পণ করেন। শ্রীঅদ্বৈতের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণমিশ্র ১৪১৮ শকের মধুমাসে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে; তৃতীয় পুত্র শ্রীগোপাল ১৪২২ শকের কার্ত্তিকমাসে শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে; চতুর্থ পুত্র শ্রীবলরাম ১৪২৬ শকের পৌষমাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৩০ শকের জ্যৈষ্ঠমাসে স্বরূপ ও জগদীশ নামক যমজপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। 'অদ্বৈতমঙ্গল' নামক-গ্রন্থে স্বরূপ ছাড়া অপর পাঁচজনের নাম পাওয়া যায়। "চৌদ্দ শত ত্রিশ শকে জ্যৈষ্ঠ মাসে। সীতার যমজপুত্র তাহে পরকাশে॥" অঃ প্রঃ (১৫); প্রেম বিঃ (২৪) দ্রষ্টব্য। ১৪২৮ শকে শ্রীঅচ্যুতানন্দের জন্ম হইলে অদ্বৈত-প্রকাশের মত খণ্ডন হইয়া ক্রমান্বয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণের আবির্ভাব শকাব্দ ১৪৩২, ১৪৩৬, ১৪৪০, ১৪৪৪ (যমজভ্রাতা) শকাব্দই নির্ণীত হইতেছে।

শ্রীনিমাই বিশ্বম্ভর বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুজীউর সমগ্রলীলা শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চা, শ্রীগোবিন্দদাসের কড়চা, শ্রীমুরারী গুপ্তের কড়চা, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—শ্রীলোচনদাসকৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত—শ্রীবৃন্দাবনদাসকৃত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিকৃত এবং শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বা শ্রীঘনশ্যামদাস কৃত শ্রীভক্তি-রত্নাকরাদি গ্রন্থের আশ্রয় লইলে পাওয়া যাইতে পারে। শ্রীরূপ-সনাতন-ভট্ট রঘুনাথ-শ্রীজীব-গোপালভট্ট-দাস রঘুনাথাদি গোস্বামিগণের এবং শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু তথা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ ইত্যাদি মহান্ আচার্য্যগণের গ্রন্থের আশ্রয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুজীউর কথিত সিদ্ধান্ত ও ভজন সমূহ পাওয়া যাইতে পারে। শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের পুত্র শ্রীমন্ অচ্যুতানন্দ সম্বন্ধে "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" দ্রষ্টব্য। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর প্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রসঙ্গ বিস্তার করা সম্ভব হইল না। কৃপাময় পাঠকগণের কৃপা হইলে "শ্রীব্রজধাম ও শ্রীভগবত্তত্ত্ব" নামক পরবর্ত্তী গ্রন্থে বিস্তার করিবার আশা রহিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব ও মহত্ত্ব

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলা ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকে বন্দনা করিয়াছেন,—

"বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥" ১ ॥

—যাঁহার প্রসাদে অজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারেন, সেই অদ্ভুত-চেষ্টাবিশিষ্ট শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুজীউর অন্তরঙ্গপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীললিতা-দেবীর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপাদ স্বপ্রণীত কড়চায় লিখিয়াছেন,—

"মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥" ৪—৫ ॥

—যে মহাবিষ্ণু, মায়াদ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎ-কর্ত্তা; ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার। হরি হইতে অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম—'**অদ্বৈত**', ভক্তিশিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে '**আচার্য্য**'

বলে—সেই ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য—ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৪—৫ ॥

"অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য ॥
যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ॥
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ।
এক এক মূর্ত্ত্যে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ॥
সে পুরুষের অংশ—অদ্বৈত, নাহি কিছু ভেদ।
শরীর বিশেষ তার, নাহিক বিচ্ছেদ ॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ৬।৬-১০

একই মায়া উপাদান-অংশে' 'প্রধান ও নিমিত্তাংশে 'মায়া'। মহাবিষ্ণু মায়ার এই দুই বৃত্তিতে দুইরূপে বিরাজমান। মহাবিষ্ণু এক-স্বরূপে 'প্রকৃতিস্থ' হইয়া জগতের নিমিত্তকারক, তাহাই 'বিষ্ণু' রূপ; দ্বিতীয় স্বরূপে 'প্রধানস্থ' হইয়া রুদ্ররূপে 'অদ্বৈত'। অতএব পুরুষ হইতে অদ্বৈতের কিছুমাত্র ভেদ নাই—কেবল শরীরভেদ। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু—মহাবিষ্ণু। তিনি আচার্য্য। কর্ত্তৃসত্তায় বিষ্ণুর মঙ্গলময় আচরণ; তাঁহার মঙ্গলময়ী লীলা ও বস্তুতে মাঙ্গল্য দর্শন করিলে জীবের মঙ্গল হয়। তিনি যাবতীয় মঙ্গলের আকর। তাঁহার সেবোন্মুখ আচরণ জগতে সকলেরই মঙ্গল বিধান করিতে সামর্থ্যবান্।

"সহায় করেন তাঁর লইয়া 'প্রধান'। কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণ ॥ জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল—গুণধাম। মঙ্গল চরিত্র সদা, 'মঙ্গল' যাঁর নাম ॥ কোটি অংশ, কোটি শক্তি, কোটি অবতার। এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার ॥ মায়া যৈছে দুই অংশ—'নিমিত্ত,' 'উপাদান'। 'মায়া'—নিমিত্ত-হেতু, উপাদান—'প্রধান' ॥ পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি হইয়া। বিশ্ব সৃষ্টি করে 'নিমিত্ত', 'উপাদান' লঞা ॥ আপনে পুরুষ—বিশ্বের 'নিমিত্ত'-কারণ। অদ্বৈত-রূপে 'উপাদান' হন নারায়ণ ॥ 'নিমিত্তাংশে' করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ। 'উপাদান' অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ॥ যদ্যপি সাংখ্য মানে, 'প্রধান'—কারণ। জড় হইতে কভু নহে জগৎ-সৃজন ॥ নিজসৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি প্রধানে। ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়েত' নির্ম্মাণে ॥ * অদ্বৈত আচার্য্য—কোটিব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা। আর এক এক মূর্ত্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা ॥

---

* 'মায়ার যে দুটি বৃত্তি—'মায়া' আর প্রধান। মায়া নিমিত্ত হেতু, প্রকৃতি বিশ্বের উপাদান ॥ সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান। প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান ॥ স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন। 'জীব' রূপ 'বীজ' তাতে কৈলা সমর্পণ ॥" চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৭১—২৭৩। শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৬।১৯—'দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্। আধত্ত বীর্য্যং সোঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥'

'ব্রহ্মসূত্র'—(২অ, ২ পা) শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদকৃত 'শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যে'—"সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ বিভুত্বম্." 'পরিমাণাৎ', 'সমন্বয়াৎ' 'শক্তিতশ্চ', রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্', 'প্রবৃত্তেশ্চ', 'পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি', 'ব্যতিরেকান-বস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ', 'অন্যত্রাভাবাচ্চ, ন তৃণাদিবৎ', 'অভ্যুপগমেঽর্থাভাবাৎ', 'পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি', 'অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ', 'অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞ-শক্তি-বিয়োগাৎ'—ইত্যাদি সূত্রভাষ্য বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য।

সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ,—অদ্বৈত। 'অঙ্গ' শব্দে অংশ করি' কহে ভাগবত ॥"

'নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিল-লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নর-ভূ-জলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥'
—ভাঃ ১০।১৪

'ঈশ্বরের অঙ্গ, অংশ—চিদানন্দময়। মায়ার সম্বন্ধ নাহি, এই শ্লোক কয় ॥ অংশ না কহিয়া, কেন কহ তাঁরে 'অঙ্গ'। 'অংশ' হৈতে 'অঙ্গ', যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥ মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম। ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি **'অদ্বৈত'** পূর্ণ নাম ॥ পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব-বিশ্বের সৃজন। 'অবতরি' কৈল এবে ভক্তি প্রবর্ত্তন ॥ জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি' দান। গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥ ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য। অতএব নাম হৈল 'অদ্বৈত-আচার্য্য' ॥ বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য। দুইনাম-মিলনে হৈল **'অদ্বৈত-আচার্য্য'** ॥ অদ্বৈত-আচার্য্য—ঈশ্বরের অংশবর্য্য। তাঁর তত্ত্ব-নাম-গুণ, সকলি আশ্চর্য্য ॥ যাঁহার তুলসীদলে, যাঁহার হুঙ্কারে। স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে ॥ যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার। যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার ॥ আচার্য্য গোসাঞির গুণ মহিমা অপার। জীবকীট কোথা তার পাইবেক পার ॥ আচার্য্য গোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ। আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ ॥'

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শ্রীগুরু-পরম্পরা

শ্রীচৈঃ চঃ—"**মাধবেন্দ্র পুরীর ইঁহো শিষ্য, এইজ্ঞানে।** আচার্য্য-গোসাঞিরে প্রভু * গুরু করি' মানে ॥ লৌকিক-লীলাতে ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষণ। স্তুতি-ভক্ত্যে করে তাঁর চরণ বন্দন ॥ চৈতন্য-গোসাঞিকে আচার্য্য করে **'প্রভু'** † জ্ঞান। আপনাকে করেন তাঁর 'দাস' অভিমান ॥ শ্রীগৌর-গণোদ্দেশদীপিকাতে নিম্নলিখিত শ্রীগুরু পরম্পরা পাওয়া যায়,—"পর-ব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ। তস্য শিষ্যো নারদোঽভূৎ ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাম্ ॥ শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ। ব্যাসাল্লব্ধ-কৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ ॥ তস্য শিষ্যোঽভবৎ পাদ্মনাভাচার্য্য-মহাশয়ঃ। তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবদ্বিজঃ ॥ অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ। তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুঃ তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ ॥ বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ। জয়ধর্ম্মা মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্‌গণমধ্যতঃ ॥ শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্তু ভক্তি-রত্নাবলীকৃতিঃ। জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্ব্রহ্মণ্য পুরুষোত্তমঃ ॥ ব্যাস-তীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্। শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ ॥ তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ। তস্য শিষ্যোঽভবৎ শ্রীমানীশ্বরাখ্যপুরী যতিঃ ॥ কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গার-ফলাত্মকঃ। অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্যসখ্যে ফলে উভে ॥ ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে। জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতা-

---

* প্রভু = শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুজীউ।

† প্রভু = ঈশ্বর, শ্রীভগবান্।

প্রাকৃতাত্মকম্ ॥" অদ্যাপিহ শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর বংশধরগণ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের উৎসবাদি আনন্দের সহিত করিতেছেন।

শিষ্য-পরম্পরা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার (আঃ ১২ অঃ লিখিয়াছেন, —'অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্। হিত্বাসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্ ॥'—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অনুগত জন দুই প্রকার, অর্থাৎ 'সারগ্রাহী' ও 'অসারবাহী'। তন্মধ্যে অসারবাহিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সারগ্রাহী চৈতন্যদাসদিগকে প্রণাম করি। 'শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ। শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥'—শ্রীচৈতন্যাখ্য অমরতরুর দ্বিতীয় স্কন্ধরূপী অদ্বৈত প্রভুর শাখা-স্বরূপ গণসকলকে নমস্কার করি। 'অদ্বৈত প্রভুর জ্যেষ্ঠ-পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ'। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'অদ্বৈত-চরিত' গ্রন্থে,— "অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রশ্চ গোপালদাস এব চ। রত্নত্রয়মিদং প্রোক্তং সীতাগর্ভাব্ধিসম্ভবম্। আচার্য্যতনয়েষ্বেতে ত্রয়ো গৌরগণাঃ স্মৃতাঃ ॥ চতুর্থো বলরামশ্চ স্বরূপঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ। ষষ্ঠস্তু জগদীশাখ্য আচার্য্যতনয়া হি ষট্ ॥"—অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, বলরাম, স্বরূপ, জগদীশ এই ছয় জন সীতাদেবীর গর্ভে এবং শ্রীদেবীর গর্ভে প্রেমবিলাস মতে—(ছোট) শ্যামদাস জন্মগ্রহণ করেন ‡। (১) অচ্যুতানন্দ; (২) কৃষ্ণমিশ্র;

‡ শ্যামদাসের বংশ বা শিষ্যপরম্পরার কোন পরিচয় সেরূপ আর পাওয়া যায় না। শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্যগণের পরিচয় উপরে দেওয়া হইল। ইঁহাদের আবার শিষ্যপরম্পরা আছে। তাহা নানারূপ মতভেদযুক্ত ও বিচ্ছিন্নাবস্থায় থাকায় এবং গ্রন্থবিস্তারাশঙ্কায় এখানে দেওয়া সম্ভব হইল না। প্রয়োজন হইলে শ্রীল অদ্বৈতবংশীয় পণ্ডিতগণের নিকট জানিতে পারিবেন।

(৩) গোপাল; (৪) কমলাকান্ত (বিশ্বাস); (৫) শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য; (৬) ভাগবতাচার্য্য; (৭) বিষ্ণুদাস; (৮) চক্রপাণি; (৯) অনন্ত আচার্য্য; (১০) নন্দিনী; (১১) কামদেব; (১২) চৈতন্যদাস; (১৩) দুর্লভদাস; (১৪) বনমালিদাস; (১৫) জগন্নাথ; (১৬) ভবনাথ কর; (১৭) হৃদয়ানন্দ সেন; (১৮) ভোলানাথ; (১৯) যাদব; (২০) বিজয়; (২১) জনার্দ্দন; (২২) অনন্তদাস; (২৩) কানুপণ্ডিত; (২৪) নারায়ণ; (২৫) শ্রীবৎস; (২৬) হরিদাস ব্রহ্মচারী; (২৭) পুরুষোত্তম; (২৮) কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী; (২৯) পুরুষোত্তম পণ্ডিত; (৩০) রঘুনাথ; (৩১) বনমালী; (৩২) বৈদ্যনাথ; (৩৩) লোকনাথ; (৩৪) মুরারি পণ্ডিত; (৩৫) হরিচরণ; (৩৬) মাধব পণ্ডিত; (৩৭) বিজয় ও (৩৮) শ্রীরামপণ্ডিত। চৈঃ চঃ আঃ ১২ পরিচ্ছেদে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—"যে যে লৈল অচ্যুতানন্দের মত। সেই আচার্য্যের গণ—মহাভাগবত ॥ সেই সেই,—আচার্য্যের কৃপার ভাজন। অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ ॥ **সেই আচার্য্যগণে মোর কোটি নমস্কার। অচ্যুতানন্দ প্রায়, চৈতন্য—জীবন যাঁহার ॥"** শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামিকৃত চৈঃ চঃ আঃ ১২।১৩, ১৮, ১৯, ২৭ পয়ার দ্রষ্টব্য। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ছয় পুত্র মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অচ্যুতানন্দ পরমভাগবত। "**অচ্যুতানন্দ**—বড় শাখা, আচার্য্যনন্দন। আজন্ম সেবিলা তেহোঁ চৈতন্যচরণ।" 'শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রসঙ্গ' ৪৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর দ্বিতীয় পুত্র **শ্রীকৃষ্ণমিশ্র**—"কৃষ্ণমিশ্র-নাম আর আচার্য্য তনয়। চৈতন্য-গোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয় ॥" তৃতীয় পুত্র—**শ্রীগোপাল**,—"শ্রীগোপাল নামে আর আচার্য্যের সূত। তাঁর চরিত্র, শুন; অত্যন্ত অদ্ভুত ॥" অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র,

গোপাল এই তিন ভ্রাতাই শ্রীগৌরাঙ্গের দাস্যে নিযুক্ত ছিলেন। গৌঃ গঃ দীঃ ৮৮ শ্লোক—"কার্ত্তিকেয়ঃ কৃষ্ণমিশ্রঃ তৎসাম্যাদিতি কেচন।"

শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র (বংশাবলী)

- (১) রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী (রঘুনাথের বংশ শান্তিপুর মদনগোপাল পাড়ায়, গণকর, মৃজাপুর, কুমারখালিতে আছেন।)
- (২) দোল গোবিন্দ
  - (১) চাঁদ
  - (২) কন্দর্প (কন্দর্পের বংশ মালদহ, জিকাবাড়ীতে আছেন।)
    - (১) বল্লভ
    - (২) প্রাণবল্লভ
    - (৩) কেশব
  - (৩) গোপীনাথ

শ্রীবল্লভের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীগঙ্গানারায়ণ হইতে মশিয়াড়ারার (মহিষডেরা) বংশধারা; কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরামগোপাল হইতে দামুকদিয়া, চণ্ডীপুর, শোলমারি প্রভৃতি গ্রাম সমূহের বংশধারা। প্রাণবল্লভ ও কেশবের বংশ উথলিতে (ঢাকা) বাস করিতেন। প্রাণবল্লভের পুত্র—রত্নেশ্বর; তাঁহার পুত্র—কৃষ্ণরাম, তাঁহার পুত্র—লক্ষ্মী নারায়ণ, তাঁহার পুত্র—নবকিশোর, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র—রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র 'জগবন্ধু' এবং তৃতীয় পুত্র 'বীরচন্দ্র' ভিক্ষুক আশ্রম গ্রহণ করিয়া কাটোয়ার শ্রীমহাপ্রভু বিগ্রহ স্থাপন করেন। তাঁহাদিগকে লোকে 'বড় প্রভু' ও 'ছোট প্রভু' বলিত। ইঁহারাই পুনঃ শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার প্রবর্ত্তন করেন।

বর্ত্তমান শান্তিপুর

[অক্ষাংশ ২৩|১৫, দ্রাঘিমাংশ ৮৮|২৯]

[নদীয়া জেলায়। E. Ry. Ranaghat Junction হইতে রেলপথে শান্তিপুর ষ্টেশন; সহর একক্রোশ দূরে। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীহর্ষ ও শ্রীগোপালাচার্য্যের শ্রীপাট। নিকটে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সাধনার স্থান '**বাব্‌লাবন**' দর্শনীয়।]

উপরোক্ত বংশের **শ্রীরাঘবেন্দ্র প্রভু** শান্তিপুরের **বড়বাড়ীর** আদি-পুরুষ। এই বাড়ীতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীনৃসিংহ-শিলা ও শ্রীমদন-গোপালজীউ আছেন। **শ্রীঘনশ্যামপ্রভু—মধ্যবাড়ীর; শ্রীরামেশ্বর-প্রভু—ছোটবাড়ীর।** অদ্বৈতপৌত্র (বলরামের পুত্র) শ্রীমথুরেশ গোস্বামী শ্রীসীতানাথ-সেবা প্রতিষ্ঠিত করেন। উহাকে 'ছোট গোঁসাইয়ের বা সীতানাথের বাড়ী' বলে। বলরাম মিশ্র প্রভুর অন্যতম বংশধর শ্রীদেবকীনন্দন প্রভু হইতে 'আতাবলিয়া বাড়ী' ও মুকুন্দানন্দ হইতে 'পাগলাবাড়ী' বলিয়া খ্যাত। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সেবিত শ্রীনৃসিংহশিলা এবং শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালের আলেখ্য * একখানি ছিলেন। চিত্রপটখানি অতীব জীর্ণ ও বিসর্জনোপযোগী হইলে প্রভুর পুত্র-পৌত্রগণ তৎস্থলে দারুময় শ্রীশ্রীমদন গোপাল-বিগ্রহ শান্তিপুরে স্থাপন করেন। উহা শ্রীল শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের বংশীয়গণের

* শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর আনীত আলেখ্য (চিত্রপট) স্মৃতিদায়ক বলিয়া রক্ষিত হইতেছিলেন।

সেবায় আছেন। এই দারুময় শ্রীবিগ্রহের বক্ষস্থলে সেই চিত্রপট বস্ত্রাবৃতাবস্থায় আছেন। তাহা শ্রীল অদ্বৈত প্রভু শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে যে চিত্রপট বা আলেখ্য আনিয়াছিলেন, তাঁহারই স্মৃতি-স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়।

দর্শনীয়—জলেশ্বর মহাদেবের মন্দির, শ্রীশ্যামচাঁদ মন্দির, পঞ্চরত্ন মন্দির, শ্রীকালাচাঁদ মন্দির, শ্রীগোকুলচাঁদ মন্দির, ইহা নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণের মাতা কর্ত্তৃক ১৭৪০ শকে নির্ম্মিত হয়। বহুপূর্ব্বে শান্তিপুর তন্ত্রপ্রধান দেশ ছিল। প্রচণ্ডদেব নামে এক রাজা ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর সময় হইতে ঐ স্থানে বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। শান্তিপুর বাজার ছাড়াইয়া শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামির জন্মস্থান। শান্তিপুরের ভাঙ্গা-রাসযাত্রা প্রসিদ্ধ উৎসব। মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক এইস্থানে বিরাটভাবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্মিলনী হইয়াছিল। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের ধারা—শ্রীগোপালগুরুর বংশ উড়িয়াগোস্বামিবংশের বাস এখানে আছে। **বিশেষ পর্ব্ব**—রাস, দোল, রথ, শ্যামাপূজা, সরস্বতী পূজা, শ্রীঅদ্বৈত-জন্মোৎসব ইত্যাদি।

“চৈতন্য-লীলার মূল কারণ অদ্বৈত।
হরি সঙ্গে ভিন্ন নহে মহাজন মত॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় কৃপার সাগর।
তোমার কৃপায় সব শ্রীহরি-কিঙ্কর॥
দাস্যরসে সেব তুমি শ্রীহরিচরণ।
তব দাস-কৃপা মাঁগে দীন গোবর্দ্ধন॥”

শ্রীকৃষ্ণমিশ্র শ্রীগৌরাঙ্গের শান্তিপুরে অদ্বৈত-সমীপে বেদ অধ্যয়ন কালে শ্রীগৌরসুন্দরকে শুদ্ধপ্রেমে গৌরমন্ত্রে চাঁপাকলা নিবেদন করিয়াছিলেন। সীতাদেবীর তাড়নায় শ্রীকৃষ্ণমিশ্র পিতৃ-সমীপে সমস্ত কথা বলেন। অদ্বৈত প্রভু, কোন মন্ত্রে নিবেদন করা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে—‘শিশু কহে স-প্রণব গৌরায় নমঃ। প্রভু কহে—গৌরায় স্থলে কৃষ্ণায় কহা যুক্ত। শিশু কহে—গৌর নামে কৃষ্ণনাম ভুক্ত॥’ এদিকে শ্রীসীতাদেবী ভোজনের জন্য শ্রীগৌরকে আবাহন করিলেন, শ্রীগৌর বলিলেন যে, নিদ্রায় তিনি কাহারও প্রদত্ত কলা খাইয়াছেন, এবং “এত কহি’ তিঁহো এক ছাড়িলা উদ্‌গার। রম্ভার গন্ধ পাইয়া সভে হইল চমৎকার॥”—অদ্বৈত-প্রকাশ।

শ্রীগোপাল—শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর তৃতীয় পুত্র। (চৈঃ চঃ মঃ ১২।১৪৩-১৫০ দ্রষ্টব্য।) “আচার্য্য গোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল নাম। নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিলা গৌরধাম॥ প্রেমাবেশে নৃত্য করি’ হইলা মূর্চ্ছিত। অচেতন হঞা তেঁহ পড়িলা ভূমিতে॥ আস্তে-ব্যাস্তে আচার্য্য তারে কৈল কোলে। শ্বাস রহিত দেখি আচার্য্য হৈল বিকলে। ‘নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি’ মারে জল ছাঁটি। হুঙ্কারের শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি॥ অনেক করিল তবু না হয় চেতন। আচার্য্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ॥ তবে মহাপ্রভু তাঁর বুকে হস্ত দিল। ‘উঠহ গোপাল’ বলি’ উচ্চৈঃস্বরে কহিল॥ শুনিতেই গোপালের হইল চেতন। ‘হরি’ বলি’ নৃত্য করে সর্ব্ব ভক্তগণ॥” অদ্বৈত প্রকাশ মতে (১১) ১৪২২ শকে কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশীতে জন্ম। মুদ্রিত নয়ন বালক দেখিয়া অদ্বৈত প্রভু সহুঙ্কারে ‘গৌরহরি’ নাম

উচ্চারণ করিবা মাত্র বালকের নয়ন উন্মীলন হয়। ইনি গণেশ নামে খ্যাত। নামকীর্ত্তন শুনিলে মাতৃদুগ্ধ পান ত্যাগ করিয়া নাম শুনিতেন এবং সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইত। নামের বিরামে আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া মাতৃদুগ্ধ পান করিতেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চতুর্থপুত্র—**শ্রীবলরাম**, পঞ্চম—**স্বরূপ**, ষষ্ঠ—**জগদীশ**, ইঁহাদের তিনজনের বিচার-আচার প্রথমোক্ত তিনজন হইতে পৃথক্ হওয়ায় ইঁহারা তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজে অনাদৃত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। বলরামের তিন স্ত্রীর গর্ভে নয়টী পুত্র হয়। প্রথম পক্ষীয় কনিষ্ঠ-সন্তান শ্রীমধুসূদন 'গোসাঞি ভট্টাচার্য্য' নামে খ্যাত হন। তৎপুত্র শ্রীরাধারমণ গোস্বামি-ভট্টাচার্য্য ছিলেন। বর্ত্তমানেও শান্তিপুরে 'গোসাঞি-ভট্টাচার্য্যপাড়া" বলিয়া একটি পাড়ার নাম আছে।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত-গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥'
'এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥'
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ॥'
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'
'কলিযুগের ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন॥
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥'

দাস্যভাবে উপাসনা ও 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-সিদ্ধান্ত

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আঃ ৬।৪১—১১৮ পয়ারে নিম্নলিখিত বিবরণ-সমূহ পাওয়া যায়,—"চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে 'প্রভু'-জ্ঞান। আপনাকে করেন তাঁর '**দাস**' অভিমান। সেই অভিমান-সুখে আপনা পাসরে। '**কৃষ্ণদাস**' হও—জীবে উপদেশ করে॥ **কৃষ্ণদাস** অভিমানে * যে আনন্দসিন্ধু †। কোটী-ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥ মুক্তি

---

* ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব লহরীতে—"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তি-সুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥" ভাবার্থদীপিকায়,—"তৎকথা-মৃত-পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্॥ তত্রাপি চ বিশেষেণ গতিমণ্বীমনিচ্ছতঃ। ভক্তির্হৃতমনঃ প্রাণান্ প্রেম্না তান্ কুরুতে জনান্॥ শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজসেবা-নির্বৃতচেতসাম্॥ এবং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ॥" হয়শীর্ষীয় শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে—"ন ধর্ম্মং কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদেশ্বর। প্রার্থয়ে তব **পাদাব্জে দাস্যমেবাভি-কাময়ে॥** পুনঃ পুনর্বরান্ দিৎসুর্বিষ্ণুর্ মুক্তিং ন যাচিতঃ। ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্॥ যদৃচ্ছয়া লব্ধমপি বিষ্ণো দাশরথেস্তু যঃ। নৈচ্ছন্মোক্ষং বিনা দাস্যং তস্মৈ হনুমতে নমঃ॥" শ্রীহনুমদ্বাক্য—"ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে। ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥" নারদপঞ্চরাত্র, মুকুন্দমালাস্তোত্র, শ্রীমদ্ভাগবতাদি দ্রষ্টব্য।

† চৈঃ চঃ আঃ ৭।৮৫, ৯৭ পয়ার—"পঞ্চমপুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু। ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু॥ কৃষ্ণ নামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাদোদক সম॥"

যে চৈতন্যদাস, আর নিত্যানন্দ। দাস্য-ভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥” দাস্যভাবের প্রমাণ,—(১) “পরম প্রেয়সী **লক্ষ্মী** হৃদয়ে বসতি। তেঁহো দাস-সুখ মাগে করিয়া মিনতি॥ (২) দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদ্‌গণ। **বিধি-ভব-নারদাদি-শুক-সনাতন** ॥ (৩) নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল। চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইল পাগল॥ (৪) শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর। মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর॥ এসব পণ্ডিতলোক পরম-মহত্ব। চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত॥ এই মত গায়, নাচে, করে অট্টহাস। লোকে উপদেশে,—‘**হও চৈতন্যের দাস** ॥’ চৈতন্য-গোসাঞি মোরে করে গুরু-জ্ঞান। তথাপিহ মোর হয় দাস অভিমান॥ কৃষ্ণ-প্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব। গুরু-সম লঘুকে করায় **দাস্যভাব**॥ (৫) অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দ মহাশয়। তার সম ‘গুরু’ কৃষ্ণের আর কেহ নয়॥ শুদ্ধ বাৎসল্যে ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি তার। তাহাকেই প্রেমে করায় * **দাস্য-অনুকার**॥ (৬)শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়। **ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-হীন,** কেবল সখ্যময়॥ কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে, স্কন্ধে আরোহণ। তাঁরা † দাস্যভাবে করে চরণ সেবন॥ (৭) কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ। যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন। যাঁ-সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন। তাঁহারা আপনাকে করে **দাসী-অভিমান** * ॥”

> “অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
> স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
> ক্বচিদপি স কথাং নঃ **কিঙ্করীণাং** গৃণীতে
> ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥”
>
> —শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৭।২০ শ্লোক।

এই শ্লোকে কিঙ্করী বলিতে মুখ্যতঃ—‘ললিতা-বিশাখা-চিত্রা-চম্পকলতা-তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখা-রঙ্গদেবী-সুদেবী-কলাবতী-শুভাঙ্গদা-হিরণ্যাঙ্গী-রত্নলেখা-শিখাবতী-কন্দর্পমঞ্জরী-ফুল্লকলিকানঙ্গমঞ্জরী-পুণ্ডরীকাসীতাখণ্ডী-চারুচণ্ডী-সদণ্ডিকা-কুণ্ঠিতা-কলকণ্ঠি-বামচি-মেচকী-হরিদ্রাভা-হরিচ্চেলা-বিতণ্ডিকা-লীলাবতী-সাধিকা-চন্দ্রিকা-মাধ্বী-বিজয়া-নন্দা-গৌরী-সুধামুখী-বৃন্দা-কৌমুদী রত্নভবা-রত্নপ্রভাদি-দাসীনাং। নঃ (অস্মাকং শ্রীমতীবৃষভানুকুমারীণাং গান্ধর্ব্বিকানাং)।’ এই সকল গোপীর নামই পাওয়া যায়। শ্লোকের বঙ্গার্থ এই,সম্প্রতি খেদের বিষয় এই যে, আমাদের আর্য্যপুত্র মথুরানগরে অবস্থিতি করিতেছেন। হে উদ্ধব! পিতা নন্দের গৃহ ও গোপবান্ধবগণকে তিনি কি স্মরণ করেন? কখনও কি তিনি **এই কিঙ্করীদিগের কথা** বলেন? আহা! তিনি কি আর অগুরুবৎ গন্ধযুক্ত হস্ত আমাদের মস্তকে ধারণ করিবেন?

---

* শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৭।৬০-৬১—“নন্দ কহিলেন—হে উদ্ধব, আমাদের সমস্ত মানসবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজকে আশ্রয় করুক; আমাদের বাক্য-সকল তাঁহার নাম কীর্ত্তন করুক; আমাদের দেহ তাঁহার অভিবাদনে প্রযুক্ত হউক। কর্ম্মফলানুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের যে কোন অবস্থা হউক না কেন, দানাদি শুভানুষ্ঠানের দ্বারা পরম পুরুষ কৃষ্ণে আমাদের রতি পরিবর্দ্ধিত হউক।

† শ্রীভাঃ ১০।১৫।১৭—‘**পাদসম্বাহনং** চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।’

* শ্রীভাঃ ১০।৩১।৬—‘ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজ-জনস্ময়ধ্বংসন-স্মিত। **ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ** স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥”

(৮) "তাঁ সবার কথা রহু, শ্রীমতী রাধিকা *। সবা হৈতে সকলাংশে **পরম**-অধিকা ॥ তেহোঁ যাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ। যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ ॥ (৯) দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী। তাঁহারাও আপনাকে মানে **কৃষ্ণদাসী** † ॥ (১০) আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়। যাঁর ভাব, শুদ্ধসখ্য বাৎসল্যাদিময়। তেঁহো আপনাকে করেন **দাস-ভাবনা**। কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন জনা ॥ (১১) সহস্র-বদনে যেঁহো শেষ-সঙ্কর্ষণ। দশ দেহ ধরি করে কৃষ্ণের **সেবন** ॥ (১২) অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ। গুণাবতার তেঁহো, সর্ব্বদেব অবতংস ॥ তেঁহো করেন **কৃষ্ণের দাস্য** প্রত্যাশ। নিরন্তর কহে শিব, **'মুঞি কৃষ্ণদাস'**। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর। কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর ॥ (১৩) পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়। কৃষ্ণ প্রেমের স্বভাবে দাস্য-ভাব সে করয় ॥ এক কৃষ্ণ, সর্ব্ব সেব্য, জগৎ-ঈশ্বর। আর যত সব,—তাঁর সেবকানুচর ‡ ॥ সেইকৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য ঈশ্বর। অতএব

---

* 'হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ। **দাস্যাস্তে** কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥' (শ্রীভাঃ ১০।৩০।৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

† 'তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদ-স্পর্শনাশয়া। সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং সাহং তদ্গৃহমার্জ্জনী ॥' (শ্রীভাঃ ১০।৮৩।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। "আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ **গৃহদাসিকাঃ**। সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥" (ভাঃ ১০।৮৩ ৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

‡ "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-**প্রকাশ** ॥ ইহা ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি বহু দুঃখ ॥"—(শ্রীচৈঃ চঃ সনাতনশিক্ষা দ্রষ্টব্য)।

আর সব, তাঁহার কিঙ্কর ॥ (১৪) কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস। যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ ॥" শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বলেন,—

'চৈতন্যের দাস মুঞি, **চৈতন্যের দাস**। **চৈতন্যের দাস** মুঞি, **তাঁর দাসের দাস**।' —এত বলি' নাচে, গায়, হুঙ্কার গম্ভীর। ক্ষণেকে বসিলা আচার্য্য হৈঞা সুস্থির ॥ ভক্তভাব অঙ্গীকরি বলরাম, লক্ষ্মণ। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ সঙ্কর্ষণ ॥ কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসামৃত করে পান। সেই সুখে মত্ত, কিছু নাহি জানে আন ॥ অন্যের আছুক্ কার্য্য, আপনে শ্রীকৃষ্ণ। আপন মাধুর্য্য-পানে হইলা সতৃষ্ণ ॥ স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন। ভক্তভাব বিনু নহে তাহা আস্বাদন ॥ ভক্তভাব অঙ্গীকরি' হৈলা অবতীর্ণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ ॥'

"মূল-ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ। ভক্ত অবতার তঁহি অদ্বৈতে গণন ॥ অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞির মহিমা অপার। যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার ॥ সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিয়া সব জগত তারিল। **অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল**। অদ্বৈত-মহিমা অনন্ত কে পারে বর্ণিতে। সেই লিখি, যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥ আচার্য্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার। ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার। **জয় জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য**। জয় জয় **শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ আর্য্য** ॥"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের অপ্রাকৃত-রসকাব্য আস্বাদনে পাঠকবর্গের সুখ হইবে, এই চিন্তা করিয়া তাঁহার লিখিত পয়ার ছন্দই প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করা হইল। বিশেষতঃ ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে যে 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' সিদ্ধান্ত তাহা শ্রীগৌররূপে শ্রীভগবানের লীলাবলীতে পরিস্ফুট হইয়াছেন। শ্রীসনাতন শিক্ষায়—"**জীবের**

স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।" এই চিন্ময় কৃষ্ণদাসত্বই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ইত্যাদি অপ্রাকৃত রসের মূল সিদ্ধান্ত। "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর **সব ভৃত্য**। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥" 'একলা পুরুষ কৃষ্ণ নিত্য বৃন্দাবনে। **জীবগণ নারীবৃন্দ রমে কৃষ্ণ সনে**।' এই 'রমে' * শব্দেই বিভিন্ন স্তরে সেবাসুখাস্বাদন বুঝায়। কাজেই শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুই শ্রীগৌরলীলায় এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের মূল আচার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। পরবর্ত্তীকালে শ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথের অনুগত গোস্বামী, আচার্য্য, পণ্ডিত, বিদ্বান্ ও ভজনশীল বৈষ্ণব মহাজনগণ তাহার বিশ্লেষণ করিয়া নানা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

———

'নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
কলিযুগে নাম বিনা গতি নাহি আর ॥'
'কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥'
'কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্ম সার ॥'

---

* রমে—রমণ করে। অলৌকিক, অপ্রাকৃত, চিন্ময়, **অচিন্ত্যসেবাসুখ** লাভ করে। অচিন্ত্য="প্রকৃতিভ্য পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।
অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর লীলাবলী

শ্রীগঙ্গাজল-তুলসী দ্বারা কৃষ্ণের অবতারণার্থ হুঙ্কার

সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য। 'অদ্বৈত আচার্য্য' নাম, সর্ব্বলোকে ধন্য ॥ জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর। কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যে হেন শঙ্কর ॥ ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার। সর্ব্বত্র বাখানে—'কৃষ্ণপদভক্তি সার' ॥ তুলসী মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে। নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা-কুতূহলে * ॥ হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে। যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' বৈকুণ্ঠেতে বাজে ॥ যে-প্রেমের হুঙ্কার শুনিয়া কৃষ্ণ নাথ। ভক্তিবশে আপনে যে হইলা সাক্ষাৎ ॥ অতএব অদ্বৈত—বৈষ্ণবাগ্রগণ্য। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যার ভক্তিযোগ ধন্য ॥ এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়। ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি দুঃখ পায় ॥ সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে। কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণ-ভক্তি কারো নাহি বাসে ॥ বাশুলী পূজয়ে কেবা নানা উপহারে। মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ-পূজা করে ॥ নিরবধি নৃত্য, গীত, বাদ্য, কোলাহল। না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥ কৃষ্ণশূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ। বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ ॥ স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য হৃদয়। জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয় ॥ মোর প্রভু

---

* "তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥"—(হঃ ভঃ বিঃ ১১।১১০ শ্লোকধৃত 'গৌতমীয়তন্ত্র' বাক্য)।

যদি আসি' করে অবতার। তবে হয় এ-সকল জীবের উদ্ধার॥ তবেত' অদ্বৈত সিংহ আমার বড়াই। বৈকুণ্ঠবল্লভ যদি দেখাও হেথাই॥ আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া। নাচিব গাহিব সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া॥ নিরবধি এইমত সঙ্কল্প করিয়া। সেবেন শ্রীকৃষ্ণপদ একচিত্ত হইয়া॥ অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার। সেই প্রভু কহিয়াছেন বার বার॥ সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস। যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস॥ সর্ব্বকাল চারি ভাই * গায় কৃষ্ণনাম। ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান॥ নিগূঢ় অনেক আর বৈসে নদীয়ায়। পূর্ব্বে সবে জন্মিলেন ঈশ্বর আজ্ঞায়॥ শ্রীচন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ। শ্রীমান্, মুরারি, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস॥ * * * * * * * * ॥ সবেই স্বধর্ম্মপর সবেই উদার। কৃষ্ণভক্তি বই কেহ না জানয়ে আর॥ দুই চারি দণ্ড থাকি অদ্বৈত সভায়। কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে সকল দুঃখ যায়॥—(চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৭৯—১০৫ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

অদ্বৈত-পাঠশালায় শ্রীবিশ্বরূপ ও নিমাই

"উষঃকালে বিশ্বরূপ করি' গঙ্গাস্নান। অদ্বৈত সভায় আসি হয় উপস্থান॥ সর্ব্বশাস্ত্রে বাখানেন কৃষ্ণভক্তি সার। শুনিয়া অদ্বৈত সুখে করেন হুঙ্কার॥ পূজা ছাড়ি বিশ্বরূপে ধরি' করে কোলে। আনন্দে বৈষ্ণব সব 'হরিহরি' বোলে॥ বিশ্বরূপ ছাড়ি' কেহ নাহি যায় ঘরে। বিশ্বরূপ না আইসেন আপন মন্দিরে॥ রন্ধন করিয়া শচী বোলে বিশ্বম্ভরে। "তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে॥" মায়ের আদেশে

* চারি ভাই—শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীনিধি।

প্রভু অদ্বৈত সভায়। আইসেন অগ্রজেরে ল'বার ছলায়॥ আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণব মণ্ডল। অন্যোহন্যে করেন কৃষ্ণকথন মঙ্গল॥ আপন প্রস্তাব শুনি শ্রীগৌরসুন্দর। সবারে করেন শুভদৃষ্টি মনোহর॥ প্রতিঅঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা। কোটিচন্দ্র নহে এক নখের উপমা॥ দিগম্বর সর্ব্বঅঙ্গ ধূলায় ধূসর। হাসিয়া অগ্রজ-প্রতি করেন উত্তর॥ 'ভোজনে আইস, ভাই, ডাকয়ে জননী।' অগ্রজ বসন ধরি' চলয়ে আপনি॥ দেখি' সে মোহনরূপ সর্ব্বভক্তগণ। স্থগিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ॥ প্রভু দেখি' ভক্ত-মোহ স্বভাবেই হয়। বিনা অনু ভবেও দাসের চিত্ত লয়॥ ভক্তে সে চিত্ত প্রভু হরে সর্ব্বথায়। বিহরয়ে নবদ্বীপে শ্রীবৈকুণ্ঠ রায়॥ মোহিয়া সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর। অগ্রজে লইয়া চলিলেন নিজ-ঘর॥ মনে মনে চিন্তয়ে অদ্বৈত মহাশয়। প্রাকৃত মানুষ কভু এ-বালক নয়॥ সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রতি বলিলা অদ্বৈত। "কোন্ বস্তু এ-বালক,"—না জানি নিশ্চিত॥ প্রশংসিতে লাগিলেন সর্ব্বভক্তগণ। অপূর্ব্ব শিশুর রূপ লাবণ্য-কথন॥ নাম-মাত্র বিশ্বরূপ চলিলেন ঘরে। পুনঃ আইসেন শীঘ্র অদ্বৈত মন্দিরে॥"

—(চৈঃ ভাঃ আঃ ৭।২৯—৬৭ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে ভক্তগণকে অদ্বৈত প্রভুর আশ্বাস প্রদান

"বিশ্বরূপ সন্ন্যাস শুনিয়া ভক্তগণ। হরিষে বিষাদ সবে ভাবে অনুক্ষণ॥ প্রবোধেন সবারে অদ্বৈত মহাশয়। পাইবা পরমানন্দ সবেই নিশ্চয়॥ এবে বড় বাসোঁ মুঞি হৃদয়ে উল্লাস। হেন বুঝি,—কৃষ্ণচন্দ্র করিলা প্রকাশ॥ সবে **'কৃষ্ণ'** গাও গিয়া পরম হরিষে। এথাই

দেখিবা কৃষ্ণে কথেক দিবসে॥ তোমা সবা লঞা হইবে কৃষ্ণের বিলাস। তবে সে 'অদ্বৈত' হঙ শুদ্ধ কৃষ্ণদাস॥ কদাচিৎ যাহা না পায় শুক বা প্রহ্লাদ। তোমা সবার ভৃত্যেও পাইবে সে প্রসাদ॥ শুনি অদ্বৈতের অতি অমৃত-বচন। পরম আনন্দে 'হরি' বোলে ভক্তগণ॥"

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ৭।৯৫—১০৮ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

অদ্বৈত মন্দিরে শ্রীঈশ্বরপুরীর আগমন

"হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী। আইলেন অতি অলক্ষিত বেশ ধরি॥ কৃষ্ণরসে পরম-বিহ্বল মহাশয়। একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময়॥ তান বেশে তানে কেহ চিনিতে না পারে। দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত-মন্দিরে॥ যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া। সম্মুখে বসিলা বড় সঙ্কুচিত হৈয়া॥ বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবেতে না লুকায়। পুনঃ পুনঃ অদ্বৈত তাহান পানে চায়॥ অদ্বৈত বোলেন,—"বাপ, তুমি কোন জন। বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী তুমি, হেন লয় মন॥" বোলেন ঈশ্বরপুরী, "আমি শূদ্রাধম। দেখিবারে আইলাও তোমার চরণ॥ বুঝিয়া মুকুন্দ এক কৃষ্ণের চরিত। গাইতে লাগিলা অতি প্রেমের সহিত॥ যেইমাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীতে। পড়িলা ঈশ্বরপুরী ঢলি পৃথিবীতে॥ নয়নের জলে অন্ত নাহিক তাহান। পুনঃ পুনঃ বাড়ে প্রেমধারার পয়ান॥ আস্তে ব্যস্তে অদ্বৈতে তুলিলা নিজ কোলে। সিঞ্চিত হইল অঙ্গ নয়নের জলে॥ সম্বরণ নহে প্রেম পুনঃ পুনঃ বাড়ে। সন্তোষে মুকুন্দ উচ্চ করি শ্লোক পড়ে॥ দেখিয়া বৈষ্ণব সব প্রেমের বিকার। অতুল আনন্দ মনে জন্মিল সবার॥ পাছে সবে চিনিলেন

শ্রীঈশ্বরপুরী। প্রেম দেখি সবেই সঙরে 'হরি হরি'॥ এইমত ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপপুরে। অলক্ষিতে বুলেন, চিনিতে কেহ নারে॥"

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১১।৭০—৮৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

ঠাকুর শ্রীহরিদাস-সহ মিলন

"এবে শুন হরিদাস ঠাকুরের কথা। যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবে সর্ব্বথা॥ বূঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস। সে ভাগ্যে সে-সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ॥ কতদিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীরে। আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায় শান্তিপুরে॥ পাইয়া তাহান সঙ্গ আচার্য্য গোসাঞি। হুঙ্কার করেন, আনন্দের অন্ত নাই॥ হরিদাস ঠাকুরো অদ্বৈতদেব সঙ্গে। ভাসেন গোবিন্দরস-সমুদ্র-তরঙ্গে॥ আচার্য্য গোসাঞি হরিদাসেরে পাইয়া। রাখিলেন প্রাণ হৈতে অধিক করিয়া॥"

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১৭—২১, ৩১১)।

শ্রীঅদ্বৈত-মহাপ্রভু মিলন

"পরম-সন্তোষে সবে অদ্বৈতের স্থানে। সবে কহিলেন যত হৈল দরশনে॥ ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল। 'অবতরিয়াছে প্রভু' —জানেন সকল॥ তথাপি অদ্বৈত-তত্ত্ব বুঝন না যায়। সেইক্ষণে প্রকাশিয়া তখনে লুকায়॥ শুনিয়া অদ্বৈত বড় হরিষ হইলা। পরম আবিষ্ট হই' কহিতে লাগিলা॥ "মোর আজিকার কথা শুন, ভাইসব। নিশিতে দেখিলুঁ আমি কিছু অনুভব॥ গীতার পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া। থাকিলাঙ দুঃখ ভাবি' উপাস করিয়া॥ কথোরাত্রে আসি' মোরে বলে একজন। 'উঠহ আচার্য্য! ঝাট করহ ভোজন॥ এই

পাঠ, এই অর্থ কহিলু তোমারে। উঠিয়া ভোজন কর', পূজহ আমারে॥ আর কেন দুঃখ ভাব' পাইলা সকল। যে লাগি সঙ্কল্প কৈলা, সে হৈল সফল॥ যত উপবাস কৈলা, যত আরাধন। যতেক করিলা 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন॥ যা' আনিতে ভুজ তুলি' প্রতিজ্ঞা করিলা। সে প্রভু তোমারে এবে বিদিত হইলা॥ সর্ব্বদেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন। ঘরে ঘরে নগরে নগরে অনুক্ষণ॥ ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ভক্তি আছয়ে যতেক। তোমার প্রসাদে এবে সবে দেখিবেক॥ এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব। ব্রহ্মাদিরো দুর্ল্লভ দেখিবে অনুভব॥ ভোজন করহ তুমি, আমার বিদায়। আর-বার আসিবাঙ ভোজন-বেলায়॥' চক্ষু মেলি, চাহি দেখি,—এই বিশ্বম্ভর। দেখিতে দেখিতে মাত্র হইলা অন্তর॥ কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে। কোন্‌রূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে॥ ইহার অগ্রজ পূর্ব্বে—বিশ্বরূপ নাম। আমার সঙ্গে আসি' গীতা করিত ব্যাখ্যান॥ এই শিশু—পরম-মধুর রূপবান্। ভাইকে ডাকিতে আইসেন মোর স্থান॥ চিত্তবৃত্তি হরে' শিশু সুন্দর দেখিয়া। আশীর্ব্বাদ করি 'ভক্তি হউক' বলিয়া॥ আভিজাত্যে হয় বড়-মানুষের পুত্র। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, তাঁহার দৌহিত্র॥ আপনেও সর্ব্বগুণে পরম পণ্ডিত। ইঁহার কৃষ্ণেতে ভক্তি হইবে উচিত॥ বড়সুখী হইলাম একথা শুনিয়া। আশীর্ব্বাদ কর' সবে 'তথাস্তু' বলিয়া॥ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হউক সবারে। কৃষ্ণনামে মত্ত হউক সকল সংসারে॥ যদি সত্যবস্তু হয়, তবে এইখানে। সবে আসিবেন এই বামনার স্থানে॥ আনন্দে অদ্বৈত করে পরম-হুঙ্কার। সকল বৈষ্ণব করে জয় জয়কার॥ 'হরি হরি' বলি' ডাকে বদন সবার।

উঠিল কীর্ত্তনরূপ কৃষ্ণ-অবতার॥ কেহ বলে,—নিমাই পণ্ডিত ভাল হৈলে। তবে সংকীর্ত্তন করি' মহা কুতুহলে॥ আচার্য্যেরে প্রণতি করিয়া ভক্তগণ। আনন্দে চলিলা করি' হরি-সঙ্কীর্ত্তন॥ প্রভু সঙ্গে যাহার যাহার দেখা হয়। পরম আদর করি' সবে সম্ভাষয়॥ প্রাতঃকালে যবে প্রভু চলে গঙ্গাস্নানে। বৈষ্ণব-সবার সঙ্গে হয় দরশনে॥ শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্করে। প্রীত হৈয়া ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করে॥ "তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে। মুখে 'কৃষ্ণ' বল, 'কৃষ্ণ' শুনহ শ্রবণে॥ কৃষ্ণ ভজিলে সে, বাপ! সব সত্য হয়। কৃষ্ণ না ভজিলে, রূপ-বিদ্যা কিছু নয়॥ কৃষ্ণ সে জগৎ পিতা, কৃষ্ণ সে জীবন। দৃঢ় করি ভজ, বাপ! কৃষ্ণের চরণ॥" আশীর্ব্বাদ শুনিয়া প্রভুর বড় সুখ। সবারে চাহেন প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ॥ "তোমরা সে কহ সত্য, করি আশীর্ব্বাদ। তোমরা বা কেনে আন করিবা প্রসাদ? তোমরা সে পার' কৃষ্ণ ভজন দিবারে। দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥ তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্ণুধর্ম্ম। তেঞি বুঝি,—আমার উত্তম আছে কর্ম্ম॥ তোমা' সবা' সেবিলে সে কৃষ্ণ ভক্তি পাই।" এত বলি' কারো পা'য়ে ধরে সেই ঠাঁই॥ নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে। ধুতিবস্ত্র তুলি' কারো দেনত' আপনে॥ কুশ গঙ্গা-মৃত্তিকা কাহারো দেন করে। সাজি বহি কোন দিন চলে কারো ঘরে॥ সকল বৈষ্ণবগণ 'হায় হায়' করে। 'কি কর, কি কর?' তবু করে' বিশ্বম্ভরে॥ এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর। আপন দাসের হয় আপনে কিঙ্কর॥ কোন্ কর্ম্ম সেবকের প্রভু নাহি করে? সেবকের লাগি নিজ-ধর্ম্ম পরিহরে॥ "সকল সুহৃৎ কৃষ্ণ" সর্ব্বশাস্ত্রে

কহে। এতেকে কৃষ্ণের কেহ দ্বেষ্যোপেক্ষ্য নহে॥ তাহো পরিহরে' কৃষ্ণ ভক্তের কারণে। তার সাক্ষী দুর্য্যোধন-বংশের মারণে॥ কৃষ্ণের করয়ে সেবা—ভক্তের স্বভাব। ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সকল অনুভাব॥ কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিরসে। তার সাক্ষী সত্যভামা-দ্বারকা নিবাসে॥ সেই প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর বিশ্বম্ভর। গূঢ়রূপে আছে নবদ্বীপের ভিতর॥ চিনিতে না পারে কেহ প্রভু আপনার। যা' সবার লাগিয়া হইলা অবতার॥ কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ। সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস॥ সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে। বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥—শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২।৪—৫৬ পয়ার॥

এইমতে আছে প্রভু বিশ্বম্ভর রায়। কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়? একদিন প্রভু গদাধর করি সঙ্গে। অদ্বৈতে দেখিতে প্রভু-চলিলেন রঙ্গে॥ অদ্বৈত দেখিলা গিয়া প্রভু দুইজন। বসিয়া করেন জল-তুলসী সেবন॥ দুইভুজ আস্ফালিয়া বলে 'হরিহরি'। ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে আপনা পাসরি॥ মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার। ক্রোধ দেখি,—যেন মহারুদ্র অবতার॥ অদ্বৈতে দেখিবা-মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর। পড়িলা মুর্চ্ছিত হই' পৃথিবী-উপর॥ ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল। 'এই মোর প্রাণনাথ' জানিলা সকল॥ 'কতি যাবে চোরা আজি?'—ভাবে মনে মনে। "এতদিন চুরি করি বুল এইখানে!! অদ্বৈতের ঠাঁই তোর না লাগে চোরাই। চোরের উপরে চুরি করিব এথাই!" চুরির সময় এবে বুঝিয়া আপনে। সর্ব্বপূজা-সজ্জ লই' নামিলা তখনে। পাদ্যঅর্ঘ্য আচমনীয় লই' সেই ঠাঞি। **চৈতন্য-চরণ পূজে আচার্য্য-গোসাঞি॥**

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চরণ উপরে। পুনঃ পুনঃ এই শ্লোক পড়ি নমস্করে॥

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

—(বিষ্ণুপুরাণ **১ম** অং ১৯শ অঃ ৬৫ শ্লোক)।

পুনঃ পুনঃ শ্লোক পড়ি পড়য়ে চরণে। চিনিয়া আপন প্রভু করয়ে ক্রন্দনে॥ পাখালিলা দুইপদ নয়নের জলে। যোড়হস্ত করি' দাণ্ডাইলা পদতলে॥ হাসি' বলে গদাধর জিহ্বা কামড়াই। "বালকেরে, গোসাঞি! এমত না যুয়ায়॥" হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে। "গদাধর! বালকে জানিবা কথোদিনে॥" চিত্তে বড় বিস্মিত হইলা গদাধর। হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর॥ কতক্ষণে বিশ্বম্ভর প্রকাশিয়া বাহ্য। দেখেন আবেশময় অদ্বৈত আচার্য্য॥ আপনারে লুকায়েন প্রভু বিশ্বম্ভর। অদ্বৈতেরে স্তুতি করে' যুড়ি' দুই কর॥ নমস্কার করি' তান পদধূলি লয়। আপনার দেহ প্রভু তাঁরে নিবেদয়। "অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়! তোমার সে আমি, হেন জানিহ নিশ্চয়॥ ধন্য হইলাঙ আমি দেখিয়া তোমারে। তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম-স্ফুরে॥ তুমি সে করিতে পার ভববন্ধ নাশ। তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বদা প্রকাশ॥" নিজভক্তে বাড়াইতে ঠাকুর সে জানে। যেন করে' ভক্ত, তেন করেন আপনে॥ মনে বলে অদ্বৈত "কি কর ভারিভুরি। চোরের উপরে আগে করিয়াছি চুরি॥" হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর। 'সবা' হৈতে তুমি মোর বড় বিশ্বম্ভর॥ কৃষ্ণকথা কৌতুকে থাকিব এই ঠাঁই। নিরন্তর তোমা' যেন দেখিবারে পাই॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের ইচ্ছা—

তোমারে দেখিতে। তোমার সহিত কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে॥ অদ্বৈতের বাক্য শুনি প্রভু পরম হরিষে। স্বীকার করিয়া চলিলেন নিজবাসে॥ জানিলা অদ্বৈত,—হৈল প্রভুর প্রকাশ। পরীক্ষিতে চলিলেন শান্তিপুর বাস॥ "সত্য যদি প্রভু হয়, মুই হঙ দাস। তবে মোরে বাঁধিয়া আনিবে নিজপাশ॥" অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবার শক্তি কার? যাঁর শক্তি কারণে চৈতন্য-অবতার॥—(চৈঃ ভাঃ মঃ ২।১২৫—১৫৭ পয়ার)। সহৃদয় পাঠকগণ নিম্নলিখিত প্রমাণানুযায়ী মূল গ্রন্থ দেখিবেন।

প্রভুর পরীক্ষা জন্য অদ্বৈতের শান্তিপুরে গমন ও রামাই দ্বারা পুনরায় নবদ্বীপে আনয়নাদি (চৈঃ ভাঃ ম।২।১৫৫, ৬।৮—১৭৫); গৌরানুগত্যে অদ্বৈত-সেবা (ঐ মধ্য ১০।১৪৭, ১৫১—১৫৫); মহাপ্রভু সমীপে গীতা শিক্ষা (ঐ ম।১০।১৬৬); পতিতের জন্য কৃপা প্রার্থনা (ঐ ১০।-১৬৯)। প্রভুর মন্দিরে জগাই-মাধাই উদ্ধার প্রসঙ্গে (ঐ ম।১৩।২৩৮, ২৫৭, ৩০০—৩০৫, ৩৩৫); নিত্যানন্দসহ প্রেমকন্দল (ঐ ম।১৩-৩৪১—৩৬০)। মহাপ্রভুর ভাবাবেশকালে অদ্বৈত-কর্ত্তৃক তদীয় সেবা-পূজাদি (ঐ মধ্য ১৬।৪৫—৫১); প্রভুর মূর্চ্ছায় অদ্বৈত কর্ত্তৃক তৎপদধূলি-গ্রহণে মহাপ্রভুর ক্রোধাদি (ঐ মধ্য ১৬।৫২—৯৩); মহাপ্রভুকৃত স্ববিষয়ক ভক্তিদর্শনে অদ্বৈতের দুঃখ ও শান্তিপুরে গিয়া যোগবাশিষ্ট-ব্যাখ্যাদি (ঐ ম।১৯।১৩—১৬০); অদ্বৈতের চরণধূলি গ্রহণে শচীমাতার অপরাধ খণ্ডনাদি (ঐ ম।২২।৩৫—১২৫); অদ্বৈতের বিশ্বরূপ দর্শন (ঐ ম।২৪।৪০—৭৬); মহাপ্রভুর সন্ন্যাসে অদ্বৈতের দুঃখাদি (ঐ অন্ত্য ১।৩৬—৪৬); মাধবেন্দ্র আরাধনা তিথি-প্রসঙ্গ (ঐ অন্ত্য ৪।৪৪১—৫১৫); ভক্তগোষ্ঠীসহ অদ্বৈতের নীলাচলে

গমনাদি (ঐ অন্ত্য ৮।৩—৮৬); মহাপ্রভুর ভিক্ষার্থে স্বহস্তে রন্ধনাদি (ঐ অন্ত্য ৯।১২—৮৮); অদ্বৈত সিংহের চৈতন্য-সংকীর্ত্তন (ঐ অন্ত্য ৯।১৬৪—১৮৪)। শ্রীঅদ্বৈতদ্বারা শ্রীরূপ-সনাতনের প্রেমপ্রদান (ঐ ৯।২৫৬—২৮৪); অদ্বৈত তত্ত্ববিষয়ে শ্রীবাসের প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ক্রোধাদি (ঐ. অন্ত্য ৯।২৯০—৩০৫) স্বপুত্র গোপালের মূর্চ্ছায় নৃসিংহ-মন্ত্র পাঠাদি (চৈ চ আ।১২।২৩). কমলাকান্তের প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাদণ্ডে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কর্ত্তৃক সান্ত্বনাপ্রাদন বিষয়ে সবিশেষ বিবরণ, —(চৈ চঃ আ।১২।৩৮—৪৩)। গুণ্ডিচা মার্জ্জনের পরে জলকেলি লীলা, —(চৈ চঃ ম।১৪।৮৮—৯২)। শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্রদান প্রসঙ্গ, —(চৈ চঃ অ।৩।২১৩—২২০)। জগদানন্দের দ্বারা তর্জ্জা প্রেরণ বিষয়ে, —(চৈ চঃ অ।১৯।১৬—২১)। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর দ্বিতীয়বার জ্ঞানবাদ-প্রচারে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দুঃখ ও তৎকারণ নির্দ্দেশ (প্রে বি ১)। অদ্বৈতের বিজয়পুরী সহ মিলন এবং কুঞ্জ হইতে শ্রীমদনমোহন প্রাপ্তি ও সেবাদি, হরিদাসের শ্রাদ্ধপাত্রভোজনে শান্তিপুরে সামাজিক দলাদলি, ব্রাহ্মণ-সমাজে অদ্বৈতের বর্জ্জন, হরিদাসের প্রভাব প্রদর্শনাদি (প্রে বি ২৪)। ১২৫ বৎসর বয়সকালে অপ্রকটলীলা। **শেষ উপদেশ— 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ আর ধর্ম্ম। যথাসাধ্য প্রচারিবা এই মোর মর্ম্ম॥'**—(অদ্বৈত প্রকাশ ২২)।

শ্রীসার্ব্বভৌমকৃত—(১) অদ্বৈত দ্বাদশ নাম স্তোত্র, (২) শ্রীঅদ্বৈতাষ্টকম্, (৩) শ্রীঅদ্বৈতাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্। শ্রীল অদ্বৈতকৃত—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রত্যঙ্গ বর্ণন স্তোত্রই প্রসিদ্ধ। শ্রীঅদ্বৈতের ধ্যান, মন্ত্র ও গায়ত্রী প্রভৃতি—শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামির পদ্ধতিতে (৫১, ৫৮—৬০, ৭২) দ্রষ্টব্য।

———

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাষ্টকং

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ

গঙ্গাতীরে তৎপয়োভিস্তুলস্যাঃ,
পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ প্রেমহুঙ্কার-ঘোষৈঃ।
প্রাকট্যার্থং গৌরমারাধয়দ্ যঃ,
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

যদ্ধুঙ্কারৈঃ প্রেমসিন্ধোর্বিকারৈ-
রাকৃষ্টঃ সন্ গৌরো গোলোকনাথঃ ॥
আবির্ভূতঃ শ্রীনবদ্বীপমধ্যে,
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ২ ॥

ব্রহ্মাদীনাং দুর্লভ-প্রেমপূরৈ-
রাদীনং যঃ প্লাবয়ামাস লোকম্।
আবির্ভাব্য শ্রীল-চৈতন্যচন্দ্রং,
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৩ ॥

শ্রীচৈতন্যঃ সর্ব্বশক্তি-প্রপূর্ণো,
যস্যৈবাজ্ঞামাত্রতোঽন্তর্দ্দধেঽপি।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং যস্য কারুণ্য-কৃত্যং,
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৪ ॥

সৃষ্টিস্থিত্যন্তং বিধাতুং প্রবৃত্তাঃ,
যস্যাংশাংশাঃ ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশ্বরাখ্যাঃ।
যেনাভিন্নং তং মহাবিষ্ণু-রূপং,
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৫ ॥

কস্মিংশ্চিদ্ যঃ শ্রূয়তে চাশ্রয়ত্বাৎ,
শম্ভোরিত্থং শাম্ভবন্নামধাম।
সর্ব্বারাধ্যং ভক্তিমাত্রৈক-সাধ্যং,
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥

সীতানাম্নী প্রেয়সী প্রেমপূর্ণা,
পুত্রো যস্যাপ্যচ্যুতানন্দ-নামা।
শ্রীচৈতন্য-প্রেমপূর-প্রপূর্ণঃ,
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৭ ॥

নিত্যানন্দাদ্বৈততোঽদ্বৈত-নামা,
ভক্ত্যাখ্যানাদ্ যঃ সদাচার্য্য-নামা।
শশ্বচ্চেতঃ-সঞ্চরদ্-গৌরধামা,
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

প্রাতঃ প্রীতঃ প্রত্যহং সংপঠেদ্ যঃ,
সীতানাথস্যাষ্টকং শুদ্ধবুদ্ধিঃ।
সোঽয়ং সম্যক্ তস্য পদারবিন্দে,
বিন্দন্ ভক্তিং তৎপ্রিয়ত্বং প্রযাতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীল-সার্ব্বভৌম-বিরচিতং
শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

অদ্বৈতবেদান্তাচার্য্য

শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীপাদ

(সংক্ষিপ্ত জীবনী)

শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী ঠিক কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—ইহা নিঃসন্দেহে বলা সম্ভব নয়। কারণ, তাঁহার কোন ঠিকুজী বা কোষ্ঠী অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই, অথবা তিনিও তাঁহার লিখিত কোন গ্রন্থে নিজের পরিচয় বা রচনার সন তারিখ উল্লেখ করেন নাই। তবে তিনি অন্যূন চারি শত (৪০০) বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের এক কোণে, বঙ্গদেশের অপরিচিত প্রান্তে, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ও তৎকালীন বাখরগঞ্জ জেলার বাকলা চন্দ্রদ্বীপ সমাজের অন্তর্ভুক্ত কোটালীপাড়া পরগণার ঊনবিংশতি বা উনশীয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পুরন্দরাচার্য্য ছিল। তিনি ঐ গ্রামের সদাচার সম্পন্ন তপস্যাপরায়ণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুপণ্ডিত বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার মাতার ঠিক্ কি নাম ছিল, তাহা জানা যায় না * ।

আবির্ভাব-কাল-বিচার

যাঁহার আবির্ভাব কালের নিঃসন্দিগ্ধ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, ঐতিহাসিকগণ তাঁহার কাল নির্ণয়ে সাধারণতঃ তিনটি উপায়ের সাহায্য

* শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদের জন্মস্থান বঙ্গদেশে ছিল কি না, এ সম্বন্ধে মত - ভেদ দেখা যায়। আবির্ভাব কালসম্বন্ধেও মতভেদ পাওয়া যায়।

গ্রহণ করেন। ১ম তাঁহার পূর্ব্বাপর পণ্ডিতগণের রচিত গ্রন্থ। ২য় স্বীয় শিষ্য ও প্রশিষ্য। ৩য় সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিসমূহ।

১। ন্যায়ামৃতকার মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যাসাচার্য্য এবং শঙ্কর মিশ্র, যিনি শ্রীহর্ষরচিত 'খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য' ও 'কণাদসূত্রের' টীকাকার —ইঁহারা উভয়েই মধুসূদন সরস্বতীর পূর্ব্ববর্ত্তী এবং 'মুক্তাবলীকার' ও 'গৌতমসূত্রে'র বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁহার পরবর্ত্তী। শঙ্কর মিশ্রের রচিত 'ভেদরত্নের' রচনাকাল ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ এবং বিশ্বনাথের 'গৌতমসূত্র বৃত্তির' রচনাকাল ১৫৫৬ শকাব্দ বা ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দ।

২। মধুসূদনের শিষ্য বলভদ্র অদ্বৈত-সিদ্ধির 'সিদ্ধিব্যাখ্যা' নামক টীকা এবং তাঁহার প্রশিষ্যস্থানীয় ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী ঐ গ্রন্থেরই 'লঘুচন্দ্রিকা' নামক টীকা রচনা করেন।

৩। নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ মধুসূদনের কিছু আগে পরে বা সমসাময়িক হইবেন—১। ব্যাসরাজ বা পূর্ব্বোক্ত ব্যাসাচার্য্য। ২। নারায়ণ ভট্ট। ৩। উপেন্দ্র সরস্বতী। ৪। নৃসিংহাশ্রম। ৫। মথুরানাথ তর্কবাগীশ। ৬। জগদীশ তর্কালঙ্কার। ৭। গদাধর ভট্টাচার্য্য। ৮। চন্দ্রদ্বীপের রাজা জগদানন্দ রায়। ৯। মহারাজ প্রতাপাদিত্য। ১০। সম্রাট আকবর শাহ। ১১। শ্রীতুলসী দাস। ১২। অপ্পয় দীক্ষিত। ১৩। বিক্রমপুরের রাজা চাঁদ রায়, কেদার রায়। ১৪। উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব।

ইহা ছাড়া মধুসূদনের লিখিত 'সিদ্ধান্তবিন্দু'র একখানি অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থ অবলম্বনে বিচার করিলে দেখা যায় যে,—

উহার রচনাকাল ১৫৩৯ শকাব্দ বা ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ। ঐ গ্রন্থ যে তাঁহার পরিণত বয়সে লেখা—ইহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বাপর পণ্ডিতগণের ও শিষ্যপ্রশিষ্যগণের লিখিত গ্রন্থাদির নির্ণীত কাল এবং পূর্ব্বোক্ত সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের ঐতিহাসিক কাল এবং তদনুকূল যুক্তি তর্ক সমূহের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক-গণ নিরূপণ করিয়াছেন যে, ১৫২৫ খৃঃ হইতে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীমধুসূদন সরস্বতী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যোগি সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও প্রবাদ আছে, মধুসূদন সরস্বতী যখন হরিদ্বারে দেহরক্ষা করেন, তখন তাঁহার বয়স ১০৭ বৎসর হইয়াছিল। স্নুতরাং ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম হইলে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের ১৬৩২ খৃঃ, আর ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে জন্ম হইলে অন্তর্দ্ধান কাল ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দ। শ্রীমধুসূদনের আবির্ভাব কালের বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। এ বিষয়ে যাঁহাদের বিস্তৃত ভাবে জানিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহাদিগকে সীতানাথ বাচস্পতির লিখিত 'কাশ্যপ-বংশ ভাস্কর' এবং মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-বেদান্ততীর্থ-কৃত অনুবাদ সহ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত 'অদ্বৈতসিদ্ধির' ভূমিকা দেখিতে অনুরোধ করি।

শৈশবকাল

শৈশব কাল হইতেই মধুসূদনের অলৌকিক প্রতিভা ও পবিত্র চরিত্র দেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার পিতা পুরন্দরাচার্য্য যথা সময়েই তাঁহার উপনয়ন সংস্কার করাইয়াছিলেন। উপনয়নের পর তিনি পিতার নিকটেই ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতৃভক্তি, বিনয়, সৌজন্য, অলৌকিক প্রতিভা গুরুপিতারও

বিস্ময় উৎপাদন করিল। কশ্যপ মুনির বংশবর্ণনা প্রসঙ্গে ভবিষ্যপুরাণে মধুসূদনের আবির্ভাব সম্বন্ধে আছে,—

> যদ্‌গোত্রে ভবিতা কথা স্নুকবিতা বিদ্যানবদ্য সদা
> সৌব্রহ্মণ্যমগণ্যপুণ্যসহিতং বদ্ধেব বাগ্‌দেবতা।
> কিং বান্যৎ কথয়ামি যত্র ভবিতুং কৃষ্ণোঽপি ধন্যঃ স্বয়ম্
> শ্যামঃ শ্রীমধুসূদনো যতিরহো ভূমৌ ভবিষ্যাম্যহম্॥ ১॥
> তাপস্যেন বশীচকার চিরান্নারায়ণং কেশবঃ
> শ্রীনারায়ণ ইত্যুবাচ তমৃষিং হে কশ্যপ! শ্রূয়তাম্।
> পুত্রস্তে ভবিতাস্মি বামন ইতি ত্রেতাযুগে দ্বাপরে
> শ্রীকৃষ্ণো বস্নুদেবস্নুতঃ কুলভবাত্ত্বৎকশ্যপস্য ক্ষিতৌ॥ ২।
> পূতা কাশ্যপিকা কুলঞ্চ সকলং যজ্জন্মমাত্রাদভূৎ
> শ্রীলঃ শ্রীমধুসূদনঃ কলিযুগে স্বাচার্য্যপৌরন্দরিঃ।
> এষা কাশ্যপিকৈব ভূমিরভবৎ তত্রাপি কিঞ্চিৎ স্থলং
> তদ্‌গোত্রপ্রভবায় যে দদতি ন ক্ষৌণীভুজঃ পামরাঃ॥৩।

অর্থ—যে গোত্রে উৎপন্ন পুরুষগণের স্বাভাবিক কথাই স্নুকবিতা হইবে, সর্ব্বদা অনিন্দনীয় বিদ্যা ও অসংখ্য পুণ্যসহিত স্নুব্রাহ্মণত্ব যাঁহাদের স্বাভাবিক হইবে, এবং বাগীশ্বরী-যাঁহাদের বশীভূতা থাকিবেন; অধিক আর কি বলিব, যে গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণও ধন্য হইয়াছেন, আমি সেই বংশে শ্যামবর্ণ যতিবর মধুসূদন রূপে অবতীর্ণ হইব; ১। কশ্যপ ঋষি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া নারায়ণকে বশীভূত করিয়াছিলেন, সেই নারায়ণ কশ্যপ ঋষিকে বলিলেন—হে কশ্যপ! শ্রবণ কর, আমি ত্রেতা-যুগে বামনরূপে, দ্বাপরযুগে তোমার কুলোদ্ভব বস্নুদেবের তনয়রূপে

জন্মগ্রহণ করিব।২। যাঁহার জন্মমাত্র কশ্যপতনয়া পৃথিবী এবং কাশ্যপ-বংশ পবিত্র হইবে, আমি কলিযুগে পুরন্দরাচার্য্যের পুত্ররূপে মধুসূদন নামে তোমার বংশে আবির্ভূত হইব। এই সমগ্র মহীমণ্ডলেরই অধিপতি কশ্যপ মুনি; সুতরাং যে নরপতিগণ এই গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণকে সেই মহীমণ্ডলের একটু স্থানও দান না করেন, তাঁহারা নিতান্তই পামরতুল্য।৩।

ভবিষ্যপুরাণের এই শ্লোকগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মধুসূদন সরস্বতী সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার ছিলেন। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও ভবিষ্যপুরাণকে ব্যাসদেব রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না এবং তাহার অনুকূল অনেক প্রমাণও প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ভাগবতাদি কোন পুরাণেই এবং মহাভারতেও কলিযুগে বুদ্ধের পরে কল্কির মধ্যে বিষ্ণুর কোন অবতারের কথা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত নাই। অথচ এখানে যেরূপ স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, তাহাতে ইহা ব্যাসরচিত কি না—এবিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। অধিকন্তু এখানে ক্ষত্রিয় বসুদেবকে কশ্যপ বংশোদ্ভূত বলা হইয়াছে—ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি উভয় বিরুদ্ধ। সুতরাং এই বচনগুলির প্রামাণ্য-সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

তথাপি মধুসূদন সরস্বতীপাদ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার না হইলেও তিনি যে তাঁহার বিভূতি ছিলেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। 'যদ্‌যদ্‌ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ-সম্ভবম্।' গীতা ১০।৪১—এই বচন অনুসারে উচ্চকোটির জ্ঞানী, ভক্ত, যোগি মাত্রকেই ভগবদ্‌বিভূতি বলা চলে এজন্য প্রহ্লাদাদিকেও বিভূতি বলা হইয়াছে। শাস্ত্র, ধর্ম্ম, ও দেবতাগণের অনুকূল ভগবচ্ছক্তিবিশিষ্ট

জীব বিশেষকেই বিভূতি বলে। বিভূতি কখনই ভগবান্ বা ভগবানের অবতার রূপে আখ্যাত হইতে পারে না। যেমন ভূতাবিষ্ট অবস্থায় পুরুষ বা নারীর নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলেও কেহ তাহাকে ভূত বলে না, সেইরূপ কোন জীবও শ্রীভগবানের জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হইয়া কোন মহৎ কর্ম্ম সাধন করিলেও তাহাকে ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার বলা চলিবে না, মহাপুরুষ বা বিভূতিই বলিতে হইবে। কেহ কেহ বিভূতিকে শ্রীভগবানের আবেশাবতার রূপেও ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু আবেশাবতার হইলেও তিনি জীব-বিশেষই, ঈশ্বর নহেন; যেমন ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি মানুষই, ভূত নহে। সুতরাং মধুসূদন সরস্বতীকে ভগবদ্‌বিভূতিরূপে মানিতে বাধা নাই।

বিদ্যা অভ্যাস

মধুসূদন তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাবলে ১২।১৩ বৎসর বয়সেই কাব্য-ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে পারদর্শী হইলে তাঁহার পিতা পুরন্দরাচার্য্য তাঁহাকে নবদ্বীপধামে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রেরণ করিলেন এবং মধুসূদনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের আশায় পরম উৎসাহে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তখন নবদ্বীপে মথুরানাথ তর্কবাগীশ, হরিরাম তর্কবাগীশ প্রভৃতি নৈয়ায়িক-শিরোমণিগণ অধ্যাপনায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। মধুসূদন, মথুরানাথ তর্কবাগীশের উপদেশে হরিরাম তর্কবাগীশের নিকট সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অল্পকয়েক বৎসরেই আয়ত্ত করিলেন। তাঁহার নবদ্বীপে আগমনের কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাদবানন্দও নবদ্বীপে একই উদ্দেশে আগমন করিলেন এবং উভয়েই ন্যায়শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন মধুসূদনের বয়স আনুমানিক ২০ বৎসর হইবে।

মধুসূদনের তীব্র বৈরাগ্য ও কাশীধাম যাত্রা।

এই সময় কোটালীপাড়া বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের রাজা জগদানন্দ রায়ের অধীন ছিল। মধুসূদনের পিতাকে রাজসমীপে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া করস্বরূপ কয়েক শত বা সহস্র আম্র দিতে হইত। সেই বৎসর বৃদ্ধ পিতার সহিত যুবক মধুসূদনও কর দিতে রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য ছিল,—রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া যাহাতে কর দিতে বৃদ্ধ পিতাকে রাজসমীপে আগমন করিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা। কিন্তু দুর্ম্মতি-বশতঃ অথবা শ্রীভগবানের ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া রাজা জগদানন্দ মধুসূদনের রচিত ৫৪টী শ্লিষ্ট শ্লোক শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেও 'স্বয়ং আসিয়া আম্রকর দিতে হইবে' তাঁহার এই পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন করিলেন না। মধুসূদনের চিত্ত অত্যন্ত ক্ষুভিত হইল। তিনি এই অপমান জনিত দুঃখ ও ক্রোধে অধীর হইয়া রাজসমীপে প্রতিজ্ঞা করিলেন—"আর কখনও মনুষ্য রাজার উপাসনা করিব না; যদি এইরূপ স্তুতি শ্রীভগবানকে করিতাম, তবে তিনি অবশ্যই কৃপা করিতেন।" এই বলিয়া মধুসূদন ক্ষুভিত চিত্তে পিতার সহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তীব্র বৈরাগ্যবশতঃ অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ করতঃ কাশীধামে যাত্রা করিলেন। ভবিষ্যতে সন্ন্যাসী হইবেন এইরূপ সঙ্কল্প পূর্ব্বে না থাকিলেও রাজ আচরণে আকস্মিক তীব্র বৈরাগ্যের উদয়ে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি গীতার নিম্নোক্ত বচনের যথার্থ্যই প্রতি-পাদন করিলেন—"পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥" গীঃ ৬।৪৪

অর্থ—যোগভ্রষ্ট পুরুষ পূর্ব্ব সুকৃতিবশতঃ যোগী ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াও পূর্ব্বাভ্যাসের দার্ঢ্যবশতঃ অবশ হইয়াই সংসার হইতে অপহৃত হন এবং পুনরায় যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া বেদমার্গকেও অতি-ক্রম করেন অর্থাৎ তুরীয়াতীত অবস্থায় উপনীত হন।

কাশীধামে বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও সন্ন্যাস গ্রহণ।

পদব্রজে কাশীযাত্রার পথে মধুসূদন এক উত্তাল তরঙ্গময়ী-গভীর-তোয়া নদীর সম্মুখীন হইয়া পার হইবার জন্য চিন্তান্বিত হইলেন এবং পাথেয় না থাকায় অনন্যোপায় হইয়া গঙ্গাদেবীর শরণাপন্ন হইলেন। গঙ্গাদেবী তাঁহার আরাধনায় ও স্তবে তুষ্টা হইয়া ধীবর কন্যার বেশে মধুসূদনকে পার করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। মধুসূদন তাঁহার অলৌকিক রূপ ও লাবণ্য দর্শনে গঙ্গাদেবী স্বয়ং আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন এবং ভবসাগর পার করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। গঙ্গাদেবী প্রীতা হইয়া তাঁহার অভীষ্ট বর প্রদান করতঃ বলিলেন—'আজ হইতে এই নদীর নাম মধুমতী নদী হইবে।' মধুসূদন দেবীর নিকট পুনরায় প্রার্থনা করিলেন—"এই নদীতে আমার বংশের কাহারও যেন জলমগ্ন হইয়া মৃত্যু না হয়।" দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। সেই সময় হইতে ঐ নদী মধুমতী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল এবং আজ পর্য্যন্ত মধুসূদনের বংশের কেহই ঝটিকাপ্রবাহে বিপন্ন হইয়াও ঐ নদীতে জলমগ্ন হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে নাই।

নদী পার হইয়া কাশী বিশ্বনাথকে স্মরণ করিতে করিতে পদব্রজে মাসাধিককালে মধুসূদন কাশীধামে উপনীত হইলেন। কাশীধাম তখন

বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী নানা সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের লীলাক্ষেত্র ছিল এবং তখন কেহ কাশীর পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাজিত করিতে পারিলেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন। ঐ সময়ে, রামতীর্থ, উপেন্দ্র সরস্বতী, মাধব সরস্বতী, নারায়ণ ভট্ট, নৃসিংহাশ্রম, অপ্পয়দীক্ষিত, জগন্নাথ আশ্রম, বিশ্বেশ্বর সরস্বতী প্রভৃতি মহামান্য গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণ কাশীধামকে অলঙ্কৃত করিয়াই যেন বিরাজমান ছিলেন। মধুসূদন পণ্ডিত প্রকাণ্ড যতিবর মাধব সরস্বতীকেই বিদ্যাগুরুরূপে বরণ করতঃ তাঁহার নিকট সমগ্র বেদান্তশাস্ত্র এবং মীমাংসাশাস্ত্র পারদর্শী নারায়ণ ভট্টের নিকট মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। অধ্যয়নান্তে তিনি দণ্ডধারী বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর গুরু রাম সরস্বতী তাঁহার পরম গুরু ছিলেন।

কেহ কেহ পণ্ডিতপ্রবর যতিবর রামতীর্থকেই মধুসূদনের বিদ্যাগুরুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য,—বেদান্তসার, সংক্ষেপশারীরক, উপদেশ সাহস্রী, পঞ্চীকরণ প্রভৃতি বেদান্ত গ্রন্থের টীকাকার রামতীর্থ তৎকালে পাণ্ডিত্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাম সরস্বতী বা মাধব সরস্বতী প্রভৃতির সেরূপ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং রামতীর্থ ই মধুসূদনের বিদ্যাগুরু হইবেন।

কিন্তু তাঁহাদের এই মত সমীচীন মনে হয় না, কারণ—'অদ্বৈতসিদ্ধি'র মঙ্গলাচরণের 'শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানামৈক্যেন সাক্ষাৎকৃতমাধবানাম্।' এই শ্লোকে স্পষ্টই রাম সরস্বতী, বিশ্বেশ্বর সরস্বতী ও মাধব সরস্বতীকেই নিজের গুরুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং মধুসূদনের

প্রশিষ্যস্থানীয় লঘুচন্দ্রিকাকার গৌড় ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার টীকায় রামসরস্বতীকে তাঁহার পরমগুরু, বিশ্বেশ্বর সরস্বতীকে দীক্ষাগুরু এবং মাধব সরস্বতীকে বিদ্যাগুরুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মধুসূদনের সাক্ষাৎ শিষ্য বা প্রশিষ্যের পক্ষে তাঁহার গুরুপরম্পরার যথার্থ জ্ঞান থাকা যেমন সম্ভব, বহু শত বৎসর পরবর্ত্তী আমাদের পক্ষে তাহা জানা তেমন সম্ভব নয়। এজন্য ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর টীকানুসারেই গুরুপরম্পরা নির্ণয় করা উচিত। কতকগুলি টীকা লিখিলেই তিনি প্রকাণ্ড পণ্ডিত হইবেন এবং যাঁহার কৃত কোন টীকা পাওয়া যায় না, তাঁহাকে আর প্রকাণ্ড পণ্ডিত মনে করা যাইবে না—এইরূপ নিশ্চয় করা সমীচীন নয়। প্রাক্তন পণ্ডিতগণ শুধু নামের জন্যই টীকা লিখিতেন না; বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিলেই তাঁহারা টীকা লিখিতেন। নতুবা লিখিতেন না। সুতরাং টীকাগ্রন্থ না থাকায় মাধব সরস্বতী বা রাম সরস্বতী রামতীর্থ হইতে পাণ্ডিত্যে ন্যূন ছিলেন—ইহা মনে করিবার কোন হেতু নাই।

আর একটী প্রসিদ্ধ প্রবাদ সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা উচিত মনে হইতেছে। প্রবাদটী এইরূপ, মধুসূদন শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট ভক্তিমার্গে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য কাশী আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন কাশী আসেন, তখন শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবনধামে চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই। তিনি এই পথেই ফিরিয়া আসিবেন মনে করিয়া মধুসূদন কাশীতেই তাঁহার অপেক্ষা করিতে থাকেন। সেই অবস্থায় মাধব সরস্বতীর নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে অদ্বৈতসম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত

হন। তিনি যখন নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। তখনও মহাপ্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যেই গিয়াছিলেন—ইহাও অপর প্রবাদ।

এই প্রবাদদ্বয়েরই মূলে কোন প্রামাণিক ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম প্রকটলীলা ১৪০৭ শকাব্দা ফাল্গুনীপূর্ণিমায়—১৪৮৫ খৃঃ এবং অপ্রকটলীলা ১৪৫৫ শকাব্দায় ১৫৩৩ খৃঃ। তিনি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর; সেই বৎসরেই তিনি কাশীধাম হইয়া বৃন্দাবন দর্শনে গিয়াছিলেন। অর্থাৎ ১৫০৯ (১৪৮৫+২৪) খৃষ্টাব্দে তিনি কাশী গিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি নবদ্বীপেও ১৫০৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই ছিলেন না। পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি মধুসূদন সরস্বতীর জন্ম ১৫২৫ হইতে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। অতএব দেখা যাইতেছে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে ছিলেন এবং যখন কাশী গিয়াছিলেন; তখন মধুসূদন সরস্বতীর জন্মই হয় নাই; উহারও ১৬ হইতে ২১ বৎসর পরে তাঁহার জন্ম। মধুসূদন যখন নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স অন্ততঃ ১২।১৩ বৎসর অর্থাৎ ১৫৩৭ (১৫২৫+১২) অথবা ১৫৪২ (১৫৩০+১২) খৃঃ এবং যখন তিনি কাশী আসেন, তখন তাঁহার বয়স অন্ততঃ ২০ বৎসর অর্থাৎ ১৫৪৫ অথবা ১৫৫০ খৃঃ। এই উভয় কালের পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটলীলা হইয়াছে। সুতরাং উক্তপ্রবাদদ্বয় যে একেবারেই ভিত্তিহীন,—ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে তিনি অদ্বৈতবাদ হইতে পরে ভক্তিমার্গে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মে যে আকৃষ্ট হন, ইহা সত্য বলা যাইতে পারে *।

*শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ রচিত—'অদ্বৈত সাম্রাজ্য পথাধিরূঢ়াঃ,' 'ধ্যানাভ্যাস-বশীকৃতেনমনসা' এবং 'বংশীবিভূষিত-করাৎ' ইত্যাদি শ্লোকই অদ্বৈতমার্গ হইতে ভক্তিমার্গে প্রবেশের সূচনা করে।

মধুসূদন মাধব সরস্বতীর নিকট সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুরূপ গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য 'অদ্বৈতসিদ্ধি' রচনা করিয়া তাঁহার চরণতলে অর্পণ করেন এবং গীতার 'গূঢ়ার্থসন্দীপনী' টীকা দক্ষিণারূপে প্রদান করতঃ বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতা যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্য তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য কাশীতে আসিয়া যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু মধুসূদন তাঁহাকে যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ও উত্তরাখণ্ড পরিভ্রমণ

সন্ন্যাস গ্রহণের পর মধুসূদন ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চরমসিদ্ধি. লাভের জন্য জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের সমন্বয়ে সাধনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রের সন্নিহিত গভীর অরণ্যে ১৭ বৎসর কাল তপস্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণা ভক্তি ও ব্রহ্মতত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করেন। ঐ সময় উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব রাজ্যের অশান্তির শান্তির জন্য মধুসূদনের শরণাপন্ন হন। যতিবর উড়িষ্যার অনিবার্য্য ভবিতব্য যোগবলে প্রত্যক্ষ করিয়া রাজাকে বলেন—'মহারাজ! তোমার উপর শ্রীজগন্নাথদেব বিরূপ; সুতরাং এখন শান্তির কোন সম্ভাবনাই নাই। অচিরকালের মধ্যেই তোমার রাজ্য যবনের করতলগত হইবে।' এই বলিয়া মধুসূদন জগন্নাথধাম ত্যাগ করতঃ উত্তরাখণ্ডে প্রস্থান করেন।

উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণের সময় তিনি একসময় দিল্লীর নিকটে নির্জ্জন যমুনাতীরে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। সেই সময় সম্রাট্ আকবর শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী শূলরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন॥

কোনরূপ চিকিৎসাতেই ফলোদয় না হওয়ায় তিনি ও সম্রাট্ উভয়েই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। এমন সময় একদিন রাত্রিতে সম্রাজ্ঞী স্বপ্নাদিষ্টা হন এবং পরদিন সম্রাট্ সমভিব্যাহারে মধুসূদনের নিকটে উপস্থিত হন। তাঁহাকে সমাধিমগ্ন দেখিয়া বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা তাঁহার পূজা করাইয়া তাঁহার পাদোদক উভয়েই গ্রহণ করেন। ফলে মহিষী রোগমুক্তা হন। তদবধি সম্রাট্ নানাপ্রকারে তাঁহার সেবা করিতে চেষ্টিত থাকিতেন। এই সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমণি শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

প্রবাদ আছে, সরস্বতীপাদ উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ শেষ করিয়া পুনরায় কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ চৌষট্টি ঘাটের উপরিস্থিত ও চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরের দক্ষিণ দিক্ সংলগ্ন নিজ মঠে অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময় সশস্ত্র মোল্লাদের দ্বারা অত্যন্ত নিপীড়িত সন্ন্যাসীগণ তাঁহার শরণাপন্ন হন। তখন দয়ার্দ্র মধুসূদন সম্রাট্ আকবরকে বিষয়টী বিজ্ঞাপিত করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করেন। সম্রাট আকবর ইহাতে অত্যন্ত বিচলিত ও চিন্তিত হইয়া পড়েন; কারণ তখন মোল্লাদের রাজদ্বারে বিচারের কোন বিধান ছিল না, অথচ মধুসূদনের প্রার্থনাকে উপেক্ষা করিবার সাহসও তাঁহার ছিল না। তাই তিনি একটী মধ্য পন্থা আবিষ্কার করতঃ ঘোষণা করিলেন—'আজ হইতে হিন্দু সন্ন্যাসী-গণেরও রাজদ্বারে বিচার হইতে পারিবে না।' ফলে মধুসূদন সরস্বতীর অনুমোদনে সশস্ত্র নাগা সন্ন্যাসীর দল সংঘটিত হইল এবং তাহাদের দ্বারা মোল্লাদের দৌরাত্ম্য বিলুপ্ত হইল।

মধুসূদনের পুনরায় নবদ্বীপে আগমন।

বহুদিন স্বকীয় মঠে বাস করার পর শেষ জীবনে আনুমানিক ৯৪ বা ৯৯ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী মধুসূদন পুনরায় নবদ্বীপে আগমন করিলেন। উদ্দেশ্য ছিল নবদ্বীপের নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের মধ্যে অদ্বৈতবেদান্ত ও তাহার লিখিত অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থের প্রচার। তাঁহার হৃদ্গত অভিপ্রায় হয়ত এইরূপ ছিল যে, যদি, নৈয়ায়িক শিরোমণিগণের দ্বারাই অদ্বৈতমত ও তাঁহার গ্রন্থসমূহ সমাদৃত না হয়, তবে তাঁহার এতদিনের বিদ্যা ও সাধনার পরিশ্রম পণ্ডই হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। তাঁহার আগমন মাত্র সমস্ত নবদ্বীপে সাড়া পড়িয়া গেল। গদাধর, জগদীশ প্রভৃতি তৎকালীন ধুরন্ধর নৈয়ায়িকগণ তাঁহার সহিত বিচার ও আলাপে মুগ্ধ হইলেন। মধুসূদনেরও বয়োজ্যেষ্ঠ প্রাচীনতম মথুরানাথ তর্কবাগীশও তাঁহার বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শিতা দর্শনে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইলেন। এই প্রসঙ্গে একটী প্রাবাদিক শ্লোক শুনিতে পাওয়া যায়। এই প্রবাদ সত্য বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন না। কারণ, শিষ্য মধুসূদনের উৎকর্ষে গুরু মথুরানাথ তর্কবাগীশের আনন্দই হওয়া উচিত, ভয় হইবে কেন?

"নবদ্বীপে সমায়াতে মধুসূদনবাক্পতৌ। চকম্পে তর্কবাগীশো নিষ্প্রভোঽভূদ্ গদাধরঃ॥" অর্থাৎ মধুসূদনরূপ বৃহস্পতির যখন নবদ্বীপে উদয় হইল, তখন গদাধর নিষ্প্রভ এবং মথুরানাথ তর্কবাগীশ অন্তরে কম্পিত হইলেন।

মধুসূদনের নির্ব্বাণ

নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া মধুসূদন তাঁহার প্রারব্ধ সমাপ্তির সময় সমাগত বুঝিতে পারিয়া প্রিয় শিষ্যগণের উপরে তাঁহার মঠ ও বিদ্যাপরম্পরার ভার অর্পণ করতঃ মোক্ষদ্বার হরিদ্বারে প্রস্থান করিলেন এবং সেই স্থানেই ১০৭ বৎসর বয়সে শরীর রক্ষা করতঃ ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

মধুসূদনের বংশপরম্পরা

কান্যকুব্জ প্রদেশ হইতে ১২১০ শকাব্দে (১২৮৮ খৃঃ) আগত অগ্নিহোত্রী শ্রীরাম মিশ্রের পরবর্ত্তী পঞ্চম পুরুষ হইতেছেন, মধুসূদনের পিতামহ কৃষ্ণগুণার্ণব বেদাচার্য্য। তাঁহার পুত্র পুরন্দরাচার্য্য ও পৌত্র স্বয়ং মধুসূদন সরস্বতী। তিনি পুরন্দরাচার্য্যের তৃতীয় পুত্র। যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। যাদবানন্দ ও তাঁহার অপর ভ্রাতা উভয়েই গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহাদেরই বংশধরগণ এখন বর্ত্তমান। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ প্রভৃতি প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান বংশধরগণের গৌরব স্তম্ভস্বরূপ।

গুরুপরম্পরা

সরস্বতীপাদের গুরুপরম্পরা অতিদীর্ঘ।—১। নারায়ণ। ২। ব্রহ্মা। ৩। বশিষ্ঠ। ৪। শক্তি। ৫। পরাশর। ৬। ব্যাস। ৭। শুকদেব। ৮। গৌড়পাদ। ৯। গোবিন্দপাদ। ১০। শঙ্করাচার্য্য। ১১। পদ্মপাদাচার্য্য, সুরেশ্বরাচার্য্য, হস্তামলকাচার্য্য ও তোটকাচার্য্য।

১২। (সুরেশ্বরাচার্য্যের শিষ্য) সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি। ১৩। বোধঘনাচার্য্য। ১৪। বাচস্পতি মিশ্র। ১৫। (অব্যয়াত্মা ভগবানের শিষ্য) অবিমুক্তাত্ম ভগবান্। ১৬। (অনন্যানুভবের শিষ্য) প্রকাশাত্ম যতি। ১৭। (নৈয়ায়িক) শ্রীধরাচার্য্য। ১৮। শ্রীহর্ষ (খণ্ডন খণ্ড খাদ্যকার)। ১৯। শ্রীকৃষ্ণমিশ্র যতি। ২০। চিদ্বিলাস বা অদ্বৈতানন্দ। ২১। বাদীন্দ্রাচার্য্য বা বাগীশ্বরাচার্য্য। ২২। আনন্দবোধেন্দ্র ভট্টারক। ২৩। আনন্দপূর্ণ। ২৪। জ্ঞানোত্তমাচার্য্য। ২৫। চিৎসুখাচার্য্য। ২৬। সুখপ্রকাশ। ২৭। অমলানন্দ গিরি। ২৮। শঙ্করানন্দ বা বিদ্যাশঙ্কর। ২৯। শ্রীধরস্বামী*। ৩০। প্রত্যক প্রকাশ। ৩১। প্রত্যক্‌স্বরূপ ভগবান্। ৩২। ভারতী-তীর্থ। ৩৩। বিদ্যারণ্য, ৩৪। (তৎভ্রাতা) সায়ণাচার্য্য। ৩৫। অনুভূতি স্বরূপাচার্য্য। ৩৬। নরেন্দ্র গিরি। ৩৭। প্রজ্ঞানানন্দ। ৩৮। আনন্দজ্ঞান বা আনন্দ গিরি। ৩৯। অখণ্ডানন্দ। ৪০। প্রকাশানন্দ সরস্বতী। ৪১। রঙ্গরাজ অধ্বরী। ৪২। অপ্পয় দীক্ষিত। ৪৩। ভট্টোজী দীক্ষিত। ৪৪। নানা দীক্ষিত। ৪৫। মল্লনারাধ্যাচার্য্য। ৪৬। জগন্নাথ আশ্রম। ৪৭। রামতীর্থ, নৃসিংহাশ্রম। ৪৮। নারায়ণ আশ্রম। রঙ্গোজী ভট্ট। ৪৯। অদ্বয়ানন্দ সরস্বতী। ৫০। সদানন্দ যোগীন্দ্র। ৫১। নীলকণ্ঠ সূরি। ৫২। সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র। ৫৩। রামতীর্থ। রাম সরস্বতী। ৫৪। মাধব সরস্বতী, বিশ্বেশ্বর সরস্বতী। ৫৫। **মধুসূদন সরস্বতী**। ৫৬। বলভদ্র সরস্বতী প্রভৃতি। ৫৭। সদানন্দ ব্যাস, বেঙ্কট নাথ। ৫৮। ধর্ম্মরাজা ধ্বরীন্দ্র,...ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি।

---

* শ্রীগীতার সুবোধিনী টীকাকার ও শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভাবার্থ-দীপিকা' টীকাকার শ্রীধর স্বামীকে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য বলিয়াই জানা যায়।

রচিত গ্রন্থসমূহ

১। অদ্বৈতসিদ্ধি। ২। (গীতার) গূঢ়ার্থসন্দীপনী টীকা †। ৩। গীতা-নিবন্ধ। ৪। ভগবদ্ ভক্তিরসায়ন। ৫। ভক্তি সামান্য নিরূপণ। ৬। বেদান্ত কল্পলতিকা। ৭। সংক্ষেপ শারীরক ব্যাখ্যা সারসংগ্রহ। ৮। সিদ্ধান্তবিন্দু। ৯। মহিম্নস্তোত্রটীকা। ১০। প্রস্থানভেদ। ১১। আনন্দ-মন্দাকিনী। ১২। অদ্বৈতরত্নরক্ষণ। ১৩। হরিলীলাবিবেক। ১৪। শ্রীমদ্ (অসম্পূর্ণ) ভাগবতটীকা। ১৫। শাণ্ডিল্য সূত্র টীকা। ১৬। জটাদাষ্ট-বিকৃতি বিবৃতি। ১৭। কৃষ্ণকুতূহল নাটক। ১৮। আত্মবোধটীকা। ১৯। রাসপঞ্চাধ্যায় টীকা। ২০। সিদ্ধান্তলেশ টীকা। ২১। রাজ্ঞঃ প্রতিবোধঃ। ২২। সর্ববিদ্যাসিদ্ধান্ত বর্ণন। ২৩। যজুর্ব্বেদভাষ্য। ২৪। বেদস্তুতি টীকা। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে ২০ হইতে ২৪ পর্য্যন্ত গ্রন্থসমূহ মধুসূদনের রচিত কিনা—এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন।

তাঁহার স্বীকৃত তত্ত্ব

মধুসূদন প্রথমে ব্রহ্মাদ্বৈতকেই চরম তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়া-ছিলেন। সুতরাং পরমার্থ-সদদ্বৈতবাদই তাঁহার সিদ্ধান্ত ছিল। এই সিদ্ধান্তই আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্য। অন্য জীব-জগদাদি সবই মিথ্যা। জীবের ব্রহ্ম হইতে

† গীতা গূঢ়ার্থ দীপিকা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ গীতার টীকায় অনেকস্থানেই (৯।১৫, ১৩।১১, ১৪।২৭, ১৫।১৮ ইত্যাদি) সরস্বতীপাদের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

পৃথক্ কোন সত্তাই নাই—ইহাকেই পরমার্থসদদ্বৈতবাদ বলে। একটি অর্দ্ধশ্লোকে ইহার সার সংগ্রহ করা হইয়াছে—'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।' পরে মধুসূদন ভক্তিমার্গে প্রবেশ করেন।

একমাত্র অদ্বৈতসিদ্ধি লিখিয়াই যদি মধুসূদন গ্রন্থ রচনা হইতে বিরত হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় ঐ একখানি গ্রন্থ হইতেই পাওয়া যাইত। তিনি ঐ গ্রন্থে দ্বৈতবাদিগণের পক্ষ হইতে সম্ভাব্যমান সকল আপত্তির খণ্ডন করিয়া দ্বৈতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করতঃ অদ্বৈতের স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মিথ্যাত্বের বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ করতঃ মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে যেরূপ পরিষ্কৃত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একমাত্র মধুসূদনের অদ্বৈত-সিদ্ধিতেই অদ্বৈত সম্প্রদায়ের সকল আচার্য্যের বিভিন্ন মতগুলির সমন্বয় পূর্ব্বক অদ্বৈত তত্ত্বের সংস্থাপন দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ বিবরণ প্রস্থানের প্রতিবিম্ববাদ, ভামতী-প্রস্থানের অবচ্ছেদবাদ, অবিদ্যার একত্ব ও নানাত্ব পক্ষ, মায়া ও অবিদ্যার ভেদ ও অভেদ প্রভৃতি মতভেদগুলি স্বীকার করিয়া লইয়াই সর্ব্বমতেই যে সকল আপত্তির খণ্ডনপূর্ব্বক অদ্বৈতমতের সংস্থাপন হইতে পারে—ইহা তিনি অকাট্য যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন—ইহা তাঁহার সর্ব্বাতিশায়ী বৈশিষ্ট্য। তাঁহার লেখার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল অপূর্ব্ব শিষ্টতা। প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিতে সেরূপ তিরস্কার সূচক শব্দ ব্যবহার করেন নাই। যেমন আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যেও কোথাও কোথাও 'অপুচ্ছশৃঙ্গ বলীবর্দ্দ' অর্থাৎ শৃঙ্গপুচ্ছবিহীন ষাঁড় ইত্যাদি শব্দ প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়াই যেন প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং

ভামতীকারেরও 'দেবানাংপ্রিয়ঃ' অর্থাৎ মূর্খ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তিনি যে ব্যাসাচার্য্যের 'ন্যায়ামৃত'কে অক্ষরশঃ খণ্ডন করিবার জন্যই 'অদ্বৈতসিদ্ধি' লিখিয়াছেন,—ইহা পূর্ব্বে জানা না থাকিলে 'অদ্বৈতসিদ্ধি' পড়িয়া বুঝিবার উপায় নাই।

ভক্তি সম্বন্ধে নূতন কথা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী

সিদ্ধান্ত অদ্বৈত হইলেও এবং অদ্বৈত তত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতি ভিন্ন মোক্ষলাভ হইবে না—ইহা স্বীকার করিলেও ব্রহ্মের ঐ অপরোক্ষানুভূতি যে দ্বৈতসাপেক্ষ—আচার্য্য শঙ্করের এই সিদ্ধান্ত মধুসূদন সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়াছেন এবং সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উপাসনারূপ ভক্তিই যে মোক্ষের উপায়গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ—ইহা তিনি 'গীতা' ও 'ভক্তিরসায়ন' প্রভৃতি গ্রন্থে সযুক্তিক প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও অধিকারীভেদে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ ও জ্ঞানযোগ (সাধনরূপ) প্রভৃতির প্রত্যেকটিই যে তত্ত্বজ্ঞানের সাধন—আচার্য্য শঙ্করের এই সিদ্ধান্তকে তিনি সুদৃঢ়ভাবে ভক্তিরসায়নেও ভাগবতের বচন উদ্ধার করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। তবে এই চারিটি মার্গের মধ্যে ভক্তিই সকলের পক্ষে সহজ ও শ্রেষ্ঠ পথ—ইহাই তাঁহার হৃদ্গত অভিপ্রায়। এমন কি ভক্তি যে পঞ্চম পুরুষার্থ—ইহাও তিনি ভক্তিরসায়নে বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই *। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন

* সম্ভবতঃ তিনি পরম সৌভাগ্যবশতঃ ভগবৎপ্রেমরঙ্গের তরঙ্গে সুরঙ্গিল কোন সারঙ্গভৃঙ্গের (শ্রীজীব গোস্বামিপাদের) নিঃসঙ্গ সঙ্গলাভ করিয়া ঐ কর্কশ কুতর্কচর্চ্চরীচর্ব্বণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ভগবদ্ ভক্তিরসের অনাবিল অনির্ব্বচনীয় মধুরিমায় বিভোর হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়দিনকে ধন্য করিয়াছিলেন।

সেইজন্য তিনি নয়নমনঃ প্রাণারাম ভুবনাভিরাম ললিতত্রিভঙ্গ শ্রীগোপালবিগ্রহ প্রকাশ করিয়া নিরন্তর তাঁহারই সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণরসে রসিক নিষ্কিঞ্চন কোনও বৈষ্ণবরতনের সঙ্গপ্রভাবে ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে, এতদিন যে সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে সাধনা করিয়াছি তাহা হইতে এই শ্রীভগবৎ সেবাই মানবজীবনের পক্ষে সর্ব্বোত্তম কল্যাণকর, পরম মনোরম ও শান্তিপ্রদ অনর্ঘ সম্পদ। সেইজন্য তিনি 'অদ্বৈতসাম্রাজ্যরথাধিরূঢ়া' এই শ্লোকদ্বারে নিজহৃদয়ের পরিমার্জ্জিত সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছেন।

আরও নিজের প্রতি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—আমিই একদিন অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি তর্ককর্কশ বিপক্ষনিরস গ্রন্থ লিখিয়া মহাভিমানে সর্ব্বোচ্চমস্তকে অদ্বৈত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক দম্ভ, দর্প ও ঔদ্ধত্যে স্ফীত হইয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞাজর্জ্জর বজ্রকর্কশ স্বরে বলিয়াছিলাম—'নহি রুতমন্তরৌতি গ্রামসিংহস্য সিংহঃ'—অর্থাৎ সিংহ কখনও কুক্কুরের চিৎকারের অনুধ্বনি করে না, অর্থাৎ অদ্বৈতরাজ্যের অধীশ্বর সিংহপরাক্রম বীরবিক্রম মধুসূদন কখনো শৃগাল কুক্কুরের মত তুচ্ছ ভক্তদিগের চিৎকারে কর্ণপাতও করে না ; সেই আমি আজ তাহারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেই ভক্তগণের শান্ত সংযত পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দীনহীন কাঙ্গালের মত একান্ত নিরভিমান হইয়া তাঁহাদেরই আরাধ্য ও অসভ্যা অভব্যা অশিক্ষিতা বন্যা গোপকন্যাগণের বস্ত্রাপহারী কোন লম্পটের শ্রীচরণতলে নিজের সেই গর্ব্বোন্নত মস্তক অকুণ্ঠিতচিত্তে লুণ্ঠিত করিয়া দিয়াছি, এখন একান্তে সেই শ্রীকান্তের পদপ্রান্তে নিরন্তর সমাহিত থাকিয়া অনন্ত শান্তি সম্পদে সমৃদ্ধ ও প্রশান্ত হইয়া প্রকৃত মহান্ত হইয়াছি।

যে মধুসূদন বিশুষ্ক কর্কশ নিঃস্বাদ মরুভূমির তীক্ষ্ণতাপে দেহেন্দ্রিয় মনপ্রাণকে নিঃসার ও ক্ষীণতর করিয়া মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া ভগবানের যে নিরতিশয় সুরস সুস্বাদ সুললিত অপ্রাকৃত রূপলাবণ্য লীলামাধুর্য্য চমৎকারিত্ব ও অপূর্ব্ব রসবৈচিত্র্যকেও রজ্জুসর্প ও শুক্তিরূপ্য প্রভৃতির মত আজগুবি তুচ্ছ

করিতে তিনি গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের টীকায় একটি নূতন কথা বলিয়াছেন, যাহা অদ্বৈত সম্প্রদায়ের অন্য কোন আচার্য্য বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—যদ্যপি তত্ত্বমস্যাদি বাক্য জন্য তত্ত্বজ্ঞান হইতেই মোক্ষ লাভ হইবে, তথাপি ভক্তির এমনই মহিমা যে, কোন মনুষ্য তত্ত্বজ্ঞ গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকেই ভক্তের হৃদয়ে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যজন্য অপরোক্ষানুভূতির স্ফূরণ হইবে, অর্থাৎ করুণাময় ভক্তাধীন ভগবান্ স্বয়ংই গুরুরূপে ভক্তকে ঐ বাক্য শ্রবণ করাইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবেন। মনে হয়, ইহা সরস্বতীপাদের স্বানুভব হইতে আহৃত উপদেশ। ইহা অদ্বৈতবাদী ভক্তের পক্ষে পরম আশ্বাস বাক্য। শ্রীধর বলিয়া ঘৃণাভরে চিরদিন অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন; তিনিই আজ জীবনের সায়াহ্নে অকিঞ্চন ভক্তসঙ্গের অলৌকিক প্রভাবে সুনির্ম্মল মনীষার দিব্যালোকে সেই নিত্য নিত্য নবনবায়মান নবনীরদশ্যামঘন নয়নশ্রবণমনঃপ্রাণ পরমরমণীয় দিব্য ধামের অপূর্ব্ব দর্শনলাভে বিশ্বের অখিল রূপলাবণ্য চমৎকারিত্বের মূল-কেন্দ্রের সুনিশ্চয় পরিচয় পাইয়া মাধুর্য্য গরিমার অসীম মহিমার প্রশান্ত মহাসাগরে অবগাহন করিয়া নবকলেবরে নব নব ভাবে নব নব উৎসাহে নব নব প্রেমবৈচিত্র্য প্রবাহের মহামহিমময় অত্যদ্ভুত মাহাত্ম্য আস্বাদন করিয়া প্রেমমদিরায় প্রমত্ত হইয়া গিয়াছেন; তখন অন্তরের অন্তরতম মহানন্দময় পরম তত্ত্বের চরম পরিচয় পাইয়া প্রবল উৎসাহে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে তাহাই পরিব্যক্ত করিলেন—"কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে"—অর্থাৎ বেদান্তের সুপরিশুদ্ধ দিগ্‌দিগন্ত প্রসারি অনন্তচৈতন্যজ্যোতির মূলাধার পবমানন্দকন্দ শ্রীগোবিন্দপদার-বিন্দমকরন্দসন্দোহের অমন্দ আস্বাদনই জীবের একমাত্র পরমতম পুরুষার্থরাজ, তাই স্বানুভবসিদ্ধ এই অনুত্তম তত্ত্বই আজ তিনি উর্দ্ধবাহু হইয়া বিশ্ববাসীকে জয়জয়কার সহকারে জানাইয়া অশেষ বিশেষ কৃপা করিলেন।

স্বামীও ভক্তিমার্গেরই সাধক ছিলেন। কিন্তু তিনি ভক্তির অত্যাসক্তি-বশতঃ কোন কোন অংশে আচার্য্য শঙ্করের বিরুদ্ধ মতবাদও পোষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—ভক্তির দ্বারাই জ্ঞানলাভ হইবে এবং ভক্তিজন্য জ্ঞান হইতেই মুক্তি হইবে। তাঁহার গূঢ়াভিপ্রায় এইরূপ—ভক্তি ভিন্ন অন্য উপায়ে জ্ঞানলাভ হইবে না। মুক্তির প্রতি ভক্তিই করণ বা সাধন, জ্ঞান হইতেছে—ভক্তিরূপ করণের ব্যাপার-স্বরূপ। ইহাতে মুক্তির প্রতি জ্ঞানের কারণতা স্বীকার করা হইলেও জ্ঞানের প্রতি ভক্তি ছাড়া কাহারও কারণতা স্বীকার করা হয় নাই। কিন্তু মধুসূদন সরস্বতী আচার্য্যমতের সম্পূর্ণ অনুযায়ী হইয়াই ভক্তির উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা মধুসূদন সরস্বতীপাদের অপর বৈশিষ্ট্য। তিনি ভক্তিরসায়নে ভক্তির পঞ্চমপুরুষার্থতা প্রতিপাদন করিতে এবং বিশুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ নিরূপণ করিতে, যে অপূর্ব্ব দার্শনিক পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্যই অতুলনীয়। নৈয়ায়িক পণ্ডিতের পরিমার্জ্জিত প্রতিভা যে সর্ব্বশাস্ত্রেই সমানভাবে স্বীয় উৎকর্ষ খ্যাপন করিতে পারে। ইহার অন্যতম বা একমাত্র দৃষ্টান্ত—মধুসূদন সরস্বতী। সুতরাং মধুসূদনকে ধর্ম্মজগতের বা ভক্তিরাজ্যের গৌরব বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অল্পকথায় মধুসূদন সরস্বতীপাদের সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। উহা করিতে হইলে প্রকাণ্ড একখানা গ্রন্থ রচনা করিতে হয় এবং তাহাতেও তাঁহার সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং অল্পকথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, এক সময়ে মধুসূদন ছিলেন অদ্বৈতবাদ সৌধের ধারক মহাস্তম্ভ।

পরমতত্ত্ব 'শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত' মধুসূদনের মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের যে সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়, আচার্য্য শঙ্করের পর আর কোন অদ্বৈতাচার্য্যের মধ্যে উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। অনুরাগাত্মিকা ভক্তি লাভের জন্য তিনি যে, বৃন্দাবনের গোপীবৃন্দ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ প্রভৃতির কৃপা অথবা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ অনুচরগণের কৃপা প্রার্থী হইয়াছিলেন; ইহাতে সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত ২।৩টী শ্লোকই উহা প্রমাণ করিবে।

ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তং নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকন্তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনোদরে কিমপি যন্নিল মহোধাবতি ॥১॥ *

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দু-সুন্দর-মুখাদরবিন্দ-নেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥২॥

অদ্বৈত-সাম্রাজ্য-রথাধিরূঢ়াস্তৃণীকৃতাখণ্ডল-বৈভবাশ্চ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥৩॥

---

* এই শ্লোকের কিছু পাঠান্তর আছে। যথা,—

ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কেচন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকন্তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং মহোধাবতি ॥

মধুসূদন সাধনা করিতে করিতে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করতঃ তন্ময় হইয়া গিয়া যে দিব্যতত্ত্ব অনুভব করিয়াছিলেন তাহার দ্বারা শ্রীভগবানে গভীর শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রীতিলাভ করিয়া অভূতপূর্ব্ব নিরতিশয় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন, সেইজন্য বলিয়াছেন,—"দ্বৈতং মোহায় বোধাৎ প্রাক্ জাতে বোধে মনীষয়া। ভক্ত্যর্থং কল্পিতং দ্বৈতমদ্বৈতাদপি সুন্দরম্ ॥" অর্থাৎ যতদিন আত্মদর্শন না হয় ততদিন যে দ্বৈতজ্ঞান হইতে থাকে, তাহা হইতে জীবের মোহ হয়; কিন্তু ধ্যানের দ্বারা আত্মদর্শন হইলে ভক্তির জন্য যে দ্বৈতকল্পনা করা হয় তাহা অদ্বৈত অপেক্ষাও পরমসুন্দর; অচিন্ত্য ও সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকার প্রেমানন্দ প্রদানকারী।

সিদ্ধ মধুসূদন সেই ভগবদ্ভক্তির নিগূঢ় মর্ম্মরস স্বয়ং আস্বাদন করিয়াই বিশ্ববাসী নিখিল জীবকুলের প্রতি অযাচিত করুণাধারায় বিগলিত হইয়া নিবেদন করিতেছেন—'আমি অদ্বৈত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বের নিগূঢ়তম রসের স্বরূপ আস্বাদন করিয়াও অকপটে ঘোষণা করিতেছি যে, নিখিল রসের সারনির্য্যাসের অত্যাশ্চর্য্য অসংখ্য বৈচিত্র্য পরিপূর্ণ অনির্ব্বচনীয় ভগবদ্-ভক্তিরসই চমৎকারেরও চমৎকারকর সর্ব্বরসপরমোত্তম এক অত্যদ্ভুত বস্তু, ইহার নিকট ব্রহ্মানন্দও অবনতমস্তক হইয়া পড়ে।

যাঁহার চরণসেবার পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া ভক্তগণ যোগের ফল অষ্টমহাসিদ্ধি এমন কি সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি মোক্ষ পর্য্যন্তও প্রার্থনা করেন না, ভক্তিরসেই নিমগ্ন থাকিতে অভিলাষ করেন,—'ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ-প্রপন্নাঃ'। এই অপূর্ব্ব পরম তত্ত্বটিই জ্ঞানি-শিরোমণি মহাত্মা শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ বিশ্বজগৎকে শিক্ষাদান করিয়াছেন—"ভক্ত্যর্থং কল্পিতং দ্বৈতম্ অদ্বৈতাদপি সুন্দরম্।"

শ্রীকৃষ্ণই সংসারসাগর পার করিবার একমাত্র কর্ণধার, ইহাই তিনি পরমোৎ-সাহের সহিত ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"চিদানন্দাকারং জলদরুচি-সারং শ্রুতিগিরাং, ব্রজস্ত্রীণাং হারং ভবজলধিপারং কৃতধিয়াম্।"

মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব

(অসমিয়া-ভক্তিবাদ)

শকাব্দ পোনর যোল শতিকায় ভগবন্তের প্রচ্ছন্ন বিগ্রহস্বরূপ মহাপুরুষগণের আবির্ভাব এবং প্রেরণায় সমগ্র ভারতবর্ষে ভক্তি ধর্ম্মের স্রোত নানারূপেতে প্রবাহিত হইয়াছিল। এই মহাপুরুষগণের মধ্যে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব অন্যতম। তিনি বর্ত্তমানের কোচবিহারকে ধরিয়া সমগ্র আসামে নির্ম্মল ভাগবতী ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে "একশরণ ধর্ম্ম" অথবা 'নাম ধর্ম্ম' বলা হয়। সাধারণতঃ ইহা "মহাপুরুষীয়া ধর্ম্ম" নামেতেই অভিহিত হইয়া থাকে।

১৩৭১ শকাব্দে আসামের নওগা জেলার বরদোয়া গ্রামে, তথনকার বিখ্যাত শিরোমণিভূঞা রাজন্য কায়স্থ বংশে শ্রীশঙ্করদেব জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কুসুম্বর ভূঞা এবং মাতার নাম সত্যসন্ধা। ভূঞারা শক্তি উপাসক ছিলেন এবং কুসুম্বর ভূঞার কুলদেবতা ছিল চণ্ডীর বিগ্রহ, তাঁহাদের ঘরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কথিত আছে শঙ্করদেবের জন্ম মুহূর্ত্তে তাঁহাদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত চণ্ডী বিগ্রহ ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন, এবং মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা আপনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডীর বিগ্রহ পরিয়া যাওয়াতে বিঘ্নের আশঙ্কায় সবাই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শঙ্করদেবের কার্য্যকলাপে এবং তাঁহার পূর্ণ প্রকাশের পর লোকেরা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, এই বিগ্রহ পতনের অন্তরালে ছিল ভগবানেরই অভিপ্রায়।

ভগবানেরই অন্য রূপেতে প্রকাশমান হওয়াই ছিল এই ইচ্ছা। শঙ্করদেবের আবির্ভাবের কালে দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা ছিলেন এবং অনেক স্থলেই সংস্কৃত অধ্যাপনার কেন্দ্রস্বরূপ টোল ছিল। তা ছাড়া প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল যাহাতে কাইথালি অক্ষরে লেখা-পড়া চলিত। দেশে অতি প্রাচীন বিষ্ণু, শিব, কালী দুর্গাদির মন্দিরও ছিল অনেক। কিন্তু তবু অধঃপতিত বৌদ্ধ তান্ত্রিকাচার বিশেষ প্রচলিত ছিল, দেবীপূজায় পশু বলি আদি বিশেষ প্রচলিত ছিল। আবার বর্ণাশ্রমের দরুণ মানুষ মানুষের ভিতর প্রভেদটাও ছিল বড়। আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চল সমূহের এবং সমতলের জনজাতীয় অনেক শ্রেণীর লোক সমূহের সঙ্গেও রাজনৈতিক এবং ব্যবসা-বানিজ্য সংক্রান্ত—সম্বন্ধ ছাড়া সাংস্কৃতিক অথবা সামাজিক সম্বন্ধও বিশেষ ছিল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ শান্তিপূর্ণ তো ছিলই না। বরং প্রভুত্বের জন্য বিরোধী পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ছিল। পূর্ব্বদিক হইতে আহোম রাজারা শাসন ক্ষেত্র নওঁগা পর্য্যন্ত বাড়াইয়া নিয়াছিল, এবং কোচবিহার হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত কোচরাজ নরনারায়ণের শাসনাধীন ছিল। এই প্রকার পরিস্থিতির মধ্যে শ্রীশঙ্করদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। ঐ সময়ে আসামে ভাগবতী ভক্তি ধর্ম্ম ছিল না। শঙ্করদেবের আবির্ভাবের ফলে, তাঁহার ভাগবতী ভক্তিধর্ম্মের প্রচারের ফলে দেশে একটা বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটে। মানুষ মানুষের ভিতর বিভেদ দৃষ্টি দূর হইয়া শ্রদ্ধা-প্রীতির সৌহার্দ্দ গড়িয়া তোলার এক পরিসর সৃষ্টি হইয়া উঠে। কু-সংস্কারের অন্ধকার দূর হইয়া যায়—প্রত্যেক মানুষের দিব্য জীবন লাভের নিত্য স্বত্বের

জ্ঞানোদয়ে এবং হরিনামের মধুর আকর্ষণে প্রকৃতই এক বৃহত্তর দিব্য সমাজ গড়িয়া উঠে।

শঙ্করদেবের বাল্যকাল এবং শিক্ষা

বাল্যকালে শঙ্করদেব তাঁহার সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা ধূলায় বিশেষ মত্ত ছিলেন। বালসুলভ সকল খেলা ধূলায় বল বিক্রম, বুদ্ধি, কৌশল, সাহস সকল দিকেই শঙ্করদেব বালক-চূড়ামণি ছিলেন। কিছু বড় হইয়া ওঠা কালে তিনি তাঁহার কার্য্যের দ্বারা সকলকেই বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। জঙ্গল হইতে হরিণ ধরিয়া আনা, ব্রহ্মপুত্র নদে ডুব দিয়া সিন্থু ধরিয়া আনা, ভাদ্রমাসের ঘোর বর্ষার কালে সাঁতার দিয়া ব্রহ্মপুত্র পারাপার হওয়া ইত্যাদি অনেক অদ্ভুত কার্য্য তিনি করিয়াছিলেন। যাহা হউক বার বৎসর বয়সে তাঁহাকে নাতিদূরের শ্রীমহেন্দ্র কন্দলী নামক এক বিশিষ্ট অধ্যাপকের টোলেতে সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য পাঠানো হয়। শঙ্করদেবের জন্মের কয়েকদিন পরই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয় এবং কয়েক বৎসর পরেই পিতৃ বিয়োগ ঘটে। তাহার ঠাকুরমার তত্ত্বাবধানেই তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। এই ঠাকুর মার বিশেষ প্রেরণাতেই শঙ্করদেব অধ্যয়ন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়া ওঠেন। কন্দলীগুরুর টোলেতে তিনি তাঁহার অধ্যয়ন নিষ্ঠা, এবং প্রতিভা বিকাশের দ্বারা গুরুদেবকে প্রকৃতই বিস্মিত করিয়া তোলেন। বর্ণমালা শিক্ষা শেষ হওয়ার পরেই ছাত্রদের ব্যুৎপত্তি পরীক্ষার জন্য একদিন কন্দলীগুরু তাহাদের আপন আপন রুচি অনুসারে এক একটি কবিতা রচনা করিতে দেন। এই রচনা কার্য্যে শঙ্করদেবের রচনাই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। শঙ্করদেবের স্বরবর্ণ অক্ষর বিহীন রচনা যেমন শ্রুতিমধুর হইয়া উঠিয়াছিল তেমনি তার অন্তর্নিহিত অর্থও চিত্তাকর্ষক ছিল। ইহা শ্রীনারায়ণের রূপবর্ণনা যুক্ত এক স্তুতিই ছিল। কন্দলীগুরু মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—"তৈল লবণ এবং মশলাহীন ব্যঞ্জনের এত স্বাদ! ইহা যেন বিনা রজ্জুতেই বন্ধন *।' কন্দলীগুরু তাঁহার ছাত্রের এক অসাধারণ ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়া নিয়াছিলেন। গুরুগৃহে থাকা কালীন আর এক ঘটনাতে মহেন্দ্র কন্দলী এবং অন্যান্য লোকেরাও বিস্মিত হইয়াছিল। এক দিবস অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া অন্যান্য ছাত্রেরা ছাত্রশালা ছাড়িয়া গেলে শঙ্করদেব একা সেখানে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে ঐখানেই নিদ্রিত হইয়া পরেন। কোন কাজে কন্দলী হঠাৎ সেদিকে গিয়া দেখেন যে একটা বৃহৎ সর্প ফণা বিস্তার করিয়া শঙ্করদেবের শিরোপরি অবস্থান করিয়া রৌদ্র হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া কন্দলী ভয়ে বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়

---

* রচনাটি এই ঃ—

"করতল-কমল কমলদল-নয়ন।
ভবদব-দহন গহনবন-শয়ন ॥
নপর নপর পর সতরত গময়।
সভয়মভয়ভয় মমহর সততয় ॥
খরতর-বর-শর-হত-দশবদন।
খগচর নগধর-ফণধর শয়ণ ॥
জগদঘমপহর ভবভয় তরণ।
পরপদলয়কর কমলজ-নয়ন ॥"

হইয়া পরেন! কিন্তু তন্মূহুর্ত্তেই সর্প অন্তর্হিত হইয়া যায়। সেই দিন ধরিয়া শঙ্করদেবকে এক দেবপুরুষ বলিয়া তাঁহার এক দৃঢ় ধারণা হয় এবং সেই দিনেই তিনি তাঁহার পিতৃদত্ত শঙ্কর নামের পৃরিবর্ত্তে "শঙ্করদেব" নাম রাখেন। তাঁহাকে সকল ছাত্রের উপরে ওঝা ছাত্রও করেন। অ-ব্রাহ্মণ এক ছাত্রকে ওঝা ছাত্র করার জন্য ছাত্রেরা অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহারা সেই সময়ের বিশেষ সুপ্রতিষ্ঠিত রাঘ আচার্য্য নামক এক আচার্যকে জানালে উনি মহেন্দ্র কন্দলীর ব্যবস্থা সম্পর্কে আপত্তি করেন। কিন্তু স্বপ্নের প্রত্যাদেশে রাঘ আচার্য্য মহেন্দ্র কন্দলীকে সমর্থন জানাইতে বাধ্য হন। এই প্রকারে শ্রীশঙ্করদেব গুরুগৃহে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া টোলের পাঠ সমাপ্ত করেন। তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শিতা, রচনা কুশলতা এবং স্মৃতি-মত্তাতে গুরুদেব অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া এবং তাহার গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের আশা পোষণ করিয়া বিদায় দেন। শঙ্করদেব আসামের পূর্ব্ব কবিদের রচিত অসমীয়া গ্রন্থাদির সহিতও বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজের আদর্শ পরিপোষক সংস্কৃত শাস্ত্র সমূহের অনুপম সম্পদ সমূহ মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে বিতরণ করার প্রবৃত্তিও জাগিয়া উঠিয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার গুরুগৃহ ত্যাগ করার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে তিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানের সুন্দর পদ রচনা করেন। ইহাই শঙ্করদেবের প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থের মাধ্যমেই তিনি এক দেবের উপাসনা, সত্যই ধর্ম্ম এবং কৃষ্ণই সত্য তত্ত্ব, এবং এই সত্য ধর্ম্মের আদর্শ সেবক হরিশ্চন্দ্রের চরিত কীর্ত্তন করেন, এবং নর সমাজকে এই

ধর্ম্ম অবলম্বনের জন্য আহ্বান করেন। এই গ্রন্থেই তিনি লিখিয়াছিলেন—

"শুনা সামাজিক মহাজনর ধর্ম্মক।
প্রাণান্তিকো দুঃখ পাইলে নেরয় সত্যক॥
সার্ব্বভৌম রাজপদ পুত্র ভার্য্যা যত।
আপোনাকো চণ্ডালত বিকিলা সত্যত॥
হেন জানি নরলোক নেরিবা সত্যক।
সর্ব্বসত্যতত্ত্ব জানি ভজিয়ো কৃষ্ণক॥
কৃষ্ণর ভকতি মহা ধর্ম্ম অনুপাম।
জানি অহর্নিশে ডাকি বোলা রাম রাম॥

শাস্ত্রচর্চ্চা, যোগচর্য্যা, সঙ্গীতানুশীলন ইত্যাদি—

গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শঙ্করদেব, শাস্ত্রচর্চ্চায় অধিকতর মনোনিবেশ করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগ সাধনও করেন। যোগ সাধনেও তিনি বিশেষ অগ্রসর হইয়াছিলেন। পরে ভক্তিপথে নিমজ্জিত হইয়া তাহা ত্যাগ করেন। সঙ্গীত সম্বন্ধেও যে তিনি বিশেষ মনো-নিবেশ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পরের রচিত বড়গীত, টোটয়, চপয়া, ভটিমা আদি এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত একাঙ্ক নাট (ভাওনা) সমূহের মাধ্যমে, এবং তাঁহার চিহ্ন-যাত্রা অভিনয়ের মাধ্যমেই অনুমিত হয়। শঙ্করদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই আসামে সঙ্গীতের অর্থাৎ নৃত্য, গীত, বাদ্যের বিশেষচর্চ্চা ছিল। শঙ্করদেব তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা বলে ইহার বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম

যাত্রা—"চিহ্নযাত্রা" অভিনয়ে, বিশেষ কৌশলে সাতটি মঞ্চ করাইয়া পৃষ্ঠপট অঙ্কন করিয়া গীত-নৃত্য বাদ্যাদির সহিত সাত বৈকুণ্ঠের দৃশ্য সঙ্গীদের সহিত অভিনয় করিয়া সকলকেই বিস্মিত এবং মুগ্ধ করিয়াছিলেন। শঙ্করদেব বিষ্ণুর ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া একসঙ্গে ছয়টি খোল নিয়া বাদ্য করিয়াছিলেন। এই অভিনয় কালে দর্শকেরা শঙ্করদেবকে একই সময়ে একাধিক বৈকুণ্ঠে থাকার দৃশ্য দেখিয়া বিশেষ বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহাতে বিষ্ণুবুদ্ধি আসিয়া পরিয়াছিল। ইহার পর হইতেই অনেকেই শঙ্করদেবের পথ গ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স উনিশ বৎসর হইয়াছিল।

গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ

শঙ্করদেবের গৃহকার্য্যের দিকে অন্যমনস্কতা দেখিয়া, তাঁহার ঠাকুর-মা, পিতৃব্য এবং বংশের লোকেরা তাঁহাকে তাঁহার পরম্পরাগত শিরোমণি ভূঞার বিষয় বাব তাঁহার উপর ন্যস্ত করিলেন এবং বিবাহের প্রস্তাব করিয়াও পীড়াপীড়ি করিলেন। বাধ্য হইয়া সম্মতি দান করিলে সূর্য্যাবতী নামক এক কায়স্থ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। সূর্য্যাবতীর পিতার নাম ছিল হরিভূঞা। হরিভূঞা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ ক্রমে নিজেই সূর্য্যাবতীকে শঙ্করদেবের সহিত বিবাহ দিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শঙ্করদেবের "মনু" নামক এক কন্যা জন্ম হইয়াছিল। জন্মিবার কিছুদিন পরেই শিশুর মাতৃবিয়োগ ঘটে। কয়েক বৎসর পরে 'মনু' কন্যাকে বিবাহ দিয়া শঙ্করদেব তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা করেন। এই তীর্থ যাত্রায় তাঁহার অধ্যাপক গুরু

মহেন্দ্র কন্দলী এবং তাঁহার সহপাঠী, কুলপুরোহিতের পুত্র রাম রামকে ধরিয়া সাতারো জন যাত্রী ছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র হইতে পোনর জন প্রত্যাবর্ত্তন করেন, বাকী দুইজন মাত্র তাঁহার সঙ্গে থাকেন। এই তীর্থ যাত্রায় সমগ্র ভারতের তীর্থ স্থান সমূহ ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করাতে তাঁহার বারো বৎসর লাগিয়াছিল। তিনি ইহার মধ্যে বৃন্দাবনে দুবার যান, এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথেও দুবার যান। জগন্নাথ ক্ষেত্রে বেশি দিন অবস্থান করেন। স্থান বিশেষে কোন কোন লোক তাঁহার একশরণ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আসিলে তাঁহার জ্ঞাতি-বান্ধব এবং প্রতিবেশিদের আনন্দ উৎসব চলিতে থাকে। জ্ঞাতি মিত্রগণ তাঁহাকে শিরোমণি ভূঞার বিষয় গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলে তিনি অস্বীকার করিয়া বলেন যে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এবং ভগবানের কৃপা পাইয়া তিনি সারতত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। এখন আর তিনি বিষয় গ্রহণ করিবেন না, পরন্তু, ভগবানের ভজন কীর্ত্তন করিয়াই থাকিবেন, এই মত প্রকাশ করিলেন। তবু সকলের অনুরোধ এবং পীড়াপীড়িতে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর নাম ছিল কালিন্দী। কালিন্দী দেবী অনেক কাল জীবিত ছিলেন। মহাপুরুষের তিরোধানের পরেও তিনি ভক্তিধর্ম্মে নিমজ্জিত থাকিয়া ইহার প্রচার কার্য্যেও ব্রতী রহিয়াছিলেন। বিবাহিত জীবনে ইনি স্বামিসেবা এবং ভক্তসেবাকেই সার করিয়াছিলেন। শঙ্করদেব ৯৭ বৎসর বয়সে দ্বিতীয়বার ১২০ জন ভক্তের সঙ্গে তীর্থক্ষেত্রে যাইবার উদ্যোগ করিলে কালিন্দী দেবী ভক্তপ্রধান শ্রীমাধবদেবকে বরই

কাতর করিয়া বলিয়াছিলেন—এবার যদি প্রভু বৃন্দাবনে যান, তাহলে নিজ ধাম হইতে আর ঘুরিয়া কোনমতে আসিবেন না। যে কোন প্রকারে যেন তাঁহার বৃন্দাবনে যাওয়াটা ঘটে না। শ্রীমাধবদেবের চেষ্টায় এইবার বৃন্দাবনে যাওয়া আর হলো না। এইবার মহাপুরুষ পুরীতেই বিশেষ অবস্থান করেন এবং ভক্ত কবিরের ভিটাও দর্শন করেন।

শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তনের অলৌকিক মহিমা প্রচার

প্রথমবার তীর্থ হইতে প্রত্যবর্ত্তন করিয়া শ্রীশঙ্করদেব পৈত্রিক গৃহ হইতে কিছু দূরে এক মুক্ত নিরালা স্থানে কীর্ত্তন ঘর করাইয়া থাকিতে আরম্ভ করেন। তিনি ভজন-কীর্ত্তন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা, শাস্ত্র রচনা এবং কীর্ত্তন, স্তুতি, গীত আদি রচনা করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁর ভক্তসংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। এই স্থানে থাকা কালেতেই একসময় ত্রিহুতের জগদীশ মিশ্র নামক এক পণ্ডিত শঙ্করদেবের স্থানে আসেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে আদ্যন্ত ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইবার সঙ্কল্পে গিয়াছিলেন। জগন্নাথদেব তাঁহাকে শ্রীশঙ্করদেবের সম্মুখে ভাগবত পাঠ করিবার জন্য স্বপ্নে আদেশ করেন, এবং বলেন তাঁর কাছে পাঠ করিলেই তিনি তৃপ্ত হইবেন। শ্রীশঙ্করদেবই তাঁহাকে বচন সিদ্ধান্ত দিতে পারিবেন। এই আদেশ পাইয়া মিশ্রদেব শঙ্করদেবের স্থানে আসেন। শঙ্করদেব বিশেষ আহ্লাদিত হন। প্রথমে তিনি তাঁর নিজে রচিত কীর্ত্তন, পদ আদি কীর্ত্তন করিয়া শুনান কিছুদিন ধরিয়া। এই রচনার মধ্যে "ভক্তি-প্রদীপ," "উদ্ধব-

সম্বাদ" আদিও ছিল। ইহার পর মিশ্রদেব ভাগবত পাঠ করেন প্রায় একমাস ধরিয়া। এই প্রকারে এক আনন্দধামে পরিণত হয়। নামের কীর্ত্তন এবং নাম মহিমার বিশেষ প্রচার হইতে থাকে। এই কালের এক ঘটনা উল্লেখযোগ্য—এক বৎসর ঐ অঞ্চলে বিশেষ জলাভাব হইয়াছিল। ভক্তেরা শঙ্করদেবকে এই সম্বন্ধে বলেন এবং জলাভাব দূর না হইলে দুর্ভিক্ষ হইবে—কৃষিকার্য্যাদি তো একেবারেই হবেই না, তা ছাড়া প্রাণীও বাচিবে না—ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার কাছে উপায় প্রার্থনা করিলেন। মহাপুরুষ তাঁহাদের বলিলেন যে কর্ত্তা ভগবানের কৃপাতেই সকল অশান্তি দূর হয়, তাঁহারা সবাই মিলিয়া ভগবানের কৃপার জন্য যেন নাম কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন। তখন সবাই মিলিয়া ভগবানের নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নামেতে যেন অমৃত ঝরিয়াছিল। মধ্য নিশা মহাপুরুষ নামের ভিতরেই আকাশের দিকে এক আবাহনি মুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া পায়ের দ্বারা পৃথ্বীতে এক শব্দ করিলেন। অকস্মাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল, পথে, মাঠে, জল ভরিয়া গেল। নিকটে একটি বটবৃক্ষ ছিল, এই বটবৃক্ষের স্থানে সুবৃহৎ এক জলাশয় হইয়া গেল—বটবৃক্ষ কোথায় গেল কেউ দেখিল না। এই স্থানটার নামই পরে 'বটদ্রবা' হইল। ভক্তেরা আজ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করেন—"অ হে বটদ্রবার থান, গুরুজনে গঙ্গা নমাই করিছে নির্ম্মান।" ইত্যাদি। ঐ পুষ্করিণীর নাম সেই সময় হইতে "আকাশী গঙ্গা" হইয়াছে। ইহাই মহাপুরুষের 'বড়দোয়াধাম'—ভক্তদের দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ।

ধর্ম্ম-প্রচার ও মাধবদেব

এই স্থানের দক্ষিণ দিকের কাছারির লোকদের সহিত ভূঞাদের কোন কারণ বশতঃ কিছু গোলযোগ হওয়ায় শঙ্করদেব ভূঞাগণকে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পারের কোন জায়গায় বসতি স্থান পরিবর্ত্তনের উপদেশ দেন। তাহারা চলিয়া গেলে শঙ্করদেবও ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া যান। তিনি উত্তরকূলে যাইয়া স্থানবিশেষে কিছু কিছু কাল অবস্থান করিয়া নামধর্ম্ম প্রচার করিয়া শেষে ধুয়াহাটা (বর্ত্তমান লক্ষিমপুরের বেলগুরি) স্থানে প্রায় আঠারো বৎসর থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। এই ধুয়াহাটাতে মহাপুরুষের প্রধান ভক্ত এবং অভিন্নাত্মাস্বরূপ শ্রীমাধবদেবের প্রথম সমাগম হয়। মাধবদেব শাক্ত ছিলেন। দেবীপূজায় ছাগ বলি দিবার উদ্দেশ্যে একবার তার ভগ্নীপতি রামদাসকে ছাগ আনিতে বলিলে তিনি অমান্তি হন এবং বলেন যে পশুবলি দান গর্হিত এবং অধর্ম্ম কাজ। ইহাতে মাধবদেব রুষ্ট হইয়া, "পশুবলি অধর্ম্ম কাজ, কে বলে ?"—বলিয়া ভগ্নীপতিকে কঠোর বাক্য বলিয়া উঠেন। রামদাস বলিলেন, আমাকে যা তা বলিলেও শঙ্করদেবের সামনে তাহাকে নিরুত্তর হইতে হইবে ইত্যাদি রূপে তিনি শঙ্করদেবের কথা বলিলেন। ভগ্নীপতি রামদাস ইতিপূর্ব্বেই শঙ্করদেবের পথ নিয়াছিলেন। মাধবদেব তখনি শঙ্করদেবের সহিত বাদ করিতে সঙ্কল্প করিয়া তার পরদিনই রামদাসকে সঙ্গে করিয়া শঙ্করদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শঙ্করদেবের ব্যক্তিত্ব দেখিয়া মাধবদেবের তাঁর উপর শ্রদ্ধাও উপস্থিত হইল। তিনি শঙ্করদেবকে প্রণিপাত করিলেন। পরে পরিচয় আদি জিজ্ঞাসার পরে উপস্থিত বিষয় উল্লেখ করিয়া

অর্থাৎ পশুবলি এবং নানা দেবতা পূজা আদির অবৈধতার সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থিত হইল। তখন শঙ্করদেব একে একে সকল প্রশ্নের মীমাংসা দিয়া এবং পরিশেষে এক ঈশ্বরের সেবাই যে শ্রেষ্ঠপথ ইহা বিদিত করাইলেন। সকল দেব দেবী এক পরমেশ্বরের সত্তাতেই সত্তাবান এবং তাঁহার পূজাতে সবারই তুষ্টি। পৃথক্ পূজার আবশ্যক থাকে না। ভাগবতের "যথা তরো মূর্লনিষিঞ্চনেন" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধার করিয়া ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলে শ্রীমাধবদেব তাঁহাকে পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। ইহাতে শঙ্করদেব মাধবদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি বিদায় জানাইতেই কি প্রণাম করিলেন ? মাধবদেব বিশেষ ভক্তিভরে বলিলেন—'প্রথম আসিয়া যে প্রণাম করিয়াছিলেন তাহা শিরোমণি ভূঞা বলিয়া, এখন যে প্রণাম করিলেন ইহা হই-পরকালের কাণ্ডারি গুরু বলিয়া আত্ম সমর্পণ করিয়াই।' সন্তের সম্পর্কে আসিয়া মাধবদেবের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তদবধি নিজেকে তিনি "দীন মাধব", "মুরুখ মাধব" বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন। মাধবদেব প্রবৃত্তি মার্গ ত্যাগ করিলেন। তিনি যোটনের কন্যা ত্যাগ করিয়া একশরণ নামধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং আজীবন চিরকুমার রহিয়া গুরুসেবায় এবং গুরুধর্ম্ম প্রচারেরত থাকিলেন। উত্তরকালে এই মাধবদেব হইতে গুরুধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রচারিত হয়। শ্রীশঙ্করদেবের অন্তিম কালের আদেশে শঙ্করদেবের পরে তিনি ধর্ম্মাচার্য্য হন। শঙ্করদেবের তিরোধানের পরে তিনি আঠাইশ বৎসর ধরিয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচারে রত ছিলেন। শঙ্করদেবের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়ে তাঁহার বয়স বত্রিশ বৎসর ছিল।

এই বেলগুড়ি স্থানেই ‘গোপাল’ নামক এক বালক শঙ্করদেবের সাক্ষাতে আসিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন। শঙ্করদেবও তাঁহার উপর বিশেষ আশা পোষণ করিয়াছিলেন যে, উত্তর কালে ইনি বংশী হাতে করিয়া কৃষ্ণ অন্বেষণ করিয়া করিয়া ‘বংশী গোপাল’ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। শঙ্করদেব বড়পেটায় থাককালীন তাঁহার নির্দ্দেশে শ্রীদামোদরদেব হইতে ইনি শরণ নেন। ইহার পর সাত বৎসর মাধবদেবের সৎসঙ্গ করেন। ইনিও ভাগবতী ধর্ম্মের বহুল প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীদামোদরদেব

বেলগুরি হইতে বিশেষ কোন কারণে শঙ্করদেব আহোম শাসিত অঞ্চল ত্যাগ করিয়া ভক্ত রাজা নরনারায়ণ শাসিত কামরূপের বড়-পেটা স্থানে যান। শ্রীমাধবদেবও তাঁহার অনুসরণ করেন। এই স্থানে শ্রীশঙ্করদেব প্রায় পোনর বৎসর অবস্থান করিয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করেন এবং অনেক ধর্ম্মসাহিত্যও রচনা করেন। এই বড় পেটাতেই শঙ্কর-দেবের পূর্ব্বের প্রীতি-সম্বন্ধের শ্রীদামোদরদেব আসিয়া তাঁহার সহিত যুক্ত হন। ইনিও শঙ্করদেবের প্রচারিত ভাগবতী ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহার বহুল প্রচার করেন। বড়পেটা অঞ্চলের শ্রীহরিদেব নামক অন্য একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ভক্তিপথ অবলম্বন করেন এবং ভাগবতী ধর্ম্ম প্রচারে যুক্ত হন। শ্রীমাধবদেব, শ্রীদামোদরদেব, শ্রীহরিদেব সকলেই শ্রীশঙ্করদেবের সহিত ধর্ম্ম-চর্চ্চা, ধর্ম্মানুসরণ করিয়া এই ধর্ম্মের প্রতি জনসাধরণের অনুরাগ গড়িয়া তোলেন। তাঁহাদের পাবন প্রভাবে সমগ্র আসাম দেশে এক সুবৃহৎ ভক্তিধর্ম্ম সমাজ গড়িয়া উঠে। বড়পেটাতেই ভবানন্দ সাওদ নামক এক সদাগর শঙ্করদেবের ভক্তিধর্ম্মে

আকৃষ্ট হইয়া পরে ইহার প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করদেব তাঁহার নাম নারায়ণ ঠাকুর দিয়াছিলেন।

বস্ত্রে বৃন্দাবনলীলাচিত্র ও ব্রাহ্মণ-সমাজ

‘বড়পেটায় থাকা কাল হইতেই শঙ্করদেবের কোচবিহারে যাতায়াত আরম্ভ হয়। মহারাজের ভাই চিলারায় দেওয়ান শঙ্করদেবের ভাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তিনি শঙ্করদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন। শঙ্করদেব মহারাজেরও বিশেষ সম্মানার্হ হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রারম্ভেতে রাজা নরনারায়ণ তাহাকে গোমোস্তা পদে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু শঙ্করদেব বিশেষ অনুরোধ করিয়া মুক্ত হন। এই সময়েই শঙ্করদেব একশত বিশ হাতের এক সুদীর্ঘ বস্ত্র নিজের এবং মাধবদেবের তত্ত্বাবধানে তাঁতীদের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া ইহাতে সমগ্র বৃন্দাবন-লীলার চিত্র বুনিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই বস্ত্র দেখিয়া মহারাজ নরনারায়ণ এবং ভ্রাতা চিলারায় বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিল।

এক সময় অনেক ব্রাহ্মণ মহারাজ নারনারায়ণের কাছে শঙ্করদেবের বিরুদ্ধে গোচর করাইয়াছিলেন যে, শঙ্করদেব ধর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ বিভ্রাট ঘটাইতেছে, শাস্ত্র বিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে, ইহাতে মহারাজেরই অমঙ্গল সূচিত হইতেছে, ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে শঙ্করদেবের এক বিশিষ্ট ভক্ত রামসরস্বতী তাঁহার রচিত মহাভারতে লিখিয়াছেন,—

“আমার (আমাদের) জীবিকা মাত্র ভঙ্গ হোবে_

এহি মনে বড় ভয়।
এহিসে কারণে ব্রাহ্মণ সকলে
শঙ্করক নসহয়॥” ইত্যাদি

ব্রাহ্মণগণের জীবিকা এবং মান্য ভঙ্গ হইবে ইহাই ছিল তাঁহাদের ভয়। কেন না শঙ্করদেব ভক্তি এবং নামধর্ম্মের অবতারণা করিয়াছিলেন এবং আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়া কাণ্ডের বিশেষ হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণগণের অভিযোগে মহারাজ নরনারায়ণ গৌড়, বারানসী, কামরূপ তথা আসামের বিশিষ্ট পণ্ডিত আহ্বান করতঃ এক বড় সভার আয়োজন করিয়া শঙ্করদেবকে তথায় আহ্বান করেন। যথাক্রমে শঙ্করদেব সভায় আগমন করেন। সেই সৌম্য দিব্য গৌড়-কলেবর শঙ্করদেবকে, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে করিতে আসিতে দেখিয়া, মহারাজ নরনারায়ণ বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে আসন দান করান। বিরুদ্ধবাদিগণও বিশেষ সম্ভ্রম দেখান। ইহার পরে শঙ্করদেবের নব প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর সুরু হয়। সাত দিন ধরিয়া তর্ক আলোচনা আদি চলার পর শঙ্করদেবের মত শুদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয়। মহারাজ নরনারায়ণ শঙ্করদেবের পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, অবিকৃতি বিনয় এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমতে বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং শঙ্করদেব ও মহারাজ নরনারায়ণের এই সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় দেশের সাহিত্য, সমাজ এবং ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। মহারাজ নরনারায়ণ নিজেই বিদ্বান্ ছিলেন। ইনি এবং তাঁহার ভ্রাতা চিলারায় কাশীতে অধ্যয়নরত ছিলেন। তাঁহাদের পিতা মহারাজ বিশ্বসিংহের মৃত্যুতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নরনারায়ণ অতীব বিদ্যোৎসাহী দেব-দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। শঙ্করদেব এবং তৎকালীন পণ্ডিতগণের রচনার ভিতরে তাঁহার গুণাবলীর বর্ণনা পড়িলে ভোজরাজের স্মৃতি উদয় হয়। শঙ্করদেবের জগতমঙ্গলকারী ধর্ম্ম প্রচার তাঁহার নিতান্ত মনঃপূত হইয়াছিল।

শঙ্করদেবের তিরোভাবকালে উপদেশ

কোচবিহারের দশ মুকুতের স্থান মধুপুর সত্র, ভেলা সত্র, কাকতকুতা আদি সত্র ইহারই পরিচায়ক। আশ্চর্য্যের বিষয় যে কোচবিহারেই শ্রীমন্ত শঙ্করদেব, শ্রীমাধবদেব এবং শ্রীদামোদরদেব তিন জনেরই তিরোধান হয় এবং আরও দশ জন মুক্ত পুরুষের তিরোধান হয়। মহারাজ নরনারায়ণ শঙ্করদেবের একশরণ ধর্ম্ম পাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করদেব বলিলেন যে, রাজা এবং যাজক ব্রাহ্মণের এই ধর্ম্ম পালন করাতে অনেক ব্যবধান থাকার দরুণ তিনি যেন ইহার জন্য অনুরোধ না করেন। বস্তুতঃ রাজশক্তির প্রভাবের দ্বারা প্রজার উপর ধর্ম্ম ন্যস্ত হউক শ্রীশঙ্করদেব এই ভাবের বিরুদ্ধ ছিলেন। মহারাজ নরনারায়ণের প্রার্থনা রক্ষা না করার ইহাও এক কারণ। তবু মহারাজ আশা ছাড়িলেন না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইহা হইয়া উঠিলো না। শ্রীশঙ্করদেবের ইতিমধ্যেই তিরোধান সংঘটিত হইল। মহারাজের দুঃখের অবধি রহিল না। অতিশয় ভক্তিসহকারে মহারাজ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ঘি, চন্দনকাঠ আদি সমগ্র দ্রব্য নিবেদন করিলেন। শঙ্করদেবের তিরোধানের কিছুকাল পরেই মহারাজ নরনারায়ণও স্বর্গী হন। তিরোধান কালে শঙ্করদেবের বয়স ছ'মাস, কম একশত বিশ বৎসর ছিল। (অনুমান ১৪৯১ শকাব্দায় তিরোভাব)। শঙ্করদেবের ভাগবতী ধর্ম্ম প্রচারেতে কেবল যে মহারাজ শ্রীনরনারায়ণের রাজসভাতেই বিচার হইয়াছিল, ইহা নহে। ইতিপূর্ব্বে আহোম রাজসভাতেও এই সম্বন্ধে বিচার এবং তর্কবাদ হইয়াছিল। সেই সভাতেও শঙ্করদেবের মত

বাহাল থাকে। বড়দোরা স্থানে থাকাকালে শঙ্করদেব নিজেও বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিত-ব্রাহ্মণদের সসম্ভ্রমে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং বিশেষ বাদানুবাদও হইয়াছিল। কিন্তু শঙ্করদেব সকল ক্ষেত্রেই শাস্ত্র যুক্তির দ্বারা তাঁহার মত বাহাল রাখিয়াছিলেন। ইহা হইলেও স্থানে স্থানে সংস্কার এবং স্বার্থের খাতিরে কোন বিরোধীও রহিয়া গিয়াছিল, যদিও প্রথম হইতেই অনেক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ শঙ্করদেবের মত গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ ভাগবতী ধর্ম্ম অবলম্বন, প্রচার এবং প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছিলেন। শঙ্করদেব তাহার বিরোধীদের প্রতিও কখনো বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেন না এবং সকলকেই এই ভাবে ভাবিত হওয়ার শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার লেখাতেও অনেক স্থলে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—

"অন্য পন্থী সকলর নিন্দা নকরিবা," কিন্তু তাঁহাদের অর্থাৎ অন্য পন্থিদের মত আচরণ করিতে ভক্তদের মানা করিতেন "নিনিন্দিবা ন বন্দিবা" বলিয়া।

যাহাই না হউক, শঙ্কদেবের দ্বারা যুগধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। নামের প্রতি সকল লোকই সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। দেশের সর্ব্বত্রই সত্র এবং নামঘর কীর্ত্তন-ঘর হইয়া উঠিল।

শঙ্করদেবের গ্রন্থপ্রচার

সঙ্গে সঙ্গে সৎসাহিত্য সৃষ্টি হইতে থাকিল। যেহেতু শঙ্করদেবের ধর্ম্ম সর্ব্বজনের উদ্দেশ্যেই ছিল; সেই জন্য তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই দেশী-ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। কেবল একটিই মাত্র সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছিলেন, যেটির নাম হলো "ভক্তিরত্নাকর" 'ইহা ছাড়া তাঁহার এক অঙ্কের নাট্যসমূহ ও তাঁহার রচিত সংস্কৃত স্তুতি, শ্লোক, স্থানে স্থানে সন্নিবেশ করা হইছিল। এই শ্লোকসমূহের আবার অনুবাদও দেওয়া হইয়াছিল। এই নাট্যসমূহ এবং বড়গীত (স্তুতি গীত) সমূহ যে ভাষায় লেখা হইয়াছিল সেই ভাষাকে সাধারণতঃ 'ব্রজবুলি' বলা হইয়া থাকিলেও ইহাতে অবধী, ভোজপুরী আদিরও শব্দাবলী পাওয়া যায় এবং ইহাতে আসামী ভাষার ব্যাকরণ অনুস্যত হইয়াছে। চরিত পুঁথি আদি হইতে জানা যায় যে, শঙ্করদেব প্রথমতঃ কয়েকখানা নাটক সংস্কৃতেই রচনা করিয়াছিলেন। পরে সকলের বোধগম্য হইবে না বলিয়াই তিনি প্রথমে লেখা নাটকের অভিনয় বন্ধ করিয়া উপরি উক্ত ভাষাতে নাটক লিখেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহ এই ঃ—

হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, ভক্তিপ্রদীপ, উদ্ধবসংবাদ, কীর্ত্তন, ভাগবত, নিমি-নবসিদ্ধ-সংবাদ, রুক্মিণীহরণ (কাব্য), কুরুক্ষেত্র, গুণমালা, রামায়ণ (উত্তরাকাণ্ড) বড়গীত—২৪০টি, টোটয়, পত্নী-প্রসাদ নাট, রুক্মিণীহরণ নাট, কালীয়দমন নাট, কেলিগোপাল নাট, পারিজাতহরণ নাট, রামবিজয় নাট, এবং সংস্কৃত ভক্তিরত্নাকর।

শ্রীশঙ্করদেবের আদেশ নির্দ্দেশ এবং প্রেরণায়, শ্রীমাধবদেব অনন্ত-কন্দলী এবং আরও অনেক ভক্ত ভাগবতধর্ম্মের অনেক গ্রন্থ এবং গীত রচনা করিয়া অসমীয়া ভাষার বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া গড়িয়া তোলেন।

শঙ্করদেবের ধর্ম্মমত—

শঙ্করদেবের একশরণ (নাম) ধর্ম্মেতে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য-দেব, ইহাতে অন্য দেবদেবীর উপাসনা নিষিদ্ধ। এক ঈশ্বর, পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ নেওয়া ছাড়া জীবের অন্যত্র উপায় নাই।

গীতার—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

এবং শ্রীমদ্ভাগবতের—"যথা তরো মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং
তথা চ সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"—গীতা।

ইত্যাদি বাক্যের মর্ম্মের ভিত্তিতেই একশরণ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মতে "এক দেউ, এক সেউ (সেবা), এক বিনা নাহি কেউ"

"হে কৃষ্ণ তুমি মাত্র চৈতন্য স্বরূপ নিত্য
সত্য শুদ্ধ জ্ঞান অখণ্ডিত।
আউর যতেক ইটো তোমার বিনোদ রূপ
চরাচর মায়ার কল্পিত॥"

"কৃষ্ণ এক দেব দুঃখহারী কালমায়াদিরো অধিকারী।
কৃষ্ণ বিনে শ্রেষ্ঠ দেব নাহি নাহি আউর
সৃষ্টি স্থিতি অন্তকারী দেব তান্ত বিনে আন নাহি কেউ
জানিবা বিষ্ণু সে সমস্ত জগতে সার॥"

"চৈতন্য স্বরূপে ব্যাপি এক নিরঞ্জন।
তোমাক বুলিবে দ্বৈত কোন অজ্ঞজন॥"

বেদের শিরোভাগে, যন্ত্র-মন্ত্র মাঝে যাঁহার পদ বিরাজ করে সেই সনাতন পরম মহিমাময় পরমাত্মা পুরুষোত্তম আত্মারাম, ব্রহ্মরূপী নারায়ণই জীবের উদ্ধারকল্পে কৃষ্ণরূপেতে প্রকাশমান। সেই করুণাময় প্রভুই বেদান্ত গায়ক এবং তিনিই বংশীবাদক। ইনিই সর্ব্ব অবতারের কারণ নারায়ণ, ইনিই প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের নিয়ন্তা—মাধব।

"দৈবকী নন্দন রাম নারায়ণ, জগত কারণ রাম।
সর্ব্বদেব শিরোমণি নারায়ণ, সমস্ত সুখর ধাম।"

ইনি নির্গুণ এবং গুণাধার। ভগবানই উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ হইয়া স্বশক্তি মায়ার দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই সর্ব্বত্র অন্তর্য্যামী রূপেতে আছেন এবং বাহিরেও আছেন। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মই জীবের একমাত্র আশ্রয় এবং গতি।

অতর্ক্য মহিমাময় ভগবানের ইচ্ছাই বিশ্বসৃষ্টির মূল হেতু—জীবও তাঁহার ইচ্ছাতেই সৃষ্ট হইয়াছে। জীবাত্মা স্বরূপতঃ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন।

"ঈশ্বরত করি জীব ভিন্ন নুহি
শান্ত অবিকারী হয়।
ভ্রান্তিয়ে অজ্ঞান আবরিত হুয়া
আপোনাক নজানয় ॥"

জীবাত্মা, মায়াধীন জাগতিক দেহাবদ্ধ বা দেহী হওয়া হেতু এবং ভগবানের অতি ক্ষুদ্র অংশ হইয়া পড়ায় জীবাত্মা অথবা জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হইয়া পড়ে। জীবাত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া অৱস্থান করে, যেমন দাহ্যমান লৌহ খণ্ডে লৌহ এবং অগ্নি এক হইয়া থাকে। অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের চিদাভাস পাইয়া মন, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়াদির প্রতি সচেতন হইয়া উঠে। এবং কর্ম্ম পাশে বদ্ধ হয়। মনের ভাবে ভাবিত জীব বদ্ধ এবং সুখ-দুঃখ ভাগী হইয়া থাকে এবং স্বরূপ আনন্দ হারাইয়া ফেলে। শ্রীকৃষ্ণবিমুখ হইয়া বহুজন্ম দুঃখ পাইতে থাকে।

জীবের এই অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বরূপ আনন্দ লাভের জন্য জ্ঞান, কর্ম্ম, এবং ভক্তিপথ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। গীতা এবং ভাগবতে ভক্তিপথকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীশঙ্করদেবও ভক্তিপথকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়াছেন।—

"কৃষ্ণক পাইবার জানা ভকতিসে পন্থ।
ইহাক কহয়ে গীতা ভাগবত গ্রন্থ ॥"

"কেবল ভকতি পুরুষক তারে, সহায় কাকো নচায়ে।
জ্ঞান কর্ম্মে তারে তারিতে নপারে, ভকতি নহয়ে যাবে।"
"মুকুতিকো স্রবে তোমার ভকতি তাক এরি হোয়ে নাশ ॥"

"জ্ঞানে গতি কহে বেদ লৈয়ো তার পরিচ্ছেদ
আছে জ্ঞান ভকতির মাজে।
ভকতি করন্তে জান আপুনি ওপজে জ্ঞান
যোগ চিন্তি মরে মিছা কাজে ॥"
"ভগবন্ত ভক্তি-যুক্ত পুরুষর আত্মবোধ
মাধবর প্রসাদে মিলয়।
কৃষ্ণর কৃপাত তেবে গুচয় সংসার ভয়
এহিমানে গীতার নির্ণয় ॥"

ভক্তিতে বা ভগবানের পাদপদ্ম সেবাতেই আত্যন্তিক সুখ লাভ হয়; ইহাই পরম পুরুষার্থ—

"ভকতি আনন্দ পূর্ণ হুয়া একো নবাঞ্ছয়।
আমার ভকত নিরন্তর।"
"বৈকুণ্ঠর সালোক্যাদি পদ চয় যদি দেন্ত
ভক্তি বিনে তাকো নলবয়।
নবাঞ্ছিবে আন কাম আমার ভকত সবে
কিবা আত কহিবে লাগয় ॥"

কৃপাসিন্ধু ভগবান্ জীবকে আত্মতত্ব দিয়া উদ্ধার করার কল্পেই লীলা অবতার হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্র-সুধা-সিন্ধুতে ক্রীড়া করিয়া জীব চারি পুরুষার্থ তুচ্ছ বোধ করে।

"পরম দুবের্বাধ আত্ম তত্ব, তার জ্ঞান অর্থে হরি যত
লীলা অবতার ধরা তুমি কৃপাময়।
তাহার চরিত্র সুধা সিন্ধু তাতে ক্রীড়া করি দীনবন্ধু,
৺রি পুরুষার্থ তৃণর সম করয়।"

ভগবানের নাম এবং লীলা চরিত্র শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ আদির মধ্যেই ভগবানের সংযোগ লাভ হয়। গতিকেই যাঁহাদের অহঙ্কার দূর হয় নাই তাঁহারাও ভগবানের সঙ্গ লাভ করেন—

"অহঙ্কার থাকন্তেয়ো সাক্ষাতে কৃষ্ণক পায়ে
শ্রবণ কীর্ত্তন ধর্ম্ম যার ॥"

এই ক্রমে ভগবানের সংযোগে জীবের অহঙ্কার দূর হইয়া যায়। এই হেতু সকামী ভক্তও নিষ্কাম হইয়া যায়।

শঙ্করদেবের মতে অবলম্বনীয় বস্তু চারিটা—গুরু, দেব, নাম, ভক্ত। এই চারিটা ভগবানেরই বিভিন্ন রূপ। জগত উদ্ধারের হেতু অহেতুক কৃপাসিন্ধু ভগবানই এই বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছেন। অভ্যাগত ধর্ম্মার্থীকে গুরুমুখী হইয়া তাঁহার আশ্রয় নিয়া তত্ত্ব-রহস্য বুঝিয়া গুরুদত্ত নাম অবলম্বন করিয়া ভক্তের সঙ্গ নিয়া ব্যবস্থামত শরণ ভজনাদি ক্রমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, লীলা, চরিত্র—শ্রবণ, কীর্ত্তন আদি করা হয়, নিত্য চৌদ্দটি প্রসঙ্গের মাধ্যমে, নাট অভিনয়ের মাধ্যমে এবং উৎসবাদির মাধ্যমে। শঙ্করদেবের পন্থে সন্ন্যাস দেওয়া নেওয়া বিধান নাই। গৃহস্থই হউক অথবা উদাসীই হউক ভগবানের চরণে একান্ত শরণ এবং দৃঢ় ভক্তি থাকাই হইল মূল কথা। 'একদেউ' ব্যভিচার হইলেই অর্থাৎ অন্যদেবতার উপাসনা আসিয়া পরিলেই ভ্রষ্ট বলিয়া ধরা হয় এবং উদাসী থাকিয়া পরদার আদি ব্যভিচার করিলেই ভ্রষ্ট বলিয়া ধরা হয়। ইহা হইতে দূরে থাকিয়া ভক্তি পথ অনুসরণ করিতে হইবে। শঙ্করদেবের ভক্তি ধর্ম্মেতে সকল শ্রেণীর লোকেরই সমান

অধিকার। এমন কি একজন ভক্ত মুছলমানকেও তিনি ভক্তি-ধর্ম্ম দিয়াছিলেন। রাজপথে যেমন সবারি সমান অধিকার ভক্তি ধর্ম্মেতেও সেই প্রকার। শ্রীমাধবদেব লিখিয়াছেন —

"হরি ভক্তি রাজ মার্গ গুরু পদ নখ চন্দ্র প্রকাশিত
শ্রুতি জননীর পদ পথ অনুসরি।"

শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই শ্রীশঙ্করদেব তত্ত্বলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লৌকিক দীক্ষাগুরু ছিলেন না। গীতা এবং ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের, শরণ-ভজন সম্বন্ধে দেওয়া উপদেশকেই তিনি প্রচার করিয়াছেন। তিনি বারম্বায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় তিনি লাভ করিয়াছেন। যথা—

"করিলন্ত কৃপা মোক সেহি চক্রপাণি ॥"
"ঈশ্বর কৃষ্ণক মই ভৈলো পরিচয়।"—ভক্তি-প্রদীপ।

তিনি তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'হরিশ্চন্দ্র' উপাখ্যানেতে নিজেকে—কেশবের কিঙ্কর, কৃষ্ণের কিঙ্কর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

"নিমি নবসিদ্ধ সংবাদে" লিখিয়াছেন—

"নমো মধুরিপু রাম মোর মহাগুরু।
প্রভু ভগবন্ত ভকতর কল্পতরু ॥"

* * *

"কৃষ্ণর আদেশে আমি হ্রস্ব দীর্ঘ ছন্দে।
বিরচিবো নবসিদ্ধ কথাক প্রবন্ধে।।"

দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবতে লিখিয়াছেন—

"নমো নমো মোর মহাগুরু হৃষীকেশ।
কৃষ্ণর চরণে মনে পায়া উপদেশ॥
দ্বাদশ স্কন্ধর কথা হ্রস্ব দীর্ঘ ছন্দে।
কৃষ্ণর কিঙ্করে বিরচিলো পদবন্ধে॥" ইত্যাদি।

ভারতের কোন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক গুরু হইতেও তিনি দীক্ষা নেন নাই। তাঁহার স্বকীয় দার্শনিক ভিত্তি অথবা ধর্ম্মীয় সাধন-ক্রম অথবা পদ্ধতিই তাঁহার স্বকীয়ত্বের পরিচায়ক। অবশ্য কোন না কোন বিষয়ে কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোথাও মিল থাকিলেও সম্পূর্ণ মিল কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাই। উক্ত প্রকার মিল থাকাটা স্বাভাবিক—কেননা—গীতা, ভাগবত, পুরাণ, উপনিষদ আদি শাস্ত্র প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি। শঙ্করদেব তাঁহার উপলব্ধির ভিত্তিতে শাস্ত্রসার প্রচার করিয়াছেন। ভক্তেরা তাঁহার ঐশী শক্তি এবং কৃষ্ণপ্রাণতা দেখিয়াই তাঁহাকে কৃষ্ণাবতার, মহাপুরুষ, জগদ্‌গুরু, আতা (আত্মা) পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন। তিনি নিজ অন্তর্য্যামিকে গুরু মানিয়াছেন।

শ্রীমাধবদেব তাঁহার "গুরু ভটিমা"-তে লিখিয়াছেন—

"চারি বেদ সরোরুহ মাজে, যাকেরি চরণ বিকাশ।
সোহি দেব কলিকো, কালে, শঙ্করদেব পরকাশ॥
ত্রিভুবন-বন্দন দৈবকী-নন্দন, যো হরি মারল কংস।
জগজন-তারণ দেব নারায়ণ, শঙ্কর তাকেরি অংশ॥"
"মায়া নরতনু, ধরি হরি ভকতি কয়লী বহু পরচার।
সব লোক পাপ পয়োনিধি মজ্জল, তাহে কয়লি উদ্ধার॥"
ইত্যাদি।

তাঁহার শ্রীমন্নাম ঘোষার মধ্যে লিখিয়াছেন—

"শঙ্করে সংশয় ছেদি শাস্ত্রর তত্ত্বক ভেদি
প্রচারিলা কৃষ্ণর ভকতি।"
"পরম অমূল্য রত্ন হরির নামর পেড়া
অতি গুপ্ত স্বরূপে আছিল।
লোকক কৃপায়ে হরি শঙ্কর স্বরূপে আসি
মুদ ভাঙ্গি সমস্তকে দিল॥
হরিনাম প্রেম রস অমৃত নিধিক বান্ধি
গুপ্ত করি থৈলা দেবগণে।
দয়ালু শঙ্করে পাই তলি মুদ ভাঙ্গি দিলা
সুখে পান করা সর্ব্বজনে॥"
"নির্গুণ কৃষ্ণর গুণক প্রকাশ
করিলা শ্রীশঙ্করে।
শ্রবণ কীর্ত্তন করি মহাসুখে
পাপীয়ে সংসার তরে॥
পরম ঈশ্বর-কৃষ্ণ দেবতার
গুণর নাহিকে অন্ত।
ইহার তত্ত্বক জানিবা কেবলে
শঙ্করে মাত্র জানন্ত॥"

"হরি নাম রসে বৈকুণ্ঠ প্রকাশে
প্রেম অমৃতর নদী।
শ্রীমন্ত শঙ্করে পার ভাঙ্গি দিলা
বহে ব্রহ্মাণ্ডক ভেদি ॥
গোবিন্দর প্রেম অমৃতর নদী
বহে বৈকুণ্ঠর পরা।
চারি পুরুষার্থ তাহার নিঝরা
হরি নামে মূল ধারা ॥
হরি ভক্তি দান দিয়া জগতক
তারিলা সংসার সিন্ধু।
হেনয় কৃপালু শঙ্কর বিনাই
নাহিক আমার বন্ধু ॥
হরি ভকতির পাতিলন্ত হাট
শঙ্করে জগত জুরি।
রাম নাম রত্ন বেসায়া জগতে
চলয় বৈকুণ্ঠপুরী ॥
শ্রীমন্ত শঙ্কর হরি ভকতর
জানা যেন কল্পতরু।
তাহান্ত বিনাই নাই নাই নাই
আমার পরম গুরু ॥" ইত্যাদি।

শ্রীশঙ্করদেবের উপদেশ তাঁহার লেখার সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। তাঁহার বিশেষ বাক্য এই যথা,—(শ্রীশঙ্কর ভাগবতে)।

ওবা নরলোক, হরি ভজিয়োক, ধরা ইতো উপদেশ।
এড়া আলজাল, জীবা কত কাল, জড়া ভৈল পরবেশ ॥
অন্য দেবী দেউ, নকরিবা সেব, প্রসাদ নখাইবা তার।
মূর্ত্তিকো ন চাইবা, গৃহ ন পশিবা, ভক্তি হৈব ব্যভিচার ॥
একে কৃষ্ণ দেব. করিয়োক সেব, ধরিয়ো তাহান নাম।
কৃষ্ণদাস হুয়া, প্রসাদ ভুঞ্জিয়া, হস্তে করা তান কাম ॥

[প্রমাণ পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৫১ অধ্যায়, উত্তরখণ্ড ৭৬ অধ্যায়]

শঙ্করদেবের সম্প্রদায়ে বিগ্রহ হ'লো—শ্রীমদ্ভাগবত এবং গীতা। তিনি শরণদান কালে ভাগবতের সাক্ষাতেই দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠ প্রয়াণ কালে উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে, ভক্তের অবলম্বনের জন্য নাম এবং ভাগবতকেই তাঁহার পরিবর্ত্তে দিয়া গিয়াছেন।

"—স্বকীয়ং যদ্ভবেত্তেজস্তদ্বৈ ভাগবতে দধাৎ
তিরোধায় প্রবিষ্টোহয়ং শ্রীমদ্ভাগবতার্ণবম্ ॥
তেনেয়ং বাঙ্ময়ী মূর্ত্তিঃ প্রত্যক্ষা বর্ত্ততে হরেঃ।
সেবনাচ্ছ্রবণাৎ পাঠাদ্দর্শনাৎ পাপনাশিনী ॥"
—(পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৬৩ অধ্যায়)।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা মাহাত্ম্যেও শ্রীকৃষ্ণের বাণী এই ঃ—

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা পরমং গৃহম্ ॥ ইত্যাদি।

সকল সত্র এবং নাম ঘরেতে ভাগবত স্থাপিত হয়। শ্রীশঙ্করদেবের উপদেশ সংযুক্ত ভাগবত বিশেষতঃ দশমস্কন্ধ, অথবা কীর্ত্তন-ঘোষা এবং শ্রীমাধবদেবের 'শ্রীমন্নাম ঘোষা,' 'ভক্তিরত্নাবলী' আদি গ্রন্থও ভাগবত স্বরূপে এবং গুরু বিগ্রহ স্বরূপে স্থাপিত হয়। শঙ্করদেব অন্য কোন মূর্ত্তি পূজার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। শিলাময়, মৃন্ময় আদি মূর্ত্তি হইতে তিনি সাধু সন্তের সেবাকেই অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। সাধু-সন্তগণই প্রকৃত ঈশ্বর মূর্ত্তি স্বরূপ। ভক্তের মহিমা বর্ণন করিয়া তিনি তাঁহার কীর্ত্তনে লিখিয়াছেন—

যত নদী-নদ সিয়ো তীর্থ হয়,
শিলর প্রতিমা দেব,
তেসম্বে পবিত্র করে, যেবে পুনু, বহুকাল করে সেব।
দেখিলে মাত্রকে, ভকতে পবিত্র, করে লোক নিরন্তর।
দেবে, তীর্থে জানা, ভকত জনর, অনেক মহদন্তর ॥

[শ্রীমদ্ভাগবত—১০।৮৪]

"তীর্থ বুলি করে জলত শুদ্ধি,
প্রতিমাত করে দেবতা বুদ্ধি।
বৈষ্ণবত নাই ইসব মতি,
গরুতো অধম কৃষ্ণ বদতি।"

শ্রীমাধবদেব নাম ঘোষাতে লিখিয়াছেন—

"একক্ষণ মানে মাত্র কেবল সাধুর সঙ্গ
হোয়ে নাব (নৌকা) ভব তরিবার।"

'ভক্তিরত্নাকরে' শঙ্করদেব লিখিয়াছেন যে, যাঁহারা প্রতিমাকেই পূজা করেন পরন্তু ভক্ত বৈষ্ণবাদিকে শ্রদ্ধা করেন না, এবং প্রাণী সাধারণের প্রতি সশ্রদ্ধ নয় তাঁহারা প্রাকৃত ভক্ত। তাঁহার উপদেশ ছিল—

"সমস্ত প্রাণীক দেখিবাহা আত্ম সম।
উপায় মধ্যত-ইটো অতি মুখ্যতম ॥"
সমস্ত ভুততে বিষ্ণু বুদ্ধি নোহে যাবে। (যাবৎ)
বিচারিয়া অভ্যাসিৰা তাবে ॥ (তাবৎ)

সর্ব্বসাধারণ গৃহী ভক্তদের প্রতি উপদেশ ছিল—তাঁহারা নিজেকে এবং নিজের সম্পর্কের স্ত্রী-পুত্রাদি সবাইকে ভগবানের চরণে সমর্পণ করিবে, কর্তৃত্বের যা কিছু ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তিও সমর্পণ করিবে, দেউ, গুরু ভক্তের সেবার জন্য উপার্জ্জন করিবে, তাহারাও ভগবানের প্রসাদ বলিয়া আবশ্যকীয় অংশ গ্রহণ করিবে—এবং দিনের এক প্রহর, রাত্রির এক প্রহর নাম-কীর্ত্তনাদি করিবে। ইহা ছাড়া অন্তরে সকল সময়ই নাম নিয়া থাকিবে, হাতে কৃত্য কাজ, করিবে। বার বার তিনি বলিয়াছেন—

"ভাই মুখে লোরা নাম হৃদয়ে ধরা রূপ।
এতেকে মুকুতি পাইবা কহিলো স্বরূপ।"
"মুখত নেরিবা নাম" "অহর্নিশে বোলা রাম রাম"
ইত্যাদি বাণীতো সকল লেখার মধ্যে সর্ব্বত্রই রহিয়াছে—

———

শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণন

শ্রীশঙ্করদেবের রচনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণন এবং নামের মহিমা বর্ণনই মূল কথা। শ্রীমদ্ ভাগবত ছাড়াও তাঁহার নানা রচনাতে দ্বারকালীলা, ব্রজলীলা বিশেষ রূপে প্রকাশমান হইয়াছে। তাঁহার— "গুণমালা" দশম একাদশ স্কন্ধ ভাগবতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের শিশুলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রজলীলা স্মরণ এবং কীর্ত্তনের ইহা এক বিশিষ্ট গ্রন্থ। ইহাকে নিত্যপ্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। শঙ্করদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ "কীর্ত্তনে"র অন্তর্গত— শিশুলীলা, রাস ক্রীড়া, কংস বধ, কুজীর বাঞ্ছা পূরণ, এবং বড়গীতের মধ্যে; এবং কালিয়াদমন, পত্নীপ্রসাদ, কেলি গোপাল নাটে ব্রজলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। শঙ্করদেবের নির্দ্দেশ ক্রমে শ্রীমাধবদেবও বড়গীত এবং অর্জ্জুন ভঞ্জন, চোর ধরা, পিম্পরা গুচোয়া, ভোজন ব্যবহার, কোটোরা খেলোয়া, ভূষণ হেরোয়া, আদি নাটের মাধ্যমে ব্রজলীলা বিশেষ বিচিত্র রূপেতে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগোপাল আতার 'জন্ম যাত্রা' নাটে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম রূপায়িত করা হইয়াছে।

শ্রীশঙ্করদেব এবং মাধবদেবের বরগীত সমূহেতে একদিকে শ্রীকৃষ্ণের পরম পুরুষত্ব এবং অন্য দিকে মানবী লীলা প্রকাশ পাইয়াছে। সদা মঙ্গলময় ভগবান জীবের উদ্ধার কল্পে ব্রজের বালকদের সঙ্গে নৃত্যাদি কৌতুক করিয়াছেন,—

"ব্রজের বালক সঙ্গে রঙ্গ মনে নাচতু এ সদাশিব।
ওহি অবতারে নিজ যশচয় প্রচারি তারিলা জীব॥"
"ওহি যেবে নোহে নিজানন্দ সুখে সদায় রমণ যার।
সে সুখ তেজিয়া কমন কারণে করতু ব্রজে বিহার॥" ইত্যাদি।

অদ্ভূত বালক শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত ক্রীড়া কৌতুকের অনুস্মৃতিতে তাঁহার যশ রাশি শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়া জীব ত্রিতাপ হইতে এবং ত্রিগুণ হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

"জীবর তারণ হেতু নারায়ণ
বৈকুণ্ঠ তেজিয়া আসি।
কহয় মাধব নানা বিধ রসে
প্রচারিল যশ রাশি॥"

—এই উপায় দিয়া গিয়াছেন। এই লীলাই বড়গীতের মাধ্যমে উত্তমরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। বড়গীত সমূহে জাগরণ গীত, বনবিহার গীত, বিরহ গীত আদি সমস্তই আছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের চিরশিশুরূপ কল্পনা অতি চমৎকার রূপেতে বর্ণিত হইয়াছে। শঙ্করদেবের বড়গীত সমূহেতে এক প্রধান ভাব হইয়াছে—মানব জীবন দুষ্প্রাপ্য অথচ ক্ষণস্থায়ী এবং মায়াময়। হরিভক্তিই মোহাচ্ছন্ন জীবের ধ্রুবতারা। সেই হরিই গোয়ালীর ঘরে প্রকাশমান হইয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"তিনি গুণময় বেদ বন পরিহরা।
গোয়ালীর ঘরে গৈয়া ব্রহ্ম চিনি ধরা॥"
"ব্রজের বালক সঙ্গে রঙ্গমনে নাচতু এ সদাশিব।
ওহি অবতারে নিজ যশ চয় প্রচারি তারিলা জীব॥"
"অবিদ্যা মোহিত হুয়া জীব যত তরিতে পথ নপাবে।
মোর যশ শুনি সুখে নিস্তরোক নাচতু অমন ভাবে॥" ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণের সকলি মধুর। তাঁর নৃত্য বাশী, হাঁসি, বচন, গমন, বসন-ভূষণ, চাতুরি, অভিমান আদি সবই চিত্তহারী। তাঁর রূপ সৌন্দর্য্যও বর্ণনার অতীত।

—"শ্যাম তনু শোহে চারু কাচ ঢল ঢল।
দেখিয়া মুদিত ভয়ো নীল উৎপল॥
গগনে অথির চান্দ কানু মুখ পেখি।
পঙ্কজ রহিল জলে নয়ন নিরেখি॥
পীত বসন শ্যাম শরীরে বিরাজে।
বিজুরি চঞ্চর ভয়ো নীল মেঘ মাঝে॥
সুবলিত ভুজ যুগ দেখি লাজ পায়া।
পাতাল ভিতরে রৈল বাসুকী লুকায়া॥
রূপের মাধুরী ত্রিভুবন শান্ত করে।
অমৃত লুকাইয়া রৈল দুগ্ধ সাগরে॥
কানুর উপমা দিতে পারে কেবা জন।
কহয় মাধব গতি নন্দের নন্দন॥"

তবু যেন কানাইর রূপ বর্ণনা অসম্ভব, একটি গীতে লিখিয়াছেন—"কানাইর রূপের উপমার কিবা ক্ষেম। এক পুঞ্জ হুয়া আছে গোপিনীর প্রেম॥" কোন উপমাতেই কানাইর রূপ প্রকাশ যেন হয় না। তাই একবার লিখিলেন—

"আপুন রূপের কাণু উপমা আপুনি"; আবার—
"কানাইর দেখিয়া রূপ মোহে ত্রিভুবন।" ইত্যাদি।

কানাইর অবস্থিতিতে গোকুল বৃন্দাবন আনন্দ-সাগরে তথা অমৃত-সাগরে নিমগ্ন ছিল।— "যি রস মিলিছে বৃন্দাবনে
এহু রস নাহি ত্রিভুবনে।"

বড়গীত এবং নাটসমূহের মাধ্যমে ব্রজলীলার এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের জীবন-প্রাণ এবং ইষ্ট দেবতার মতন ছিলেন। জীব জন্তু ছাড়া তরু তৃণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাব অনুভব করিয়াছিল। গোকুল ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোকুলবাসীরা দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। ব্রজের প্রজার ভাগ্যফল মূর্ত্তিমন্ত হইয়া মনোহর শ্যামের যেন উদয় হইয়াছে; আবার—

"শ্যাম নাম নব অমৃত রসের
এরূপে ভৈল ভাণ্ডার।
গোকুল বাসীর নয়ন উছব
আনন্দ কুসুম সার॥"
"এরূপ মাধুরি তেজিয়া আউর
দেখিতে মন নধাবে।"

এমন মোহন শ্যাম মথুরায় যাওয়াতে গোপীরা উদ্ধবকে বলিয়াছে,—

"কি কহব উদ্ধব কি কহব প্রাণ।
গোবিন্দ বিনে ভয়ো গোকুল উছান॥
শূণ, ভৈল আঙ্গিনা বিরিন্দা বিপিন।
নাশোভে রজনী-যৈছে চান্দ বিহীন॥
নাহি চারব ধেনু কালিন্দীক কুল।
আর নুশুনবো, বেণু কদম্বকু মূল॥
মথুরা রহল সব গোপিনীক পিউ।
কেশব বিনে কৈছে ধরব জীউ॥" ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ মানবরূপী ভগবান্ এবং তাঁহারি পদরেণু সেবা অথবা দাস্যপ্রেমই শ্রীশঙ্করদেব এবং মাধবদেবের জীবনের মূল ভাব এবং ইহাই তাঁহাদের বড়গীত, নাট এবং সকল সাহিত্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। কিন্তু জয়দেব, চণ্ডীদাসের অবৈধ * প্রেমচিত্র এখানে নাই। বড়গীতের কয়েকটি নিদর্শন স্বরূপে দেওয়া হইল ঃ—

রাগ—আশোয়ারী

ধ্রুং—জয় জয় যাদব, জলনিধিজাধব ধাতা, শ্রুতমাত্রাখিল ত্রাতা। স্মরণে করয় সিদ্ধি, দীন দয়ানিধি, ভকতি মুকুতি পদ দাতা।

পদ— জগজন জীবন অজন জনার্দ্দন
দনুজদমন দুখহারী।
মহদানন্দ কন্দ পরমানন্দ,
নন্দনন্দন বনচারী ॥
বিবিধ বিহারবিশারদ শারদ
ইন্দু নিন্দি পরকাশী।
শেষ শয়ণ শির, কেশী বিনাশন্
পীতবসন অবিনাশী ॥
জগতবন্ধু বিধু মাধব মধুরিপু
মধুর মুরতি মুরনাশী।
কেশব চরণ সরোরুহ কিঙ্কর
শঙ্কর কহ অভিলাষি ॥

* অবৈধ প্রেম—যাহা বিধি বা শাসন বা নিয়মের অতীত অর্থাৎ পরমানন্দময় পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সুখময় সেবার প্রতি আত্মার স্বাভাবিক প্রেমগতি। ইহা ঐশ্বর্য্যপূর্ণ দ্বারকা বা মথুরাধামে সম্ভব নহে। একমাত্র শ্রীব্রজে মধুর শ্রীবৃন্দাবনেই সম্ভব। এ সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদকৃত 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' ও 'শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থে এবং শ্রীব্যাসদেব রচিত 'শ্রীমদ্ ভাগবত' ১০ম স্কন্ধ 'রাসপঞ্চাধ্যায়' শ্রদ্ধা, প্রেমভক্তির সহিত দ্রষ্টব্য।

রাগ – ধনশ্রী

ধ্রুং—বোলহু রাম নামেসে মুকুতি নিদানা
ভব বৈতরণী তরনি সুখ শরণি
নাহি নাহি নাম সমানা ॥

পদ—নাম পঞ্চানন নাদে পলায়ত
পাপদন্তী ভয়ভীত।
বোলিতে এক শুনিতে শত নিতরে
নাম ধরম বিপরীত ॥
বচনে বুলি রাম ধরম অরথ কাম
মুকুতি সুখ সুখে পায়।
সবকহো পরম সুহৃদ হরি নাম
চুটে অন্তকেরি দায় ॥
নারদ শুক মুনি রাম নাম বিনি
নাহি কহল গতি আর।
কৃষ্ণকিঙ্করে কয় ছোড় মায়াময়,
রাম পরম তত্ত্বসার ॥

রাগ—মাউর—ধনশ্রী

ধ্রুং— রাজতু নন্দ-রাজকু নন্দন।
যাকেরি চরণ রেণু জগ বন্দন ॥

পদ—শুদ্ধ পরম্ব্রহ্ম গোপ কুমারা।
ত্রিভুবন তারণ হেতু অবতারা ॥

কার্ত্তিক ময়ুর পুচ্ছ শোভে শিরে।
মনি গিরি গৈরিক রঞ্জে শরীরে ॥
কুন্তল কুটিল অলক রাজি মণ্ডন।
নখ মনি চন্দ্র তাপ তিনি খণ্ডন ॥
নবীন গুঞ্জামণি হার রঞ্জিত।
স্তবকরাজ দুহোঁ শ্রবণে বিভূষিত ॥
নানা রতন জড়িত অঙ্গভূষণ।
লাবণ্য ধাম শ্যামতনু শোভন ॥
মুকুতি বিড়ম্বন লীলা যাহারু।
মাধব, কহ গতি নন্দ কুমারু ॥

রাগ—ধনশ্রী

ধ্রুং—ওজা সোজা পন্থ না হেরি
কোটি করম কায়, হরিকো নাহি পায় (কায় = করিয়া)
পরল ভব বেরি বেরি (বারবার)
পদ—যত, তপ, তীরিথ করসি গয়া, কাশী
বসি বয়স গোয়াই—।
জানি যোগ যুগুতি মতি মোহিত
বিনে ভকতি গতি নাই ॥
রামনাম মহ নিখিল পুণ্য রহ
ওহি নিগম তত্ত্ব বাণী।
কলিকো পরম ধরম হরি নাম
পঢ়ি (পড়িয়া) পুনু মরম ন জানি ॥

কৃষ্ণ কিঙ্কর কহ ক্ষণিক দেহ রহ
নরতনু পুনুহো ন পাই।
করম গরব সব দূর করি হরি
চরণ চিন্ত চিত্ত লাই ॥ (চিত্ত লাগিয়ে)

রাগ—শ্যামগোড়া

ধ্রুং—শুনলো পণ্ডিত, হরিকথা সেবা রসে থির করা চিত্ত। *
পদ—অনন্ত নিগম-বন গহন অপার।
ক্ষীন ভৈল বুদ্ধি অর্থ করিতে বিচার ॥
তারে দেখি মনে দুখ লাগয় হামার।
করিয়ো সাদর ইটো উপদেশ সার ॥
তিনি গুণময় বেদ-বন পরিহরা।
গোয়ালীর ঘরে গৈয়া ব্রহ্ম চিনি ধরা ॥
উডুখলে যারে বান্ধি থৈয়া আছে টানি।
সোহি বেদ শিরোরত্ন অর্থ ভজা জানি ॥
যদি হরি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অধিকারী।
তথাপি ভক্তর বৈশ্য হোয়ন্ত মুরারি ॥
তাতেসে বন্ধন হরি লৈলা যশোদার।
নিরন্তরে নিগমর এ তত্ত্ব বিচার ॥

---

* পাণ্ডিত্য অথবা তর্কবিতর্কের দ্বারা ভগবৎ তত্ত্ব লাভ হয় না, ভক্তির দ্বারাই হয়, ইহাতে ইহা বলা হইয়াছে।

যার মায়া পাশে বন্দী ব্রহ্মা আদি করি।
গোয়ালীর হাতে বন্দী ভৈলা হেন হরি ॥
ভকতি সমান বলী নাহি নাহি আর।
কহয় মাধব গতি নন্দর কুমার ॥

রাগ—আশোয়ারী

ধ্রুং—মোহন বায়ত মুররী রে কানু।
শুনি ব্রজ রমণীক নরহে পরাণ ॥

পদ—মধুর বাঁশীর স্বরে অমিয়া ঝুরয়।
পাষাণ দ্রবয় মৃত তরু মঞ্জরয় ॥
সচেতন সব থিক অচেতন হোই।
তরঙ্গিনী সব রহু অচলিত তোই ॥
সচর অচর হয়, অচরে চর গতি।
ঐচন মোহন বেণু পুরে যদুপতি ॥
ত্রিভুবন বিমোহন গোবিন্দক বেণু।
কহয় মাধব গতি কানু পদ-রেণু ॥

রাগ—সিন্ধুরা

ধ্রুং—কেলি করে বিরিন্দাবনে মোহন গোপাল।
খেলে সঙ্গে রঙ্গে ঢঙ্গে ব্রজের ছবাল ॥

পদ—বনের মালা গান্থিয়া পিন্ধে মাথে মৈরা পাখি।
আনন্দে গোপর সঙ্গে ফিরে ধেনু রাখি ॥
কেহো নাচে কেহো হাসে কেহো বারে বেণু।
বাঁশীর স্বরে নাম ধরিয়া ডাকিয়া আনে ধেনু ॥

পঞ্চম উচ্চায়া বেণু বায় যদুমনি।
মদন শরে মুরচি পরে দেবর রমণী ॥
গোপর সঙ্গে ধেনু চরায়ে ত্রিজগতর পতি।
গগনে দেবতা গণে করে স্তুতি-নতি ॥
অন্যো-অন্যে ডাকিয়া বোলে শুনা অমরগণ।
ত্রিভুবন জিনি শোভা করে বৃন্দাবন ॥
কহয় মাধব দাস করিয়া নিশ্চয়।
জনমে জনমে গতি নন্দের তনয় ॥

রাগ—শ্যামগোড়া

ধ্রুং—সই বনে বনমালী, বেণু বজায়ত, ধেনু চরায়ত রঙ্গে।
শরীর নির্ম্মল, ভুবন উজ্জ্বল, কৈল কানু কাল অঙ্গে ॥

পদ—নয়ন কমল বয়ন উজ্জ্বল
জিনি কোটি এক শশী।
সুবলিত ভুজ দেখিয়া মৃণাল
রহিল পঙ্কত পশি ॥
এমন সুচান্দ জুড়ার টালানি
দেখি নাহি কোনো কালে।
বঙ্কিম ললিত ভ্রুব সুবলিত
দেখিয়া পরাণ হালে ॥
নটবর জিনি সুবেশ সাজনি
রূপে কোটি কাম জিনে।
হরিপদ কমলর মধুকর
কহয় মাধব দীনে ॥

রাগ—ভাটিয়ালী

ধ্রুং—গোপাল গোয়ালী পারাতে নাচে।
চরণ চলাই, নূপুর বজাই, মধুর মধুর হাসে ॥

পদ— পীট ধটি কটি কাচনি
আগ পাছু লাসে চায়ে।
বালেকর ভাব দেখায়া কানাই
গোপীর মন ভুলায়ে ॥
দধি বিকি আসি শুনিল গোয়ালী
হরি নাচিবর কথা।
পসার পেলাই লবরন্তে যাই
কৃষ্ণক বেঢ়িলা তথা ॥
সবে গোপী মিলি বায়ে হাত তুলি
বোলে ভাল করি নাচা।
হাতে তার খারু দিব চিনি লাড়ু
বাপু পুরি তোর বাঞ্ছা ॥
গোপীর বচনে বর লোভ পাই
নাচয় নানান ভাবে।
কহয় মাধব আন গতি নাই
ভজ গোবিন্দর পায়ে ॥

———

শ্রীশঙ্করদেবের বংশপরম্পরা

আদিপুরুষ—প্রেমপূর্ণানন্দগিরি (অত্রিগোত্র, কান্যকুব্জ)
|
কৃষ্ণগিরি
|
সুবর্ণগিরি
|
গন্ধর্ব্বগিরি
|
রামগিরি
|
হেমগিরি
|
হরিবরগিরি
|
কন্যাকৃষ্ণকান্তি
|
লণ্ডাবর
|
চণ্ডীবর—(কমতেশ্বর দুর্লভনারায়ণের দ্বারা দেবীদাস নাম দিয়া কামরূপ তথা আসামে আনয়ন।)
|
মহাগ্রামেশ্বর—রাজধর কায়স্থ
|
” সূর্য্যবর
|
” কুসুমবর—১৩৪১ শকাব্দে জন্ম।
|
মহাপুরুষ—**শ্রীশঙ্করদেব**—১৩৭১ ” ”
১৪৯০ শকাব্দে তিরোধান।

শ্রীশঙ্করদেব, শ্রীমাধবদেব, শ্রীদামোদরদেব আদি মহাপুরুষগণের প্রদর্শিত ধর্ম্মপথানুযায়ী আসামদেশের হিন্দুসমাজ শ্রীহরিভক্তি পথ অবলম্বন করিয়া ভজন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

লেখকের নিবেদন

যুগে যুগে শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা নিজস্ব শক্তি আচার্য্যগণ জগতে প্রকটিত হইয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করতঃ অধর্ম্মের বিনাশ করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থে বৌদ্ধযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীচৈতন্য যুগ পর্য্যন্ত যে সকল হিন্দু আচার্য্য জগতে আবির্ভূত হইয়া বৈদিক সনাতন হিন্দু ধর্ম্মকে এবং জাতিকে রক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের পূত জীবন চরিত ও সিদ্ধান্তাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে *। আজও হিন্দু জাতির যে অস্তিত্ব বা শাস্ত্রবিহিত মর্য্যাদার সহিত ক্রমপন্থায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালনের সঙ্গে পরতত্ত্বের অর্থাৎ রসতত্ত্বের বা আনন্দময় শ্রীভগবৎ তত্ত্বের অনুশীলনের স্মৃতি-চিহ্নের সহিত আমরা গ্রন্থদ্বারা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নানাপ্রকারে ধর্ম্মাচরণের প্রেরণা পাই; তাহা তাঁহাদেরই করুণাময় অবদান জানিতে হইবে। এই জন্য শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন,—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"—ভাঃ ১১।১৭।২২ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব! গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুতে সামান্য নর বুদ্ধিতে অসূয়া অর্থাৎ অনাদর করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়॥ শ্রীচৈতন্য-

* এই গ্রন্থে ভগবান্ শ্রীবুদ্ধ; শ্রীশঙ্কর, শ্রীভাস্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীমধুসূদন, শ্রীশঙ্করদেব, শ্রীমাধবদেব, দামোদরদেব ইত্যাদি আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত সহিত পূত জীবন চরিত বর্ণিত হইয়াছে। আচার্য্যগণের পরস্পর সিদ্ধান্ত বৈশিষ্ট্য থাকিলেও তাঁহারা জগতের মঙ্গলকর কথাই বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সন্দেহ করা উচিত নহে।

চরিতামৃত আঃ ১।৪৫ পয়ারে—'গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥' শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন,—'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্ত-স্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্য প্রিয় এব তস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥'

জগৎ. সত্ত্বগুণে—স্থিতি; রজোগুণে—সৃষ্টি; তমোগুণে—বিনাশ হইয়া থাকে। ঐ তিনটী গুণও শ্রীবিষ্ণু, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীরুদ্র এই তিন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণবগণ শ্রীবিষ্ণুর সেবক অর্থাৎ সত্ত্বগুণের উপর নিত্য প্রতিষ্ঠিত। জীব মতিভ্রংশ হইলেও পুনঃ তাঁহাদের কৃপায় সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া বিষ্ণুর সেবক অভিমানে নিজের নিত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা পায়। আজ জগৎ ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। একে অপরকে ধ্বংস করিবার উপায় অবলম্বনে ব্যস্ত। সৃষ্টির অনাদিকাল হইতে এই ভারতবর্ষ সত্ত্ব প্রধান সাধনার স্থান। আজও ভারতের নানা গিরিগুহায়, বনে, অরণ্যে, গৃহে নিষ্কিঞ্চন শ্রীভগবদ্ভক্ত সাধক-সিদ্ধ-সমাজ জগতের মঙ্গল চিন্তায় মগ্ন আছেন। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ প্রেরণা দান করেন, অনুভূত হন। "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥" (গী ৪।৭-৮) এই বাক্যের সত্যতা রক্ষার দায়িত্ব শ্রীভগবান্ নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই যুগে যুগে অবতীর্ণ আচার্য্যগণের নির্দ্দেশিত পন্থা অবলম্বন করিয়া শ্রীবিষ্ণুর উপাসনায় নিযুক্ত থাকাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করিব, শ্রীভগবানের কর্ত্তব্য তিনি করিবেন। বৌদ্ধ ও মুসলমান যুগে হিন্দুজাতি ও ধর্ম্মকে

সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য বিপুল উদ্যমের সহিত চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই ; ভবিষ্যতেও সম্ভব হইবে না, যদি আমাদের জীবনের লক্ষ্য ঠিক্ থাকে। বর্ত্তমানে চীন ও মুসলমান জাতি, হিন্দুজাতির প্রতি এইরূপ ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকাণ্ড আরম্ভ করিলেও এযুদ্ধে মোশ্লেম নেতা (অর্থাৎ যবন নেতা) ও চীনের নেতা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না *। কিন্তু একটি গভীর চিন্তার বিষয় এই যে—"হিন্দুগণ প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মকে নিজ জীবনের আচরণের সহিত কতটা শ্রদ্ধাভক্তি করেন। ধর্ম্মের স্বরূপ জানিয়া ধর্ম্মকে বিশ্বাস করিলে ধর্ম্মই রক্ষা করেন ; ধ্বংস করেন না। সনাতন-ধর্ম্মের জয় হউক। শ্রীচক্রধারীর জয় হউক।

ভারতীয় হিন্দু গ্রন্থকারগণ দর্শনকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) আস্তিক, (২) নাস্তিক। পাণিনি ইহার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাতে বলিয়াছেন,—'অস্তি পরলোক ইতি মতির্যস্য স আস্তিকঃ' অর্থাৎ পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাসশীল ব্যক্তি আস্তিক। আস্তিক দর্শন ছয়প্রকার—(১) ন্যায়, (২) বৈশেষিক, (৩) সাংখ্য, (৪) যোগ, (৫) কর্ম্ম-মীমাংসা, (৬) বেদান্ত। আর মনু স্মৃতি বলিয়াছেন,—২।১১ 'নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ'

* সুর ও অসুর অর্থাৎ দেবতা ও রাক্ষস বা সভ্য ও অসভ্য—মানবদেহ-ধারী জীব সৃষ্টির সময় হইতেই আছে এবং থাকিবে। যাঁহারা সুর বা দেবতা বা সভ্যমানব তাঁহারা নিজে শান্তিপ্রিয় ও অপরের শান্তিকামী ; আর অসুর বা রাক্ষস বা অসভ্য মানব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাও শ্রীভগবানেরই অন্তরঙ্গাচিন্ময়ী যোগমায়া শক্তি ও বহিরঙ্গা জড়া বহির্ম্মুখী মহামায়া শক্তির কার্য্য জানিতে হইবে। এই জন্য তিনি গীতায় বলিয়াছেন,—"দৈব হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

বেদ-নিন্দক ব্যক্তিকে নাস্তিক বলে। (১) জৈমিনি, (২) চার্ব্বাক, (৩) জৈন, (৪) বৌদ্ধ, (৫) কপিল, (৬) অক্ষপাদ এই ছয় দর্শনকে নাস্তিক দর্শন বলে। বৌদ্ধ সম্প্রদায় চারি ভাগে বিভক্ত, যথা—(১) বৈভাষিক (২) সৌত্রান্তিক, (৩) যোগাচার, (৪) মাধ্যমিক। শ্রীভগবান্ আছেন আর নাই, এই দুই অভিমতের উপর উপরোক্ত আস্তিক এবং নাস্তিক মতবাদ জগতে প্রচলিত আছে। শ্রীভগবান্ আছেন, কিন্তু তিনি নিরাকার কিম্বা সাকার, এই মতবাদ লইয়া আবার আচার্য্য শঙ্করপাদ ও বৈষ্ণবচার্য্যগণের মধ্যে দ্বিবিধ মতবাদ বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা, ব্যাখ্যা, ভাষ্য, পদ্য, গদ্য ইত্যাদি আবার অনেক রূপে প্রকটিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থের সঙ্গে তাহার যথাসম্ভব পরিচয় ও শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণের শাস্ত্রীয় বিধি দেওয়া হইল।

ভারতীয় সবিশেষবাদী হিন্দু জাতির মধ্যে শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব এই পঞ্চোপাসক। ইহা ছাড়া বিশ্বদর্শন ক্ষেত্রে—পারস্যের জরথুস্ত্র মতবাদ, চীনদেশের লাউৎজে প্রচারিত 'তওবাদ' (Taosim), জাপানের সিণ্টো প্রবর্ত্তিক মতবাদ, গ্রীক মতবাদ, প্রাক্-সক্রেটিস্-যুগে—থালিস্ প্রবর্ত্তিত—লনিক্ (Lonic) মতবাদ, পাইথাগোরীয়গণের সাংখ্যবাদ, সোফিজম্, ষ্টোয়িক দর্শন, এপিকিউরীয়দর্শন, স্কেপটিক্ দর্শন, নিও প্লেটনিকদর্শন, জেনো (Zeno) নিউ ষ্টোয়িকদর্শন, ইহুদীদর্শন, যীশুখ্রীষ্ট, সেইন্ট্ অগাষ্টিন্, মুহম্মদ, সুফীমতবাদ, ইসলাম দর্শন, শিখ্‌দর্শন, ক্যাণ্টের মতবাদ, রোমান্টিক দর্শন, হেগেল-মতবাদ, থিওসফি, ভাববাদ, সন্দেহবাদ, ব্রাহ্মমতবাদ, প্রাকৃত চয়নবাদ, মানবীয়-

বাদ, ইত্যাদি বহুপ্রকার মতবাদের ইতিহাস পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়িগণের বা সবিশেষবাদিগণের শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র ইত্যাদি সাত্বত গ্রন্থের আধারে প্রতিষ্ঠিত মতবাদ। যথা,—

"শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রং বিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তি-রুৎপাতায়ৈব কল্পতে।।" উক্ত বিধি না মানিয়া যে হরিভক্তি তাহা জগতের উৎপাতেরই কারণই হয়। কোনও সময় আত্মধর্ম্মানুশীলন-কারী মুনিগণ কর্ত্তৃক মাতা শ্রুতি জিজ্ঞাসিত হইয়া যাহা উপদেশ করেন, তদনুযায়ী সর্ব্বলোক পিতা শ্রীভগবানের আরাধনার কথাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া মুনিগণ শ্রীভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত হইয়াছিলেন। যথা,—

'শ্রুতি র্মাতা পৃষ্টা ভবদারাধনাবিধিম্।
যথা শ্রুতির্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী॥
পুরাণাদ্যা যে বা সহজ-নিবহাস্তে তদনুগা।
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্॥'

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি মতবিরোধিগণই নাস্তিক বলিয়া জানা যায়। তাহাদিগকে বেদ ও তন্ত্রোক্ত উপাসনার কথা বলা নিষেধ। যথা, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে,—

জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এব চ।
কপিলাশ্চাক্ষপাদশ্চ যড়েতে হেতুবাদিনঃ॥
এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধনাঃ।
তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তা ন তেভ্যস্তন্ত্রং দাপয়েৎ॥ *

* জৈমিনি—কর্ম্মকাণ্ডীয় পূর্ব্ব মীমাংসাকার; সুগত—বৌদ্ধ; নাস্তিক—চার্ব্বাক; নগ্ন—জৈন; কপিল—সাংখ্যদর্শনকার (পঞ্চশিখ কপিল); অক্ষপাদ—(প্রাচীন ন্যায়কার—গৌতম)। [গঙ্গেশ উপাধ্যায়—নব্য ন্যায়কার। পাতঞ্জল—যোগশাস্ত্রকার; কণাদ—বৈশেষিক দার্শনিক]।

ভারতীয় হিন্দুদর্শন ক্ষেত্রে শৈবদর্শন, শাক্তদর্শন, বৈষ্ণবদর্শন এই তিনটী দর্শনের পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায়। আচার্য্য শঙ্করপাদের কেবলাদ্বৈতবাদের উপর বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীরামানুজের ও শ্রীরামানন্দের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শ্রীভাস্করাচার্য্যের ঔপচারিক ভেদবাদ, বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্বের দ্বৈতবাদ, নিম্বার্কাচার্য্যপাদের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, আচার্য্য বিষ্ণুস্বামির শুদ্ধাদ্বৈতবাদ সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত মতবাদেও মুক্তির কথা আছ মাত্র। কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীভগবান্ গৌরাঙ্গদেব নিজ পার্ষদ পরিকর আচার্য্য গোস্বামিপাদগণের দ্বারা প্রয়োজনানুযায়ী এই সকল মতবাদের প্রতি নিজ অনুগ্রহরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করাইয়া সর্ব্বোপরি 'অচিন্ত্যভেদাভেবাদ" প্রচার করিয়া সর্ব্বজগতে পরম সুনির্ম্মল প্রেমভক্তিবাদের বিজয়-পতাকা স্থাপন করিয়াছেন *। বিশেষতঃ ভাগবতধর্ম্ম যাজনকারিগণের পক্ষে কেবল নহে, সর্ব্ব জীবের পক্ষেই কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনই সর্ব্বপ্রকারের মঙ্গলদায়ক, ইহা বিজয় ডঙ্কা বাজাইয়া নিজ আচরণের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন। 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥' †

* "প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।
অচিন্ত্যাঃ খলু সে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ॥"

† কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥—ভাঃ ১২।৩।৫২

———

রসতত্ত্ব বিবেচন

ভক্তিরসিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়িগণ পরস্পর শ্রীভগবদ্‌রসতত্ত্বের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রকৃত দৃষ্টি-ভঙ্গি লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য লাভ হইলে আর কলহের কিছুই থাকে না। রসতত্ত্ব আস্বাদনে কলহের অবকাশ নাই। আনন্দময়ের লীলা-বৈচিত্রী উপলব্ধির বিষয় হয় মাত্র—তাহা পরম সুখময়। যাহা হউক, রসমধ্যে মাধুর্য্য রসকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নিজ নিজ অকৈতব উপলব্ধির কথা জগতকে জানাইয়াছেন। সেই মধুররসে স্বকীয়া পরকীয়া বলিয়া দুইটি বিভাগ আছে। তৎসম্বন্ধে মূল 'ব্রহ্মসংহিতা' গ্রন্থের * শ্লোক ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যমুকুটমণি শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর টীকা এবং গৌড়ীয় গোস্বামিগ্রন্থাদি অবলম্বনে কিছু আলোচনা করা হইতেছে। সুবিজ্ঞ ও শ্রীভগবদ্ রসাস্বাদনকারী মহানুভবগণ! এই অযোগ্যের ধৃষ্টতা অবশ্য ক্ষমা করিবেন, ইহাই করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি।

ব্রহ্মসংহিতা—৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮ শ্লোক যথাক্রমে,—

"একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিম্
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ।
অণ্ডান্তরস্থ-পরমাণুচয়ান্তরস্থম্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" ৩৫॥

অনুবাদ—শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব প্রযুক্ত তিনি একতত্ত্ব। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনাকার্য্যে তাঁহার শক্তি অপৃথগ্‌রূপে আছে।

---

* অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দের প্রতি লোকপিতামহ শ্রীব্রহ্মাজীর স্তুতি-গ্রন্থ।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণ তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান এবং তিনি যুগপৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড-গত সমস্ত পরমাণুতে পূর্ণরূপে অবস্থিত। এবম্ভূত আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥৩৫॥

তাৎপর্য্য—মায়িক-তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ আর একটি স্বভাব চিৎ বস্তু শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণে বর্ত্তমান। তিনি অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। জগৎ সমস্তই তাঁহার শক্তি পরিণাম। আবার তাঁহার স্থিতিও অলৌকিকী; কেননা, সমস্ত চিদচিদ্ জগৎ তাঁহার মধ্যেই অবস্থিত; এবং তিনি সেই একই সময়ে সমস্ত জগতে, এমন কি, সমস্ত জগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে পরিপূর্ণরূপে অবস্থিত। সর্ব্বব্যাপিত্বধর্ম্ম—কেবল কৃষ্ণের প্রাদেশিক ঐশ্বর্য্য মাত্র; কিন্তু সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব সত্ত্বেও মধ্যমাকারে সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থানই তাঁহার লোকাতীত চিদৈশ্বর্য্য। এই বিচার দ্বারা যুগপৎ অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়াছে এবং মায়াবাদাদি সমস্ত দুষ্ট-মত দূরীকৃত হইয়াছে ॥৩৫॥

'যদ্ভাবভাবিতধিয়ো মনুজাস্তথৈব
সংপ্রাপ্য রূপমহিমাসনযানভূষাঃ।
সূক্তৈর্যমেব নিগমপ্রথিতৈঃ স্তুবন্তি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥'৩৬॥

অনুবাদ—যাঁহার ভাবরূপ ভক্তিদ্বারা বিভাবিত-চিত্ত মনুষ্যগণ রূপমহিমা, আসন, যান ও ভূষণ লাভ করতঃ নিগমোক্ত মন্ত্রসূক্ত-দ্বারা তাঁহাকে স্তব করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৩৬॥

তাৎপর্য্য—রসবিচারে ভক্তিভাব—পঞ্চপ্রকার অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার (মধুর)। সেই সেই ভাবে আরূঢ় ভক্তগণ তদুচিত কৃষ্ণ স্বরূপের নিয়ত সেবা করিয়া চরমে তদুচিত প্রাপ্য স্থান লাভ করেন। সেই রসানুরূপ চিৎস্বরূপ, তদুচিত মহিমা, তদুচিত সেবা পীঠরূপ আসন, তদুচিত গমনাগমনরূপ যান এবং স্বীয়-রূপ-সমৃদ্ধিকারী চিন্ময় গুণ-ভূষণ সকল লাভ করেন। যাঁহারা শান্তরসের অধিকারী, তাঁহারা শান্তিপীঠরূপ ব্রহ্মপরমাত্ম-ধাম ; যাঁহারা দাস্যরসের অধিকারী, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যগত বৈকুণ্ঠধাম ; যাঁহারা শুদ্ধসখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের অধিকারী, তাঁহারা বৈকুণ্ঠোপরিস্থিত গোলোকধাম লাভ করেন। সেই সেই স্থানে স্বীয় রসোচিত সমস্ত উপকরণ ও সামগ্রীপ্রাপ্ত হইয়া বেদোদ্দিষ্ট-সূক্তানুসারে স্তব করেন। বেদ কোন কোন স্থলে চিচ্ছক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবল্লীলার কথা বলেন ; সেই সেই লক্ষণেই মুক্ত ভক্তদিগের কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে ॥৩৬॥

'আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥'৩৭॥

অনুবাদ—আনন্দ-চিন্ময়-রস-কর্ত্তৃক প্রতিভাবিতা, স্বীয় চিদ্রূপের অনুরূপা চতুঃষষ্টি-কলাযুক্তা হ্লাদিনী-শক্তিরূপা রাধা ও তৎকায়-ব্যূহরূপা সখীবর্গের সহিত যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলকধামে বাস করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজন করি ॥৩৭॥

তাৎপর্য্য—শক্তি ও শক্তিমান্ একাত্মা হইয়াও হ্লাদিনী শক্তি-কর্ত্তৃক রাধা ও কৃষ্ণরূপে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া নিত্য অবস্থান করেন। সেই আনন্দ (হ্লাদিনী) ও চিৎ (কৃষ্ণ), উভয়েই অচিন্ত্য শৃঙ্গার-রস বর্ত্তমান। সেই রসের বিভাব—দ্বিবিধ, অর্থাৎ আলম্বন ও উদ্দীপন। তন্মধ্যে আলম্বন—দ্বিবিধ, অর্থাৎ আশ্রয় ও বিষয় ; আশ্রয়—স্বয়ং রাধিকা ও তৎকায় ব্যূহগণ, এবং বিষয়—স্বয়ং কৃষ্ণ। কৃষ্ণই গোলোকপতি গোবিন্দ। সেই রসের প্রতিভাবিত আশ্রয়ই গোপীগণ ; তাঁহাদের সহিতই গোলোকে কৃষ্ণের নিত্যলীলা।

"নিজরূপতয়া" অর্থাৎ হ্লাদিনী-শক্তিবৃত্তি-প্রকটিতরূপিনী কলা সকলের সহিত। সেই চতুঃষষ্টি কলা, যথা—"নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাট্য, আলেখ্য, বিশেষকচ্ছেদ্য, তণ্ডুল-কুসুম-বলি-বিকার, পুষ্পাস্তরণ, দশন-বসনাঙ্গরাগ, মানভূমিকা-কর্ম্ম, শয্যা-রচন, উদকবাদ্য, উদকঘাত, চিত্রা-যোগ, মাল্য-গ্রন্থন-বিকল্প, শেখরাপীড়, যোজন, নেপথ্য-যোগ, কর্ণপত্র-ভঙ্গ, গন্ধ-যুক্তি, ভূষণ-যোজন, ঐন্দ্রজাল, কৌমার-যোগ, হস্ত-লাঘব, চিত্র-শাকপূপ-ভক্ষবিকার-ক্রিয়া, পানক-রসরাগাসবযোজন, সূচী-বাপ-কর্ম্মাদি, সূত্র-ক্রীড়া, প্রহেলিকা, প্রতিমালা, দুর্ব্বচক-যোগ, পুস্তক-বাচন, নাটিকা-খ্যায়িকাদর্শন, কাব্যসমস্যা-পূরণ, পট্টিকা-বেত্রবাণ বিকল্প, তর্কু কর্ম্ম, তক্ষণ, বাস্তুবিদ্যা, রৌপ্যরত্ন-পরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগ-জ্ঞান, আকর-জ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্বেদ-যোগ, মেষ-কুক্কুট-শাবক-যুদ্ধবিধি, শুক-শারিকা-প্রপালন, উৎসাদন, কেশমার্জ্জন,-কৌশল, অক্ষর-মুষ্টিকা-কথন, ম্লেচ্ছিতক-বিকল্প, দেশভাষাজ্ঞান, পুষ্প-শকটিকা-নিমিত্ত-জ্ঞান, যন্ত্র-মাতৃকা, ধারণ-মাতৃকা, সম্পাট্য, মানসী-কার্য্য-ক্রিয়া, ক্রিয়া-বিকল্প,

ছলি-তক-যোগ, কোষছন্দে-জ্ঞান, বস্ত্র-গোপন, দ্যূত, আকর্ষ-ক্রীড়া, বালক-ক্রীড়নক, বৈনায়িকী বিদ্যা, বৈজয়িকীবিদ্যা এবং বৈতালিকীবিদ্যা।”

এই সমস্ত বিদ্যা মূর্ত্তিমতী হইয়া রস-প্রকরণরূপে গোলোকধামে নিত্য-প্রকট এবং জড় জগতে চিচ্ছক্তি-যোগমায়া-দ্বারা ব্রজলীলায় প্রশস্তরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। এইজন্য শ্রীরূপ বলিয়াছেন,—“সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি। তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে ॥ সহৈব স্বপরিবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ। কৃষ্ণ-ভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা ॥ তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ। প্রপঞ্চ-গোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা ॥ অন্যা-স্বপ্রকটা ভান্তি তাদৃশ্য-স্তদগোচরাঃ। তত্র প্রকট-লীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ ॥ গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শার্ঙ্গিনঃ। যাস্তত্র তত্রাপ্রকটাস্তত্র তত্রৈব সন্তি তাঃ ॥” অর্থাৎ গোলোকে সর্ব্বদা স্বীয় অনন্ত-লীলা-প্রকাশের সহিত কৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন। কখনও জগতের মধ্যে সেই লীলার প্রকাশান্তর হয়। শ্রীহরি স্বপরিবারেই জন্মলীলাদি প্রকট করেন। কৃষ্ণ ভাবানুসারে লীলা-শক্তি তদীয়া পরিকরগণকেও সেই সেই ভাবে বিভাবিত করেন। যে সকল লীলা প্রপঞ্চগোচর হয়, তাহাই প্রকট লীলা; আবার সেইরূপ কৃষ্ণের সমস্ত লীলাই প্রপঞ্চের অগোচরে অপ্রকটরূপে গোলোকে আছে। প্রকট-লীলায় কৃষ্ণের গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় গতাগতি। যে সমস্ত লীলা ঐ স্থানত্রয়ে অপ্রকট, তাহা চিদ্ধামে বৃন্দাবনাদি স্থানে প্রকট হইয়া থাকে।

এই সকল সিদ্ধান্ত বাক্যে ইহাই জানা যায় যে, প্রকট-লীলা ও অপ্রকট-লীলায় কোন ভেদ নাই। এই শ্লোকের টীকায় এবং উজ্জ্বল-

নীলমণির টীকায় এবং কৃষ্ণ-সন্দর্ভাদিতে অস্মদীয় আচার্য্যচরণ শ্রীজীব গোস্বামি বলিয়াছেন যে,—কৃষ্ণের প্রকটলীলা—যোগ-মায়া-কৃতা *; মায়িক-ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাহাতে মায়া-প্রত্যায়িত কতকগুলি কার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা স্বরূপ-তত্ত্বে থাকিতে পারে না; যথা—অসুর-সংহার, পরদার-সংগ্রহ ও জন্মাদি। গোপীগণ—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি-গত তত্ত্ব, সুতরাং তদীয়া স্বকীয়া; তাঁহাদের কিরূপে পরদারত্ব সম্ভব হয়? তবে যে তাঁহাদের প্রকটলীলায় পরদারত্ব, তাহা—কেবল মায়িক-প্রত্যয়-মাত্র। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের এই প্রণালীর কথা-গুলিতে যে গূঢ়ার্থ আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে আর সংশয় থাকিবে না। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ আমাদের তত্ত্বাচার্য্য; সুতরাং শ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগর্ভে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, অধিকন্তু তিনি—আবার শ্রীকৃষ্ণলীলায় মঞ্জরী বিশেষ; অতএব সকল তত্ত্বই তাঁহার পরিজ্ঞাত। তাঁহার আশয় বুঝিতে না পারিয়া কতকগুলি লোক স্বকপোলকল্পিত অর্থ রচনা করত পক্ষ-বিপক্ষভাবে সতর্ক করিয়া থাকেন। শ্রীরূপ-সনাতনের মতে, প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলা পরস্পর অভেদ; কেবল একটি—প্রপঞ্চাতীত প্রকাশ, অন্যটি—প্রপঞ্চান্তর্গত প্রকাশ, এইমাত্র ভেদ। প্রপঞ্চাতীতপ্রকাশে দ্রষ্টৃ-দৃষ্টগত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা আছে। বহুভাগ্যক্রমে গুরু ও কৃষ্ণ কৃপা হইলে যিনি প্রপঞ্চসম্বন্ধ পরিত্যাগ

---

* “যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্বা পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই লীলা রতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে ॥”—শ্রীচৈঃ চঃ

পূর্ব্বক চিজ্জগতে প্রবিষ্ট হন, আবার যদি তাঁহার সাধনকালীন রস-বৈচিত্র্যের আস্বাদনসিদ্ধি থাকে, তবেই তিনি গোলোকের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধলীলা দর্শন ও আস্বাদন করিতে পারিবেন। সেরূপ পাত্র দুর্ল্লভ, আর যিনি প্রপঞ্চে বর্ত্তমান হইয়াও ভক্তিসিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণকৃপায় চিদ্রসের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তিনি ভৌম-গোকুললীলায় সেই গোলোক-লীলা দেখিতে পান। সেই অধিকারিদ্বয়ের মধ্যেও অবশ্য তারতম্য আছে; বস্তুসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সেই গোলোকলীলা দর্শনে কিছু কিছু মায়িক প্রতিবন্ধক থাকে। আবার, স্বরূপসিদ্ধির তারতম্যক্রমে স্বরূপ দর্শনের তারতম্যানুসারে ভক্তদিগের গোলোক-দর্শনের তারতম্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। নিতান্ত মায়াবদ্ধ ব্যক্তিগণই ভক্তিচক্ষুশূণ্য, তন্মধ্যে কেহ-কেহ কেবল মায়া-বিচিত্রতায় আবদ্ধ, এবং কেহ কেহ বা—ভগবদ্ বহির্ম্মুখ-জ্ঞানের আশ্রয়ে চরম নাশের প্রত্যাশী; তাহারা ভগবানের প্রকটলীলা দেখিতে পাইলেও তাহাদের নিকট ঐ প্রকট-লীলায় অপ্রকটসম্বন্ধ শূন্য কেবল জড় প্রতীতির মাত্র উদয় হয়। অতএব অধিকারি-ভেদে গোলোক-দর্শনের গতিই এইরূপ। ইহাতে সূক্ষ্মতত্ত্ব এই যে, গোলোক যেরূপ শুদ্ধতত্ত্ব, গোকুলও তদ্রূপ শুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে মলশূন্য হইয়াও যোগমায়া চিচ্ছক্তি-কর্ত্তৃক * জড়জগতে প্রকটিত। প্রকট ও অপ্রকট বিষয়ে কিছু মাত্র মায়িক মল, হেয়তা

* "যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্বা পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই লীলা-রতন, ভক্তগণের গুঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে॥"—শ্রীচৈঃ চঃ

বা অসম্পূর্ণতা নাই; কেবল দ্রষ্টৃ-জীবদিগের অধিকারানুসারেই তাহা কিছু-কিছু পৃথক্ রূপে প্রতীত হয়। মল, হেয়ত্ব, উপাধি, মায়া, অবিদ্যা, অশুদ্ধতা, ফল্গুত্ব, তুচ্ছত্ব, স্থূলত্ব—কেবল দ্রষ্টৃ-জীবের জড়ভাবিত চক্ষু, বুদ্ধি, মন ও অহংক্কারনিষ্ঠ, কিন্তু দৃশ্যবস্তুনিষ্ঠ নয়। যিনি যতদূর তত্ত্ব-দোষশূন্য, তিনি ততদূর বিশুদ্ধতত্ত্ব-দর্শনে সমর্থ।

গোলোকরূপ গোকুলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাম। সেই একধামই ঊর্দ্ধাধো-বিরাজমানতা-ভেদে গোলোক ও গোকুলরূপে দেদীপ্যমান্। সর্ব্বশাস্ত্র-মীমাংসারূপ শ্রীবৃহদ্ ভাগবতামৃতে শ্রীমৎসনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন,—"যথা ক্রীড়তি তদ্ভূমৌ গোলোকেঽপি তথৈব সঃ। অধ ঊর্দ্ধতয়া ভেদো-ঽনয়োঃ কল্প্যেত কেবলম্॥" অর্থাৎ প্রপঞ্চস্থিত গোকুলে কৃষ্ণ যেরূপ ক্রীড়া করেন, গোলোকেও সেইরূপ। গোলোক ও গোকুলে কিছু ভেদ নাই, কেবল এইমাত্র যে, সর্ব্বোর্দ্ধে যাহা গোলোকরূপে বর্ত্তমান, তাহাই প্রপঞ্চে গোকুলরূপে কৃষ্ণলীলা-স্থান। ষট্সন্দর্ভের নির্ঘণ্টেও শ্রীজীব গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"গোলোকনিরূপণং; বৃন্দাবনাদীনাং নিত্য-কৃষ্ণধামত্বং; গোলোক-বৃন্দাবনয়োরেকত্বঞ্চ।" গোলোক ও গোকুল অভিন্ন হইয়াও কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তিবলে গোলোক—চিজ্জগতের সর্ব্বোচ্চ ভূমিস্বরূপ, এবং মথুরা-মণ্ডলস্থ গোকুল—জড়মায়া-প্রসূত একপাদ বিভূতিরূপ প্রাপঞ্চিক-জগতে বিদ্যমান। চিদ্ধাম কিরূপে ত্রিপাদ বিভূতিময় হইয়াও নিকৃষ্ট একপাদ বিভূতিরূপ জড়-জগতে অবস্থিতি লাভ করেন, তাহা—জীবের ক্ষুদ্র চিন্তা ও বুদ্ধির অতীত এবং কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব-পরিচায়ক। গোকুল—চিন্ময়ধাম; সুতরাং তিনি প্রপঞ্চোদিত হইয়াও কোন প্রকারেই জড় দেশকালাদি-

দ্বারা কুণ্ঠিত হন না, পরম বৈকুণ্ঠতত্ত্বরূপে অবিকুণ্ঠাবস্থায় বিরাজমান। কিন্তু প্রপঞ্চবদ্ধ জীবগণের জড়ধর্ম্মাবেশ নিবন্ধন গোকুল সম্বন্ধেও জড়ীয়ভাব তাহাদের মায়িক, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির গোচরীভূত হইয়া পড়ে। মেঘ যেরূপ দ্রষ্টার চক্ষুকে আচ্ছাদন করে, সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে না, তথাপি মেঘাচ্ছাদিত জড়চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি সূর্য্যকেই মেঘাচ্ছাদিত মনে করে; সেইরূপ মায়িক জীবগণ নিজ নিজ দোষাচ্ছাদিত বুদ্ধি দ্বারাই গোকুল সম্বন্ধেও মায়িকতা প্রত্যয় করে। বহুভাগ্য ক্রমে যাঁহার মায়িক ধর্ম্ম-সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে, তিনিই গোকুলে গোলোক ও গোলোকে গোকুল দর্শন করেন। যাঁহারা শুদ্ধ ভক্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারাই অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন। কৃষ্ণকৃপা-ক্রমেই মায়িক-ধর্ম্ম-সম্বন্ধ দূরীভূত হয় এবং গোকুল দর্শনের ভাগ্যোদয় হয়। তন্মধ্যে ভক্তিসিদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি; স্বরূপসিদ্ধির সময়ে গোকুলে গোলোক দর্শন, এবং বস্তুসিদ্ধির সময়ে গোলোকে গোকুল দর্শন হয়,—এই এক রহস্য। প্রেম লাভই স্বরূপসিদ্ধি; পরে কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে বদ্ধ জীবের স্থূল ও লিঙ্গ, উভয়বিধ মায়িক আবরণ দূর হইলে বস্তুসিদ্ধি ঘটে।

কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণ মানবের নয়ন-গোচর যে বৃন্দাবনলীলা, তাহাই প্রকট কৃষ্ণলীলা এবং যাহা চর্ম্মচক্ষে লক্ষিত হয় না, সেই কৃষ্ণলীলাই অপ্রকট। গোলোকে অপ্রকট-লীলা সর্ব্বদা প্রকট এবং গোকুলে অপ্রকট লীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে প্রাপঞ্চিক চক্ষে প্রকট হন। কৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীব-পাদ বলিয়াছেন,—"অপ্রকট-লীলাতঃ প্রসৃতিঃ প্রকটলীলায়ামভিব্যক্তিঃ।" অর্থাৎ অপ্রকট-লীলার অভি-

ব্যক্তিই প্রকটলীলা। কৃষ্ণসন্দর্ভে আরও বলিয়াছেন,—"শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রকাশবিশেষঃ গোলোকত্বম্; তত্র প্রাপঞ্চিক-লোক প্রকটলীলাবকাশ-ত্বেনাবভাসমানঃ প্রকাশো গোলোক ইতি সমর্থনীয়ম্।" অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক লোকে প্রকট-লীলা হইতে যে অবকাশ, তাহাতে যে লীলার অপ্রকটভাবে অবভাস হয়, তাহাই 'গোলোক'-লীলা; সুতরাং শ্রীরূপের ভাগবতামৃত বচনই এই কথার সমাধান,—"যত্তু গোলোক-নাম স্যাত্তচ্চ গোকুলবৈভবম্; তাদাত্ম্যবৈভবত্বঞ্চ তস্য তন্মহিমোন্নতেঃ ॥" অর্থাৎ গোকুলের তাদাত্ম্যবৈভবই তাহার মহিমার উন্নতি। অতএব গোলোক—গোকুলের বৈভব মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের অখিল-লীলা গোকুলে অপ্রকট হইলেও গোলোকধামে সকলই নিত্য প্রকট। শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীমধ্বাচার্য্যাদি প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলারই নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

শাস্ত্রে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মলশূন্য; কেবল তদা-লোচক ব্যক্তিদিগের নিকটই প্রতীতিসমূহ তত্তদধিকারক্রমে মলযুক্ত বা মলশূন্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে চতুঃষষ্টি-কলার বিবৃতি কথিত হইয়াছে, সেই সকল বিষয় মূলতঃ শুদ্ধরূপে গোলোকেই বর্ত্তমান। আলোচকদিগের অধিকারক্রমেই সেই সেই বাক্যে হেয়ত্ব, তুচ্ছত্ব ও স্থূলত্বের প্রতীতি হয়। শ্রীরূপ-সনাতনের মতে—যত প্রকার লীলা গোকুলে প্রকটিত হইয়াছে, সে সমস্তই সমাহিত ও মায়াগন্ধ-শূন্যভাবে গোলোকে আছে। সুতরাং পরকীয়ভাবও সেই বিচারা-নুযায়ী কোন প্রকার অচিন্ত্য শুদ্ধভাবে গোলোকে অবশ্য থাকিবে। যোগমায়া কৃত সমস্ত প্রকাশই শুদ্ধ; পরদার ভাবটি-যোগমায়া-কৃত,

সুতরাং কোন শুদ্ধতত্ত্ব মূলক *। সে শুদ্ধ তত্ত্বটি কি, তাহা বিচার করা যাউক। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন,—"পূর্ব্বোক্ত-ধীরোত্তাদি-চতুর্ভেদস্য তস্য তু। পতিশ্চোপপতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ বিশ্রুতৌ। তত্র পতিঃ স কন্যায়াঃ যঃ পাণিগ্রাহকো ভবেৎ। রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়া-বলার্থিনা। তদীয় প্রেম-সর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ॥ লঘুত্বমত্র যৎপ্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-নায়কে। ন কৃষ্ণে রস-নির্যাস-স্বাদার্থমবতারিণি॥" উজ্জ্বলঃ,তত্র নায়িকাভেদবিচারঃ,—"নাসৌ নাট্যে রসে মুখ্যে যৎ পরোঢ়া নিগদ্যতে। তত্তু স্যাৎ প্রাকৃত-ক্ষুদ্র-নায়িকাদ্যনুসারতঃ।"—এইসকল শ্লোকে শ্রীজীব-গোস্বামী অনেক বিচার করিয়া পরদারভাবকে যোগমায়া-কৃত জন্মাদি লীলার ন্যায় "বিভ্রম-বিলাস'রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। "তথাপি পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাং" এই ব্যাখ্যাদ্বারা তিনি স্বীয় গম্ভীর আশয় ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতন-সিদ্ধান্তেও যোগ-মায়াকৃত বিভ্রম-বিলাস স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি শ্রীজীব গোস্বামী যখন গোলক ও গোকুলের একত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তখন গোকুলের সমস্ত লীলায় যে মূল তত্ত্ব আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যিনি বিবাহবিধিক্রমে কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, তিনিই 'পতি', এবং যিনি রাগদ্বারা পারকীয়া-রমণীকে প্রাপ্তি হইবার জন্য তদীয় প্রেম-সর্ব্বস্ব-বোধে ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করেন, তিনিই

* শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ গ্রন্থের ১০ম স্কন্ধের রাসপঞ্চাধ্যায়ের ২৯ অধ্যায় হইতে শ্রীধর স্বামিপাদ, শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ, শ্রীজীব গোস্বামিপাদ, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ ইত্যাদি মহানুভবগণের টীকা বিশেষ ভাবে আলোচ্য।

'উপপতি'। গোলোকে বিবাহবিধি-বন্ধনরূপ ধর্ম্মই নাই; সুতরাং তথায় তল্লক্ষণ পতিত্বও নাই; আবার তদ্রূপ স্বীয়-স্বরূপাশ্রিতা গোপীদিগের অন্যত্র বিবাহ না থাকায়, তাঁহাদের উপপত্নীত্বও নাই। তথায় স্বকীয় ও পারকীয়,—এই উভয়বিধ ভাবের পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি হইতে পারে না। প্রকট লীলায় প্রাপঞ্চিক-জগতে বিবাহবিধি বন্ধনরূপ 'ধর্ম্ম' আছে;—কৃষ্ণ সেই ধর্ম্ম হইতে অতীত। সুতরাং মাধুর্য্যমণ্ডলরূপ ধর্ম্ম—যোগমায়া-দ্বারা ঘটিত। সেই ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণ পারকীয়-রস আস্বাদন করিয়াছেন। এই যে যোগমায়া কর্ত্তৃক

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥"—ভাঃ ১০।২৯।১

এই শ্লোকের টীকাতেই জানা যায় যে, অঘটনঘটন-পটীয়সী যোগমায়া শক্তিমান্ (সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ) ও শক্তি (হলাদিনী শক্তির মূর্ত্তিমতী বিগ্রহাগণের) মধ্যে আশ্রিতা থাকিয়া এই লীলা চমৎকার সংঘটনরূপ সেবা করিয়া থাকেন; যাহা সর্ব্বাদ্ভুত-চমৎকার-রসের অতুলনীয় লীলা সমুদ্রের মধুর-প্রেমামৃত দানকারী ও ত্রিজগতের মানস-হরণকারী।

* "সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলাকল্লোল-বারিধিঃ।
অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়-মণ্ডলঃ॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী-বিস্মাপিত-চরাচরঃ॥"
'লীলা প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥'
—ভঃ রঃ সি বিভাবলহরী

প্রকটিতা ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন-লীলা তাহা প্রপঞ্চেই প্রপঞ্চাচ্ছাদিত চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট হয়; বস্তুতঃ কৃষ্ণলীলায় তাদৃশ লঘুত্ব নাই। পারকীয় রসই সর্ব্ব-রসের নির্য্যাস, 'তাহা গোলোকে নাই',—এই কথা বলিলে গোলোককে তুচ্ছ করিতে হয়। পরমোপাদেয় গোলোকে পরমোপাদেয়-রসাস্বাদন নাই,—এরূপ নয়। অবতারী কৃষ্ণ তাহা কোন আকারে গোলোকে এবং কোন আকারে গোকুলে আস্বাদন করেন। সুতরাং পরদারত্ব-রূপ ধর্ম্মলঙ্ঘন প্রতীতি মায়িক-চক্ষে প্রতীতি হইলেও তাহার কোন প্রকার সত্যতা গোলোকেও আছে। "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ", "আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ", "রেমে ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ প্রতিবিম্ববিভ্রমঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রবচন-দ্বারা প্রতীত হয় যে, আত্মারামতাই কৃষ্ণের নিজ ধর্ম্ম। কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যময় চিজ্জগতে আত্মশক্তিকে লক্ষ্মীরূপে প্রকট করিয়া স্বকীয়া-বুদ্ধিতে রমণ করেন। এই স্বকীয়া-বুদ্ধি প্রবলা থাকায় তথায় দাস্য-রস-পর্য্যন্তই রসের সুন্দর গতি। কিন্তু গোলোকে আত্মশক্তিকে শত সহস্র গোপীরূপে পৃথক্ করিয়া স্বকীয়-অভিমানে রসের অত্যন্ত-দুর্লভতা হয় না; তজ্জন্য অনাদিকাল হইতেই গোপীদিগের নিসর্গতঃ 'পরোঢ়া'—অভিমান আছে, এবং কৃষ্ণও সেই অভিমানের অনুরূপ স্বীয় 'ঔপপত্য' অভিমান স্বীকার পূর্ব্বক বংশী প্রিয় সখীর সাহায্যে রাসাদি লীলা করেন। গোলোকে—নিত্যসিদ্ধ মায়িক প্রত্যয়ের অতীত রসপীঠ; সুতরাং তথায় সেই অভিমান-মাত্রেরই রসপ্রবাহ সিদ্ধ হয়। আবার বাৎসল্য রসও অবতারীকে আশ্রয় পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে নাই; ঐশ্বর্য্যের গতিই এইরূপ। কিন্তু পরমমাধুর্য্যময় গোলোকে ঐ রসের মূল-অভিমান ব্যতীত আর কিছু নাই। তথায় নন্দযশোদা প্রত্যক্ষ

আছেন, কিন্তু জন্মব্যাপার নাই, জন্মাভাবে নন্দ-যশোদার যে পিতৃত্ব মাতৃত্বাদি অভিমান, তাহা বস্তুতঃ নয়, পরন্তু অভিমান মাত্র; যথা—"জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদঃ" ইত্যাদি। রসসিদ্ধির জন্য ঐ অভিমান—নিত্য। শৃঙ্গাররসেও সেইরূপ 'পরোঢ়াত্ব' ও 'ঔপপত্য'-অভিমান-মাত্র নিত্য হইলে, দোষ-মাত্র থাকে না এবং কোনরূপ শাস্ত্র-বিরুদ্ধও হয় না। ব্রজে যখন গোলোক-তত্ত্ব প্রকট হন, তখন প্রাপঞ্চিক জগতে প্রপঞ্চমাত্র-দৃষ্টিতে ঐ অভিমানদ্বয় কিছু স্থূল হয়, এইমাত্র ভেদ। বৎসল-রসে নন্দযশোদার পিতৃত্বাদি অভিমান কিছু-স্থূলাকারে কৃষ্ণ জন্মাদিলীলারূপে প্রতীত হয়, এবং শৃঙ্গার-রসে সেই-সেই গোপীগত পরোঢ়াত্ব-অভিমান স্থূলরূপে অভিমন্যুগোবর্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ-আকারে প্রতীত হয়।

বস্তুতঃ গোপীদিগের পৃথক্ সত্তা-গত পতিত্ব না আছে গোলোকে, না আছে গোকুলে। এই জন্যই শাস্ত্র বলেন যে, "ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ।" এই রসতত্ত্বাচার্য্য শ্রীরূপপাদ লিখিয়াছেন যে, উজ্জ্বলরসে নায়ক—দুই প্রকার; যথা, "পতিশ্চোপপতিশ্চেতি প্রভেদা-বিহ বিশ্রুতৌ ইতি।" শ্রীজীব তাঁহার টীকায়—"পতিঃ পুরবনিতানাং, দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাং"—এই কথাতেই বৈকুণ্ঠ ও দ্বারকাদিতে কৃষ্ণের পতিত্ব এবং গোলোক ও গোকুলে কৃষ্ণের নিত্য উপপতিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। গোলোকনাথ ও গোকুলনাথে উপপতি-লক্ষণ সম্পূর্ণ-রূপে দেখা যায়। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বীয় আত্মারামত্ব-ধর্ম্মের যে লঙ্ঘন, পরোঢ়া-মিলন-জন্য রাগই সেই ধর্ম্ম লঙ্ঘনের হেতু। গোপীদিগের নিত্য পরোঢ়াত্ব অভিমানই সেই পরোঢ়াত্ব। বস্তুতঃ তাঁহাদের পৃথক্-

সত্তা-যুক্ত পতি কখনও না থাকিলেও অভিমান সেই-স্থানে তাঁহাদের পরকীয়া অবলাত্ব সম্পাদন করে। সুতরাং "রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং" ইত্যাদি সকল লক্ষণই মাধুর্য্যপীঠে নিত্য বর্ত্তমান। ব্রজে তাহাই কিয়ৎ পরিমাণে প্রাপঞ্চিক চক্ষু ব্যক্তিদিগের নিকট স্থূলাকারে লক্ষিত হয়। সুতরাং গোলোকে পারকীয় ও স্বকীয় রসের অচিন্ত্যভেদাভেদ ;—ভেদ নাই বলিলেও হয়, অভেদ নাই বলিলেও হয়। পারকীয়সার যে স্বকীয়-নিবৃত্তি এবং স্বকীয়-সার যে পারকীয়নিবৃত্তিরূপ স্বরূপশক্তি-রমণ অর্থাৎ পারকীয়-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপ শক্তি-রমণ অর্থাৎ বিবাহবিধি-শূন্য রমণ, তদুভয়ে একরস হইয়া উভয়-বৈচিত্র্যের আধাররূপে বিরাজ-মান। গোকুলে সেই রূপই বটে, কেবল প্রপঞ্চগত-দ্রষ্টৃগণের অন্য-প্রকার প্রত্যয়। গোলোকবীর গোবিন্দে ধর্ম্মাধর্ম্মশূন্য পতিত্ব ও উপপতিত্ব নির্ম্মলরূপে বিরাজমান ; গোকুলবীরে সেইরূপ হইয়াও যোগমায়া দ্বারা প্রতীতি-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। যদি বল,—যোগমায়া যাহা প্রকাশ করেন, তাহা চিচ্ছক্তি-কৃত পরম-সত্য সুতরাং পরদারত্ব-রূপ প্রতীতিও কি যথাবৎ সত্য ? তদুত্তর এই যে,—রসাস্বাদনে পারকীয় সেরূপ অভিমানের প্রতীতি থাকিতে পারে এবং তাহাতেও দোষ নাই ; কেননা, তাহা অমূলক নয়। কিন্তু জড় বুদ্ধিতে যে হেয়-প্রতীতি হয়, তাহাই দুষ্ট ; তাহা শুদ্ধজগতে থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ শ্রীজীব গোস্বামী যথাযথই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্তও অচিন্ত্যরূপে সত্য ; কেবল স্বকীয়বাদ ও পরকীয়বাদ লইয়া বৃথা জড়বিবাদই মিথ্যা ও বাগাড়ম্বর পূর্ণ। যিনি শ্রীজীব গোস্বামীর টীকা সমূহ এবং প্রতিপক্ষের টীকা সকল নিরপেক্ষ হইয়া ভালরূপে আলোচনা

করিবেন,—তাঁহার কোন সংশয়াত্মক বিবাদ থাকিবে না। শুদ্ধবৈষ্ণব যাহা বলেন, তাহা সকলই সত্য ; তাহাতে পক্ষ-প্রতিপক্ষই নাই ; তাঁহাদের বাক্-কলহে রস-রহস্য আছে। যাঁহাদের বুদ্ধি-মায়িকী, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবতার অভাবে শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের প্রেমরহস্য-কলহ বুঝিতে না পারিয়া পক্ষ-বিপক্ষ-গত দোষের আরোপ করেন। "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ" এই রাসপঞ্চাধ্যায়ী-শ্লোকের বিচারে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ স্বীয় 'বৈষ্ণব-তোষণীতে' যাহা বিচার করিয়াছেন, তাহা আচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিনা-আপত্তিতে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। তদনুগ শ্রীবৈষ্ণব সম্রাট্ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদও সেই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। পারকীয় রস সম্বন্ধে বৈষ্ণব-সম্রাট্ শ্রীল বলদেব বিদ্যা-ভূষণপাদ 'স্তবমালা' গ্রন্থের (বহরমপুর রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সংস্করণ ১৩১—১৩২ পৃঃ দ্রঃ) 'অঙ্গশ্যামলিমচ্ছটাভিরভিতো মন্দীকৃতেন্দীবরং' —এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, '—* * * * যত্তু কশ্চিত্তা-

* ভক্তি-সন্দর্ভ (শ্রীজীব গোস্বামিকৃত)—৩২০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। ভাঃ ৭।১।২৯ শ্লোক—কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ এবং ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে মন আবেশিত করিয়া বহু ব্যক্তি অঘ বা পাপ বিনষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিয়াছেন। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণে স্নেহ এবং ভক্তি করিলে পাপের কোন সম্ভাবনা নাই। শ্রীকৃষ্ণে দ্বেষ এবং ভয় পাপ জনক কিন্তু কাম পাপজনক কি না বিচার্য্য। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—কাম তিন প্রকার।

(১) সামান্য কাম, যথা—কুব্জার।

(২) পতিভাবে কাম, যথা—রুক্মিণী আদি মহিষীগণের।

(৩) উপপতিভাবে কাম, যথা—গোপীগণের।

দৃশস্য হরেস্তাভিঃ সহ শৃঙ্গারলীলা তৎপতিভাবেনাস্তু ন তূপপতিভাবেন, তেন তস্মিংস্তাসু চ সৌশীল্যপ্রতীপস্য কৌশীল্যস্য প্রসঙ্গাদিত্যাহ,—ধর্ম্মশাস্ত্রভ্যাসো ঘাস-গ্রাস-পুষ্ট-স্তদসৎ। সর্ব্বেশস্যাত্মারামস্য হরেঃ শৃঙ্গারোৎকর্ষ-রসিকস্য সত্য-সঙ্কল্পস্যানাদি-তৎসঙ্কল্পাদনাদিতঃ তথা-বিভূ্তাভি-স্তদাত্মভূতাভি-স্তদন্যাস্পৃষ্টাভিঃ স্বকান্তি-সমাভিঃ সহ লীলায়াং স্বাত্মারামত্বানপায়াৎ। যচ্চাতিপ্রবণো ভগবান্ বাদরায়ণিঃ অবর্ণয়ৎ পারীক্ষিতমাক্ষেপং তিরস্কুর্ব্বণ্, যচ্চ কৃতাঞ্জলি-নৃপেন্দ্রঃ পরীক্ষিদশৃণোৎ।' * পুনঃ, স্তবমালা ৫৯৪ পৃঃ 'ননু শক্তি-শক্তিমদ্ভাবেন বহ্ন্যৌষ্ণ্যবন্নিত্য-সিদ্ধয়ো-রনয়ে র্নিত্যদাম্পত্যং বিহায় কেয়মৌপপত্যেন লীলেতি চেৎ—পারমৈশ্বর্য্যাদিতি গৃহাণ। নহ্যেতয়োর্ণিয়ামকঃ কোঽপ্যস্তি।—যত্তীত্যা-দাম্পত্যে স্থেয়ম্। ন বা কর্ম্ম-পারতন্ত্র্যাদৌপপত্যং। অকর্ম্মতন্ত্রত্বাভি-

*শ্রীজীবপাদ সামান্য কাম এবং পতিভাবে কাম যে পাপাবহ নহে, তাহা শাস্ত্র এবং যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করিয়া লিখিয়াছেন, 'অথ উপপতিভাবেন চ ন পাপাবহঃ অসৌ (কামঃ) শ্রুতীনামপি তদ্ভাবঃ বৃহদ্বামনে প্রসিদ্ধঃ। তথা এব শ্রুতিভিরপি শ্রীকৃষ্ণ-নিত্যধাম্নি তা দৃষ্টা ইতি বৃহদ্বামনে এব প্রসিদ্ধম্। তদেবং সাধু ব্যাখ্যাতম্—কামাদ্বেষাদিত্যাদৌ, তদঘংহিত্বা ইত্যত্র। তেষু মধ্যে দ্বেষভয়য়োঃ যদঘং ইত্যাদি (নতু কামাদপি যদঘং)। এস্থলে 'তথা এব' সেইভাবে শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামে গোপীগণকে দর্শন করিয়াছিলেন অর্থাৎ নিত্যধামেও উপপতিভাব। যদি বলা হয় যে, নিত্যধামে 'তথাএব' অর্থাৎ নিত্যস্বকীয়াভাব তাহা হইলে এই প্রকার অর্থ হয় যে, যেহেতু নিত্যধামে নিত্যস্বকীয়ভাব, অতএব উপপতিভাবে কাম দূষনীয় বা পাপাবহ নহে। ইহা অসংলগ্ন বা Illogical মনে হয়।

ধানাৎ। ন চ জনমনো-নিবেশায়ৈতৎ ; 'ন পারয়েঽহমি'ত্যাদি বাক্যেষু তস্মিন্ স্বেচ্ছায়াঃ প্রত্যয়াৎ, তন্নিবেশস্তু সৌন্দর্য্যহেতুক এব। নচোৎ-কণ্ঠয়াঃ পরিপোষায়ৈতৎ, তস্যা নিত্যপুষ্টত্বাৎ। তস্মাৎ পারমৈশ্বর্য্যা-দেবৈতচ্ছক্তিশক্তিমতো স্তয়োর্ণিগীর্ণ - * দাম্পত্যমৌপপত্যমিতি সুধীভিরবধ্যেয়ম্॥' (জলজেক্ষণ হে কুলজামবলাং নহি দুর্যশসা রচয়া-ধবলাং। তরসা বিরমৎ কিরণং তরণিং দিবি পশ্য ততস্ত্যজ মে সরণিং॥ —এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় উপরোক্ত টীকায় শ্রীল বিদ্যাভূষণপাদ বলিয়াছেন)।

গোলোকাদি চিদ্বিলাস সম্বন্ধে কোন বিচার করিতে হইলে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও গোস্বামিপাদগণের উপদিষ্ট একটী কথা স্মরণ রাখা দরকার। তাহা এই,—ভগবত্তত্ত্ব সর্ব্বদা চিদ্-বিশেষ দ্বারা বিচিত্র অর্থাৎ জড়-বিশেষাতীত, কখনই নির্ব্বিশেষ নয়। ভগবদ্-রস—'বিভাব', অনুভাব', 'সাত্ত্বিক', ও 'ব্যভিচারী' এই চারি প্রকার বিশেষ-গত বিচিত্রতা-দ্বারা সুন্দর, এবং তাহা সর্ব্বদা গোলোক ও বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান। গোলোকের

* শ্রীমদভাগবত ১০।৩২।২২ শ্লোকে **'ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং'** এই 'নিরবদ্যসংযুজাং' বাক্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজেও শ্রীব্রজগোপীগণের সকল দোষশূন্য নির্ম্মল প্রেমের কথাই স্বীকার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন,—'নিরবদ্যা কাম-কর্ম্ম-লোক-ধর্ম্ম-শাস্ত্রাপেক্ষারাহিত্যেন নিরুপাধিসংযুক্ সংযোগো যাসাং তাসাং বঃ স্বেনৈব সাধু যৎ কৃত্যং ন তু সাধুত্বা-পাদকেন কেনচিদ্বস্তু-সম্পর্কেন সাধ্বিত্যর্থঃ।'

"অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, সেই প্রেম নৃলোকে না হয়। যদি হয় তা'র যোগ, কভু না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হৈলে জীবনে না রয়॥"—চৈঃ চঃ

রস যোগমায়া বলে ভক্তদিগের উপকারার্থ জগতে প্রকটিত হইয়া ব্রজরস-রূপে প্রতীত, এবং এই গোকুল-রসে যাহা যাহা দেখা যাইতেছে, সে সকলই আবার গোলোকরসে বিশদ্‌রূপে প্রতীত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং নাগর-নাগরীগণের বিচিত্র ভেদ, তত্তৎ জনের রস-বিচিত্রতা, ভূমি, জল, নদী, পর্ব্বত, গৃহদ্বার, কুঞ্জ ও গাভী প্রভৃতি সকল গোকুলোপকরণই যথাযথ সমাহিতভাবে গোলোকে আছে; কেবল জড়-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের তৎসম্বন্ধে যে জড় প্রতীতি, তাহা গোলোকে নাই। বিচিত্র-ব্রজলীলায় অধিকার-ভেদে গোলোকের পৃথক্ পৃথক্ স্ফূর্ত্তি; সেই সেই স্ফূর্ত্তির কোন্ কোন্ অংশ মায়িক, ও কোন্ কোন্ অংশ শুদ্ধ, এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত হওয়া কঠিন। ভক্তিচক্ষু প্রেমাঞ্জন দ্বারা যতই ছুরিত বা শোভিত হইবে, ততই ক্রমশঃ বিশদ্-স্ফূর্ত্তির উদয় হইবে। সুতরাং কোন বিতর্কের প্রয়োজন নাই; বিতর্কের দ্বারা অধিকার উন্নত হয় না; কেননা, গোলোকতত্ত্ব—অচিন্ত্য-ভাবময় *। অচিন্ত্য-ভাবকে চিন্তা দ্বারা অনুসন্ধান করিলে তুষাবঘাতীর নিরর্থক-পরিশ্রমের ন্যায় নিষ্ফল-চেষ্টা হইবে। সুতরাং জ্ঞান-চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া ভক্তি-চেষ্টায় অনুভূতি-লাভ করা কর্ত্তব্য। যে বিষয় স্বীকার করিলে চরমে নির্ব্বিশেষ-প্রতীতির উদয় হয়, তাহা অবশ্যই পরিত্যজ্য। মায়া-প্রতীতি শূন্য শুদ্ধ পরকীয় রস—অতি দুল্লর্ভ। তাহা গোকুল-লীলায় বর্ণিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই রাগানুগ ভক্তগণ সাধন করিবেন; এবং

* "প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্। অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেন যোজয়েৎ ॥"

সিদ্ধিকালে অধিকতর উপাদেয় মূল-তত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের পারকীয় চেষ্টাময়ী ভক্তি অনেকস্থলে জড়গত-বৈধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। তাহা দেখিয়া আমাদের তত্ত্বাচার্য্য শ্রীজীব উৎকণ্ঠিত হইয়া যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সার গ্রহণ করাই শুদ্ধ বৈষ্ণবতা। আচার্য্যাবমাননা-দ্বারা মতান্তর-স্থাপনের অন্যায় যত্ন করিলে অপরাধ হয় ॥ ৩৭ ॥ *

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য গুণস্বরূপম্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" ৩৮ ॥

অনুবাদ—প্রেমাঞ্জন-দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য-গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর-কৃষ্ণকে হৃদয়েও অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য—শ্রীশ্যামসুন্দররূপই-কৃষ্ণের অচিন্ত্য যুগপৎ সবিশেষ-নির্ব্বিশেষাদি বিরুদ্ধ-রূপ; সাধুগণ ভক্তিসমাধিতে স্বীয় হৃদয়ে তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। শ্যামরূপটী জড়ীয় শ্যামবর্ণ নয়, কিন্তু চিদ্বৈচিত্র্যগত নিত্যসুখদ বর্ণ; জড়-চক্ষে তাহা দেখা যায় না। "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণম্" ইত্যাদি ব্যাস-সমাধি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ—পূর্ণ-পুরুষ, কেবল ভক্তি-ভাবিত-সমাধির আসন স্বরূপ ভক্ত হৃদয়ে উদিত

* "আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥"—ভাঃ ১১।১৭।২২

হন। ব্রজে প্রকট সময়ে ভক্ত ও অভক্ত সকলেই এই চক্ষে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন ; কিন্তু কেবল ভক্তগণ মাত্র ব্রজপীঠস্থ শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ের পরম-ধন বলিয়া আদর করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভক্তগণ সেরূপ চাক্ষুষ-দর্শন লাভ না করিয়াও ভক্তিভাবিত-হৃদয়ে ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। জীবের চিন্ময়-শুদ্ধবিগ্রহের চক্ষুই ভক্তিচক্ষু ; তাহা প্রেমভক্তির অনুশীলন দ্বারা যেই পরিমাণে স্ফুটিত হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণ-স্বরূপের শুদ্ধ দর্শন হয়। সাধনভক্তি যখন 'ভাবাবস্থা' প্রাপ্ত হয়, তখন কৃষ্ণ-কৃপা-বলে প্রেমরূপ অঞ্জন সেই ভাবভক্তের চক্ষে প্রযুক্ত হয় ; তাহা হইলেই সাক্ষাদ্ দর্শন হয়। 'হৃদয়ের অর্থাৎ সেই-সেই-ভক্তির তারতম্যাধিকারগত হৃদয়ে দর্শন হয়। মূল কথা এই যে, শ্যামসুন্দর নটবর মুরলীধর ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি কল্পিত নয় ; তাহা সমাধি-চক্ষে দর্শন হয় ॥ ৩৮ ॥

গোলোক হইতে গোকুলের উৎকর্ষ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ্—"বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে-যে লীলার প্রচার। সে-সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার ॥ মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥ আমিহ না জানি তাহা—না জানে গোপীগণ। দোঁহার রূপে-গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন ॥ ২৫—২৭ ॥" এই সকল পয়ার হইতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে,—গোলোক বিহারী গোবিন্দের নিজ-ইচ্ছাশক্তিতে যে পারকীয় ভাব নিহিত ছিল, তাহাই গোলোক হইতে গোকুলে প্রকটবিহারে সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন করাইয়াছেন। শ্রীভাঃ ১০।৩৩। ৩৬ শ্লোক—"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে

তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥" এই শ্লোকেও জানা যায় যে,—ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য এই লীলার প্রাকট্য। তৎপরে, 'অতএব 'মধুর-রস' কহি তার নাম। স্বকীয়া পারকীয়া-ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥ পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥'—চৈঃ চঃ আঃ ৪।৪১-৪২ এই সকল শাস্ত্র-বাক্য হইতে ইহাই জানা যায় যে,—গোলোক হইতে গোকুলের চমৎকারিতা অধিকরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ, গোলোকে যে লীলা অপ্রকটাবস্থা গোকুলে তাহা প্রকটাবস্থা। উভয় লীলাই নিত্যা। *

কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে,—পৃথিবী প্রলয়কালে ভৌমব্রজের স্থায়িত্ব কোথায়, আর ভৌম গোকুলের লীলাই বা কোথায় অবস্থান করে ? তাহার উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—"তত্ত্বানাং ভগবংস্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ। তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উস্বিদনুশেরতে ॥" ভাঃ ৩।৭।৩৭ এই শ্লোকের টীকায় **শ্রীধরস্বামিপাদ** বলিতেছেন,—'প্রতিসংক্রমঃ প্রলয়ঃ। তত্র প্রলয়ে ইমং পরমেশ্বরং শয়ানঃ রাজানমিব চামরগ্রাহিণঃ। কে বা তমনুশেরেতে শয়াণমনুস্বপন্তি ॥' **শ্রীজীবপাদ** বলিয়াছেন,—তত্ত্বানামিতি। তত্র তেষু প্রকৃতিপর্য্যন্তেষু প্রলয়েষু। অনেন পার্ষদানাং নিত্যত্বমেবাভিপ্রেতম্। তদুক্তং কাশীখণ্ডে। ন

---

* "যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বাপরিণতি
তা'র শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই লীলা রতন ভক্তগণের গূঢ়ধন
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে ॥"—চৈঃ চ

চ্যবন্তে হি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোঽব্যয়মিতি অনুশেরতে লীনা স্তিষ্ঠন্তি॥' ৩৭॥ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদ বলিয়াছেন, 'সাধনভক্তিং পৃষ্ট্বা সাধ্যভক্তে-নিত্যত্বে বিপ্রতিপত্তিং নিরস্যন্ প্রলয়ং পৃচ্ছতি, তত্ত্বানামিতি। প্রতিসংক্রমঃ প্রলয়ঃ। তত্র প্রলয়ে ইমং পরমেশ্বরং শয়ানং রাজানমিব চামর-গ্রাহিণঃ কে উপাসীরন্ কে বা অনুশেরতে শয়ানমনুস্বপন্তীতি শ্রীস্বামি-চরণাস্তেন ভগবৎ-পার্ষদানাং তদ্ভক্তেস্তল্লোকস্য চ নিত্যত্বমভিপ্রেতম; অতএব 'ন চ্যবন্তে চ যদ্ভক্তা মহত্যং প্রলয়াপদী'তি প্রসিদ্ধং কাশীখণ্ড-বচনম্॥' ৩৭॥ এই ব্রহ্মাণ্ডে যখন লীলা অপ্রকটাবস্থা, তখন সেই সকল লীলা স্বেচ্ছাময় ভগবান্ নিজ ইচ্ছাক্রমে অন্যব্রহ্মাণ্ডে প্রকট করেন। এই কারণে লীলার নিত্যত্ব স্বীকৃত হইতেছে এবং অলাতচক্রবৎ ব্রহ্মাণ্ডসমূহে লীলা প্রকাশিত হইতেছেন। মহাভাগ্যবান্ জনগণ সেই লীলা দর্শন করেন। এসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০।৩১৯-৩৩১ পয়ারে আমরা স্পষ্ট প্রমাণ পাই,—"নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্ব-শাস্ত্রে কয়। বুঝিতে না পারি, লীলা কেমতে নিত্য হয়?" দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি, তবে লোক জানে। কৃষ্ণলীলা নিত্য জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে॥ জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রি দিনে। সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে॥ রাত্রিদিনে হয়—ষাটি দণ্ড পরিমাণ। তিনসহস্র ছয়শত পল তার মান॥ সূর্য্যোদয় হইতে ষাটি পল ক্রমোদয়। সেই 'এক দণ্ড' অষ্টদণ্ডে 'প্রহর' হয়॥ এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়। চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়॥ ঐছে কৃষ্ণলীলা মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে। ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে॥ সওয়াশত বৎসর

কৃষ্ণের প্রকটপ্রকাশ। তাহাঁ যৈছে ব্রজপুরে করিল বিলাস॥ **আলাত-চক্র** * সেই লীলাচক্র ফিরে। সবলীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥ জন্মবাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ। পূতনাবধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস॥ কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান। তাতে 'নিত্যলীলা' কহে আগম পুরাণ॥ গোলোক গোকুলধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম। কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥ অতএব গোলোক স্থানে নিত্য-বিহার। ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রাকট্য তাহার॥"—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদ বিশেষভাবে লীলার নিত্যত্ব বর্ণন করিয়াছেন।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড নায়ক গোলোক ও গোকুলপতি চিন্ময় পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে উপপতিভাবে প্রেমের বিশুদ্ধ-নির্ম্মলতা সম্বন্ধে আমরা শ্রীমদ্ভাগত ১০।২৯।১০-১১ শ্লোক আলোচনা করিলে পাই যে, এই প্রেম মধুররস-সমুদ্রের এক চমৎকার বিচিত্রতা। যথা—দুঃসহ প্রেষ্ঠা-বিরহ-তীব্রতাপধূতাশুভাঃ। ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥ ১০॥ তমেব পরমাত্মানাং **'জারবুদ্ধ্যাপি'** সঙ্গতাঃ। জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥ ১১॥ অর্থাৎ—তৎকালে সেই গৃহবদ্ধা গোপাঙ্গনাগণের দুঃসহ প্রিয়-বিরহ-তীব্র তাপদ্বারা সমুদয় অশুভ বিনষ্ট এবং ধ্যান-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে সুখ ভোগ হওয়ায় মঙ্গল-বন্ধন

---

*অলাতচক্রবৎ—(কুম্ভকারের মৃদ্ভাণ্ডাদি নির্ম্মাণের যন্ত্রবৎ) কাষ্ঠখণ্ডের একমাথায় অগ্নি সংযোগ করিয়া দ্রুতবেগে ঘুরাইলে যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপ চক্রবৎ কৃষ্ণেচ্ছায় নিত্য ঘুর্ণিয়মানাবস্থা লীলার কথাই এখানে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

ক্ষীণ হইল। অতএব প্রাক্তন-শুভাশুভ-বন্ধন নাশ হওয়ায় তাঁহারা **উপপতিবুদ্ধিতে** শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়াও তৎক্ষণাৎ ত্রিগুণময় দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক **চিন্ময়শরীরে** তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১০-১১ ॥

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে ঋগ্বেদে নিরুক্তে ও উপনিষদে কিভাবে 'জার' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা দেখান হইতেছে। **ঋগ্বেদ** অষ্টক ১।১২।৬৬ সূক্তে 'জারঃ কনীনাং পতির্জনীনাম্'। **সায়ন**—কনীনাং কন্যাকানাং জারঃ জরয়িতা, যতো বিবাহ-সময়ে অগ্নৌ লাজাদিদ্রব্যহোমে সতি তাসাং কন্যাত্বং নিবর্ত্ততে। আতা জরয়িতেত্যুচ্যতে। তথা জনীনাং জায়ানাং কৃতবিবাহানাং পতিঃ ভর্ত্তা। 'দারজারৌ কর্ত্তরি ণি লুক্ চ' পাণিনি ৩।৩।২০, ৭ জরয়তীতি। ঋক্ ১।১৭।১১৭ সূক্তে ১৮ 'জারঃ কনীন ইব'। যথা প্রাপ্তযৌবনঃ কামুকঃ জারঃ পারদারিকঃ সন্ পরস্ত্রিয়ে সর্ব্বং ধনং প্রযচ্ছতি এবম্...। জার আ সপতীম্ ১।২০।১৩৪।৩ জারঃ পারদারিকঃ 'আ সপতীম্ উপপত্যাগমন-ধ্যানেন ঈষৎ স্বপন্তীম্' এইরূপ ৬।৫৫।৪, ৫ জারঃ উপপতিঃ। ৯।৩৮।৪ গচ্ছন্ জারো ন যোযিতম্। ৯।৯৬।২৩ প্রিয়াং ন জারো অভিগীত ইন্দুঃ। ১০।১৬২।৫ যস্ত্বা ভ্রাতাপতি ভূর্ত্বা জারো ভূত্বা নিপদ্যতে। **নিরুক্ত**—১৩ উপমা, ৩য় অধ্যায়, ১৬ খণ্ড (বেঙ্কটেশ্বর সংস্করণ ২২৭, ২২৮ পৃঃ) দ্রষ্টব্য—'জার আ ভগম্।' জার ইব ভগম্ ॥ স্ত্রীভগস্তথা স্যাদ্ ভজতেঃ ॥ ঐ ৭৩৪-৩৫ পৃঃ 'যম ইব জাতো যমো জনিষ্যমাণো জারঃ কনীনাং জরয়িতা ॥ কন্যানাং পতির্জনীনাং পালয়িতা জায়ানাম্।' 'পতিত্বেন কন্যাভাবস্য জরয়িতা।' **শ্রীসম্মোহনতন্ত্রে**, শ্রীগোপাল সহস্রনাম স্তোত্রে, শ্রীহর-পার্ব্বতীসংবাদে,—'গোপালকামিনীজারশ্চৌরজার-শিখামণিঃ ॥'৮

কয়েকটি বিশেষ কথা

১। (ক) বেদবিদ্বেষী, নাস্তিক **চার্ব্বাক**। ২। ক্ষণিকবাদী গুণোপাসক নাস্তিক তার্কিক **বৌদ্ধ**। ৩। স্যাৎবাদী গুণোপাসক **জৈন** তার্কিক অর্হৎ। ৪। নিরীশ্বর নির্গুণাত্মবাদী তার্কিক **সাংখ্য**। ৫। সেশ্বর নির্গুণবাদী তার্কিক **পাতঞ্জল**। ৬। সমন্বয়বাদী, **কেবলাদ্বৈতবাদী**। ৭। পদার্থবাদী **বৈয়াকরণ**। ৮। বাক্যার্থবাদী **মীমাংসক**। ৯। উৎপত্তি সাধনাদৃষ্টবাদী **নৈয়ায়িক**। ১০। উৎপত্তি সাধনাদৃষ্টবাদী **বৈশেষিক**। ১১। নিরস্ততর্ক **সেশ্বরবাদী**। ১২। ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী। ১৩। বিদেহমুক্তিবাদী। ১৪। আত্মৈক্যবাদী। ১৫। নির্গুণব্রহ্মবাদী। ১৬। আত্মভেদবাদী। ১৭। ভোগ-মোক্ষবাদী ইত্যাদিগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া ("নানামত গ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্। কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥") প্রাপঞ্চিক তর্কপন্থিদিগকে শ্রীব্যাসের আনুগত্য প্রদানের জন্য যিনি কলিযুগে নির্ম্মল প্রেমভক্তি দানপর হইয়া শ্রীগৌরআকৃতি ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জীউর বিজয়-বৈজয়ন্তী-বহন-সূত্রে প্রচারক ও ভজনকারী সম্প্রদায়কে শ্রীরূপানুগ বলিয়া জানিতে যেন কাহারও বিবর্ত্ত উপস্থিত না হয় এবং শ্রীব্যাসের হৃদয়ে প্রকটিত ভাঃ ১।১।২ শ্লোক—'নিরস্তকুহকং * সত্যং পরং ধীমহি' বাক্যই যেন আমাদের আরাধ্য হয়।

(খ) এই গ্রন্থে বৌদ্ধযুগ হইতে শ্রীচৈতন্যযুগ পর্য্যন্ত সামান্য যাহা কিছু (ইতিহাস, সাহিত্য, ভূগোল, দর্শন, তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত) বর্ণন করা

---

* কুহকং কৈতব="অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম, অর্থ, কামবাঞ্ছা আদি এই সব ॥ তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥ কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেই এক জীবের অজ্ঞানতম ধর্ম্ম ॥"—চৈঃ চঃ আ ১।৯০—৯৪ দ্রষ্টব্য।